দাদাজী প্রোবাচ

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল।

সংকলক ঃ- শ্রীননীলাল সেন

দাদাজী প্রোবাচ

(তৃতীয় উচ্ছ্বাস)

দাদাজী

সংকলক ঃ—

শ্রীননীলাল সেন

ডাঃ শ্রীমতী পূরবী ভারতীয়
এবং
ডঃ শ্রীমতী কস্তূরী সেন
কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমতী মধুমিতা রায়চৌধুরী
(১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৪৫) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ—১৫ই এপ্রিল ১৯৯৬

প্রাপ্তিস্থান—১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

এই গ্রন্থের অন্য ভাষায় অনুবাদ শ্রীমতী রায়চৌধুরীর
অনুমতিসাপেক্ষ

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

শ্রীঅধীর ঘোষ কর্তৃক কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যিনি দাদাজীর লীলারসবেত্তা এবং পরম প্রিয় নর্মসখা, সেই পূর্ণকুম্ভ, দাদা নিবেদিত প্রাণ শ্রীযতীন ভট্টাচার্যকে এই দীন প্রচেষ্টার তৃতীয় উচ্ছ্বাস প্রীতিভরে সমর্পিত হোল।

বিনীত সংকলক

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

২২.৮.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [১৩ই আইভির বিয়ে হয়ে গেছে শ্রীদেবনাথ দত্তের সঙ্গে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু দাদানুরাগী আসেন প্রীতি-উপহার নিয়ে। ননী পাল্কীওয়ালা, সুমতি বেন, স্যার বীরেন মুখার্জী, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, কে. কে. বিড়লা, জাষ্টিস্ জে. পি. মিটার প্রভৃতি বহু গণ্য ব্যক্তি এসে উপহার দেন। বিয়ের আগে দাদা আইভিকে মহানাম দেন এবং একটা সোনার লকেট গীতাদির গলার হারে লাগিয়ে পরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভালোভাবে সম্পন্ন হয় স্থানীয় লোকদের খাওয়ানো ছাড়া। সেটাও বাসি বিয়ের দিন কিছুটা চরিতার্থ হয়। বহিরাগতদের বিভিন্ন বাড়ীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। বৌভাত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর মধ্যেই ১৯শে আবার দাদাকে কোর্টে যেতে হয়। আজ হাবা মারফৎ দাদার নির্দেশ পেয়ে ডঃ সেন সকাল ১০টা নাগাদ দাদালয়ে গেল। বহু লোকের সমাগম হয়েছে।] দাদা ঃ— মনটার আসন (আসা)। অভিদাঃ-দেহের সব জায়গাইতো এক; তবে কোন কোন জায়গায় টিপলে অন্যরকম লাগে কেন? দাদা ঃ — সংস্কার।.....তোরা বিশ্বাস করবি না। শংকরের সময়ের লোক বেঁকে....হয়ে গেছে, — এই দেহে দেখেছে। কিন্তু, তার কামনা বাসনা গেছে কি?..... আর তিন দিন নার্সিং হোমে থাকলে মারা যেতাম, তাই মধু-র বাড়ী চলে আসি। যোগেশ ব্যানার্জির কথায় ৯ জায়গা থেকে রক্ত নিয়ে এবং সারা দিনের urine নিয়ে test করেছে। কিছু পাওয়া যায়নি। ডাঃ দুলাল রায় চৌধুরী এখন বলেন, পেথিডিন আর Baralgan দিলেই ভালো হয়ে যেতেন। XXX (দাদার মায়ের কথা) ঘরে মুসলমান এলে সে ঘরে ঢুকতেন না, গোবর দিয়ে শুদ্ধ করতেন। পরে পা ভেঙে নার্সিং হোমে। এ রোজ খাবার নিয়ে যেতো; বলতো, মুসলমানে এনেছে; এই খেলে ভালো হয়ে যাবে। মা খেলেন; পরে বাড়ী এলেন। এ বললো, এবারে শুভযাত্রা, শুভরাত্রি।.... (বয়স কমিয়ে বলার হাস্যকর প্রবণতার কথা বললেন। জামাইর মায়ের কাকার কথা। ডাঃ বিনায়ক রায় ও ডাঃ সাবিত্রী রায় দম্পতির প্রশংসা করে বললেন) খুব সৎ এবং সাধু। (গৌরীদিকে) মাগীর দুই বিয়া। (৺অমিয়দার স্ত্রী বেবীদি এবং ৺মাধবদার স্ত্রীকে খাওয়া সম্বন্ধে) তোমাদের যা খুশী, খেতে পারো। XXX (ডাক্তারদের সম্বন্ধে) ১৭০০০্ টাকা ডাক্তারদের বিল হয়। কিন্তু, তারা উল্টে নার্সিং হোমের চার্জ দিতে চায়।

২৪.৮.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন সস্ত্রীক প্রায় ১১। ৩০ টায়। বহুজন-পরিবৃত দাদা।] দাদা :- মহাদেবের নাকি জটা ছিল। জটাটা কি? যোগ, অখণ্ড। বুদ্ধের শেষ দিকে বলতে পারিস্, যখন আর বিশ্লেষণ ছিল না। মহাপ্রভুকে, কৃষ্ণকে বলতে পারিস্। কৃষ্ণ বললে তো আবার কোন্ কৃষ্ণ... ।...প্রাণহীন যজ্ঞই শিবহীন যজ্ঞ; ঐ দেহধারী শিব নয়। সতী মানে তদগতা। দেহত্যাগ করে হরগৌরী হলেন। মহাদেব আমাদের মতো ছিল; কয়েকটা বিয়ে করেছিল।

৩১.৮.৭৫ (তদেব) [দাদা ১১টা নাগাদ বাড়ী এলেন। মাতাজী (মিসেস্ কামদার) প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ শুক্রবার সকাল ৮টা দয়ালাল ফোন করে মাতাজীর অসুখের কথা বললো। একে নেবার জন্য গাড়ী পাঠাতে চাইলো। আবার গোটা বারো নাগাদ। এ বললো, ৩টায় যাবেন। মধু, সমীরণ, অমল চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে এতটায় গেল। মাতাজীর জ্বর দুপুরে ১০৫ ডিগ্রীর মতো ছিল। ৩টায় ১০৩.৮। অমল চক্রবর্ত্তী বললো, জ্বর আরো বেড়ে যাবে। বিকলাই আছে। দিন তিনেক পরে কমবে। এ বললো, তিন দিনে মরে যাবে। তখন এ ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো; ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে এলো। জ্বর তখন ৯৭.৪। পিতাজী তাঁর সঙ্গে বোম্বে থেকে ফোন করে কথা বললেন, normal. পিতাজী পোরবন্দরে অসুখের খবর পেয়ে ভাবনগরে plane ধরতে যান; miss করে বোম্বে থেকে planeয়ের চেষ্টা করেন। ওখানে অসুস্থ হয়ে waiting roomয়ে। অরবিন্দ্ ভাই মিথ্যা ফোন করায় যে দাদাজী ওখানে গেছেন। তখন ৩টা। শুনে পিতাজী বলেন, তাহলে আর যাবো না। (হরিহর বাবার কথা।) XXX তোরা সব বলিস্, মাছ, শুয়ার, সিংহ, বাঘ সব কিছুই হয়েছেন। এসব এ বোঝে না। এসব জীবকে শিক্ষা দেবার জন্য; সব কিছুরই প্রয়োজন আছে,—মানুষের জন্য। বাঘ বনে আছে,—কী সৌন্দর্য। [দাদা উপরে চলে গেলে উষাদি বললেন, মাধবদা যেদিন মারা যান, সেদিনই বিকালে দাদা হঠাৎ কেঁদে উঠে বলেন : জন্ম আর মৃত্যু—আসা আর যাওয়া। বেবীদি আমাকে ফোন করে বলে, যেদিন দাদা নার্সিং হোম থেকে মিনুদির বাড়ী যান, তার আগের দিন অমিয়দা-বেবীদিকে দেখেই দাদা কেঁদে উঠলেন। তখন ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি।]

৭.৯.৭৫(তদেব) [বহুজনের সমাবেশ। পিতাজী, অতুলানন্দজী প্রভৃতি আছেন.] দাদা ঃ-Lakhs and lakhs of সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এ দেখা।....এ কিছু বলে না; উনি বলেন। এর দরকারটা কি? যে অভাগা, সে হোল ভগবান্। তাঁর কি কোন ভাগ আছে? এ আঁখ ফিক্‌দেনে হোগা।....(জনৈকা সম্বন্ধে) একজন কি রকম দুরে সরে গেছে! মায়ের মতো দেখতাম।....মিনুর বাড়ীতে বার বার ছুটে যাই কেন? ও রকম সেবা করতে কে পারবে? এক হাত এ রকম (নুলো) হয়ে যাচ্ছে; এক হাত দিয়েই সে আমার গা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মধু মাঝে মাঝে রেগে যায়। মিনু শোনে না। বলে, দাদার ব্যাপারে তোমার কথা শুনবো না। মানুষ এর দেহ স্পর্শ করতে পারে? ও কি মানুষ? মানুষের বেশে এসেছে। মিসেস্ সেন ঃ- আপনি ইচ্ছা না করলে কেউ কি কিছু করতে পারে? দাদা ঃ- ইচ্ছাটা হয় কেন?

৯.৯.৭৫ (তদেব) [দুজন মাদ্রাজী মহানাম পেলেন।] দাদা ঃ- Tune করবো কার সঙ্গে? ফাঁকার সঙ্গে? মন আ যায়েগা।.....গায়ক অরুণ চ্যাটার্জির চিঠি এসেছে। প্যারিস, রোমে দাদার ছবি দেখানো হয়েছে; 'যুগে যুগে তুমি' গানটা বিভিন্ন ভাষায় গেয়েছে; আরবীতেও। (বেবীদি কাঁদছিলেন। তাঁকে দাদা বললেনঃ) বাকী কটা দিন হেসে খেলে যা; তার পরে বুঝতে পারনি।....পূজা আবার কি? পূজা করে কি হয়? ডঃ সেনঃ-জাগতিক সুবিধা হয়। দাদাঃ—তাও হয় কি?

১৪.৯.৭৫ (তদেব) [ঝাঁসি থেকে শ্রী আশুতোষ গাঙ্গুলীর চিঠি পড়া হোল। সত্যনারায়ণ পূজার পরে প্রসাদী নারকেল ভেঙ্গে দেখেন, ভিতরে জল নেই, মধু-ধারা; আর ঠাকুরের পটে glassয়ের নীচে ২টো ১০ নয়া পয়সা লেপটানো। দাদা ডঃ সেনকে এটা ব্যাখ্যা করতে বললেন।] ডঃ সেনঃ- হিরণ্যকশিপু স্তম্ভ ভেঙ্গে নৃসিংহ দেখেছিল; আর একজন ভক্ত নারকেল ভেঙ্গে দেখলো, জল নেই, অর্থাৎ ঠাকুর জল গ্রহণ করেছেন, আর প্রকাশের চিহ্ন রেখেছেন মধু। উনি বোধ হয় ২০ নয়া পয়সা ঠাকুরকে দক্ষিণা দেন সংস্কার বশে। ঠাকুর দেখালেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আত্মসাৎ করেন নি। [নানা প্রসঙ্গ আলোচনা। ঠাকুর-শিষ্য মাধব পাগলার বদরীনাথ দেখার কাহিনী বলেন।] দাদা ঃ- এতো একটাই দেখে। মন আছে, তাই চোখ দিয়ে রূপ দেখে; না হলে রূপ কোথায়? স্ত্রী-পুরুষ আছে নাকি? সচল মন্দির না দেখে অচল মন্দির দেখছি। মনকে বোঝ, মনকে জানো।

২০.৯.৭৫ (তদেব) [বলরামদার সঙ্গে উড়িষ্যা থেকে এক General Manager এসেছেন। দাদার নির্দেশে তাঁকে মঃ মঃ ডঃ শ্রীনিবাসমের কথা এবং তাঁর প্রাপ্ত শ্লোক তিনটি বলতে হোল।] দাদাঃ—কর্ম করো, কর্ম করো। বেদান্তে ঋগ্বেদে এটা বারবার hammer করেছে। এখানে এলাম কেন? কর্ম করতে, কর্মের ভিতর দিয়া তাঁকে আস্বাদ করতে। তিনি আর আমি, অর্থাৎ মন; প্রেমরতি, ভাবরতি, আনন্দরতি। [প্রকৃতি-টুকৃতি তোদের বুঝবার জন্য বলি,—দাদা আগে একদিন বলেন, বললো ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি।]

২৭.৯.৭৫ (তদেব) [ঠাকুর ও জে. এম্. দাশগুপ্ত প্রসঙ্গ, উৎসবে চেরাগালির আগমন; রাস্তায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সেই কেবল নাম করছিল; আর সব দক্ষযজ্ঞ। তাঁকে ঠাকুরের কাছে আনা হোল। ঠাকুরকে সে ৮টা নারকেলের নাড়ু খাওয়ালো, জল খাওয়ালো। ঠাকুরকে ঘরে আটকে রেখে উৎসবে যাওয়া। কুচবিহারের মহারাণীর অসুখ-প্রসঙ্গ ও দাদা।]

২৮.৯.৭৫ (তদেব) দাদাঃ—যব ইধার আয়া, তব মন আয়া উনকো জাননে লিয়ে। সাধন-ভজন করে কি হবে? হাত-পা বেঁকা করে? মহাপ্রভু আবার বললেন, কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন। তদাপি না উপজয় প্রেম মহাধন।। তা শুনে তো এ ঘাবড়ে গেল। এ সব কখনো ছিল না। বেদে তপস্যার কথা বলেছে; কর্মই তপস্যা. বেদের কিছুই কেউ বোঝে না।

৪.১০.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন সকাল ৮ .৩০ টায়। উপরে দাদার সঙ্গে নানা কথা। ১০টার পরে নীচে হলঘরে,। সেখানে হাওয়াইয়ান কান্তা দেবী এসেছেন। তাঁকে নিয়ে দাদা পাশের ঘরে গেলেন ডঃ সেন সহ। তাঁকে অনেক কথা বলা হোল; কিন্তু, তিনি বুঝলেন না। তখন দাদার নির্দেশে ডঃ সেন হলঘরে গেলে দাদা ওঁকে ন্যাস—ট্যাসের ব্যাপার বুঝিয়ে বললেন। পরে বলেন, আগের থলি থেকে দিলাম; ওটা ও কিছু নয়। আজ মহালয়া। গুরুভাই-বোন সহ দাদা শ্রীঅনিমেষালয়ে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত। প্রতি বছরই এটা হয়। সস্ত্রীক ডঃ সেনকেও সেখানে যেতে হোল। দাদা তর্পণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বলছিলেনঃ] এ সব ব্যবসার ফন্দী! কার তর্পণ করবি, শ্রাদ্ধ করবি? নিজের করতে পারিস্। যার তর্পণ করবি, সে হয়তো already অন্য

কোথাও জন্মেছে। মৃত্যুর পরে ১ দিন, ২দিন, ১০ দিন, ১ বছর, ২ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর, ৩০ বছরের মধ্যে আবার জন্ম হয়। জন্ম না হলেও মনটা তো আবৃত হয়ে আছে মহানামে, তাঁতে। একটা body না পাওয়া পর্যন্ত সে তো function করতে পারবে না। সে তোমাকে চিনতেও পারবে না। অভিমন্যু কি অর্জুনকে চিনতে পেরেছিল? আর তোমাদের এতো বড়ো অভিমান, অহংকার যে তর্পণ করে, শ্রাদ্ধ করে একজনকে উদ্ধার করে দেবে। সব মূর্খের দল। তা পারেন একমাত্র যিনি মহামানব। XXX বশিষ্ঠ ছিল politician. গুরুদেব! ঐ একটা লোক ছিল। ...প্রারব্ধ ভোগ না করে উপায় নেই। সবটা তাঁকে তুলে ধরে সে।...আমরা পুতুল তৈরী করছি। ...তোরা যাকে 'ভূমা' বলিস্, তা বুঝাতে 'বৃধা' শব্দ ব্যবহার। তা থেকে 'বৃক্ষ'।...মহর্ষি রমণের হাতে না, ওষুধ দিচ্ছে না। এই patience যে কি হবে? এর চেয়ে যাঁরা সতী হয়, তাঁরা অনেক বড়ো।...দেহটা অমর হবে কেমন করে? এই জড়টা? দুই একজনের দেহ অমর হতে পারে। ওটা সাধারণ নিয়ম নয়।....বিশেষ ইচ্ছায় কোন জগৎ উদ্ধার করে সেখানে অন্য জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন।...ঠাকুর বলতেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে পূজা করুন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পঞ্চ প্রদীপ করো, প্রসাদ করে নাও।

৮.১০.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন দুবেলাই যায়। দিনে ঠাকুরের কথা, রাত্রে ঋষভদেবের কথা। ভাগবতের ঋষভ-কাহিনী বলতে হোল। বললেন, সব বাজে। দাদার 'নিতাই গৌর সীতানাথ' গানে 'ঋষভ-তারণ' আছে, বললেন। ঐ গানটা টেপ্ করা আছে।] দাদাঃ-কাউকে বলবি না, ঐ ঘরে বসে দেখি, দূরে ঋষিরা বসে আছে লক্ষ লক্ষ, আর অনেক অনেক দূরে তোদের ভগবান্। কেউ cross করতেই পারছে না। ....শেষ পর্যন্ত মনটা থাকে। (ডঃ সেনকে) কুসুমন্ত সিংয়ের কাগজে Questionnaire on Hinduism নিয়ে একটা লেখা পাঠাতে হবে এর নামে ৩ দিনের মধ্যে। XXX মেঘজী গাড়ী করে যাচ্ছিলেন; গাড়ী হঠাৎ গড়িয়ে অনেক নীচে পড়ে গেল। 'দাদা' বলে মেঘজী অজ্ঞান। একটু পরে জ্ঞান হয়ে দেখেন, কে যেন গাড়ীটা ঠেলে রাস্তায় তুলে দিল। অভি রোজ দাদাকে complan ভোগ দিয়ে দরজা বন্ধ করে 'রামৈব শরণম্' করে। ৪৫ মিনিট পরে দেখে, গ্লাসে অল্প একটু পড়ে আছে। ৭ দিন পরে ফোন করে বলে, এবারে আপনার শরীর হয়তো ভালো হয়েছে।...কান্তাদেবীকে একটা আসন শিখানো হয়। সে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। XXX কবিরাজ মশাইকে বহুদিন আগে তাঁর গুরু সম্বন্ধে বলি, ওর ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। পাইখানায় যায়; সেখানে ভুতে ঘাড় ভাঙ্গে। ভক্তেরা বলে, সহস্রার দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ...২৫০ বছর বয়সে তৈলঙ্গস্বামী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। রাম তখন তাঁকে দীক্ষা দেন। শেষ জীবনে খুব কষ্ট পান। রামকৃষ্ণ তাঁকে জ্যান্ত শিব বলে পূজা করেন।...মনটা শেষ পর্যন্ত থাকে।

১১.১০.৭৫ (তদেব) [শ্রীচন্দ্রমাধব মিশ্রের চিঠি পড়া হোল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাঁর ওষুধের দোকান 'সঞ্জীবনী' বিক্রী করে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছে। মানুষের চরিত্র নিয়ে আলোচনা।] দাদাঃ- সত্যের গায়ে অনেক আগাছা-পরগাছা লেগে থাকে। জাগতিক সত্য-মিথ্যা তো তাতেই আশ্রিত। মানুষের কৃতজ্ঞতা বোধও নাই। চন্দ্রই ওর খাওয়া-পরার একটা সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। XXX রাবণকে আমি বৈষ্ণবও বলছি না, দুশ্চরিত্রও বলছি না। রাবণ রিপুর রাজা অর্থাৎ অহংকার। মানস সরোবরে দেবতারা পূজা করে; তাই তার পাশে সে রাবণ-হ্রদ করলো। তোমরা তাঁর নাম দিয়েছো দশানন। দশানন কে হতে পারে? কোন দেবতা পেরেছে কি? দশানন অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। সব গ্রহ যাঁর বশে, সে তো শিবের ও উপরে। রাম এক জায়গায় রাবণকে 'বৈষ্ণব' বলছেন। মেঘনাদ যজ্ঞ করছে, আত্মাহুতি দেবে। লক্ষ্মণ মাথায় বাণ গুঁজে গেল।....তোমরাই বলো, নিকুম্ভিলা করলো। নিকুম্ভিলা কি? আত্মবদ্ধ :..., নিজের ভিতরে তাঁকে আবদ্ধ করে রাখা...সীতা লুব্ধ হয়ে প্রলোভনে পড়লেন। তখন চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য; শেষে রাম রাম করে উদ্ধার।....সীতা অন্ধকারে গেলেন। ...কৃষ্ণ বললেন, ঐ তো জয়দ্রথ! নাও, এই বাণ দিয়ে বধ করো,—একথা যে কৃষ্ণ বলতে পারে, সে কৃষ্ণের এখানে আসার ও অধিকার নাই। লিখে রাখিস্।...অর্জুন গাণ্ডীব নিয়ে কি যুদ্ধ করবে? যে অর্জুন 'হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি,' তাঁর সম্বন্ধে এসব কি কথা? ডঃ সেন :—এটা তো তত্ত্বহিসাবে দেখা। ব্যক্তি হিসাবে দেখলে? দাদাঃ- তাহলে গীতাকে কি ব্যক্তি হিসাবে দেখবি? একটা সংস্কৃতের অর্থও কেউ বোঝে না। গীতার একটা শ্লোকের অর্থ বুঝলেই তো হয়ে গেল,—ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদি।...দুরাত্মা হোল বিভীষণ,—দেশদ্রোহী। তাকে তোমরা ভক্ত বানালে। ক্ষাত্রধর্ম সে পালন করলো কৈ? স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে রামের কাছে আসে; সে ভক্ত কি রকম? রামও স্বার্থের জন্য তাকে নেয়।....ও! 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে'? সে উনি যখন আসেন, তখন হয়।...'রূপং দেহি জয়ং দেহি'—দাহন করো। আমরা সব উল্টো অর্থ করছি।

[রাত্রে দাদা সোমনাথ হলে যান। কাল ও পরশু এখানে বার্ষিক মহোৎসব ও সত্যনারায়ণ পূজা হবে। আজ থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে দাদানুরাগীরা আসছেন। তাঁদের দেখাশুনা এবং পূজার প্রারম্ভিক ব্যবস্থাপনা করছেন দাদা। ৯.৩০টা নাগাদ দাদা চলে গেলেন। রাত্রে ওখানে অনেকে থাকেন দেখাশুনা করার জন্য। কামদাররা ৪জন, ননীগোপালদা, সুনীলদা, জয়দেব, দিলীপ চ্যাটার্জি, কল্যাণ দে, অরুণ ঠাকুর, নিখিল দত্ত রায়, শ্রীনিবাসদা, ডঃ সেন, মানা, সবিতাদি, গীতাদি, ঊষাদি, লিলি সেন, রমা, গৌরীদিও শম্ভু ভড়ের স্ত্রী থাকেন।]

১২.১০.৭৫ (সোমনাথ হল; দিন) [দাদা সকাল ৫টায় বাল্যভোগের জন্য আসেন। শেষ রাত থেকে বেহালা গ্রুপের গান শুরু। সকাল ৭ সাড়ে সাতটায় আসেন বাটার দীনেশ চক্রবর্তী গায়ক অমূল্যচন্দ্র নন্দীকে নিয়ে। তার কিছু পরে দাদা চলে যান। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী পরমানন্দজী পাটনা থেকে আসেন; আসেন বোম্বের প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীহরিপদ রায়। বাল্যভোগে মাতাজী ঠাকুর ঘরে ছিলেন। সব ভোগের সামগ্রীতে আঙ্গুলের দাগ ছিল; ঘর গন্ধে ভর্ত্তি ছিল, মাতাজী খট্ খট্ শব্দ শোনেন। সকালে বৌদি আসেন ভোগের রান্না করতে। বাল্য ভোগের রান্না মাতাজীই করেন। ১০টা নাগাদ দাদা আবার এলেন। বহিরাগতদের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি এবং নানা আলোচনা। বারোটা নাগাদ পিতাজীকে পূজার ঘরে বসিয়ে দিয়ে তৎপুত্র অরবিন্দ ভাইকে নিয়ে দাদা দোতলায় গিয়ে পূজার ঘরের ঠিক উপরের ঘরে বসলেন এবং নীচে পূজার ঘরে যা ঘটছে, তাই একে একে বলতে লাগলেন। দাদার নির্দেশে পূজার ঘরের বাইরে থেকে দ্বারপাল হোল ডঃ সেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ডঃ সেন ভিতরে দরজা-খোলার 'খট্' শব্দ এবং অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে পেলো। প্রায় ৪০ মিঃ পরে দাদা অরবিন্দ ভাইকে নিয়ে পূজার ঘরে ঢুকলেন; কিছু পরে ডঃ সেনকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছু পরে পিতাজী বেরিয়ে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন ঃ দরজা দুবার ধাক্কা দেবার শব্দ; কে তিন বার তাঁকে আরতি করলো; plane take off করার sound; গঙ্গাজলের ধারা গায়ে-মাথায়, চারিদিকে; ঘর গন্ধে ভর্ত্তি; কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে; সে ডান পাশের আসনে বসে কী সব বললো; গ্লাসের জল কিছুটা কম; নারকেল জল ক্ষীর হয়ে গেছে; প্রতিটি খাবারে অনেক আঙ্গুলের দাগ; পায়েসের আঙ্গুল দিয়ে লাবরা নেবার চিহ্ন। উনি কিন্তু গান শুনতে পান নি। দাদা নিজের বাসায় চলে গেলেন। আবার বিকেল ৪টায় এলেন। এবারে no lecture ; শুধু কটকে অচ্যুতানন্দ ও শংকরাচার্যের কাহিনী মানাকে বলতে হোল। দাদা বলেন, ১৯২৬য়ে শ্রীরামের ফটো নিতে যেয়ে কুরশীতে উপবিষ্ট সত্যনারায়ণের ফটো উঠে। ওটা আসলে কৈবল্যনাথের। ১৯৬৭তে দাদার ফটো নিতে যেয়ে বর্ত্তমান সত্যনারায়ণ-পট উঠে। দাদা ৮টা নাগাদ চলে যান।]

১৩.১০.৭৫ (তদেব) [আজ মহা-নবমী; শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা। সোমনাথ হলের দোতলায় বহিরাগত অনুরাগীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে আর তিল ধারণের স্থান নাই। ডঃ সেন প্রত্যুষে সোমনাথ হল থেকে বাড়ী গিয়ে সাড়ে ৯টায় আবার ফিরে আসে।] দাদা ঃ-ননী শালা কৈ? তৈলঙ্গস্বামী ২৫০ বছর সাধনার পর রামের সাক্ষাৎ পান গঙ্গার ঘাটে। তাঁকে দেখে নিজের ভুল বোঝেন। আকুল প্রার্থনা। রাম তাঁকে পরের দিন বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে একটা বাড়ী যেতে বলেন। সেখানে রাম তাঁকে উদ্ধার করেন।...পিতা, মাতা, ভাই, স্ত্রী ইত্যাদি নাম discipline রাখার জন্য শুধু ভারতবর্ষে হয়েছিল। ভারতবর্ষ অবশ্য অনেক বড়ো ছিল।...(ডঃ মহেন্দ্র নারায়ণ শুক্লা সম্বন্ধে) বহু সাধু-সন্ন্যাসী ঘেঁটেছে; মহালক্ষ্মীর সঙ্গে কথা হয়। এর সঙ্গে যোগ নিয়ে রাত ২টা পর্যন্ত কথা। দাদা তখন পরের দিন সকালে আসতে বলেন। তালা খুলে দেখে, দাদা মহালক্ষ্মীর সঙ্গে বসে। ছুটে আসে রাত ৪টায়। [সকালে দাদা প্রায় সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ছিলেন। আবার বিকালে সাড়ে ৪টা নাগাদ আসেন। রাত্রে শ্রীহরিপদ রায়কে পূজার ঘরে বসান। দ্বারপাল যথারীতি ডঃ সেন। সে বাইরে থেকে বকম্-এর মতো শব্দ এবং gust of wind য়ের whizzing sound পায়। অমূল্য নন্দী প্রাণ-মাতানো কীর্ত্তন করে। তারপরে হরিদার আত্মীয়া মিসেস্ চ্যাটার্জি আবিষ্ট হয়ে গান করেন 'হরে কৃষ্ণ' এবং 'কৃষ্ণ কেশব' ইত্যাদি। হরিদার পূজায় গন্ধ, নানা শব্দ, সুগন্ধি জলের ঝর্ণা, খাবারে দাগ—সব কিছুই ছিল। গ্লাসের জল অর্ধেক হয়ে যায়। অপূর্ব অমানুষ কণ্ঠের গান শুনতে পান। দাদা বলেন, গোপবালাদের গান। হরিদার জামা-কাপড় সামনে, পিছনে,ঘাড়ে প্রচুর চন্দনে লিপ্ত হয়ে যায়। গতকাল পিতাজীর ও তাই হয়েছিল।]

১৪.১০.৭৫ (তদেব) [সকালে দাদা সোমনাথ হলে এলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে সবাই চলে যাবেন। দাদা তাঁদের সঙ্গে নানা কথা বলছেন। তান্ত্রিক সত্যব্রহ্মচারীর কাহিনী; ইয়াসিন্ মিঞা ও পূজা-প্রসঙ্গ; দুর্বাসার

সশিষ্য প্রসাদ খেতে আসার কাহিনী। দাদার ভাইঝির বাড়ী শ্রাদ্ধ ও ৫টি ভিক্ষুককে ৫টি পিণ্ডদানের কথা ডঃ সেনকে বলতে হোল।] দাদাঃ-রাম বলতেন ঃ এক চোখ সব সময়ে খোলা থাকে; ওটা বুজলে ত্রিভুবন লয় পাবে। রাম প্রাণারাম। ওকে কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়। রাম কি যোগী, মহাপুরুষ, সাধু? ভাবনগরে সত্যনারায়ণ-ভবন প্রতিষ্ঠার কাহিনী যতীনদা কিছুটা বললেন।) যতীনদাঃ-রামদাস-স্বামীর অস্থির উপর ওটা তৈরী হয়। দাদা আগেই বলেন ঃ ও কিন্তু ভয়ংকর চিৎকার করবে; তবে এবার উদ্ধার হয়ে যাবে। তাই হোল; সিংহের মতো গর্জন।...চারিদিকে বাইরে থেকে যেন আগরবাতির ঝাড়।...দাদা—পূজার ঘরে বসাটা কি তামাসা? কটকে অচ্যুতানন্দকে পূজার ঘরে বসালে ১ মিনিটেই অজ্ঞান। Aroma যখন ছড়াতে আরম্ভ করে, তখন এই দেহ তা stand করতে পারে না; পুড়ে যাবে; চিন্ময় সত্ত্ব চাই। [মানা কাল পরও তন্ময় হয়ে অপূর্ব কীর্ত্তন করছিল, যখন রমা lead করছিল।] XXX গোপীনাথ কবিরাজ নন্দন কাননে এর দেখা পান। তাই ধারণা করেন, এ খুব যোগ-তপস্যা করেছে।

(সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় সস্ত্রীক ডঃ সেন দাদালয়ে।) দাদা (বৌদিসম্বন্ধে) ঃ—ওঁর সঙ্গে তো প্রেম-ট্রেমের কারবার ছিল না। ও রকম প্রেম এ কখনো করেনি। শ্বশুরকে প্রথম দিনই বিয়ের কথা বলি, এই হবে। ওঁকে বলি, খুকি! এইই ঠিক হয়ে আছে। তবে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। সীতা আর কি সহ্য করেছে? চিঠিপত্রের কারবার তো ছিল না। শুভরাত্রির দিন চলে গেল; কোন যোগাযোগ নেই। পরে আবার এলো। তখন ঠাকুরঘরে সোডার বোতল, গ্লাস আর তাস নিয়ে। উনি জিজ্ঞেস করলে বলতো, মদ খাই, আর patience খেলি। পরে বন্ধুরা তাস খেলতে এলো। কিছু দিন পরে বললাম, ওঁর পছন্দ নয়, তাই ছেড়ে দিলাম। গান করেছি, ফুটবল খেলেছি, কিন্তু আসক্ত হইনি। ১৯৫৭তে গোপীনাথ এলেন; গৌরী আসে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। শিশির ব্রহ্মচারী, সীতারাম দাস, শোভামা সবাই আসে; এ লুঙ্গি পরা। শ্বশুর এসে গোপীনাথের কাছে অনুযোগ করেন। গোপীনাথ বলেন, পরে বুঝবেন। ১৯৬১তে আবার আসেন; আনন্দময়ীও। শ্বশুর আবার অনুযোগ করেন। ১৯৬৩র 17th February শ্বশুর মারা যান। ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়, ডাঃ মৈত্র এখানে বসে। কান্নার রোল; গেল; বললো, মারা যায়নি। এক কাপ জল নিয়ে দরজা বন্ধ করলো; বেঁচে উঠলো। deliriumয়ে নারায়ণ বাবাকে দেখতে চাইলো। এ বললো, সময় হলে যাবে। ১৬ দিন পরে শ্বশুরের কান্নায় গেলো। দেখে, শুয়ে হিসাব দেখছেন। এ পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী দেখছেন। উত্তর ঃ—হিসাবের খাতা। এ বললো, হিসাবের খাতা এখনো শেষ হয় নি? পরের পৃষ্ঠা উল্টে দেখুন্ তো। দেখে স্তম্ভিত। এ বললো, মহাজ্ঞানে এটা পেলে, এটা থাকবে না।...পায়ে লুটিয়ে পড়লো। সত্যনারায়ণের পট যেভাবে দিতাম, সেইভাবে দিলাম। বললাম, বাঁধিয়ে পায়ের দিকে রেখো। চলে এলাম। তারপরে শুধু নারায়ণ বাবা, নারায়ণ বাবা। মেয়েকে বলতেন ঃ নারায়ণ বাবার হাতে দিয়েছি।....।

১৫.১০.৭৫ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—পুরীর বর্ত্তমান মন্দির ৭।৮শ বছরের। প্রথম মন্দির বুদ্ধের আগের। বুদ্ধ 'বুধা' অর্থাৎ বুদ্ধের শরণ নেন। বুদ্ধ হোল শূন্য, ভুমা। তাঁর পাগড়ী ছিল কোথায়? তাঁর ধর্ম সনাতন ধর্ম। তিনি স্বভাবে ছিলেন। বুদ্ধ কিন্তু কৃষ্ণ-টৃষ্ণ বলেন নি। ঋগ্বেদ থেকেই হিন্দু ধর্ম; তার আগে তা ছিল না। মহাবীর কিছু না; শংকরও। তাঁকে আবার তোরা শিব বানিয়েছিস্।...কৃষ্ণ পুরীতে। তখন অবশ্য এই পুরী ছিল না। এই পুরী তখন সমুদ্রে। মহাপ্রভু কিছুদিন, a few months, বৃন্দাবনে ছিলেন। কিন্তু, শ্যাম-কুণ্ড, রাধাকুণ্ড এসব কি? বৃন্দাবন—লীলা আর কংস, অক্রুর-সংবাদ এসব একসঙ্গে কেমন করে চলে? যে কৃষ্ণ murderer, তাঁকে দিয়ে কি হবে? প্রাণস্বরূপ কৃষ্ণে মনটা যখন merge করে গেল, তখন ধারা অর্থাৎ রাধা।...(পরমানন্দজীকে) ওতো মহাপুরুষ। এই রকম জায়গায় জায়গায় ২।১টি মহাপুরুষ হলেইতো হোল।

১৯.১০.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—ভীষ্মের শরশয্যা। ভীষ্মের সারথি মন অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ অহংকার। অর্জুনের পার্থ, আবার সারথি। যখন দেহটা এই রকম (জবুথবু) হয়ে গেল, তখন শরশয্যা। তখন কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম একাকার। সেখানে গাণ্ডীব কোথায়?....সাবিত্রী-ব্রত কি? একজন ধীর, স্থির, গম্ভীর রসে হাবুডুবু। তার vibrationটা মনে লাগছে।....হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী কি? পণ্ডিতেরা কিছু বোঝে?...ঋষভ...মহাবীর কিছু না; এইটুকু লেড়কা; বাইশ তেইশ বছর আগের।...ভাবনগরে গিয়ে মনে হোল, এখানে তো উনি ছিলেন। কয়েক হাজার বছর আগের কথা তো। বিস্মরণ হতে পারে। উনি থাকতে চাইলেন। তাই ভাবনগরে সত্যনারায়ণ প্রতিষ্ঠা। এ রকম যুগ কখনো আসে নি। এখন কৃষ্ণ এসে কিছুই করতে পারবে না; মহাপ্রভুও না। রাম যিনি সত্যনারায়ণ

ছিলেন, পূর্বেরও উপরে, তিনিও না। এরকম সাধুদের ধরে ধরে কাৎ করা। পণ্ডিতদের। গোপীনাথের মতো পণ্ডিত কোন্ কালে ছিল, এর জানা নাই। শ্রীজীব-টীব না। সেওতো চুপ হয়ে গেল; কাঁদতে লাগলো। XXX (উড়িষ্যা-ভ্রমণ-কাহিনী গীতাদি বললেন।) গীতাদি ঃ—সাক্ষিগোপালের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে দাদা বলেন, এই নদীতে স্নান করে এই পথ দিয়ে আমি গেছি। (দাদা মিনুদির বাড়ী চলে গেলেন।)

২০.১০.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ-রাধার স্বামী নপুংসক অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, ভূমা। তাই লীলার ভূমিতে কৃষ্ণ। রাধাতো কৃষ্ণের নির্যাস। কৃষ্ণতত্ত্ব বলা যায়; কিন্তু, রাধা সম্বন্ধে কি কিছু বলা যায়? (দশাশ্বমেধ ঘাটে অতিপ্রত্যুষে রোজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব দেখার কাহিনী দাদা বললেন। বললেন,) এই ভূতকে দেখে সব বায়ুভূত, নিরাশ্রয় হয়ে যায়। একদিন জিতেন বাবু বললেন, অমিয় বাবু! আপনি তো ভোরে গঙ্গাস্নান করেন। ক জায়গায় জল দেন?...তো ১৭ জায়গায় দেন। এ বললো, আমি তো নিজের মাথায় জল দিই। লক্ষ্মীপূজার দিন ১৭ জায়গায় সত্য নারায়ণ হয়েছে। হরি ভাণঃ—বাড়ীতে রোজ যা হচ্ছে, এখন মরে গেলেও ক্ষতি নাই।

২২.১০.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ— নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার তো atomic research Institute. বীরবাহু আর মেঘনাদ জানতো। রাবণ হ্রদে রাবণ এসে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতো; কয়েক দিন থাকতো।...মানা ১৪ জায়গায় doctorate য়ের জন্য apply করেছে; হবে না; মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। রমা খুব ভালো ইংরেজী লেখে।

২৩.১০.৭৫ (তদেব) [দাদা কিছুদিন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। প্রিন্সিপাল ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের সঙ্গে ঐ পদের জন্য interview প্রসঙ্গ। মহাপ্রভু প্রসঙ্গে] দাদা ঃ—কোন্ মহাপ্রভু? প্রভুপাদ মহাপ্রভু; না গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু? ভক্ত রঘুনাথ! কোন রঘুনাথ? চাটগাঁর রঘুনাথ, রাণাঘাটের রঘুনাথ, না সপ্তগ্রামের রঘুনাথ? শশিশেখর! মহাপ্রভুর সময়ের?...যা পাবার, তা তো আমার মধ্যেই আছে। যা নাই, তা কোথাও পাবো না। শালারা মাথায় আশীর্বাদ করে। মাথাটা কি?...জায়গা। (ডঃ সরোজ বোস নিয়ে আলোচনা) মানা ঃ—আপনিইতো বলতেন, ওর লেখা বেদ! (Music college প্রসঙ্গ, ডঃ করুণা রায়ের কথা।) দাদা ঃ— তোদের শংকর শংকরাচার্য হতে পারলো না। নারীকে জানলো, তার পরে হোল। গার্হস্থ্য।

২৫.১০.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—আজকাল আর বসতে চাই না; কামদার এনে বসায়। কেউ কিছু বোঝে না; এদের কথা শুনে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কাল একজন বলছিল, বাল্মীকি নাকি দস্যু রত্নাকর ছিল! বল্মীক, মরা মরা ইত্যাদি। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। তোমরা সব গাঁজা খেয়েছো। শুধু গাঁজা নয়, আরো কিছু। সাধু-সন্ন্যাসীরা আরো বেশি খেয়েছে। বাল্মীকি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ মানে পৈতা ছিল বা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তা নয়। Intellectual ছিলেন; আশ্রম ছিল। আশ্রম মানে টোল। বাবা চ্যবন অসভ্য ছিল। ঠাকুর্দা আশ্রয় মুনি ছিল ভাবের লোক। সেই ভাব নাতি পায়। লিখতে টিখতে পারতো। তখন সংস্কৃত ছিল কোথায়?...পরশুরাম নাকি রামের সঙ্গেও যুদ্ধ করে, আবার ভীষ্মের সঙ্গেও। তোরা তাঁকে আবার অবতার বলিস্। তাঁর নাম ছিল রামাদাৎ। পিতার আদেশে মাকে বধ করে তাঁর নাম হোল পশু-রাম। পরে অবশ্য অনুশোচনা হোল। আনন্দ-সত্ত্বয় সে যুগে যুগে থাকতে পারে। বাল্মীকি বহু দিন বেঁচে ছিলেন।....তোরা বলিস্ কৃপা। কৃপা তো তিনি অষ্ট প্রহরই করছেন। তাঁর সত্তাটাই আমরা মানলাম না।...ধীর স্থির গম্ভীর রসে ডুবু-ডুবু; উপর দিয়ে তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে।....(গীতাদিকে দেখে) বাঁকা শ্যামের বাঁশী! গীতাকেই চাই; গীতাইতো প্রকাশ! (দস্যু রত্নাকর প্রসঙ্গে) মানাদের বাড়ীর চেহারার মতো। মানা নয়; মানাকে তো আ.. ভালোবাসি।...এ তোদের বৌদিকে নিয়ে একবার পুরী গেল। হোটেলে থাকে; একজনের একবেলায় ৫৫ টাকা করে। সৎসঙ্গের ঋত্বিক্ মন্ত্র নিতে বলে। এ বলে, জগন্নাথকে দেখে আমিই মহাপ্রভু হবার তালে আছি। পরে সমুদ্রস্নানে গেলে লোকটি বৌদির কাছ থেকে ২ টাকা বাগিয়ে নেয়। মোহনানন্দের সঙ্গে ট্রেনে সাক্ষাৎ হয় একবার; সঙ্গে মোহনানন্দের ছোট ভাই ও বৌ ছিল, যারা এখন যোধপুরে আছে। তখন যজ্ঞ নিয়ে কথা।

২৯.১০.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—....সাধু-সন্ন্যাসীগুলা শাস্ত্র লিখে নরহত্যা করেছে, মনুষ্যজাতিকে হত্যা করেছে।...সব subconscious mind য়ের বিকার। ঘুমিয়ে পড়লে যা থাকে, তাই থাকে। যা থাকে না, তা নাই। ডঃ সাহাঃ—ঠাকুর বলেন, জয়ন্তীমা পৃথিবী ধরে আছেন বা রক্ষা করছেন! দাদা ঃ—দেহধারী কোন জয়ন্তীর কথা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলতে পারেন না। জয়ন্তী হোল ধরিত্রী। ....অষ্টপ্রহর কেলি করছেন।...অলগ্ থাকা; দেহে থেকে ও দেহে না থাকা; সব কিছু করেও কিছু না করা,—এইতো সন্ন্যাস।...দাদা বলেন, পাপা-পুণ্য নাই, ধর্মাধর্ম নাই।

তাই বলে তোরা কি বলতে পারিস্? অধিকার আছে? চরিত্র চাই।...(জনৈকা সম্বন্ধে) Rectified না হলে চলে যেতে হবে।...ইন্দ্রিয়কে ছেড়ে দাও, ঘুরুক্ যেখানে খুসী, না হলে অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হবে কেমন করে?...পূজা তো সব সময়ে হয় না। Merchantয়ের বাড়ীতে (বোম্বে) হোল না। নিজে করলে আগেই বলা যায়। না হলে অন্যের দেহের একটা বাধা আছে তো।

১.১১.৭৫ (তদেব) [অপরেশ—বাঁশরী লাহিড়ী পুত্র বাপী লাহিড়ী সহ উপস্থিত। বাঁশরী ২টা গান করলেন। বাপীর প্রতিষ্ঠার কথা।] দাদা ঃ—এক বছরে তিন লাখ টাকা দিয়ে বাড়ী করেছে।...মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রামানন্দ ঃ কান্তাপ্রেম। মহপ্রভু—এহো বাহ্য। দাদা ঃ—আরো সব কি প্রেম আছে? ডঃ সেনঃ— আসলে কান্তা প্রেমই একমাত্র প্রেম; দাস্য সখ্য বাৎসল্য তার ব্যভিচারী মাত্র। দাদাঃ—কবিরাজ মশাইকে বলি, তোমাদের চরিত্র খারাপ; তাই বলো, এই একটা রাধা, এই একটা কৃষ্ণ। রাধা তো প্রেম। ভাবটা কার? কৃষ্ণের। তাহলে? নিজেই নিজেকে প্রেম করছেন; নামে নিমন্ত্রিত হয়ে আছেন; সেই পুরানো কথা 'ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবু-ডুবু'। এখানে মন কোথায়? এই হোল কান্তাপ্রেম। মনের তো তরঙ্গিত অবস্থা। এটা কি একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে বদকর্ম করছে? এর উপরে কান্তাপ্রেমও নাই; সেখানে ভাবদেহও নাই; চিন্ময় সত্ত্ব। সব জায়গায় তাঁকেই দেখছে।...ধৃতং ধৃতমায়ানং শরণম্।...কৃষ্ণ এই 'দাদা'-ই বলেছেন। সখা-সখী ওসব তোমাদের বদমাইসি।...যতীনের বাড়ী সত্যনারায়ণ আগেই গিয়া বসছেন। ওরা (অপরেশ-বাঁশরী-বাপী) এসেছে; কৃষ্ণা, যে লতার পরেই, সেও আসছে।...আজ হরিপদ বোম্বে থেকে ফোনে বলেছে, সব ফটো দিয়ে প্রচুর মধু ঝরছে, ও লেখা হয়ে যাচ্ছে। মানা ও ননী সেনের ফটো দিয়ে মধু ঝরছে! ডঃ সেনঃ—সে তো আপনার কৃপা! প্রশ্ন হোল, কৃষ্ণ কি তামসিক রসে ডুবে ছিলেন? আমি জাগতিক দিক থেকে বলছি। অথবা, দেহটাকে ঠিক রাখার জন্য যা আপনি একদিন হয়তো বলেছেন। দাদা ঃ—সে কেমন করে হবে? আমি যদি এই মেয়েদের ভালবাসি, এই ছেলেদেরও ভালবাসি, তাহলে?...সকালে মাইজী (মিসেস্ কামদার) এসে বলেন ঃ ভোর ৪টায় উঠে তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পাই, কে দরজা ধাক্কাচ্ছে। পরে কেমন করে দরজা খুলে ঢুকলো। পরনে ধুতি, হাফহাতা পাঞ্জাবী, সুদর্শন। মুখ দেখতে পাইনি। ঘরে টাঙানো রাম-সীতা, হনুমান্ প্রভৃতির ফটো একে একে টেনে নাবাচ্ছে। বললাম, বাবা! তুমি কে? ওগুলো ভেঙ্গে যাবে; আমাকে দাও। লোকটি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে তাই দিতে লাগলো। পরে রাধাকৃষ্ণের ফটো নাবাতে গিয়েও নাবালো না। শেষে দুর্গার বিরাট্ ফটো দেখে 'ও' বলে নাবাতে গেল। আমি বললাম ঃ বাবা। ওটা থাক্; ওটা বড় সুন্দর। ভেঙ্গে যাবে। ওটা আর নাবালো না। সকালে উঠে দেখি, ঐ ফটোগুলো দেয়ালে নেই; এক জায়গায় জড়ো করা আছে। দাদাঃ—বুঝলাম। কাল কি হয়েছে? মাইজী ঃ—শাশুড়ী বৌয়ে ঝগড়া হবে কেন? দুজনকেই সহ্য করতে হবে। মা মেয়েকে, মেয়ে মাকে বকে না? তাই বলে কি ছেড়ে যায়?....প্রেমও তো প্রার্থনা।

২.১১.৭৫ (শ্রীযতীন ভট্টাচার্য-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [শ্রীযতীনালয়ে বরাবর কালীপূজা হোত। দাদা সেখানে সত্যনারায়ণ পূজা প্রবর্তন করেন। আজ সেই পূজা উপলক্ষ্যে বহুজনের সমাগম হয়েছে।] দাদাঃ—কে পূজা করবে? আগড়তলার চীফ্ সেক্রেটারী না অতুলানন্দ? ডঃ সেন ঃ—প্রথম জনই করুন; অতুলদা তো এখানে আছেনই। দাদাঃ—আগড়তলা তো যেতেই হবে। চীফ্ সেক্রেটারী ও চীফ্ মিনিষ্টারকে একসঙ্গে বসাবো। ওখানে দু তিনটি পূজা তো হবেই। ডঃ সেন ঃ—তাহলে অতুলদা। (অতুলদা এ : দাদাঃ—পূজাটা কি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? দুজন পণ্ডিত আছে। তার একজন আজ পূজার ঘরে বসুক্। তবে ওর কিছুর দরকার নাই। অতুলানন্দতো ঠাকুরের ইচ্ছায় টিকে আছে। ওই বসুক। (ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তীকে) কেউ এক মিনিট পূজার ঘরে বসতে পারবে কি? [রজনীশ-শিষ্যা এলেন। ছাদে অমূল্যের গান হচ্ছিল। দাদা সবাইকে নিয়ে ছাদে গেলেন। অপরেশদারা তিনজন পরে 'জয় রাধে রাধে', 'রামৈব শরণম্' ও 'হরেকৃষ্ণ' গাইলেন। তারপরে দাদা ১২.৪৫ নাগাদ অতুলদাকে পূজায় বসালেন। (ডঃ সেনকে) দাদাঃ—অতুলানন্দকে বললাম, তোমার ইচ্ছা হলে চোখ খুলে রাখতে পারো। ৬ মাস ১ বছর আছো। কানও যাবে। চোখ বুজেও তো দেখা যায়। চোখ খুলে কি এটা দেখা যায়? বিভূতিকে (সরকার) আমি কিছুতেই এটা বুঝাতে পারলাম না। Flash যখন হয়, তখন এই দেহ তা সহ্য করতে পারে না। তাই গণ্ডী বেঁধে দিতে হয়।...এটা তো এই সূর্য নয়। সূর্যের কিন্তু তাপ নাই। এইভাবে পূজায় বসানোতে বিঘ্ন আছে; তাই কিছুটা hypnotise করে নিতে হয়। অতুলানন্দ বললো, কৃষ্ণ একবার চেষ্টা করেছিল দ্বাপরে;

একটু আভাস পাওয়া যায়।...একি অভাবে থাকতে পারে? ঠাকুর একটা ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে থাকতেন। গৌরাঙ্গ কি কখনো অভাবে ছিলেন? ডঃ সেনঃ—কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছটা কী ব্যাপার? দাদাঃ— কেউ দেখেছে কি? ওটা কি? ডঃ সেনঃ—রামানন্দকে মহাপ্রভু কি দেখালেন? দাদা ঃ—তাঁর ভাগ্যে ছিল, হোল; যেমন শ্রীনিবাসদের হোল। [১.১৫।২০ নাগাদ দাদা ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন। কিছু পরে গেলেন রজনীশ-শিষ্য ও শিষ্যা এবং ডঃ সেন। সব খাবারে আঙ্গুল ঢুকিয়েছে; মেঝেতে জল, ঘর গন্ধে ভর্ত্তি।] অতুলানন্দ ঃ—মাথায় জল পড়েছে; musical accents শুনেছি; waves of aroma পেয়েছি, mild; কিন্তু, difference of kind বুঝি নি। চলাফেরার শব্দ পেয়েছি; একবার গোড়ার দিকে, আবার ৭।১০ মিনিট পরে Flash of red light পেয়েছে। ঘাড়ে গেঞ্জিতে পায়জামায়তো চন্দনের ছাপ দেখছি। [রজনীশ-শিষ্যদ্বয়কে ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বললো ডঃ সেন। দাদার নির্দেশে তাঁদের এবং অতুলানন্দ ও ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে খেতে বসিয়ে দিল ডঃ সেন। তাঁকে ও দাদা ওঁদের সঙ্গে বসতে বলেন। কিন্তু, ডঃ সেন সে নির্দেশ অমান্য করে।, ফলে চতুর্থ ব্যাচে বসে ভোজন-রসিক ডঃ সেন অনেক সুস্বাদু খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। আজ ডঃ সেনের ছেলের জন্মদিন। তাই তার প্রার্থনায় দাদা তাঁর ভুক্তাবশেষ ছেলের জন্য দিতে বললেন রমাকে। যতীনদার স্ত্রী গৌরীদিই সব খাবার বেশি বেশি করে দিয়ে দিলেন। তা ছেলে খেলো কিছুটা বিকেল ৪টা নাগাদ। রাত্রে সেই খাবারের কিছু ডঃ সেন খেলো। তাতে দাদার গায়েব অত্যুগ্র অপার্থিব গন্ধ এতো জড়ানো ছিল যে গলা আটকে আসছিল।]

৩.১১.৭৫ (তদেব) দাদা (অতুলদাকে) তুই কি গান শুনেছিস্, যদি বলে দি, বুঝতে পারবি? ১০০০। ২০০০।৩০০০।৪০০০ বছরেরও আগের ভাষায় তা বুঝবি তো? আমরা তো সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। বলবো? বুঝবি তো? [অতুলদা ব্রজের কথা তুলে disturb করে দিলেন।] ...শংকর ব্রহ্মচারী ছিল। এটা কি ব্যাপার একটু আস্বাদন করে দেখি, এই ভেবে বিয়ে করলো, কিছুদিন সংসার করলো।...ও কাহিনী-টাহিনী সব বলে দিতে পারি।....৫০০ বছর আগের কথা মনে আছে; মহাপ্রভু যা লিখেছিলেন, সব পুড়িয়ে ফেললেন। যা বাকী ছিল, তা জলে ফেলে দিলেন।...এবা....ভগা (প্রায় ৭টা শব্দ বলেন।) ভগা মানে দেহ; সেই দেহে যিনি থাকেন, তিনি ভগবান্।....ভোগটাতো মনের; তাঁর ভোগ নাই।....অভিমন্যু-কাহিনী কী অপূর্ব। প্রবেশ করতে জানি, বেরুতে জানিনা। সপ্তরথী-বেষ্টন। কেউ অর্থ বোঝে? ষড়্চক্রভেদ ষড়্জাল।....বিয়ে আবার কি? কেউ কি কাউকে বিয়ে করতে পারে?....জয়দেব এক সেকেণ্ডের জন্য পেয়ে পাগল হয়ে গেল।....জয়দেব কি লিখেছে? সেতো নাও লিখতে পারে। অন্য কেউ লিখে তাঁর নামে চালিয়েছে। তাঁর নানা সংস্কার ছিল।...আদি বিষ্ণু পুরাণে আছে, 'স্বদেহমিন্দ্রিয়ং ভার্যা ভৃত্যস্বজনবান্ধবাঃ। পিতা মাতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ।' .....। এ যদি আগে জন্মাতো, বলতো, সব শালা মুসলমান হয়ে যা।....। কালী দুর্গা কদ্দিনের? সুরথ রাজা ৪০০ বছর আগে ২৪ পরগণার ছোট জমিদার ছিল। [রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।] কেশব সেনের মতো নাস্তিক....। রামপ্রসাদ মন থেকে একটা মূর্ত্তি গড়েছিলেন, —চার হাত। তাঁর নাম কিন্তু কালী দেন নি। কাউকে সে মূর্ত্তি দেননি। ....'মহাপ্রভু' কথাটা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের।

৫.১১.৭৫ (তদেব) [মিসেস্ সেন সকালে গিয়ে দাদাকে ভাই-ফোঁটা দিল। গীতাদিও দিল। ডঃ সেন প্রায় ১০ টায় দাদালয়ে।] দাদা ঃ—শংকরের মায়াবাদের কথা দত্তবাল বলছে। মায়াবাদ বললে কি সংস্কারের কথা বলা যায়? কেউ কিছু বোঝে কি? শংকর বলছে, কর্ম কোরো না। শংকর কতটুকু জানে? সে ছিল একজন যোগী। বেদের যুগে ঋষিরা বলেছিল, চলে, আর চলে না। শংকর তার অর্থ বুঝলো কি? দেহ চঞ্চল, মনচঞ্চল, প্রকৃতি চঞ্চল; চলছে, কিন্তু চলছে না। এটা ঋষিরা বলেছে, কিন্তু বুঝেছে কি? রবীন্দ্রনাথ কত কথা বলে গেছেন, কিন্তু নিজে বুঝেছেন কি? মনের বাইরে তো যেতে পারে নি। ডঃ সেনঃ—ঋষিরা? দাদা ঃ—না, না; ঋষিরা কেমন করে হবে? ঋষি মুনি কেউ না। ঋষিদের চেয়ে মুনিরা বড়ো; highest intellectual. রবীন্দ্রনাথকে 'মুনি' বলা যায়। জ্ঞানীগুণী ছাড়া কেউ কি বুঝতে পারে? মহাজ্ঞানী ছাড়া?....গৌরাঙ্গ নিজের শ্রাদ্ধ করতে ২০ বছর বয়সে গয়া যান। সোলেমানের বাড়ী সব কিছু খান। পরে পুরী গিয়ে নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। তাঁকে লাঠি মারলো। পুরীকে তিনি শ্রীক্ষেত্র করলেন। তিনি কি বাপের শ্রাদ্ধ করেন? রাম, কৃষ্ণ করেন কি? সর্ব জীবে দয়া, সর্ব ধর্ম সমন্বয়,—এসব মহাপ্রভুর কথা। তাঁর কথা কেউ বুঝেছে কি? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি কৃষ্ণের চৈতন্য ছিলেন। কৃষ্ণের নিজের কি চৈতন্য ছিল? তাহলে তাঁর activity থাকতো না। এর মতে উনি কৃষ্ণেরও উপরে,—রসবিগ্রহ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে কখনো এরকমটি আসেনি, আসতেও পারে না। চলে যাবার পরে স্বরূপ দামোদর বুঝেছিল; স্বপ্নে দেখে রূপ-সনাতন বুঝেছিল। তিনি বৃন্দাবনে কিছুদিন ছিলেন; বৃন্দাবনটা ছিল না। তিনি গেলেন, তাই হোল। তিনি যেখানে থাকেন, তাইতো বৃন্দাবন। গেরুয়া-টেরুয়া পরেন নি।...রামপ্রসাদকে ভক্ত বলতে পারিস্। বিজয়কৃষ্ণের নাকি জটা সাপের ফণা হয়ে যেতো। এ তাঁকে দেখেছে, কিন্তু এ সব জানে না। বিবেকানন্দ ছিল....উদারচেতা দেশপ্রেমিক। সেইজন্যই সে চাকরী পেলো না। অবশ্য খুব good student ছিল না। আলোড়ন তুলেছিল, তা ঠিক নয়। 1893তে Chicagoতে কজন লোক গিয়েছিল?....এসব মহাযুদ্ধের পরের ব্যাপার, 1918 য়ের পরের ব্যাপার। সে মন্ত্র-টন্ত্র নেয়নি। XXX (আত্মীয়-প্রসঙ্গ) বাপ-মাও কিছু না। দেখিস্ না, ছেলেকে অধিকার দিয়েছে, মেয়েকে নয়। ছেলে যে খেতে দেবে। XXX নিত্যলীলা যখন প্রকাশ পেলো, তাই গীতা। গীতা মানে প্রকাশ; তা কি পড়বার? বস্তু হোল উপনিষদ্; গীতা উপনিষদ্‌বাচ্য।

৮.১১.৭৫ (তদেব) [গতকাল ডঃ সেন গোলপার্ক থেকে পদব্রজে চলতে চলতে মনে মনে কবিতা রচনা করছিল। হঠাৎ খেয়াল হোল, সে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পেরিয়ে বাসস্টপের কাছে এলো কেমন করে? এতো অল্প সময়ে? পথের হাড়-বের-করা চড়াই-উৎরাইয়ের বা ফুটপাথে উঠার কোন স্মৃতি নাই। ক্লান্তি-বোধও নাই। আশ্চর্য। দাদাকে কিন্তু বললো না। দাদা ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে পথ চলতে চলতে ঘুমানোর কাহিনী বলতে লাগলেন।] দাদা ঃ—এ দুই দাদার সঙ্গে—একজনের এখন বয়স ৯৫—আইলের পথ ধরে যাচ্ছে। ৫০।৫২ বছর আগের কথা। তারও বেশি হতে পারে। একটা উঁচু আইলে ঠেকে ঘুমন্ত দাদা পড়ে যাচ্ছিলেন, এ ধরলো। হাতের ছাতা দিয়া মারতে উঠলেন। ধ্যানটা ও এই রকম ঘুম। কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটতে হাঁটতে ঘুমায়। এটা Practice. আর যজ্ঞ আর মদ খাওয়া এক নয়। এটাও মনের তাড়নায়, ওটাও মনের তাড়নায়। একজন যজ্ঞ করছে। আরেকজন মেয়ে নিয়া ফূর্ত্তি করছে। আমি বলবো, পরের জন ভালো; কারণ, ওটা স্বভাব। আর আগেরটায় বহু লোকের ক্ষতি করছে। XXXX আমার তখন ১৫।১৬ বছর বয়স; একটু গোঁফের রেখা উঠেছে। চেহারাটা সুন্দরই ছিল; জাগতিক দিক্ থেকে বলছি, reddish ছিল। কবিরাজ মশাইয়ের গুরু বসে আছেন। আমাকে বসতে একটা চেয়ার দিল। প্রশ্ন ঃ—বয়স কত? কি করতেন? উত্তর ঃ—৬০। ওকালতি, মহাতপাকে দেখেছি; জ্ঞানগঞ্জে গিয়েছি। গুরু শাম্ভবী মুদ্রার কথা বললেন। নাভিধৌতির কথা বলায় এ বললো ঃ কেউ দেখেছে কি? XXXX পিতাজীর পোরবন্দরে ৪০ কোটি টাকার factory নষ্ট হয়েছে। প্রবল ঝড়ে pillar গুলো দুমড়িয়ে টিনগুলো ৩৫০০ ফুট উঁচু দিয়ে প্রায় ২ মাইল দূরে গিয়ে পড়েছে। ২ মিনিটের জন্য মনটা খারাপ হয়। তারপরেই মাথায় বৃষ্টির মতো কয়েক ফোঁটা পড়ে। নাকের কাছে এনে গন্ধ পান। মন শান্ত হয়। (উপরে যাবার সময়ে দাদা ডঃ সেনকে ডেকে নিলেন। সেখানে সে গতকালের কবিতা ব্যসনের কথা দাদাকে বললো।) দাদাঃ—পাগলামি নয়, মনের বিকার নয়; গুরুকৃপা। এরকম তো হয়। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লি। উঠে দেখলি, জায়গায় পৌঁছে গেছিস্। তোমাকে lift করে নিয়ে গেছে। অন্য কেউ দেখতে পাবে না। এটা মন বুদ্ধির ব্যাপার নয়। চরিত্র ঠিক থাকা চাই; না হলে তাঁর কাজ করবে কেমন করে?

৯.১১.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—তিনি নারীর ভিতরে ঢুকে থাকেন নারীকে touch না করে। নারী যখন naked হয়, সর্বস্ব সমর্পণ করে, তখন তাকে touch করেন। তখন আর সে নারী থাকে না।.....King of the body কে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সে তো ধৃতরাষ্ট্র, অন্ধ। দ্বিজত্বের পরে বিপ্রত্ব। বিপ্রকে অবতারশক্তি বলা যায়। যেমন পরশুরাম। কিন্তু সেও ব্রাহ্মণ নয়। তার পরে ভাবান্তর। তখন আর আমি তুমি নাই। তখন ব্রাহ্মণত্ব। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিতে পারে। আজ থেকে ৫।৬ হাজার বছর আগে, দ্বাপরের আগে—তখন ছিল আচার্য—ব্রাহ্মণের কথা বলা হোল। আজকের ব্রাহ্মণত্ব ২।৩ হাজার বছরের। XXXX আমি জপ করছি, মনটা অন্য চিন্তা করছে, —এখানে প্রাণে জপ হচ্ছে না। মন যখন তদগতা হচ্ছে, তখন প্রাণে জপ হচ্ছে। দেহের গরম শেষ হয়ে যখন মন আর কিছু করতে পারছে না, তখনি তদ্‌গতা। অভিদা ঃ—গায়ত্রী জপ করে ব্রাহ্মণ হয়? দাদা ঃ—কেন?

আমি যদি বলি, নেচে ব্রাহ্মণ হয়। গায়ত্রী ভিতরে শুনতে হবে। ডঃ সেনঃ—গায়ত্রীতে রস আছে; গীতা স্তব্ধ, রসাতীত। দাদাঃ—.....সৎসঙ্গ করো।

১১.১১.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে, মেয়েদের দিকে তাকিও না। কিন্তু, আশ্রমের জন্য টাকা নেয়। এর চেয়ে বড়ো কাম আর কি আছে? এটা কেউ বোঝে ? এই মোহের চেয়ে বড়ো মোহ আর কিছু আছে? নারী স্বভাব; টাকা উপার্জন করাটাও স্বভাব। কিন্তু, পকেট কাটা?....(জনৈক ব্যক্তি তাঁর বাড়ী দাদাকে যেতে বললেন।)' দাদাঃ—ঘোরাঘুরি করে কোন লাভ আছে?....(টাকা মাটি, মাটি টাকার কথা। জ্ঞানগঞ্জের কথা।) কোন্ জ্ঞানগঞ্জ? বিশুদ্ধানন্দের, না মহাতপার? বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে যদি থাকবি, তবে সৃষ্টিতত্ত্বের মাহাত্ম্য রইলো কি? ওখানেই যদি ভগবান্ পাওয়া যায়, তবে এটা কি? তৈলঙ্গস্বামীর মতো লোক ২৫০ বছর পর্যন্ত সিদ্ধাই নিয়া ছিল। 'পুরণ-কথা' অর্থাৎ অলৌকিক কথা।....রাম বলতেন, যা পাইলেন, এটাই গুরু। মহাপ্রভু কি কাউকে মন্ত্র দিয়েছেন, নিজেকে গুরু বলেছেন? XXXX (চাঁদে যাবার প্রসঙ্গ) একটা level য়ে যাবার পরে atom বোমা মেরেও আর উপরে যেতে পারে না। আর গেলেও জানবে কেমন করে, দেখবে কেমন করে? Vibration তো নাই; সেখানে ether কোথায়? Radio, Television চলবে কেমন করে? একটা height য়ে উঠে ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে যায়। দুই সেয়ানে কোলাকুলি। চীনের atomic weapon নাই; ক্রুশ্চেভ একটা দিয়েছিল। এর পরে বলবে, সূর্যে গিয়ে ফিরে এসেছি। মরিয়মকে (আমেরিকান বৈজ্ঞানিক)' বলেছি, একটা conference ডাকো scientist দের। একেও scientist হিসাবে নিমন্ত্রণ করো।....Destruction টা কি science? তুমি গুলি করে একজনকে মারতে পারো; তার থেকে রক্ষা করতে পারাটা Science.....। (সাধুদের সম্বন্ধে) চাবিকাঠিটা কিন্তু এর কাছে আছে।....কামদার বোম্বে যেতে বলেছেন; এখন climate ভালো।.....। মাদ্রাজে কামদারকে বলেছিলাম, Don't disturb. মাথার চারিপাশ কামানো; মাঝখানে চুল। বললাম, পুরোটা কামাতে হবে।....লাহিড়ীমশাইর গুরু মহাতপা নয়।....; ডঃ সেন ঃ—ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ড হিমালয়ে সিংহবাহিনীকে দেখে গুলি করেন। এটা কি ব্যাপার? দাদাঃ—ভীত মনের বিভীষিকা-দর্শন।.....এ দানীবাবুর অভিনয় দেখে। (দানী বাবুর 'শিবাজী' অভিনয় করে দেখালেন।) গিরীশ ঘোষ হাঁপানি হয়ে মারা যায়।

১২.১১.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—গীতার 'অহম্'টা কে? দেহধারী এক কৃষ্ণ? যেমন, ওর নাম যদি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হয়। কৃষ্ণশব্দবাচ্য। এটা কি একজন মুখ দিয়া বলছে? আমি-তুমির ব্যাপার? তোমরাই বলছো, 'শ্রীভগবানুবাচ'! কি ভাবে? এই একটা অর্জুন, এই একটা কৃষ্ণ? ডঃ সেনঃ—হৃদয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। 'অহম্'কে পুরুষোত্তম বললেই হয়। দাদাঃ—'আমি' বলবে কেমন করে? নিমিত্ত ও বলা যায় না। XXXX গিরীশ ঘোষ ও শিশির ঘোষ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।....তুমি জপ করো, আমি শুনি।....আমি মা-টা বলবো কেন?

১৪.১১.৭৫ (তদেব; রাত্রি) দাদাঃ—নিজেকে ভালোবাসতে শেখো; না হলে পরকে ভালোবাসতে পারবে না। নিজেকে মানে দেহকে নয়।....উনি partial নন। ডঃ সেনঃ—'সমোহং সর্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'—এখানে তো partiality র কথা বলা হচ্ছে। দাদা ঃ—না; 'সমোহম্' কি ব্যক্তিটা হতে পারে? তিনি সর্ব ভূতেই সমভাবে আছেন। কিন্তু, একজন তাঁর রসে ডুবে আছে, আরেক জন প্রকৃতির রস আস্বাদন করছে। কাজেই তাতেতো তিনি আছেনই।.....। আবার পাঁচটি পাণ্ডব; একটি হলে কথা ছিল।

১৫.১১.৭৫ (পরিমলদা—উষাদির বাড়ী; রাত্রি) । পরিমলদা অসুস্থ, যদিও দাদার ইচ্ছায় আজ ভালো আছেন। কারণ, কাল দাদা এসে সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে পরিমলদাকে উবুর হয়ে শুতে বললেন। তার আগে দাদা এদিকে সেদিকে, এ ফটো সে ফটোর দিকে তাকাতে থাকেন। একবার চোখ বুজে কিছুক্ষণ রইলেন। পরে চোখ খুলে চারিদিকে তাকান এবং এটা কে লিখেছে, ওটা কে লিখেছে ইত্যাদি শুধান। আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকেন। তারপরে পরিমলদার পিঠে কিছুক্ষণ হাত বুলান। তারপর তাঁকে ঘিরে খস্‌খস্ শব্দ কিছুক্ষণ, হঠাৎ spineয়ের নীচে ঠাণ্ডা স্পর্শ; তা উপরে উঠছে মাথায় কপালে বুকে। পরে চিৎ করে শুইয়ে বুকে হাত বুলান। দাদার ফটোর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল। মধু ঝরছে। ।

[ঊষাদি একান্তে ডঃ সেনকে ডেকে নিয়ে বললেন, গীতাদি আমাকে একটা তামার লকেট দেন। ২ ভরি সোনার হারে আমি সে লকেটটা লাগাইনি। মনের বাসনা, দাদা যদি কখনো সোনার লকেট দেন, তাহলে তা পরবো। কিছুদিন পরে দাদা মানাদের বাড়ীতে 'ঊষা, ঊষা' বলে আমাকে ডাকলেন। আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হারে হাত দিয়ে একটা সোনার লকেট দেন। এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এতে floor টা দাদার দোতলার বসার ঘরের।]

১৬.১১.৭৫ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [নানা কথা; 'সমোহং সর্বভূতেষু' ব্যাখ্যা।] দাদা ঃ—তোমার ৫টি ছেলে। তিনটি চাকরি করে। ভালো; ২টি দুরন্ত। তুমি তো ঐ দুটির কথাই ভাববে। তেমনি তিনিও; একজন তাঁর কথাই ভাবছে; তাঁর রসে ডুবে আছে। তাঁর কাছে উনি একটু প্রকাশে থাকেন, তাঁর সঙ্গে খেলা করেন। একেক দিন এমন বিরক্ত করেন যে সারারাত ঘুমাতে দেন না; নাম শুনান। তার পরে সকাল ৪টা সময়ে পায়চারী। সে তাঁর রসে ডুবে আছে; আর অন্যে প্রকৃতির রসে।....। গোপবালা মানে মেয়েছেলে নয়। আমি যতো গোপবালা দেখেছি, তার মধ্যে এই রকমই (পুরুষ) বেশি। কারণ, তাঁদের মাথায় তো থাবড়া দেয়।....। ঝামেলাটাও তিনি; ওটাকে প্রসাদ করে নে। এলাম সত্যানারায়ণের জন্য নয়, ব্রজের জন্য, কৃষ্ণতত্ত্বের জন্য।....। রাধারাণীকে কৃষ্ণের চেয়ে বড়ো বলবো না? এখানে কতো ঝামেলা! তিনি তো শান্ত। সে তা সত্ত্বেও merge করে গেল। তাই জন্যই ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়ো। তাই ভক্তের পদধূলি নেন, অবশ্য সেখানে ধূলি নাই।....। সমাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈদিক ঋষিরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম অধর্মের ব্যবস্থা করলেন। তাই বলে তাঁর সঙ্গে ও সবের সম্পর্ক কি?....। বস্তুটা যদি আমার থেকে পৃথক্ হয়, তাহলে meditation, জপ-তপস্যার মানে হোত। ওসব করে ভূত-প্রেত পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম কদ্দিনের? খ্রীষ্টান, মুসলমান? আদি কথাটা হোল 'শাশ্বত উপাচার'; তার থেকে সনাতন ধর্ম। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' অমৃতস্য পুত্রাঃ'। মানে অমৃতের সন্তান নয়; জ্ঞানবান্। জ্ঞানবান্ হওয়াই মনুষ্য ধর্ম বা মানব ধর্ম।....। (গীতার) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকঃ—"অনাশ্রিত ঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।" তাহলে শংকর ভুল বলেছে। তখন গোপীনাথ বললো ঃ শাস্ত্র ভুলে ভরা, ইতিহাস ভুলে ভরা....। অশ্বকে ছেড়ে দাও; সে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে আটকে যাবে; তখন মনটা আটকে যাবে; থেকে ও থাকবে না; মধু হবে, মঞ্জুরী হবে।.....একাধারে যিনি বাবা ও মা।.....। ত্রিভুবনের কথা ছেড়ে দে; চোদ্দ ভুবনে কেউ কথা কাটতে পারবে না। হরিদা। খেয়াল রেখো। বোম্বের হরিপদদা।

১৮.১১.৭৫ (তদেব) [মধ্যপ্রদেশের তিনজন লোক আসেন ও মহানাম পান। গতকাল রাত্রে দাদা সান্ধ্য-ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার আগে গীতাদি বলেন, ১৯৬২, ৬৩তে আনন্দীলাল পোদ্দার মহানাম পান। বৌদি পান ১৯৬৬তে।] দাদাঃ—জটা হোল জুট; জুট হোল যজ্ঞ; যজ্ঞ হোল যোগ। এটা মহাজ্ঞান। সাপ সংহার; সৃষ্টি স্থিতি লয় নিত্য চলছে। দক্ষের জামাই শিব নয়। living কেমন করে হর-গৌরী হবে? (ওদের নানা কথা বুঝাতে হোল। দীনেশদা য়ু. পি. ভ্রমণ-কাহিনী বললেন। ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি আমেরিকায় দাদা-সঙ্গের কথা বললো। ডঃ চ্যাটার্জি আসার অগেই দাদা বলেন ঃ আমেরিকার প্রোফেসর আসছেন।) ডঃ সেনঃ—ধীরেন দা এসেছেন। দাদাঃ—ঐ ওর partner আসছে। (১ মিনিটের মধ্যেই ননীগোপালদা এলেন।) ডঃ সেনঃ—সন্ধ্যামুদ্রার তাৎপর্য কি? দাদাঃ—ওটা জানতে চাইবি না। ওটা ঠাকুর করেছেন। সমস্ত nerveয়ের ব্যাপার। যেমন, মাথায় হাত দিলে পা পর্যন্ত পৌঁছায়।....। চরিত্র তদ্‌গতি। [হরিদার Germanyর factoryতে গোলমাল। হরিদার সেখানে পরশু যাবার কথা ছিল। দাদা নিষেধ করে বলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ telex য়ে খবর পেয়েছেন, সব মিটে গেছে। আজ নটরাজের মূর্তি (হরিদা-আহৃত) দেখে দাদা হরিদা-কালীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্য করেন।]

২২.১১.৭৫ (তদেব) সরোজদা ঃ—গত রবিবার সকালে মহানাম করার সময়ে দেখি, চারিদিকে নামের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে, ভিতরে বাইরে আমাকে ঘিরে; আর তার মাথায় মাথায় নাম লেখা। অনন্ত আকাশে তরঙ্গ ছড়িছে পড়ছে। দাদাঃ—ওটাইতো সব কিছু বেষ্টন করে রয়েছে; ওটাইতো সব। এই হোল যোগ; এর পরে প্রেম। দেহের ভিতরেই আস্বাদন হচ্ছে; তখন দুজনেই সখী; উনিও সখী, আর যেটা দৌরাত্ম্য করছে, সেও সখী। দুই সখীর...। তোরা কান্তা প্রেম বলিস্; এ ঠিক ওটা বোঝে না। এটা ব্রজের শেষস্তর বলা যেতে পারে। এর পরে দুজনে যখন এক হয়ে গেল, তখন আর কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণতত্ত্ব সেখানে পৌঁছাতে পারে না।....সন্ন্যাস কাকে বলে? মায়ের গর্ভ থেকে যে শিশু পড়লো, সে খেতে চাইলেও মা বলে, পাইখানা করলেও মা বলে। এই অবস্থা হোল

ন্যাস; একেই সন্ন্যাস বলে।... সত্যনারায়ণের গিন্নী কি অখণ্ড জ্ঞান ছাড়া হয়? চালে-ডালে লাবরা-খিচুরী এসব বুঝতে গেলে লোকের মাথা খারাপ হবে; আর আসবে না। অবশ্য এর কাছে আসা না আসা দুইই সমান। বুঝলি তো? সত্যটাকে যদি পারিস্। আর কিছু বোঝার আছে কি? XXXX এই রকম বিয়ে কখনো ছিল নাকি? এ যদি বলে, আগে নারী যাকে পছন্দ করতো, তার সঙ্গেই বিয়ে হোত? তাহলে নারীইতো পুরুষ, পুরুষ নারী। (রুবিদিকে) সুন্দরী! আজ সারা দিন-রাত তোমাকে কি বিরক্ত করি, দেখবে এখন। [গতকাল সরোজদা সস্ত্রীক দাদার বাসা থেকে যাবার সময়ে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে ৪টি মিষ্টি কিনলেন। ২টি দুজনে খেলেন, আর ২টি ছেলে-মেয়ের জন্য রাখলেন। অমনি শুনলেন, 'আমাকে দিলি না'? উনি প্যাকেটটা খুলে 'তুমি নাও' বললেন। শুনলেন, 'নিয়েছি; এবারে বন্ধ করো।']

(রাত্রে) (কোন প্রসঙ্গে) দাদাঃ—রমার সাধনার কথা বলিনি, মানার কথা বলেছি। সঙ্গে যারা আসে, তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।....। আমরা দেখছি কি? স্বপ্ন দেখছি, বাজীকরের বাজী।.... আমি কাউকে দোষ দিই না; দোষ আমার। তবে এখন আচরণটা ঠিক রেখে চলতে হবে।....। দোকানটা ১ লাখ পঞ্চাশ হাজারে বিক্রী করে ৫ বছরের F.D. তে ১২০০্ টাকা করে পাওয়া যায়। কিন্তু দোকানটা রেখেছি এই জন্য যে লোকে বলবে দাদাজী এই ভাবে চলছে। কোন বাঙ্গালীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, কেউ বলতে পারবে? XXX ১৯৬৬র কথা। মৃত্যুঞ্জয় রায়ের এক বন্ধু, যে বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য, দাদার কাছে এসেছে। এ বললো ঃ আমি এখন ঐ ঘরে (পূজায়) বসবো। ওরাও বসতে চাইলো। এ বললো, বসতে পারো; কিন্তু যতক্ষণ না আমি উঠবো, ততক্ষণ উঠতে পারবে না, দোর খুলতে পারবে না। এ বদ্ধপদ্মাসনে বসলো; মাছিগুলো এসে গায়ে বসে মরে গেল। ঐ আসনের রীতিই ঐ রকম। অনেকটা ঘুমের মতো হয়; কিন্তু, ঘুম নয়। ঐ আসনে সব হয়, কিন্তু ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। এখন হাঁটুটা জখম হয়েছে; তাই হাঁটি। ওদের মাছিতে খেয়ে শেষ করলো।....। কর্মটা নিঁখুতভাবে করাইতো নাম করা।

২৩.১১.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন পৌনে ১০ টায়।] দাদা ঃ কালোমাণিক আসে নি? না এসে ভালোই করেছে। আমি যখন একা থাকি, তখন আসবে, তাই ভালো। XXXX ডাঃ দাশগুপ্তের বাড়ীতে ঠাকুর। এ সেখানে গেল; বললোঃ রাম। তুমি। ঠাকুর ঃ তুমি। লোকের প্রশ্নে ঠাকুর বললেন, আপনারা আমার আপন জন; উনি আমার একজন। (প্রভাত চক্রবর্ত্তী ও ইন্দুবাবুর কথা।)....। মহাপ্রভু বলে কাউকে জানি না। মুরারি, দামোদরের ঠাকুর্দা অনাদি নারায়ণ মহাপ্রভু ছিলেন। 'নিত্যানন্দ' নাম তো গৌরাঙ্গ দেন, অবতারশক্তি। ঐ হাওড়ার দিকে বাড়ি ছিল। গৌরাঙ্গ কাজীর বাড়ী গিয়ে সবই খান। তিনি যে বই লেখেন, তা নদীতে ফেলে দেন, নৌকায় যেতে যেতে নয়।....। ঐ শ্লোকগুলি (শিক্ষাষ্টক) অন্য কেউ লিখে নেয়, যখন উনি বলেন। তাঁর কাছে কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ছিল? পুরীকে শ্রীক্ষেত্র করলেন।.....। নামে নিমজ্জিত হয়ে থাকাই অবতার শক্তি, যার মূল গোবিন্দ, স্পন্দনশূন্য। 'গোবিন্দ' মানে কি? যাঁতে স্থিতি লাভ করা যায়। যোগ নয়; যোগে প্রেম নাই। এই প্রেম হলে দ্বিজত্ব; তারপর ভাব হলে বিপ্র; তার পরে ব্রাহ্মণ—'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'। সেখানে রাম, কৃষ্ণ পৌঁছাতে পারে না। এরকম আর কেউ সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত আসেনি; আসবেও না। এ রকম দুদিকে থাকা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। [ডঃ আর্. এল্. দত্ত একদিন শুনছেন দাদা বলছেন ঃ তুই আরো বড়ো Post পেলে ভালো হোত। দত্তঃ—আপনি চাচ্ছেন ? দাদা ঃ হ্যাঁ। তাই হোল; কয়েকদিন আগে উনি Solar Energy Commissionয়ের chairman হয়েছেন। একদিন সত্যেনদা অভিমানভরে বলেন ঃ আর চরণ-জল খাবো না। কিছু পরে দেখেন, বাড়ীর সব জলই চরণজল। ছুটে এলেন বোম্বে থেকে কলকাতা।]

২৬.১১.৭৫ (তদেব) সৃষ্টিতত্ত্বটা না জানলে প্রেম হবে কেমন করে? সনাতন ধর্মটা যদি শাশ্বত হয়, তাহলে দীক্ষা দেবে কেমন করে? আসার সময়ে সৃষ্টি দেবতা দীক্ষা দিয়া দেন। যে পূর্বস্মৃতি জাগাবে কে? অতিমহাজন, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পারেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি জানলেই পূর্বস্মৃতি জাগে। তাই গোবিন্দ বা ভক্ত-ভগবান্। এক হয়ে থাকা; তাই ওঙ্কার ব্রহ্ম। ওঙ্কারনাথ অমনি হলেই হোল? এই সনাতন ধর্ম, হিন্দুচর্চা, হিন্দুধর্ম নয়। (এখানে লেখায় কোন ভুল আছে। হিন্দু চর্চা অনেক উর্ধ্বস্তরে। দাদা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বলেন,—চর্চার বিরুদ্ধে নয়। বেদপুরাণের চর্চাই হল হিন্দুচর্চা। সূর্যের কি তাপ আছে? তাপটা সূর্যের, না পৃথিবীর? তিন চারশ ফুট উপরে বাড়ী করলে সেখানে ঠাণ্ডা। বহু টাকা public money খরচ করে কি বলতে পারে, টাকাটা বৃথা গেছে? এদের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানটা খুব আছে।

সত্যেনদা ঃ— ঘণ্টায় ১৬০০।২০০০ মাইল যেতে পারে এমন concord বিমান বেরিয়েছে। দাদাঃ—ননী গোপাল আর ননীসেনকে চড়াইয়া দিলে কেমন হয়। ডঃ সেন ঃ—আপনি তো pilot! দাদাঃ শালা! তুই শুয়ার, তোর বাপ শুয়ার। [ডঃ আর্. এল্. দত্ত এলেন। দাদার নির্দেশে তিনি বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়া বললেন। তিনি বৈষম্যের কথা বলায় ডঃ সেন বললো ঐ concept টা defective. তবে ঐভাবেই বুঝতে সুবিধা।] দাদাঃ—আমরা সব অশোক বনে আছি; চেড়ীরা সব সময়ে উপদ্রব করছে।.....। রাবণ অর্থাৎ অহংকার। [বলরাম মিশ্রকে প্রশংসা।]

৩০.১১.৭৫ (তদেব) দাদাঃ পূর্বদিকে ব্যাসকাশী—intelligency র কারাগার।.....প্রেমরতি, ভাবরতি, মধুর-রতি বা আনন্দ-রতি। প্রারব্ধকে প্রসাদ করে নেওয়া, আরেক দিকে প্রকৃতির রস আস্বাদন। কর্মের জন্য যোগ্যতা অর্জন তপস্যা, কর্মে নিমজ্জিত হওয়াটা যজ্ঞ, বা নাম-সংকীর্ত্তন।.....আমরা এই চোখ দিয়ে যা দেখি, সবই ছায়া, ভূত। .....। একে বলে 'পুরোণ-কথা' অর্থাৎ গল্প।.....। যতো পাপই করো না কেন, তিনি কি পাপ ধরেন? তিনি কিন্তু কোল থেকে নাবান না, কোলেই রাখেন।

২.১২.৭৫ (তদেব) দাদাঃ—প্রকৃতিদেবী দয়া করে দেহটা দিলেন চিন্তামণিদেবীকে পাবার জন্য।.....। মনতত্ত্বরসায়নের জন্য ধৃতরাষ্ট্র, কৌরব, পাণ্ডব—এই রকম প্রকাশ বা বিকাশ করলেন।.....। গীতাটা কি কুরুক্ষেত্রের?.....। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এক করে প্রসাদ করে নিলে তাইতো গোবিন্দ। তখন কি আর মন থাকে? মনের function থাকে না।.....। উনি তো রসে ডুবে আছেন আমাদের জন্যই। সৃষ্টিদেবতা যে মন্ত্র দিয়া দিয়েছেন, তাই তো বীজমন্ত্র। তিনিতো সবারই সারথি।.....। তিনি তো সংকীর্ত্তন করেই যাচ্ছেন। কর্মটা ঠিকভাবে করলেইতো নাম হয়ে গেল। আর প্রারব্ধ তো ভোগ করতেই হবে।.....(ডঃ সেনকে) দাদাঃ—অশান্তি কে রাত্রে এই বাড়ীতে থাকতে হবে; না হলে দুপুর রাত্রে (বৌদি) বড় প্যাট প্যাট করে।

৬.১২.৭৫ (তদেব) (রুবিদিকে) দাদা ঃ—চুলদায়িনী দেবী! (বাগচীকে মায়ের দেওয়া নখ নিয়ে ঠাট্টা) নখ ভিজিয়ে জল খাসতো? চোখে দিস্ তো?.....। হজরতবাল মসজিদের বাল কি হজরতের?

রাত্রে দাদা ঃ— তোদের ঘনিষ্ঠ একজন গাড়ীওয়ালাকে আজ সকাল ৯টায় বললাম, তুমিও এসো না, তোমাদের সঙ্গীদেরও নিয়ে এসো না।..... গোপীনাথের মতো পণ্ডিত আগে কবে ছিল, এর জানা নাই। বহু হাজার বছরেও ওরকম পণ্ডিত জন্মায় নি।.....মানার মা বলেছে, মিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে অঘ্রাণে। এতো দেখছে, কিছুই ঠিক হয় নি।

৭.১২.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন সস্ত্রীক সাড়ে ১১ টায়। একটু পরেই শ্রীশৈলেন চৌধুরী বললেন ঃ দাদা আজ supreme mood-য়ে ছিলেন। আরো অনেকে একই কথা বললেন। চৌধুরীকে ডঃ সেন বললো দাদার আজকের আলোচনা লিখে দিতে। পারবো না, বললেন। কিন্তু, জ্ঞানদা, ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি ও মঞ্জু ভাণ লিখে দিতে রাজী হোল। দাদা ইতিমধ্যে উপরে চলে গেলেন। দীনেশদা যতীনদাসহ আমাদের দুজনকে ট্যাকসি করে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখান রাজকীয় মর্যাদায় মধ্যাহ্ন-ভোজন। তারপরে দীনেশদার দাদা-কথা শুরু। বললেন, রবি দত্ত দাদার কাছে আসার পরে দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি পান। একবার দাদার সঙ্গে খড়গ্পুরে গেছি। রাত্রে হঠাৎ রবি দত্ত বললেন ঃ তোমার বাড়ী ঘুরে এলাম। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে; এদিকে ইলেক্ট্রিকের join-boxয়ে আগুন লেগেছে। দাদা চট্ করে নিভিয়ে দিলেন। পুরী থেকে সাক্ষিগোপালে চন্দ্রদার বাড়ী যাবার পথে জঙ্গলের একটা পথ দেখিয়ে বলেন, এই পথে আমি গেছি। চন্দ্রদা দাদাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে দোতলা থেকে নীচে দাদার কাছে নিয়ে আসে। মা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দাদাকে দেখছেন; উনি কাঁপতে শুরু করলেন; পড়ে যাবার অবস্থা। সবাই ধরলো। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে। মা ছুটে গিয়ে দাদাকে আদর করলো; গায়ে গালে হাত বুলালো, চা খাইয়ে দিল; দাদা গোপালের মতো খেলেন। দাদা দীঘির ঘাটলায় বসলেন। চন্দ্রদা জলের ভিতরে চারিদিকে অনেক দাদা দেখতে পেলেন। পুরীর স্বর্গদ্বার হোটেলের সামনে দাদার ভাবান্তর হোল। একদৃস্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু, তীর থেকে বেশ দূরে যেখানে কখনো কোন

ঢেউ আসতে পারে না, সেখানে হঠাৎ একটা ঢেউ এসে দাদার পা ধুইয়ে দিয়ে গেল। ২৭।২৮ বছরের সুবল পাণ্ডা দাদাকে জগন্নাথ মন্দির সব ঘুরিয়ে দেখালো। ঘর অন্ধকার। দাদার কপাল থেকে জ্যোতি বেরিয়ে জগন্নাথের চোখে, আর জগন্নাথের চোখ থেকে রশ্মি বেরিয়ে দাদার কপালে। দাদাকে সুবল দেখলো মহাপ্রভু, যখন দাদা ওকে আদর করলেন। আমি ও তাই দেখলাম। আমি একদিন নিজের বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগের উপরে পরপর সত্যনারায়ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণ ও দাদাকে দেখি। দাদার পায়ের উপরে-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চিহ্ন দেখি। বিভূতিদা পায়ের তলায় ঐ চিহ্ন দেখেই চিনতে পারেন। অভিদা বিশেষ করে চোখ দেখে চিনতে পারেন। একবার আমি খুব অসুস্থ। কিন্তু যতীনকে দিয়ে জোর করে আমাকে এক বাড়ী নিয়ে গেলেন দাদা। সেখানে সবাইকে একেক বড়ো ডিসে সিঙ্গারা, সন্দেশ ও আরো মিষ্টি দেওয়া হোল সবাইকে। সবাই বললো, এতো খাওয়া যাবে না। দাদা একটা পরাতে সব তুলতে বললেন। ২টা/১টা করে অন্যদের দিয়ে বাকী সবটা দীনেশদাকে খেতে হোল দাদার আদেশে। অসুখ পালিয়ে গেল। দাদা আমাকে বলেনঃ যতীন পূর্ণকুম্ভ, তুই সাধু; দুজনেই সাধু। তুই ব্যথা পেলে আমিই ব্যথা পাই।। যতীনদা ও দীনেশদা দাদার লীলাসঙ্গী, নর্মসহচর, দাদারস-তত্ত্বজ্ঞ। এরকম লীলাসঙ্গী আরো আছেন, যেমন, মিনুদি, রুবিদি, রমা, চিন্তামণিদা প্রভৃতি অনেকে। মানাও অপূর্ব। অভিদা তো অতুলনীয়। যারা ছিটকে গেছেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন; যেমন শচীন রায় চৌধুরী যিনি দাদার ভাষায় 'শিব-শক্তি' অর্থাৎ লীলাপুষ্টির জন্য বিভ্রান্তি ঘটাবার শক্তি। দাদার থেকে ছিটকে যাওয়া বা দাদার সঙ্গে শেষ অবধি থাকার মূল কারণ মহান্ ইচ্ছা। অবশ্য জাগতিক স্থূল কারণও আছে। কারণ, এখানে কারণ ছাড়া কার্য হয় না, প্রকৃতি ক্ষুভিত না হলে সৃষ্টি হয় না। শুধু এই শ্রেণীর লোকের আচরণ অনুসরণীয় নয়।]

৮.১২.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—একটা দেহ কি আরেকটা দেহের মতো দেখতে? প্রকৃতিদত্ত জিনিষ কি একরকম হতে পারে? মন কি সবার এক রকম হতে পারে?.....। প্রকৃতির রসে মনটা মদমত্ত। XXXX (চঞ্চল-স্বভাব ডঃ সেন ননীগোপালদারা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বললোঃ।) আশ্রমের মোহন্ত মহারাজ এসেছেন। (দাদা রেগে গেলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ) আশ্রমে তো আশ্রয়ে থাকে। (ভাববাচ্যে আরো কিছু বলে দাদা ডঃ সেনকে স্তব্ধ করে দিলেন।) XXXX ঠাকুর একটা ছোট্ট কথা বলতেন ঃ নাম তো খাওয়াইলেন না! হাজার হাজার লোক আসছে, যাচ্ছে; কেউ কিছু বোঝে না। (হঠাৎ ডঃ সেনকে) এ কিন্তু সব বোঝে, সব জানে। তুই ১ লাখ লোক নিয়ে আয়; interview করে সব বলে দেবে। এ কিন্তু জ্যোতিষী নয়। (ডঃ সেন বোধহয় কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে ছেলের চাকরীর কথা ভাবছিল।) [অনিলদা বললেন, গত রবিবার ঋগ্বেদ, সামবেদ, কোরাণ, উপনিষদ্, মনু, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা থেকে নানা কথা বলেন। ইসলাম সম্বন্ধে বলেন, হজরত মহম্মদ আসল সত্যটাই বলেছিলেন। পরবর্ত্তী কেউ বোঝে নি। অতুলদাকে দাদা বলেনঃ শীগ্‌গির যেতে দিচ্ছি না।] (ডঃ সেন চলে আসার সময়ে দাদা বললেনঃ) এখন আর হাসি-ঠাট্টা ভালো লাগে না। ('ক্ষতে ক্ষারম্ ইবাসহ্যম্', ডঃ সেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।)

১৪.১২.৭৫ (তদেব) দাদাঃ—সংস্কারের.....দুরারোগ্য ব্যধিতে আমরা জর্জরিত।.....। আদি রামায়ণে আছে, হর-গৌরী শিব-যোগমায়াকে (দুর্গা, উমা, পার্বতী যা বলিস্) নিয়ে পৃথিবী ঘুরছেন। এক জায়গায় শিব থেমে যেয়ে বললেন, এইতো পূর্ণব্রহ্ম রাম। যোগমায়া ঃ—একে তো এক্ষুণি আটকে ফেলতে পারি; বলে সীতার রূপ ধরে রামের কাছে গেল। রামঃ—কৈলাসপতির কুশল তো! ধরা পড়ে গেল।.....। কৃষ্ণ তো বেদব্যাসকে অন্ধ বলেন। সারা পৃথিবীতে একটা লোকও নাই যে এর কথার অর্থ বুঝতে পারে। আর কেউ নাই; থাকলেও লোকালয়ে নাই। কারণ, মহামানবও ষটচক্রে পড়ে সামলাতে পারে না। গোপীনাথের ষট্‌চক্র নয়।.....গোপবালারা যেখানে প্রেমে নিমজ্জিত, সেখানে অঘাসুর, বকাসুর, কালীয়দহের বিষ..... তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কি করতে পারে?.....। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র,' সে কে? সে উনি। প্রাণই ব্রহ্ম, ভগবান্।.....। উত্তানশায়ী শিশু কি মায়ের চিন্তা করে, না মাই তার চিন্তা করে?.....। সবার মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এর রেহাই নাই। একটা একটা করে বড়শি দিয়ে তুলছে।.....। কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব সবই একাদশ.....। আর যদি কোনটাই না মানি?

তাহলে? ডঃ সেনঃ—শূন্য। দাদা ঃ—তাহলে ঐ শূন্যটাই.....। । কোঙ্কনী ভাষায় জনাকয়েক মহানাম গান। তাঁদের মহানাম পাবার সময়ে দাদা মীনাক্ষীমন্দিরে চলে যান। ।

২১.১২.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—রাবণ দশানন জিতেন্দ্রিয়; দেবতাদের চেয়েও বড়ো। কাম ক্রোধ লোভ মোহের একেবারে চরম। হনুমান্ বলছে ঃ 'অহো রূপমহো বীর্যম্'। হনুমান্‌কে তোমরাই বলো শিব; হনুমান্‌তো শ্রুতিকথা। সেই হনুমান্ বলছে ঃ 'শ্রীনাথে জানকীনাথে' ইত্যাদি। তাহলে সেই রাম কি একটা মল্লযোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণের হাতে চক্র, বলছে, ওর মাথাটা কেটে ফেলি, আর কেটে ফেলছে! তোমরা সব অসভ্য। রাম-রাবণের যুদ্ধ কি আর কেউ দেখতে পেয়েছে? লক্ষ্মণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ? সেটা কি বাণ দিয়া যুদ্ধ? রাবণকে বধ, মানে প্রেমে জয়। সীতা মায়ামৃগের আকর্ষণে পড়লো অর্থাৎ রামচ্যুত হোল, সাবিত্রীব্রতচ্যুত হোল। তখন রাবণরূপ রাক্ষস ধরলো। অতুলদা ঃ—রামও তো সোনার হরিণের পিছে ছুটে মায়ায় পড়লো। দাদা ঃ—না, সে তো শিখণ্ডী। 'ন কর্তৃত্বং ণা কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।' তাঁর তো কর্তৃত্ব নাই। রাম তো চলেই যাবে; না হলে মায়ার কবলে পড়বে কেমন করে? তখন আরেক অহংকার জটায়ু এলো; কিন্তু পূর্ণ অহংকারের কাছ পরাস্ত হোল। সীতা রইলো অশোকবনে, একটা বাগান বা প্রাসাদ বা বাড়ী। চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব শুরু হোল; স্বয়ং মহালক্ষ্মী ও প্রারব্ধ এড়াতে পারলো না।.....। ঋগ্বেদ কবেকার? দ্বাপরের আগের তো? একটা ধ্বংস হবার পরে বুদ্ধিজীবী সব লোপ পায়। দুই একটা বই থাকে; তাই দেখে নতুন বই লেখা হয়। কাজেই সব গোলামাল হয়ে যায়। লোকে নানা রকম অনুমান করে; এই একটা point, ঐ আরেকটা। তখন ব্রাহ্মণ ছিল কি? ব্যাস-বশিষ্ঠরা ব্রাহ্মণ ছিল না। একদল ঋষি, আরেকদল মুনি। যখন লোক সংখ্যা বেড়ে যায়, তখনি সমাজ নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়। দেবতা গন্ধর্ব কিন্নর মানব, —মানুষ সব শেষে।.....। সব জড়; জন্ম মৃত্যু আছে; খালি জায়গায় জায়গায় প্রণাম করে চলেছি। এক জায়গায় করলেই তো হয়। তাঁকে উদ্ধার কর; এই শেষের কথাটা মনে রাখিস্।.....1946: বৌদি একটা সিনেমা দেখে এসে নেচে নেচে গান করে বলছেন ঃ কী সুন্দর। গণেশ-মহিমা। মহালক্ষ্মী, দুর্গা, শিব, গণেশ। শিব আর গণেশের যুদ্ধ! চলুন, দেখে আসি। এ বললো, ঠাকুর-দেবতা দেখলে আমার মাথা ধরে। পীড়াপীড়িতে গেলাম। একটু পরে বললাম ঃ মাথা ধরেছে; চলো যাই। উনি বললেনঃ সে কি? ভালো লাগছে না? ভাবলাম, আজ শুভরাত্রি; আজ তো চলে যাবো; আচ্ছা, দেখা যাক্। ..... একটা time আছে, তার ভিতরে করতে হয়; না হলে পরে আর হয় না।

২৩.১২.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—চালাকদের আর এখানে ঠাঁই হবে না; চলে যেতে হবে। এ বোকা লোক; কাজেই একলা চলোরে।.....। ভাগ্যকে মেনে নাও; ভাগ্যইতো ভগবান্। এই ভালোমন্দ নয়। ভাগ অর্থাৎ অংশ; আমরা তো তাঁর অংশীদার। মধ্যস্থল থেকে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, এটাও অমৃত; আর মধ্যস্থলে যিনি অকল্প হয়ে আছেন, তিনি স্থির অমৃত।....। সিন্নিটা কি? পাঁচটা তো ইন্দ্রিয়। পাঁচটা কলা, পাঁচটা ফল, ৫পো দুধ ইত্যাদি দেওয়া।.....। সুদর্শনটা কি? কি সুন্দর শব্দ! এমন সুন্দর শব্দের আমরা কি ব্যবহার করছি। (ঠাকুরের গুরু প্রসঙ্গ) ডঃ সেনঃ— ভক্ত তাঁর প্রারব্ধ পুত্র-পৌত্রকে দিয়ে ভগবানের সহিত মিলিত হয়, এটা কি রকম অন্যায় কথা! দাদা ঃ—কেন, তিনি নেন না? কৃষ্ণ কি রকম প্রারব্ধ ভোগ করেছে? ডঃ সেন ঃ- দ্বারকার কৃষ্ণ সাংঘাতিক ভোগ করেছেন। দাদা ঃ— কেন ব্রজের কৃষ্ণ? ডঃ সেন ঃ—সে তো প্রেমের জ্বালা। দাদা ঃ—কেন, বিরুদ্ধ পক্ষ তো ছিল। আর ৫০০ বছর আগে যে ভাবে ডুবেছিল? ডঃ সেনঃ—হ্যাঁ, সাংঘাতিক। দাদা ঃ—আর যে.....অতীত হয়েছিল (অর্থাৎ ঠাকুর)?..... গীতা একেবারে নির্বাক্, প্রশান্ত। 'ঈশ্বর ঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' গীতার শ্লোক। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' কিন্তু গীতার শ্লোক নয়; উপনিষদ্।.....দয়াময় সত্যনারায়ণ। প্রকাশটাই দয়াময়। ....। আর কেউ Guarantee দিতে পারবে না; এপারে, কারণ, অকর্তৃত্ব।.....বোঝার চেয়ে অবুঝই ভালো; কারণ, কর্তৃত্ব নাই। সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ তো ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। এলাম স্বভাবের ধাক্কায়। অভাবে যদি চলে যাই, কী দুঃখের কথা! ['সন্মার্গ'-এর কিছু লোক আসেন। কাল অনিমেষালয়ে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার দাদার কাছে আসেন। বলেন, আমার গুরু (ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী) আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। আপনার কথাগুলি খুব সহজ, অথচ খুব শক্ত। কিন্তু, একটা মাধ্যম তো দরকার। যেমন, আপনার মাধ্যম। দাদা ঃ—হ্যাঁ, মধ্যমণিতো চাই-ই; তাঁকে তো আমিও চাই।]

২৪.১২.৭৫ (তদেব) [ননী গোপালদার Music College নিয়ে ঝামেলা ও কেস্ হয়েছে।]

দাদা ঃ—তোমাকে বলেছিলাম ছেড়ে দিতে; নানা কথা বলে শুনলে না; নিজেকে ভাবলে চালাক। তারপরে একটা কাজ করতে বললাম। উকিলদের পরামর্শে তাও করলে না। এখন প্রারব্ধ বেড়ে গেছে। তুমি কথা গোপন করতে পারো না; ধৈর্য অত্যন্ত কম। তোমার মত লোককে উনিই প্রারব্ধে ফেলেন, আবার উনিই উদ্ধার করেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রারব্ধ আমরাই নিমন্ত্রণ করে আনি, দেহের প্রারব্ধ ছাড়া।.....আমাকে উদ্ধার কর্ অথবা নিজেকে উদ্ধার কর্।.....তীর্থ আবার কোথায়? যেখানে নামের মন্দির, সেইটাইতো তীর্থ। শ্বাস-প্রশ্বাস অমৃত। দেহটা ৮৪ ক্রোশ, ৮৪ আঙ্গুল এই রকমে (পাশাপাশি রেখে)। (বাইরে বেরিয়ে ডঃ সেনকে) দাদা ঃ—তুই এসেছিস্, তোকে বলি, কালরাত্রে ঘুমিয়ে আছি,—অবশ্য এর ঘুমটা একটু অন্য রকমের। দেখি, কৈবল্যাবস্থা। তার পরে তাও নাই, সব শূন্য। যে একবার ও realise করেছে; সে মন্ত্র দেয় কেমন করে? সে তো দেখে, সবই উনি, অবশ্য আধারটা দেখে।.....আমি তাকে বরণ করিয়া নিয়া আসলাম।.....ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের রসাস্বাদন হচ্ছে; আমি করছি কৈ?.....জগৎ তো একেবারে মিথ্যা,—সমুদ্রের তরঙ্গ, ঢেউ উঠছে, পড়ছে। XXX দেখি, Supreme Court য়ে Quash করা যায় কিনা।..... ডঃ সেনঃ—দেহটা, মনে হচ্ছে, ৮৮ আঙ্গুল। দাদা ঃ—তাঁর (রামের) কথা কি ভুল হতে পারে? সহস্রার তো তরঙ্গভূমি; ওটা বাদ যাবে। ওটা বৃন্দাবনের বাইরে। .....(জনৈকাসম্বন্ধে) দৈত্যকুল তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সে অতুলানন্দের লেখায় ও ভুল ধরে।

২৭.১২.৭৫ (তদেব) [হরিপদরায়ের বড়ো ভাই কালীপদ রায় উপস্থিত।] কালীদা ঃ—ঠাকুরের সঙ্গে নৌকা করে এক জায়গায় যাচ্ছি, তখন উনি হঠাৎ বললেন ঃ এমন আশ্রমও অছে আজমীড়ের কাছে, যেখানে মণ মণ দুধ দিয়ে একে স্নান করায়। দাদা ঃ—রাম নবীন সেনের বাড়ী পাচক জাতীয় একটা কিছু ছিলেন; সেটা আমি তোমাদের বলবো না। যখন চলে যাচ্ছেন, তখন বললেন ঃ আপনের দেহ যাত্রার সময়ে আসুম। নবীন সেন যখন মুমূর্ষু, রাম এসে পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ দুই অক্ষরের নাম; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরত্বেও হদিস্ পায় না। এবার দেখুন। দেখেছেন্? তারপরেই চলে গেলেন।.....১২টা বাজলে দেখিস্; ১২টা বাজলে তো মাতঙ্গিনীকে (মানা) নিয়েই যাবো।

(সন্ধ্যায়) দাদা ঃ—ননীর শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না। মাইকেলের যখন অত্যন্ত দুরবস্থা, তখন বিদ্যাসাগর মেঘনাদবধ লিখে ওঁর নামে ছাপান। বিদ্যাসাগর উনি ছিলেন কিনা জানিনা; কিন্তু, ওরকম দয়ার সাগর আর ছিল না। (দাদা অনেক সময়ে অতিশয়োক্তি করেন। পরে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলেন, না, সে রকম কথা বলি নি। অন্য সময়ে বলেন, এতো কিছু বলে না; এ কিছু জানেই না। এ কেন কি করছে, বলছে,—তা এ নিজেই জানে না। কথাটা প্রতিদিনের বার বার উপলব্ধ সত্য। মনে হয়, বিদ্যাসাগর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কর্তা। তিনি হয়তো মেঘনাদবধের কিছুটা নিজে লিখে মাইকেলকে দেন। সেই অংশটা হয়তো 'এতোক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে' ইত্যাদি মেঘনাদ-বিভীষণ-সংবাদ হতে পারে। পরে হয়তো ঐ কাব্য রচনায় তিনি মাইকেলকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন; হয়তো পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের একান্ত অনীহার জন্য মাইকেল কথাটা গোপন রাখতে বাধ্য হন। এটাই সত্য বলে মনে হয়।] XXXX রমা আজ পর্যন্ত ভালো আছে; তবে অভি চিরসুন্দর; প্রহলাদের মতো। যতীন উমং.....নয়। (মিসেস্ সেন সম্বন্ধে).....যা পড়েছিল, সব ভুলে গেছে। কিছুই বোঝে না।.....ছেড়ে না দিলে সেবা হবে কেমন করে?

২৮.১২.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—কৃষ্ণতত্ত্ব কি? জিৎ তৎস্বরূপায় আত্মানং পরব্রহ্ম। .....। 'সর্বধর্মান্' শ্লোকটি উপনিষদের। উপনিষদ্ মহাপ্রকাশ; ওটা ঋষিদের লেখা নয়। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' গীতার শ্লোক, প্রকাশ। পাতঞ্জল যোগদর্শন পতঞ্জলির লেখা।....পদাবলীকার (গীতার) বলছেন কৃষ্ণসম্বন্ধে, 'অহম্'। ঈশোপনিষদে গুরু সম্বন্ধে এই রকম বলেছে, ...।

২৯.১২.৭৫ (তদেব) দাদা ঃ—উনি নিরপেক্ষ, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম ওঁকে স্পর্শ করে না।.....সাধু-সন্ন্যাসীরা এই দেহটাকে পূজা করতে দেয়। শেষে টেরটা পায়; হয়তো paralysis হোল, জন্মান্ধ হোল।.....আমি 'রাম ঠাকুর' বলি না; তাহলেই গুরুবাদ এসে গেল। অবশ্য উনিতো নিশ্চয়ই গুরু।..... কৈবল্যধামকে সমস্ত দেবদেবীরা বেষ্টন করে থাকেন, রক্ষা করেন, এটা ইন্দু বাবু ও প্রভাত বাবুকে বুঝাতে গিয়ে একটি কাহিনী বলতে হয়। একটি দুরাচারী লোক সারা জীবন পাপ কাজ করে মারা যাবার সময়ে রাম নাম করে। তাকে নিয়ে যমদূত বিষ্ণু দূতে ঝগড়া, কে তাকে নিয়ে যাবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সালিশী না করতে পেরে কৈবল্যধামের দ্বারে এসে হাজির কৈবল্যনাথের সিদ্ধান্ত জানতে। কিছু পরে ছড়ি হাতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে বললো, তোমরা কোত্থেকে কি

প্রয়োজনে? তাঁরা নিজেদের ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যম বলে পরিচয় দিয়ে আগমনের কারণ বললো, মেয়েটি বললো, কোথাকার? ওঁরা বললো, মর্ত্যলোকের। তখন মেয়েটি ওঁদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেল। কিছু পরেই ফিরে এসে বললে, ওকে এখানে রেখে তোমরা চলে যাও; ও এখানেই থাকবে। তাহলেই বোঝ, দেবদেবীর সেখানে প্রবেশের অধিকারও নাই। কালীদা :—ঠাকুর সম্বন্ধে একটা কাহিনী বলছি। রেলের ইঞ্জিনিয়র এক মিঃ দত্তের বাড়ী ঠাকুর যাবেন। সেখানে উৎসব হবে। দত্তের saloon carয়ে ঠাকুর এলেন। Easy chairয়ে করে তাঁকে নিয়ে যাবে, এমন সময়ে তিনি বললেন, আমি ললিতবাবুর (কালীদার দাদা, guard) বাড়ী যামু। অগত্যা সেখানেই নেওয়া হোল। লোকে লোকারণ্য; বিরাট উৎসব হোল। পরের দিন সকালে দত্তের বাড়ী যাবেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধ এসে ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন : রাম সাধু কৈ? ঠাকুরের মুখের ভাব সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল; মুখচোখ লাল। বললেন নিজের বুকে আঙ্গুল দিয়ে : এই তো সত্যনারায়ণ, এইতো সত্যনারায়ণ। .....দাদা (ডঃ সেনকে) : তোর বৌদি ফোনে জিজ্ঞেস করেছে, শান্তিদি আসে কি না। এতেই তো বোঝা যায় কাকে ভালবাসে। আগে রোজ আসতো; এখন মোটেই আসে না।.....বুড়ো হলেও ego ছাড়া যায় না।

১.১.৭৬ (তদেব) দাদা :—বাপ আসন করে বসে। ছেলে সামনে বসে দেখছে, বাবা শূন্যে। বাপের যেই খেয়াল হোল, অমনি সে নীচে পড়ে গেল। এটা কি মনোবিজ্ঞান?.....বিদ্যাসাগরই অমিত্রাক্ষর ছন্দ লেখেন। (এটাই দাদার সেদিনের কথার মূল বক্তব্য।)। তিনি বাংলা ভাষাকে গড়ে পিটে তৈরী করেন। ঐ বাংলা আর কেউ কি লিখতে পারে? দয়ার সাগর ছিল। তাঁর দয়া আমাদের মতো ছিল না। ননী। আজ ওকে ১০০৲ টাকা দিলাম, এ রকম নয়। কারুর অহং সহ্য করতে পারতেন না। নিজে কিন্তু সহজ সরল লোক ছিলেন। সে যুগে এ রকম আরেকটি লোক ছিল না। তিনি নাস্তিক ছিলেন না; তবে অন্যের মতো জাহির করতেন না। মহাপুরুষ, অবতারশক্তি ছিলেন। তাঁর কাছে কিছুই না। বেশ্যাবাড়ীতে ঢুকে 'এইতো চিরকালের সতী দেখলাম' বলেন। ওরা তো অসহায়। ডঃ সেন:— বিদ্যাসাগর-চরিত্রে পর্যন্ত দোষারোপ করেছিল। দাদা :— করবে না, ছেড়ে দেবে? তোমার উপরে রেগে গেলে বলবে, তুমি ওখানে টুইশানি করো, —চরিত্র খারাপ। ....রবীন্দ্রনাথ আমার.....চিরকাল respect করেছেন যতোদিন বেঁচে ছিলেন। না হলে সে inspiration পেলো কেমন করে? ইচ্ছা করলেই কি লেখা যায়? দিলীপ চ্যাটার্জি : ব্রহ্মানন্দ কি রকম ছিলেন? দাদা :—ওটা কি বেলুড় মঠের ব্যাপার? এক একাদশ? চ্যাটার্জি : না, কেশবচন্দ্র। দাদা :—উনি এক ব্রহ্ম মানতেন; শেষের দিকে তাঁতেই লেগে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের চেয়ে ছোট। বিজয় কৃষ্ণ বারোদীর ব্রহ্মচারীর ভাইপো; অদ্বৈতের ৫ম পুরুষ হবে কেমন করে? লোকালয়ে ধ্যান করে সুবিধা হচ্ছে না দেখে বনে গেলেন। পিপাসা তো ছিল। অদ্বৈত কি জপ-তপস্যা করেছিল? সনাতন নাকি একজনকে পরশ-পাথর দেয়। তাদের সম্বন্ধে এ কিছু বলতে চায় না। তারা যদি পরশ-পাথর পেয়ে থাকে, তা কি ঐ ভাবে দেওয়া যায়? পরশ-পাথর তো আমাদের সামনেই আছে পাথর হয়ে। তবে তাঁকে না চিনলে সোনা হবে কেমন করে? পরশ-পাথর তখন একটাই ছিল,—নিমাই। সবটাই পরশ-পাথর। বাণিজ্য-সচিব আর অর্থ-সচিব যদি তাঁর সহায় হোত, তাহলে তাঁকে লাঠি মেরে, কাদাজল ছিটাইয়া তাড়ায়, কারাগারে বন্দী করে? তাঁর অন্তর্ধানের পরে তো রূপ-সনাতন.....।

(রাত্রে) দাদা :—এই এখানে রয়েছে। হঠাৎ একটা ইচ্ছা হোল, আমেরিকা ঘুরে এলাম। এই চোখ দিয়ে দেখলাম। এটা তো facts. এটাকে তোরা কি বলবি? ডঃ সেন :—কায়ব্যূহ। দাদা :—কেউ দেখেছে? এটা উনি পারেন। (ডঃ সেন সোভরির কথা বললো।) দাদা :—৫০ জনের সঙ্গে সহবাসের জন্য? কী বলছিস্? তিনি কি এই দেহ নিয়ে ঘষাঘষি করতে পারেন? তিনি দেহকে ধরেন, কিন্তু ধরেন না। (প্রারব্ধ ফল ভোগ করিয়ে নেবার প্রসঙ্গ।) অমৃতের ফল অমৃত করবেই; শত্রু হলেও সে মুক্তি পাবে। উদ্ধার হবে। কিন্তু একজন অমৃত পান করলো, অরেকজন অমৃত ভোগ করলো। এক জনের নামটা শুকিয়ে গেল; মারা গিয়ে সে ব্রজপ্রেম পাবে না। আর প্রারব্ধফল ভোগ না হলে আবার জন্মাতে হবে।.....। অভাব দিয়ে ঝামেলা এড়ালে তো চলবে না; স্বভাব দিয়ে এড়াতে হবে। এই সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়ের গুণগ্রাহিতামাত্র।

৩.১.৭৬ (তদেব) দাদা :—গুহ্য কথা শোন্। মাতা আর বেদব্যাস—এঁরাও সীমার মধ্যে। এরাও cross করতে পারে না। .....চিদাকাশে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কালচক্র কৃষ্ণ বিষ্ণু সব আছে। বিষ্ণু-টিষ্ণু সবাইকে instrument বলে মনে হয়। ভাবান্তর চিদাকাশের উপরে। নামময় সত্তা অতিক্রম করলে একটা জ্বালা, একটা কান্না বোধ হয়; এ যে রসটা ছেড়ে এসেছে তার জন্য। এটা ভাবান্তর। এটা অতিক্রম করলে স্থির হয়ে যায়;

তখনি ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ। তখন মন্ত্র। সতী দক্ষযজ্ঞাগারে অর্থাৎ অহংকারের আগার ছেড়ে গিয়েইতো গৌরী হয়। .....শিশুর মতো গোপীনাথ। তাঁকে এ বলে ঃ কোন্ কৃষ্ণ নিত্যযুবা? তাঁর দেহও বেঁকে গিয়েছিল; ১০০ থেকে ১৩২ পর্যন্ত ছিল।.....এখানে আসার মূল কারণটা ভুলে গেছি। কৃষ্ণ কি একটা ব্যক্তি? ব্যক্তিটাকে ধরলেই তো গুরুবাদ এসে গেল।..... ধৈর্যটাই সত্য।.....'আমি' বললেইতো সর্বনাশ। তুই কি মনে করিস্, এ যে সব কথা বলে, সেগুলি এ বলে? (মানাকে) কি মানাদি। এখনো কি মনোবিজ্ঞান চলছে? উৎপাত না চিৎপাত? মানাদিকে আজ একটু ভালো দেখাচ্ছে।.....ব্রজপ্রেম কি অর্জন করা যায়?.....এই চিৎকার কি ব্যর্থ হবে, মনে করিস্? দেখবি, মানব-সমাজ এটাকেই গ্রহণ করবে। সন্ন্যাসটা কি? উত্তানশায়ী অবস্থা।..... হোক্ না বার বার জন্ম, তাঁকে নিয়েইতো আসবো।.....কাল রাত ১২টায় ঘুমিয়ে ২ টায় উঠেছি। এর ঘুমটাতো ঠিক ঘুম নয়, অন্য ব্যাপার। ঐ অবস্থায় তো কোন বোধ থাকে না। ঐ অবস্থা থেকে যখন নেবে আসে, তখন মনটা থাকে; কিন্তু, স্তব্ধ হয়ে থাকে, তাই ওটা স্মরণ হয়।.....আসল মন্দিরটা দেখলাম না, মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে মরছি।.....Dressয়ের মধ্যে কি আছে? Suit-tie পরে থাকলে কি হয়? সুন্দর করে শাড়ী পরে lip-stick মেখে ঘুরে বেড়ানো যায় না? এ রকম ছিল না? মদ খেলে কি হয়?.....জিৎ তৎস্বরূপায় আত্মাণাং পরং ব্রহ্ম।

[রাত্রে ৭টা নাগাদ গেলে দাদা পরিমদা ও গীতাদি সহ ডঃ সেনকে অনিমেষালয়ে নিয়ে গেলেন। পথে মানা ওরমার পরস্পর—ঈর্ষালুতার কথা, মানার মায়ের অনুযোগ 'মানা ও মিনাকে দাদা বিয়ে করতে দেন নি' ইত্যাদি আলোচনা। ওখানে পৌঁছে দাদা বললেন ঃ] আমি রমাকে ছাড়তে পারবো না। সবাইকে কি ছাড়া যায়? তোকে কি ছাড়া যায়? ডঃ সেন (হেসে) ঃ—ভালোই বলেছেন; আমাকে হয়তো কালই তাড়িয়ে দেবেন। দাদা ঃ—না, সেকথা হচ্ছে না। কামদারকে কি তাড়ানো যায়? অভিকে কি তাড়ানো যায়? একেক জনকে একেক দিক্ থেকে দেখবি। ডঃ সেনঃ— রুবিদি, যতীনদা? দাদা ঃ—হ্যাঁ, এদেরও তাড়ানো যায় না।.....দাদা ঃ—উনি ইচ্ছা করলে একজনকে brilliant করতে পারেন।.....রমা ঃ— রুবীদি বলেছে, ননীদার বড়ো উচ্ছ্বাস।

৭.১.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—নষ্টামি ষোল কলা পূর্ণ না হলে পূর্ণতমের প্রকাশ হতে পারে না। ডঃ সেনঃ—৫০ বছর আগে এই সব কথা বললে কুচি কুচি করে কেটে ফেলতো। দাদা ঃ—ঠিক বলেছিস্। ৫০ বছর আগে এও ছিল। লোকে যে বলে, এর ৯০।৯২ বছর বয়স, কোনটাই মিথ্যা নয়। কয়েক কোটি বছর ধরেই উনি আছেন। .....মহাপ্রভু 'হরের্নাম' বলে নামটা ধরিয়ে দিলেন; কিছু লোকে মানলো। তার পরে যেটা এলো, সেটা (রাম) তো নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। এরকম আর কখনো আসে নি।.....কৃষ্ণ পাবনায় বাসুদেবের কাছে এসেই অর্জুনকে বলেন ঃ আমাকে নিয়ে চলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাণ্ডবেরা আবার এদিকে আসে। সামনে নদী; নৌকা নাই। ভীম সাঁতরে ওপারে গিয়েই বললোঃ এই শালা যুধিষ্ঠির! এ দিকে আয়্। যুধিষ্ঠির তাঁকে ডেকে নিলেন। ভীম বললোঃ ওপার গিয়েই কি রকম হয়ে যায়। কলির কিছু কিছু লক্ষণ তখনিতো প্রকাশ পেয়েছিল....অভিমন্যু ষড়্জালে প্রবেশ করতে পারে, বেরুতে পারে না,—কী অপূর্ব কথা। পণ্ডিতেরা বুঝলোই না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, —অপূর্ব! সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী কেউ বোঝে? বেহুলা—লখীন্দর কাহিনী! গৌরীর মতো দাম্ভিক লোক মেনে নিল। তাকে দুষ্যন্ত—শকুন্তলার কথা বললাম। সে বললো ঃ আর শুনতে চাইনা; আমার ইহকাল পরকাল দুইই যাবে। একটা রূপজ দৃষ্টি ধরলেইতো মেয়ে-পুরুষের ব্যাপার হয়ে গেল। তাঁকে বরণ করে নিয়ে এলাম। এসে তাঁকেই ভুলে গেলাম। যখন আবার স্মরণ হোল, তখনি নববধূ। নববধূ মাথা কাপড় দিয়া ঢেকে রেখেছে। সেটা কে তুলবে? বর ছাড়া আর কেউ কি তুলতে পারে? ডঃ সেন ঃ—এটাকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার বলা যায় না? (দাদার নিরুত্তাপ সম্মতি।)....দাদা ঃ—একজন প্রথম সারির লোক বললো ঃ ঠাকুর মশাই! কাল তোমাকে কত ডাকলাম সারাদিন না খেয়ে। তুমি তো আসলে না। অথচ লোকে বলে, ডাকলে তুমি যাও।। এ কী রকম কথা! আরেক জন একে বলে ঃ ঠাকুর মশাইরে দিয়া ছেলের কুষ্ঠি করাইয়া নিছি। এ বললোঃ হ্যাঁ, তুমি যে রকম, সেই রকমই নিছ। চারিদিকে শুধু বুজরুকি।.....এ হিমালয় পাহাড়ে বিকট আসনকারী—ঘাড়ে পা—সাধুকে লোকালয়ে যেয়ে Circus দেখাতে বলে। circus আর magicই দেখছি। কাশীতে গিছলাম সাধু-সন্ন্যাসীদের আর পণ্ডিত ও মহাজনদের কী বলার আছে জানতে। আনন্দময়ী একে একটু খাওয়ানোর জন্য কী পীড়াপীড়ি। আমি বললামঃ—এ ও সবের মধ্যে নাই। তোমার ভক্তেরা লিখেছে, রাম ঠাকুর তোমাকে প্রণাম করেছে।.....মা আর বেদব্যাস, —দুই সীমা। সামনের দিক্ অর্থাৎ ব্যাসকাশী; পেছনের দিক্ অর্থাৎ যাকে তোরা মগজ বলিস, সেটা বিশ্বনাথের স্থান।.....তাঁকে স্মরণ করতে পারছি না, নাই বা করলাম। আমি পেয়েছি, ভাবে এই দাস—অভিমানটা রাখলেইতো হোল। ধৈর্য, ধৈর্যশক্তিইতো তপস্যা। ভিতরে উনিতো চির-তরুণই আছেন, থাকবেনও।

(রাত্রে) ডঃ সেন ঃ—পূর্ণ অহংকার, বিশ্বব্যাপী-অহংকারে দোষ কি? তাতে হয়তো অনন্তের স্পর্শ আছে। দাদা ঃ—কী যা-তা বলছিস্? ওটা অনন্তের স্পর্শ নয়, মনের পাগলামি।..... annual পরীক্ষার আগে এ ক্লাস করছে, পণ্ডিতমশাই মেঘনাদবধ পড়াচ্ছেন, এ হাসছে। রেগে stupid' বললেন ও কান ধরে stand up on the bench করালেন। মাষ্টাররা ভাবলেন, ও প্রশ্ন বের করে ফার্স্ট হয়। কামিনীদাকে (second মাষ্টার, পিসতুতো-ভাই) সন্দেহ করলেন। হেডমাষ্টার ডাকলেন। সেখানে এ মেঘনাদবধ ব্যাখ্যা করলো। হেডমাষ্টার বললেন, তোমাকে annual দিতে হবে না; বৃত্তিপরীক্ষা দাও। দিল এবং ফার্স্ট হোল।

[দাদার ছোট বোন প্রভাদি দাদা সম্বন্ধে ডঃ সেনকে অনেক কথা বলেন। তার সংক্ষিপ্তসার তাঁরই ভাষায় ঃ—দাদার মায়ের যখন ২ মাসের গর্ভ, তখন দুপুরবেলা বিরাট্ জটাওয়ালা হলুদ কাপড় পরা এক সন্ন্যাসী ত্রিশূল হাতে এসে বললেন ঃ—এ বার যে ছেলে হবে, সে তোমার ছেলে না হয়েও তোমার ঘরে আসবে। সে এ জগতের নয়; তাঁকে কিন্তু মার-ধোর কোরো না। মা প্রণাম করেন। তারপরে বাবা এসে মাকে সন্ন্যাসীর খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। মা বাবাকে বলেন ঃ সন্ন্যাসী জানলো কেমন করে? বাবা ফিরে এসে কিন্তু সন্ন্যাসীর হদিশ্ কোথাও পেলেন না। মা-বাবারা শিবোপাসক ছিলেন। দাদা যখন জন্মালেন, তখন সারা বুক-পিঠ, হাত-পা নাড়ীতে জড়ানো ছিল। বাবা সব নাড়ী কেটে দিলেন। বেশ বড়ো ঝাঁকড়া চুল, যেন আলো ঝরছে। চোখ মেলে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে, যেন হাসছে। ৩ মাসের মধ্যেই বসা এবং হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা। একটু বড়ো হয়েই দুরন্তপনা শুরু। গাছ থেকে ফেলে দেওয়া। পুকুরে ফেলে দেওয়া, মারা, লোকের গাছের আম পেড়ে ছেলেদের দেওয়া, পড়তে বসে এদিক্ ওদিক্ তাকাতেন; হঠাৎ উধাও। একবার চলে গেলেন পাহাড়ে। হেঁটে হেঁটে পা ফুলেছে; তবু যাচ্ছেন। কোত্থেকে একটি মেয়ে এসে বললো ঃ এই খোকা। আর এক পাও এগিয়ো না। বাঘে খাবে। দাদা বললেন ঃ আমি কোনদিন বাঘ খাই নি, বাঘও আমাকে খাবে না। দাদা যাচ্ছেন; হঠাৎ একজন পাহাড়ী এসে তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। ওখানে বাড়ী কোত্থেকে এলো কে জানে? আশে পাশে আর কোন বাড়ী নেই। ওটা যেন ইন্দ্রপুরী। গন্ধে ভর্ত্তি। নানা জিনিষ খেতে দিল; সে সব ওরা কোথায় পেলো? রাতটা দাদা ওখানে রইলেন। ভোরে ওরা বলে কয়ে টিকেট করে ট্রেনে তুলে দিল। দাদা বাড়ী এসে মাকে পেছন থেকে চোখ চেপে ধরতেন এবং এই সব বলতেন। প্রায়ই চলে যেতেন, কখনো ৫ দিন পরে, কখনো ১০/১৪ দিন, কখনো বা ১/২ মাস পরে ফিরতেন। এ সব ১০/১১ বছরের কথা। তখনি নিমাই-সন্ন্যাসে নিমাইয়ের পার্ট করে গান গেয়ে সবাইকে কাঁদাতেন। বহু থিয়েটার করেন। তারপরে সমরেন্দ্র পালের কাছে গান শিখতে। সোজা গিয়ে বলেন ঃ উনিও মানুষ, আমি ও মানুষ। পাল ওঁকে শিখাতে আরম্ভ করেন। তার মা দাদাকে ছেলে করে নেন। পাল ও দাদা এক খাটে শুতেন। কয়েক বছর পরে music competetionয়ে ফার্স্ট হন। মা ২৮।২৯ বছরে বিধবা হন; চুল কেটে ফেলেন। ঘোমটা দিয়া থাকতেন। তাই লোকে বিষয় ঠকিয়ে নেয়। বিয়ের পরেও দাদা একা কুমিল্লা যান। বিয়ের সময়ে মা এসে এক বছর ছিলেন। পরে দেশে যান। তারপরে এসে দিদির বাড়ী থাকেন; শুনে দাদা নিয়ে আসেন।]

৯.১.৭৬ (তদেব; রাত্রি) [Larsen & Tobrou র বি.জি.এন্. প্যাটেল ফোন করেন; কলকাতা আসছেন। উনি য়ুরোপে; স্ত্রী বোম্বেতে মুমূর্ষু; অসহ্য যন্ত্রণায় দাদা, দাদা করছেন। হঠাৎ দাদা সেখানে হাজির হয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে হাত বুলাতে লাগলেন; যন্ত্রণা কমে গেল; হেঁচকী টানে দাদা ওঁকে বসিয়ে দিলেন। তারপরে আর দাদা সেখানে নেই। চারিদিক্ দাদার উগ্রগন্ধে আমোদিত।]

দাদা ঃ—একজন খুব উঁচু অফিসার ইন্দিরাকে কেসের ব্যাপার সব খুলে বলেছেন। ইন্দিরা blessing চেয়েছেন। [দিদি বললেন, দাদার ডাক-নাম ছিল 'মাধব'।]

১০.১.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—এলাম প্রশান্ত থেকে প্রেম বিলাসের জন্য, ভুবণের জন্য। এসে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলাম। ডঃ সাহা ঃ—চিত্রগুপ্ত সব record করে রাখছেন। দাদা ঃ—এ সব কি বলছিস্? তিনি record করছেন! এমন আপন জন। তিনি আর আমি তো অভেদ! Record করছো তোমরা নিজেরা; কালকে টেনে আনছো। ..(অন্য প্রসঙ্গে) এ সব সময়ে বলছে, এভণ্ড, লম্পট, জোচ্চোর। এ নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করে না। [দীনেশ

দা কটকের কাহিনী প্রসঙ্গে বললেন,—সাঁই-গোষ্ঠী মারমুখো হয়ে আসে। তাই ঠাকুর সশরীরে এসে ওখানে ৪ দিন থাকেন। দাদা ঠাকুরকে বলেন, তুমি যদ্দিন এখানে আছো, এখানেই খাবে। ঠাকুর বলেন, আমি কিন্তু নিরামিষ খামু। বিরুদ্ধবাদীদের পাণ্ডারা পর দিন এসে মহানাম নেয়। যতীন ঠাকুরকে বলে, যাও, গোবিন্দকে (দাদা) দেখে এসো। যাবার আগে সবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, ওই তো সব। আমর কাজ শেষ; আমি যাই। এখানে দাদা একদিন দুই হাত আমার গালে বুলিয়ে আমাকে ক্ষৌরি করে দেন। দাদা এক মিনিটে স্নান, সাজগোজ শেষ করেন। শয্যাশায়িনী, অক্ষম মাকে পরিষ্কার করে স্নানও সাজগোজ করিয়ে ৫ মিনিটে বেরিয়ে আসেন, যা করতে বৌদি বা দিদির প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে।].....আসাও নাই, যাওয়াও নাই।

১১.১.৭৬ (তদেব) [কামদারজী আছেন।] দাদা ঃ—(তপস্যা প্রসঙ্গে) নিত্যং জিত্বায় প্রকাশায় আত্মানম্। ....ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদি আদি ব্রহ্মযোগসে আয়া।.....যব পঞ্চ ইন্দ্রিয় এক হো যাতা, তব 'পাণ্ডব'। গুরু শিষ্যতো সাথ সাথমে হ্যায়। আয়া তো শিষ্য হোনেকে লিয়ে। দান তো ধৈর্য হ্যায়। দান তো করতেই হবে; দেহটা কি নিয়ে যেতে পারবো?.....ঠাকুর হরিপদকে বলেন : আমি ২০।২২ বছর পরে নবকলেবর নিয়া আস্‌মু; চিনতে পারবি তো? তখন তো তুই কোটিপতি হবি। হরিপদ বললো, আপনি জন্মাবেন, বড়ো হবেন, তার পরে তো? ঠাকুর বললেন ঃ না, তাঁর জন্ম হইছে। হরিপদ ঠাকুরকে একটা জিনিষ দিয়েছিল। এ হরিপদকে বলে, তোমার একটা জিনিষ বহুদিন আমার কাছে আছে; এই নাও। জিনিষটা দেখেই ও পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

[সন্ধ্যায় দাদা বেরিয়ে গেলেন। দিদি ডঃ সেনকে দাদা-প্রসঙ্গে বললেন; ঠাকুর কুমিল্লায় এলে দাদা সেখানে যেতেন। এক দিন বহু লোক দেখা করতে এসেছে; দাদাও। ঠাকুর শুধু দাদাকে ডেকে নিলেন। ঠাকুর যেখানে যেতেন, দাদাকে সঙ্গে নিয়া যেতেন। দাদা বলতেন, তুমি; ঠাকুর বলতেন, তুই। কখনো কখনো দাদা ঠাকুরের সঙ্গে ১৫ দিন ১ মাসও ঘুরে বেড়াতেন। এটা ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের কথা।

১৪.১.৭৬ (তদেব) [দাদা কামদারজীকে নিয়ে নীচে নাবলেন। রমাদি দাদার পা টিপছেন।] দাদা (রমাদিকে) ঃ—তোর ছেলে, মেয়েকে আমি বিয়ে করলাম। (কথাটা অর্থপূর্ণ।) ডঃ সেন—ওর কি হবে? দাদাঃ ওকেও বিয়ে করলাম। কেবল ও (ননীগোপালদা) থাকলো ইন্ধন জোগাতে। উনি অলগ্। মায়াতে আছেন; তাই দেহে থেকেও দেহকে স্পর্শ করছেন না।.... কাল রাত বারোটায় খেমকা পাগলা বাবাকে নিয়ে আসে। এ উপর থেকে দেখেই সরে যায়। ভুবন বলে, বাবু ঘুমাচ্ছেন। খেমকার পীড়াপীড়িতেও সে দরজা খোলে না। বলে, হুকুম নাই।.....(ননীগোপালদাকে লক্ষ্য করে) এই শালার জন্যইতো আমার সব অসুখ। একেবারে শিশু! শালা আর কিছুদিন পরে এলে ভালো হোত। যে কলেজ ও গড়েছে, সে কলেজে ওদের বংশের বরাবর কর্তৃত্ব রাখতে হবে। —কে discharge করতে বললাম; বলে discharge করবো? শালা তুমি আগুন জ্বালিয়ে রেখে যাবে। তুমি কর্তৃত্ব করছো কেন? যা বলছি, করো। ....বাইরের থেকে কত লোক আসে। এই গরীব বেচারীদের উপর অত্যাচার হয়। ওখানে একটা ৪তলা বিল্ডিং করে সেখানে গুরুভাইদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। তোরা কিছু কিছু লোক যদি মাসে ৫ টাকা করে দিস, ব্যাংকে account খুলে রাখিস্, তাহলে তাতে খরচ চলে যেতে পারে।....(কবিরাজমশাই সম্বন্ধে) মহাজ্ঞান থেকেও পড়াজ্ঞানে আছে, মহাজ্ঞান আর পড়াজ্ঞানের মাঝখানে আছে। একেবারে শিশুর মতো; কলিতে ওইতো ব্যাসদেব। গোপীনাথ big I, small I য়ের কথা বলে। ....দশরথ-তনয় রাম বললে আর থাকলো না। রাম তো রতিরূপ। সীতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এরা এলে আর হোল না।

১৭.১.৭৬ (তদেব) [দাদা কালীদা-হরিদাকে নিয়ে নীচে নাবলেন।] দাদা ঃ—ননী! আজ তোর university নাই? কালোমাণিক কাল কটায় পৌঁছেছে?.....। ডঃ সাহা—সুদর্শনটা কি? দাদা (রেগে) ঃ—সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যা। এতোদিনের এতো বলা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তুমি কি বুঝবে? গোপীনাথই বোঝে না। ডঃ সেনঃ—ইচ্ছাশক্তিটাই সুদর্শন। দাদাঃ চিন্ময় সত্তায় নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াই সুদর্শন। সুদর্শন কি বধ করে, মাথা কেটে ফেলে? শিশুপালকে সুদর্শন দিয়ে কেটে ফেললো? পিসীকে বলেছিল, ১০০টা অপরাধ ক্ষমা করবো; তার মানে.....। ঐ কৃষ্ণতো একটা warrior মনের আওতায়।..... রাজসূয় যজ্ঞে দানের ভার দেওয়া হোল দুর্যোধনকে। যুধিষ্ঠিরকে তো দিল না। মহাভারতের hero তো দুজন; একদিকে কৃষ্ণ, আরেক দিকে দুর্যোধন।

পাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণ সব অবান্তর। রামায়ণেও রাম আর সীতা। দশরথ, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এসব অবান্তর। ননীগোপালদা :—সুনীতি চাটুজ্যে বলছেন, রাম আর সীতা ভাই-বোন ছিল। দাদা :—আরে, সে তো বৌদ্ধ যুগের কথা। আর রাম দ্বাপরের আগে ত্রেতার। বাক্‌চিসার দশরথের ছেলে রাম, আর মেয়ে সীতা। সে তো ২২/২৩শ বছর আগের কথা। বুদ্ধের যুগেতো uncivilized ছিল। Civilization তো ১২/১৩শ বছরের। কী বলিস্? সুনীতি চাটুজ্যে ছিল ভাষাতাত্ত্বিক, হোল ঐতিহাসিক।..... কৃষ্ণের ১৬শ গোপিনী; ১৬ কলা পূর্ণ। সে কি ১৬শ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘষ্টাঘষ্টি করেছে?.....। তাঁকে মনে নিয়ে কাজ করলে পাপ-পুণ্য কোথায়? আমিই যেখানে নাই, সেখানে পাপ-পুণ্য কোথায়?....। বাবা মৃত্যুর সময়ে বলেন, বারান্দায় পাটি পেতে আমাকে নিয়ে যাও; নৈলে তো আবার খাট সঙ্গে দিতে হবে। বারান্দায় গিয়ে বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে কাঁদছি ; তবে তোমার কাছেইতো যাবো। এই বলে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বললেন; তার পরে যুক্ত করে একে নমস্কার করলেন; প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবাকে আগে একদিন জিজ্ঞেস করি, বড় ছেলের নাম আশুতোষ কেন রেখেছো? বাবা : ওতো শিবের নাম। এ বললো, তাহলে আমার নাম কেন অমিয়মাধব রেখেছো? বাবা :—তা তো জানি না।....। এর তখন ১১ বছর বয়স। বঙ্গভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা হচ্ছে। দাদারা বললেন, এই পাগলের সঙ্গে কি কথা বলছেন? বঙ্গ :—না, ওর বাবার কাছে বহুদিন আগে আমি শুনেছি। বঙ্গ ভাগবতের একটা শ্লোক বললেন। এ অর্থ করতে বললো। অর্থ বললে এ অনেক কথা বলে। তখন বঙ্গ বলেন; তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। পাশেই বেলপাতা ছিল; তাতে মহানাম পেলো। তার পরে আর দেখা করি নি।.... বহুদিন হয়ে গেল; আর ভালো লাগছে না। কিন্তু, ওনারা তো আসছেন না। ওনারা না এলে যাই কেমন করে?....। ১৯২৮ থেকে এই শালার (ননীগোপালকে) সঙ্গে আলাপ। তখন এ ১০২বি, রাসবিহারী এভিন্যুতে থাকে।....। এগুণী। ফয়েজ্ খাঁ, করিম খাঁ বড় ওস্তাদ। কিন্তু, techniqueয়ের দিক্ থেকে....। বললে লোকে আবার যাতা বলবে।....। কে বললো, বাসের ব্যবসা করলে মাসে ৪০০০্ টাকা করে হবে; ছেলেকে লাগিয়ে দিল। এ নিষেধ করে; বলে, এতে বাড়ীও যেতে পারে। শুনলো না। কিছুদিন পরেই চিঠি এলো ২৬ হাজার টাকা loss. বাড়ী বিক্রী করে দিতে হবে। এ বললো, তোমার একটা প্রাপ্তিযোগ আছে; কিছু সময় নাও। ৩/৪ মাস পরে গর্ভমেন্টের কাছ থেকে ৫০০০০ টাকা পাওয়া হোল। প্রথমে ২৫ হাজার পেলো; তাই দিয়ে দেনা শুধলো। এর মতো লোকের বেলায়ই গীতার 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।' ইত্যাদি।....। এই ছেলেটা আর গোপীনাথ পড়াশুনা করে বাঁকাপথে গেছে। এদের সহজেই সরল করা যায়। কিন্তু, মাঝামাঝি যারা আছে, তাদের? ওরে বাব্বা!....। বিয়ে-টিয়ে কি? কেউ কি বিয়ে করতে পারে? একটাকে নিয়ে ঘর করে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে,—এ সব তো ভবিতব্য। Tuning হয়ে আছে। তোমার করবার কিছু নাই।.... এটার (দাদাজী) আসার কথা ছিল; এসেছে; থলিটা দিয়া দিছে। থলির থেকে ছিটাচ্ছে। তাঁর কাজ সে করছে; এর কি?....নববধূ প্রকৃতির রসতত্ত্বে আবৃত। আবরণ তুলবে কে? উনি।

(রাত্রে পৌনে ৮য়ে ডঃ সেন। দাদা ছিলেন না। দিদি দাদার (এবং তাঁরও) বাবার কাহিনী বললেন :—পীর সাহেবের বটগাছ, যা কেউ কিনতে চায় না, বাবা কিনে কাটতে আদেশ দিলেন নিজের নিয়তির কথা জেনেই। দূরে পেছন ফিরে গড়গড়ায় তিনি তামাক খেতে লাগলেন। একটা ডাল কাটতে হঠাৎ সেটা ঘুরতে ঘুরতে বাবার পিঠে পড়লো; হাড় ভেঙ্গে গেল। ক্যাম্প খাটে করে বাবাকে বাড়ী নিয়ে গেল। ১ বছর বেঁচে ছিলেন। ঢাকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল। কিছুদিন পরে বাড়ী আসতে চাইলেন। মাকে বাপের বাড়ী বেশি দিন না থাকতে, বাইরের বাড়ী না যেতে, ছেলেমেয়েদের সামনে রেখে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। তারপরে সবাইকে আসতে বললেন; তুলসীতলায় নিয়ে যেতে বললেন। বললেন, আমার জন্য রথ এসে গেছে। আমি এক্ষুনি চলে যাবো। বারান্দায় নিলে পরে 'হরে কৃষ্ণ' বলে দাদাকে যুক্তকরে প্রণাম করে চলে গেলেন। তখন আমার ১ বছর বয়স, বড়দার ১৩ বছর।

১৮.১.৭৬ (তদেব) [হরিদা-কালীদাকে নিয়ে দাদা নীচে নাবলেন। জগদ্‌গুরু-প্রসঙ্গে] দাদা :—তাহলে তো সীমার মধ্যে এসে গেল। 'গুরু' বললেই হয়। (রামায়ণ ও সুনীতি চাটুজ্যে—প্রসঙ্গ) বেনারস্, বারাণসীর ২০/২৫ মাইল দূরে বাক্‌চিসা গ্রামের রাজা ছিল দশরথ। এতো বুদ্ধের সময়ের। রাম তো ত্রেতাযুগের; ৩/৪/৫/৬/৭ হাজার বছর আগের নয়'? বাল্মীকি ছিল,—মহামুনি; রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষি। এ রাম আর সীতার কথা

বলে।.... তিনি কি আমাকে ফেলে যেতে পারেন? আমাকে না নিয়ে তিনি যেতে পারেন না।.... সনাতন ধর্মের প্রথম কথা হোল....; দ্বিতীয় কথা হোল, কর্ম করা; তৃতীয় কথা হোল ধৈর্যের সহচরী হয়ে সতীকে নিয়ে পতিব্রতা ধর্ম পালন। কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে আছে, সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম 'নারায়ণপরা বেদা ঃ' ইত্যাদি। তখন ওঁ-টোং কোথায় ছিল? ওসব তো ঋগ্বেদ থেকে এলো।.... অনন্য-শরণ। তুমি স্মরণ না করালে করবো কেমন করে?....। শ্বাস-প্রশ্বাস হংসের পূর্ব অবস্থা। ....। দুর্যোধন বলছে, পাণ্ডবেরা যদি দৈববলে বলীয়ান্ হয়, আমিও সেই দৈববলে বলীয়ান্। সে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধতা করলো; আর ঘটলো কি? যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দেখলো, সে আগেই স্বর্গে চলে গেছে।.... (হরিপদ রায়কে) তোরা কুবের, ওরা (ননীগোপালদা) বিদুর।

২০.১.৭৬ (তদেব)। [ডঃ ধীরেন সাহা এসেছেন।] দাদাঃ—এবার ভূত প্রেত আর নিগ্রোদের পাল্লায়।.... তাঁকে বরণ করে নিয়ে এলাম আমিটাকে কাটবার জন্য। নিজেকে না সাজিয়ে তাঁকে সাজাবার যে কী আনন্দ।.... চোখ বুজে মহাদেব দেখলাম, সাপ জড়ানো,—এগুলো মনের বিকার নয়? মনের আওতায় নয়? মনের ধর্ম চঞ্চলতা, আমার ধর্ম ধৈর্য। সহস্রর থেকে যা আসে, তাই তপস্যা। পড়াশুনা তপস্যা, ব্যবসা করা তপস্যা।.... ভগবানের বাবাও প্রারব্ধ কাটতে পারেন না। পারে, যেটা পেয়েছো, ঐটা।.... গোপাল ব্যানার্জিকে বাইরের ঘরটা দোতলা করতে বলেছি। Attached bath-room তিনটা থাকবে। তারপরে লাগাও। রান্নাঘরে ভড়দা থাকবে। ২০/৪০/৫০ হাজার যা লাগে, খরচ করো। এ এক লাখ টাকা দেবে। এটা কি মাস? বৈশাখে হোক; ফাল্গুনে হলে বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। [দিব্যেন্দু মুর্শিদাবাদ থেকে এসে আজ দাদার সঙ্গে দেখা করে। ডঃ সেনকে বলে, রোজ দাদার সঙ্গে দেখা করার দরকার কি? ওখানেইতো দাদার দেখা পাই,—স্বপ্নে। কাল দাদা এলেন, বসলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। একদিন আমার বাড়ীর দোতলার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। স্বামী রেগে ৫ মাসের বাচ্চাকে নীচে ফেলে দিল। আমি বাড়ী ফিরে দেখি, মা নীচে বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে; বাচ্চার প্রাণের কোন লক্ষণ নাই। আমি বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের পট ছোঁয়ালাম; ঠাকুরের প্রসাদী জল একটু মুখে দিলাম। বাচ্চার প্রাণের সাড়া জাগলো; কান্না শুরু হোল। তখন হাসপাতালে দেওয়া হোল। তিন দিন পরে বাড়ী ফিরলো। তার দেহের কোথাও কিছু হয়নি; আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই।]

দাদা ঃ—এখানে আসাটা মহান্ ইচ্ছায়। আসার পরে মনের খেলা শুরু।

২৩.১.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—তপস্যা তো প্রকৃতির জন্য। তাঁকে পেতে আবার তপস্যা কেন? সেই আপন-জন তো সব সময়ে সঙ্গেই আছেন, তাঁকে পেয়েই আছি। ওদের (সাধু-সন্ন্যাসি) কালও ভয় পায়। [Instrumental Musicয়ের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ গোস্বামী আসেন ননীগোপালদার সঙ্গে। তিনদিন আগে মহানাম পান। ননীগোপালদা বললেন, তারপর থেকে দাদাময় হয়ে আছেন; ফলে পরীক্ষা নিতে পারেন নি।] দাদা ঃ—ভক্তদের এরকম হয়। এরই কিছু হোল না।..... কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে রেবাখণ্ডে আছে, সত্যযুগেও নামের প্রবাহ ছিল। মাঝে vedantistরা এসে ওঁ-টোঁ বলে সব গোলমাল করে দিয়েছে; তান্ত্রিকরাও।.... (ননীগোপালদার মেয়ে মঞ্জুকে) দাদা ঃ—তোর মা কৈ? ও কি ঘোমটা দিয়া আছে? এই ভাসুরের জন্য, না ঐ শালার জন্য? রাবণের একটা অশোকবন ছিল, ওরও একটা আছে।....। এখানে এলাম শিষ্য হবার জন্য। ভগবান্ বেটাও যদি কোনদিন এখানে এসে থাকে, সেও শিষ্য হয়েই এসেছে। প্রেম ছাড়া আর পথ কৈ? একটু ধৈর্য।.... মনটাকে এইভাবে বুঝালে বোধহয় সে বোঝে। [সকালে রমা দাদাকে শুধায়, মাছ আনতে বাজারে যাবে কিনা। দাদা বলেন ঃ শালী (মিসেস্ সেন) বাজারে গেছে। সত্যিই মিসেস্ সেন মাছ নিয়ে দাদার বাসায় সকালেই আসে।] [১২টা নাগাদ দাদা ডঃ সেনকে নিয়ে উপরে গেলেন। বললেন ঃ কাল রাতে পৌনে নয়টায় সুখময় সেনগুপ্ত ও জগন্নাথ মিশ্র আসেন। ১০.৫০ পর্যন্ত ছিলেন; ননীগোপাল ও ছিল। সেনগুপ্তের চোখ দিয়ে জল পড়ে; নানা ব্যক্তিগত কথাও হয়।] [দাদা মিসেস্ সেনকে রেখে দিলেন; অথচ আজই ওর দাদার মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদ। রমা ওকে বললো ঃ ৪টার সময়ে যাবে। দাদা ঃ—সে ৪টায় দেখা যাবে। রমা ঃ বাড়ী যেয়ে শাড়ী-টাড়ী পাল্টাতে হবে তো। দাদা ঃ আজ তো ওর নেমন্তন্ন ; তা হলে তো না খেলেও চলে। খুব খাওয়াবে। দাদা ঠাট্টা করেই যাচ্ছেন, আর ওকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছেন না। ডঃ সেন ১টার কিছু আগে একাই বাসায় ফিরে গেল। দাদা ৩/৪ দিন ধরে আশীর্বাদ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন; আর আজ যেন with vengeance যাওয়াটা দেরী করিয়ে দিচ্ছেন। ডঃ সেনের মনে হোল, আজকের এই দেরী করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কোন বিপদ্ থেকে বাঁচানো; আর আশীর্বাদ

নিয়ে হাসি-ঠাট্টার কারণও হোল, থাকে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। দুটো অনুমানই সত্য বলে পরে প্রমাণ হয়। যাই হোক, ডঃ সেন শ্বশুরালয়ে ৬·৩০ টায় গিয়ে দেখে, তখন ও মিসেস্ অনুপস্থিত। অগত্যা আশীর্বাদের অনুষ্ঠান ওকে বাদ দিয়ে শুরু হোল। ও যখন পৌছালো, তখন ৭টা। শেষ ব্যক্তি তখন ওর ভাইঝিকে আশীর্বাদ করছে। তারপরে ও আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্ব শেষ। বাড়ী ফেরার পথে ডঃ সেন সক্রীক ব্রিজের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে রিকসায় উঠলো। প্রায় ১০০ গজ পার হয়ে রাস্তার বাঁপাশ দিয়ে ditch ঘেঁষে যাচ্ছে, হঠাৎ দূর থেকে বার বার হর্ণের শব্দে রিকসা একটু রাস্তার ভিতর দিকে গেল, আর বিদ্যুৎবেগে একটা ট্যাকসি বাঁদিক থেকে রিকসা পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। মিসেস সেন ছিল রিকশার বাঁ দিকে; ডঃ সেন দেখলো, ট্যাকসি রিকসাকে ধাক্কা দিল, অথচ কোন jerk অনুভব করা গেল না। আর ডঃ সেন দেখলো, ট্যাকসি রিকশার paddle hit করলো। সে ভাবলো, মিসেস এবং রিকসাওয়ালার হয়ে গেল। কিন্তু, মিসেস কিছুই দেখেনি বা অনুভব করেনি; রিকশাওয়ালা কিন্তু অশ্রাব্যতম ভাষায় ট্যাকসিওয়ালাকে কিছুক্ষণ গালাগাল দিয়ে বললো, বাবু! কিভাবে যে আমাদের গায়ে লাগলো না, বুঝতেই পারছি না, বাঁপাশে যতটুকু জায়গা ছিল, তাদিয়ে কোন ট্যাকসি যেতে পারে না কোনমতেই। এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার।]

২৫.১.৭৬ (তদেব) [মিঃ ভিভ্রা Harvey Freeman নামে এক আমেরিকানকে নিয়ে আসেন। উনি আমেরিকার one God, one language, one race mission য়ের Founder-President. উনি এসে খাটে বসা দাদার সামনে কার্পেটে বসলেন। দাদা প্রায় আধ ঘন্টা নীরব হয়ে রইলেন; Harvey ও নীরব। তখন উনি ভেতরে heart trembling feel করেন। তারপরে দাদা ওঁকে পাশের ঘরে গিয়ে মহানাম দিলেন। দাঁড়িতে, চুলে, দাদার বুকে মহানাম প্রকাশ হোল।] দাদা ঃ—একে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত।.... এই পৃথিবীর বাইরে কি আর কোথাও কোন ভাষা নাই?

২৬.১.৭৬ (তদেব) [আজ Harveyর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন; আরো এক আমেরিকান দম্পতি এবং অন্য এক মহিলাও আসেন। সবাই একসঙ্গে মহানাম দেখতে পান।] দাদা ঃ—এরকম হতে পারে?.... Harvey ব্যাংককে এর অঙ্গগন্ধ পায় ও দেখে, এ তাঁকে গোলাপ ও আরও নানা জিনিষ দিচ্ছে। এখানে এসেও সে এর হাত থেকে সেই সবই পেলো। ও যা যা মনে ভেবে এসেছিল, দাদা সে সব কথাই বলেন।.... ওকে অন্যে বলবে কি, ও নিজের থেকেই দাদার Philosophy বলছে। ও অপূর্ব; একেবারে তৈরী হয়েই এসেছে।.... বড়ো আমি স্থির, পূর্ণ; ছোট আমি চঞ্চল। মাঝখানে আরেকটা আমি আছে; সে বড়ো আমিকে পেতে সাহায্য করে; মেঝো আমি।.... এ শিব কৈলাসপতি শিব নয়; পূর্ণ।.... মানুষ নিজেকে গুরু বলে কেমন করে? মহানামইতো গুরু! মহাপ্রভু পেরেছিল 'আমি গুরু' বলতে? কৃষ্ণ? কৃষ্ণের বাবাও পারতো? আর আদি পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ, যিনি গোপবালাদের নিয়ে এসেছিলেন? তোরা এই কৃষ্ণ আর ঐ কৃষ্ণকে বুঝি এক মনে করিস্? সেওতো ভাই, বোন বললো।.... (মিসেস সেন তার মা সম্বন্ধে দাদাকে) ঃ—এবার চলে গেলেই পারে! দাদা ঃ—চলে যাক্ বললেই কি চলে যেতে পারে? এখন তো প্রয়োজন মিটে গেছে। তাই লোকে বলে, এবারে তাড়াতাড়ি গেলেই ভালো। প্রারব্ধ ভোগ করতে চায় না।....। (গীতাদি সম্বন্ধে) গীতার মতো আর কয়েকজন বাংলাদেশে থাকলে বাংলাদেশ উদ্ধার হয়ে যেতো!.... মহর্ষি রমণ একে কিশোরী ভগবান্ বলে জানতেন।

১.২.৭৬ (তদেব) [এক মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলা এলেন।] দাদা (মহিলাকে) ঃ—তোমাকে আমি নিষেধ করেছিলাম; তবু তুমি ৫০/৬০ হাজার টাকা খরচ করে বৃন্দাবনে পূজা দিয়ে এলে? পূজাটা কি? তোমার যা ভালো লাগে, তাই তাঁকে দেওয়া। তোমার ভালো লাগাটা ইন্দ্রিয়ের ভালো লাগা; তাই তাঁকে দেওয়াই পূজা। তিনি কি বাইরের জিনিষ চান? তুমি কি দিতে পারো? তোমার কি আছে? এই দেহটাওকি তোমার?.... সবইতো তোমার।.... তোমার ইচ্ছাশক্তি না জাগলে ভগবানের বাবাও উদ্ধার করতে পারবে না।

[মিসেস্ সেনকে তার দাদার বাড়ী বিকেলে পৌছিয়ে দিলেন দাদা গাড়ী করে। বললেন, সঙ্গেই যাবি, সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।]

৫.২.৭৬ (তদেব) [তুলসী-কাহিনী।] দাদা ঃ—নারায়ণ এসে জড়দেহ ধরে ঐ কাজ করলেন; তুলসীর অভিশাপ; তাই মানুষ হয়ে জন্ম; শুনে হাসি পায়। তাই নারায়ণের মাথায় তুলসী দেয়। আমি পায়ে দিই। উনি ব্যাসদেবকেও অজ্ঞান বলেছে; তাই ব্যাস-কাশী। অতুলদা ঃ—তুলসী আর বেলপাতা নিয়ে ঝগড়া আছে।

দাদা ঃ কেউ তো আসল ব্যাপার জানে না। তোদের মতো করে বলি। স্খলন হতে পারে; তাই তুলসী আর বেলপাতার রস মিশিয়ে খেলে ক্লীব হয়। তাই নারায়ণকে দেওয়া; নিজের যা ভালো লাগে তাইতো তাঁকে দেয়। কিরে বুঝলি? ডঃ সেন ঃ না। (আবার বললেন।).... খণ্ড করে দেখলেই হাজার জায়গায় প্রণাম করতে হবে; তাঁকে পাওয়া যাবে না।.... একটা বিরাট্ সমুদ্রের মধ্যে একটা বিন্দুর কোটি ভাগের এক ভাগ পড়লো; তার কি পৃথক সত্তা থাকে?.... হিন্দুধর্ম ছিল কি? ছিল স্বজাত, স্বধর্ম।.... প্রকৃতি অধৈর্য না? তাহলে মনটা স্থির করবো কেমন করে? একটু patience ; তাহলেই হোল। তাও যদি না পারি, সবটা ছেড়ে দিলেইতো হোল। আমরা সেইটাই পারি না। দেখা যায়, বুড়োর ও কর্তৃত্ববোধ আছে। (অতুলদাকে) তাঁর ইচ্ছায় রয়ে গেলে; আবরণমুক্ত হয়ে যাও। (ওঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে) এখন পতিব্রতাধর্ম হয়েছে, বলা যায়। এখন তো নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।.... ধ্যান-ধারণা আবার কি? চিন্তা? সে তো ভাবরতি?....। প্রথমে কিছুটা আমি তুমি থাকে। তারপরে যখন একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন আর আনন্দও থাকে না; থেকেও থাকে না। একেই দেহের চৈতন্যনাস বলে। তখন ভক্ত কোথায়?

৬.২.৭৬ (তদেব) [দাদা ১১টার পরে ননীগোপালদা, কালীদাও তাঁর ভাই শিবপদ রায়কে নিয়ে নীচে নাবেন।] দাদা ঃ—আমাদের চোখের চরিত্র নাই। তোমরা নাকি প্রতিমার চক্ষু দান করো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করো। এখানে নিয়ে এসো; প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেবো। তোমরা রাখতে পারবে কি?.....(সার্বিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে) এরপরে লাঠি নিয়ে বাড়ীতে আসবে; এসে মাথায় বাড়ি মেরে টাকা নিয়ে যাবে। ২০ বছর পরে এসব কথা লোকে বিশ্বাস করবে না। এই সব না পাল্টালে এই ভণ্ডের প্রচার কি ব্যর্থ হবে? আমাদের ছেলে বয়সেও অসুরের দল ছিল। এখন অসুরের দল আরো বেড়েছে।.....। ঈশ্বর; সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেৎর্জুন তিষ্ঠতি'। এর পরেও বলে, আমি ঈশ্বর। ব্যক্তিটা ভগবান্ হয় কেমন করে?.....। জ্ঞান থেকে মহাজ্ঞানে কি পৌছানো যায়? কবিরাজ মশাই তাই পেরেছেন। জ্ঞান আহরণ করতে করতে এক জায়গায় আটকে গেছেন; তখন মহাজ্ঞান। বেদব্যাসের মতো জ্ঞানী তো কেউ ছিল না। সেও অজ্ঞান তাই ব্যাসকাশী,—সহস্রার। ....। তিনি কি ঘুষ চান? তাঁকে আমি কি দেবো? তিনিই তো সব। [আজ মাঝে মাঝেই দাদা স্বভাবসিদ্ধ তির্যক্‌নেত্রে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলেন।]

৭.২.৭৬ (তদেব; রাত্রি) দাদা ঃ—অশোক সেন,....., শংকরদাস, মার্চেন্ট, জে. পি. মিত্র—এরা কিছুই বোঝে না! এরা judgement দেখে কপাল চাপড়িয়ে বলেছে, আইন এড়িয়ে গেছে। নলিনী ব্যানার্জি master of law : শংকরদাস master of facts, argument. তাঁকে engage করা হোল ১৫০০্ টাকায়; দাদাজীর নাম শুনে ১০০০্ টাকায় রাজী হোল।.....এরা সব cheat এর দল। Date নিয়ে নিয়ে এতগুলো টাকা নষ্ট করলো। ১ লাখ ২৫ হাজার গেছে। ওদের (কামদারজী) যাতায়াত নিয়ে প্রায় ২ লাখ হবে। কামদার বলেছে, এর পরে..... বিরুদ্ধে সে কেস করবে। (ডঃ সেন আজ আবার অভাব দিয়ে অভাব দুর করার পরামর্শ দিল। দাদা ব্যথিত হলেন।) দাদা ঃ—তোমার কাছে এটা আশা করিনি; এরা বলতে পারে। আমার চীৎকার কি তাহলে ব্যর্থ হোল? (দ্বিবিদ বানর শয়ান কৃষ্ণের পদতলে শরাঘাত করলো,—ডঃ সেনের অহমিকার স্বরলিপি।)..... সে কৃষ্ণ diplomat ; তাঁর সঙ্গে এ কৃষ্ণের সম্পর্ক কি? মনের সঙ্গে মনের যুদ্ধ হচ্ছে; এখানে এর (দাদার) স্থান কোথায়? ঠাকুরের যা ইচ্ছা হবে। এমনওতো হতে পারে, একে ফাঁসীর order দিল; তারপরে হয়তো দেখা গেল, সব ফাক্কা! Diplomat কৃষ্ণতো কৌরবদের কাছে পরাস্ত হন; Lord কৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। কৃষ্ণকে তো stab করে।]

৮.২.৭৬ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—এলাম বৃন্দাবনে ব্রজরস আস্বাদনের জন্য; তাই মনটা এলো; মন তো বৃন্দাবন ছাড়া অন্য কোথাও নাই।..... অষ্টসখীর প্রধানা রাধা; অষ্টপ্রহরই ভাবরতিরসে নিমজ্জিত। জীব কখনো তা পারে না।..... বেদব্যাসকো ভি অন্ধ বোলা। মনটা চঞ্চল; অশ্বমেধের অশ্ব ছেড়ে দাও; ঘুরে ঘুরে শেষে আপনা থেকে শান্ত হয়ে যাবে। (রুবিদি এলেন।) দাদা (রুবিদিকে) কিরে, সত্যেন এসেছে? কাল রাত্রে কী হয়েছে, বলবো? এ কিন্তু সঙ্গে শুয়ে ছিল; আগা গোড়া সব বলতে পারে। Expose করে দেবো? না, সত্যেনদা এলে বলবো?..... এলাম প্রেম করতে; তাঁকে বাদ দিয়ে প্রেম শুরু করলাম।.....এই চোখের সঙ্গেই আরেকটা চোখ আছে; তোরা দিব্য জ্ঞান-ট্যান বলিস্। ওসব এ বোঝে না। তোরা তো (চোখ) পেয়েই এসেছিস্।..... তাহলে তো উপনিষদ্ ছাড়া গীতার আর সব শ্লোক বাদ দিতে হবে।.....। তোমরা বলো,

অর্জুনের রথের সারথি কৃষ্ণ। তিনি তো সব রথেরই রথী। তিনি রথী হলে আর চিন্তার কিছু আছে কি? (মহাপ্রভু ও ঈশ্বরপুরী প্রসঙ্গ।)

১৮.২.৭৬ (তদেব; রাত্রি) [দাদার কেস্ নিয়ে নানারকম ঝামেলা হচ্ছে। সরকার পক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করছে দাদাকে trial য়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য এবং তা বিনা কালাতিপাতে। অগত্যা দাদা কঠিন রোগের অভিনয় করে Presidency Surgeon Dr. D. K. Roy'র নির্দেশে নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন ১৫ই। আজ সকাল ১০·৩০ টায় plain dress য়ে ইন্সপেক্টর পি. কে. রায় নার্সিং হোমে গেল Dr. Mondal কে নিয়ে investigation য়ের জন্য। সেখানে রমার ভাই ডাঃ শংকর মুখার্জিকে দেখে ডাঃ মণ্ডল বললেন, এ কী! তুমি এখানে? শংকর বললো, আমার patient. ডাঃ মণ্ডল :—তাহলে আমি এলাম কেন? পি. কে. রায় বাইরের ঘরে বসে; ডাঃ মণ্ডল দাদার কাছে গিয়ে পেটে হাত দিতেই হড়হড় করে বমি। ডাঃ মণ্ডল—দাদাজী। আপনাকে কী ভাবে পরীক্ষা করবো? শেষে pressure, E.C.G., blood test সবই করলেন। pressure ২০০/১৭৭; report খুবই খারাপ দিলেন ডাঃ মণ্ডল এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোনে জানিয়ে দিলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট ২৩শে মার্চ date দিলেন; সত্যেনবাবু তা ১৩ই মার্চ করে নিলেন। দাদার ইচ্ছাই জয়ী হোল। না হলে কালই কোর্টে যেতে হোত।] [যতীনদা বললেন, আমার কারবার ঐ দাদাকে নিয়ে; কাজেই এই দাদার সঙ্গে দেখা না হলেও কোন ক্ষতি নাই। ঐ দাদাকে প্রকাশ করতে গিয়েইতো এই দাদার এতো কষ্ট। যতীনদা আরো বললেন :—দাদা বলেছেন, শচীন শিব-শক্তি; ও (সুপ্রিয়া) ওকে খারাপ করছে।] (দাদার কথা গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। শিবশক্তি অর্থাৎ রুদ্রশক্তি, যা ব্যামোহক, যা বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কাজ করে। পুরাণেও আছে, ভগবান শিবকে বলছেন, 'মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।' শিবকে তামস শাস্ত্র রচনার আদেশও আছে। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর মুখে পাই, 'শ্রীপাদের (শংকর) দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।' আধুনিক পরিভাষায় এটাকে Second Law of Thermo-dynamics বলা যায়, যার অধীশ্বর রুদ্র।)

২৮.২.৭৬ (তদেব) [২০ দিন পরে আজ হয়তো ডঃ সেন দাদা-সাক্ষাৎ পাবে।] দাদা :—ননীদার সঙ্গে ১৭ বছর পরে দেখা হোল। কালোমাণিকের খবর কি? আমি তো সেদিন জড়িয়ে ধরেই ওকে বলি, তথাস্তু। পরের দিন সকালে বৌদিকে বলি, এবারে হয়ে গেল। ও কি আবার শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করছে নাকি! ডঃ সেন:—বোনদের সঙ্গে চতুর্থী করবে। দাদা (রেগে)—তোরা এরকম ছাতা-মাথা হলি কেমন করে? কুসংস্কার এতো গভীর যে এতোদিনের এতো কথায় কোন কাজ হোল না? অশিক্ষিত লোকে করতে পারে। তুমি এটা সমর্থন করলে কেমন করে? তোরা সব জাত-গুয়োরের দল। সত্যনারায়ণকে দিলে হোত না? বাবা, মা, ভাই, বোন সবি তো তাঁর। তিনি ইচ্ছা করলে শ্রাদ্ধ করতে পারেন। দেখ্ না করে? এইতো পরশু একটা সত্যনারায়ণ হয়ে গেল। কালোমাণিককে বলিস্, তোমার মা কিন্তু মুক্ত হয়নি। (এরপরে case নিয়ে কথা। অঞ্জলির statement পড়ে শোনালেন। সে উইলকে genuine এবং আনন্দময়ীকে সুস্থ মস্তিষ্কের বলেছে। নিখিল দত্ত রায় কি বলবে, তাও বলে দিলেন। কাজেই কোন দিকেই দাদা জড়িয়ে পড়ছেন না। XXX ননীগোপালদাকে খুব বকাবকি করলেন Music College-য়ের ব্যাপারে চিন্ময় প্রভৃতির সঙ্গে একত্র সই করার জন্য; আজই affidafit করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।) দাদা :—আমারও এক সেকেণ্ডের জন্য মোহ হয়েছিল; না হলে এই প্রারব্ধ আসবে কেন? উপকারী বন্ধুর পীড়াপীড়িতে probate নিতে দিলাম। ডঃ সেন :—ওটা তো প্রকৃতির নিয়ম। মোহ না হলে ঘটনা ঘটবে কেমন করে? কিন্তু, আপনি কোন্ পক্ষ, বাদী না বিবাদী,—শচীন রায় চৌধুরী না অমিয় রায় চৌধুরী—তাই বুঝতে পারছি না। আসলে আপনি উভয় পক্ষ। তাই যতীনদা বলেন, দাদার দুঃখটা অভিনয় মাত্র। আমি অবশ্য তা মনে করি না। আপনার দুঃখটা ষোল আনা মিথ্যা হলেও ষোল আনা সত্য। আপনি যথার্থ দুঃখ না পেলে জগতের উদ্ধার অসম্ভব। সে যাই হোক, আপনি নিজেই তো বলেছেন, সোজা পথে প্রচার হবে না; বাঁকা পথে যেতে হবে। আর অভিদাকে তো খোলাখুলিই কেসের কথা বলেছেন। তাহলে কি আমাদের বারে বারে গর্দভ বানিয়ে প্রকৃতির গর্ভ যন্ত্রণা দূর করতে চান? (নীরব দাদাজী।) দাদা :—অসুরদেরও একটা সুকৃতি আছে; সেই সুকৃতি যতদিন থাকে,.....। (পরে সঞ্জিৎ এলে তাঁর সঙ্গে কেস্ নিয়ে আলোচনা)।

২৯.২.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—গীতায় মন নাই; তাহলে meaning ও নাই। গীতা বুঝতে হবে না; চর্চা অর্থাৎ সেবা করতে হবে।.....। আমিটাতো উনি; কোন person নয়। শাশ্বত সনাতন ধর্ম; তাই হিন্দুচর্চা; হিন্দুধর্ম নয়। যাঁর কর্তৃত্ব নাই, অস্তিত্ব নাই, তিনিই গুরু। যাদের অস্তিত্ব আছে, তারা গুরু সাজছে, আর 'আমি'টা আনছে গীতা থেকে।.....(ননীগোপালদাকে আজও খুব বকলেন।) (দীনেশদাকে) শুয়ার। তোমাকে আমি একদিন মেরে ফেলবো। ডঃ সেন ঃ—আজ আপনার কালোমাণিক সত্যনারায়ণ পূজা করবে মায়ের জন্য। দাদা ঃ—গীতাকে বল্; গীতা সব ব্যবস্থা করবে। ডঃ সেনঃ—বৌদি সত্যনারায়ণে যাবেন তো? দাদা ঃ—সে আমি কি জানি? তুমি যেমন কালোমাণিককে মাণিক্য করেছো, আমি তো সে রকম করিনি। ওটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস্ কেন?

[সন্ধ্যায় সেন-ভবনে সত্যনারায়ণ হবে। বৌদি, গীতাদি; উষাদি, যতীনদা, শৈলেন চৌধুরী দম্পতি, সুনীলদা প্রভৃতি আসেন। পরে ননীগোপালদা-রমাদি, উবিল মধুসূদন দে এবং অনিল ব্যানার্জি ও বেলাদি আসেন। ৭.১৮ মিনিটে মিসেস্ সেন ঠাকুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। তার আগেই সারা বাড়ী গন্ধে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। যতীনদা বললেন, কর্ত্তা এসে গেছেন। ৭.২০তে বৌদি 'রামৈব শরণম্' শুরু করলেন। ওটা শেষ হলে 'হরেকৃষ্ণ' গাইতে লাগলেন। ৭.৫২ নাগাদ কীর্ত্তন শেষ হোলে দরজা খোলা হোল। ঘর একেবারে গন্ধে প্লাবিত; চরণজলেও। খিচুরীর ঢাকনা একটু সরানো; এক খাবলা নিয়েছেন; আঙুলের দাগও আছে। পট থেকে অজস্র মধু ঝরছে। যতোক্ষণ সবাই ছিলেন, ততক্ষণ একটাও মশা ছিল না। পরে যথারীতি মশার পুনরাবির্ভাব। ইতিমধ্যে দুটো গ্লাসের জলই কচি ডাবের জল হয়ে গেল। পরের দিন সকালে দেখা গেল, সত্যনারায়ণ পটে মধু-রক্ত' লেখা হয়ে গেছে, আর মৃতার ফটো থেকে মধু ঝরছে। এটা নাকি এই প্রথম ঘটলো,—মৃতের ফটো থেকে মধু ঝরা। বেলা যতই বাড়লো, গন্ধের প্লাবন গোটা বাড়ীতে ততই আছড়ে পড়লো। বাড়ীতে যতো ফটো এবং পট ছিল, সবার থেকেই মধু ঝরতে লাগলো। বাড়ীর সবার গা থেকে অঙ্গগন্ধ পাওয়া গেল; বালিশের তলায় ছেলের যে লকেট ছিল, তাতেও গন্ধ; এমন কি ডঃ সেনের নস্যলিপ্ত রুমাল থেকে ও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ১০/১২ দিন পর্যন্ত নতুন নতুন মধু-র ধারা ঝরতে থাকে। ঠাকুরের ও মায়ের ফটোর গান্ধার মালা সাত দিন পর্যন্ত অম্লান ছিল। ২রা মার্চ সকালে দাদালয়ে গিয়ে মিসেস্ সেন দাদাকে পূজার বিবরণ দিলে দাদা বললেন হেসে ঃ—গোপাল গেছিলো? ও যেন কি কারিগরি করে এসেছে। ৫ই মার্চ ডঃ সেন দাদার নির্দেশে রমাদের বাড়ী স্ত্রীকে নিয়ে গেল ডাঃ ডি. কে. রায়কে দেখাতে। সেখান থেকে দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হোল। মায়ের ফটো দিয়ে মধু ঝরছে শুনে বললেন, তাহলে বোঝ; তিনিতো নিয়েই নিয়েছেন। ছেলের গা থেকে এবং বালিশের তলায় রাখা লকেট থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে শুনে বললেন ঃ—অশান্তির পেটে তো কোন কথা থাকে না। অশান্তিকে বললে তো অশান্তি করবে। তোর ছেলে, মেয়ে দুজনেই বৈষ্ণব। নীহারকে (মিসেস্ সেনের দাদা) চতুর্থীর ব্যাপার সব বলিস্। ওকে শ্রাদ্ধ না করে সত্যনারায়ণ করতে বল্। এ কথা দিচ্ছে, ঠাকুর সব গ্রহণ করবেন। এখানে তো দাদার কর্তৃত্বও নাই, কৃতিত্বও নাই। অমিয় রায় চৌধুরী এখানে কোথায়? ওকে সব বলিস্। ডঃ সেন ঃ—'রাম ঠাকুরের বেদনা' প্রচার-পত্রটি (শচীন রায় চৌধুরীর দ্বারা মুদ্রিতও বিলিকৃত) কেসের জন্য প্রয়োজন হবে কি? দাদা ঃ— হ্যাঁ, কাল এসে দিয়ে যাস্। দাদা ৪র্থীর দিন বার বার আনমনা হচ্ছিলেন; বলেন, গিয়ে সব ভোগ দেখে এসেছি। এই সত্যনারায়ণ পূজাটা দাদা যেন with vengeance করলেন। কারণ, পূজার পরে ও ৮।১০ দিন ধরে মধু নতুন নতুন ধারায় ঝরতে থাকে, এ রকম শোনা যায়নি। অবশ্য এরকম বাড়ী আছে যেখান পূজা ছাড়াই প্রতিদিন মধু ঝরে, অঙ্গগন্ধ ছড়ায়; যেমন অভিদার বাড়ী, ভুবনেশ্বরে চিন্তামণি মহাপাত্রের বাড়ী, সমীরণ মুখার্জির বাড়ী ইত্যাদি। কিন্তু, পূজার পরে এরকম দীর্ঘস্থায়ী মধু-নির্ঝর শোনা যায় না। অথচ যার জন্য এটা করা হোল, তাকে এটা দেখানো গেল না।]

৭.৩.৭৬ (তদেব) [দাদার নির্দেশে চতুর্থীর সব ঘটনা ডঃ সেন বললো।] দাদা ঃ—শ্রাদ্ধ করতে হলে তাঁর শরীরটা তৈরী করে তাঁকে আবার আনতে হয়। মায়ের ফটোতে মধু, মানে merge করে গেল। আমার ইচ্ছা ছিল, ও বসুক; ওর তো মা; ওকে বলিস্, এ যাবে না। ও আসুক্; সব বলে দেবে; ও পূজার ঘরে বসবে; উদ্ধার

কি ভাবে হয়, বুঝতে পারবে। সুযোগ পেলে বলিস্।.....(মিসেস্ সেন সম্বন্ধে) ঐ যে একজন আছে, পুরুষও না, নারীও না; শিশুও না, বৃদ্ধও না; তার মায়ের শ্রাদ্ধ। [মিসেস্ সেনকে হঠাৎ ভুবন (গৃহরক্ষক) বললো, কাল বিকালে আমকে বাবা (দাদা) ডেকে বলেন ঃ এতো যে লোক আসে, এদের মধ্যে ভক্ত কে, বলতো ? সবাই তো স্বার্থ নিয়ে আসে। পুরুষদের মধ্যে সুনীল, আর মেয়েদের মধ্যে শান্তি। তাই আপনাকে আমি রোজ নমস্কার করি। একদিন রাত্রে আমি বাবার গায়ের গন্ধে মোটেই ঘুমাতে পারি নি। সকাল ৪টায় বাবা উঠলে বলি, বাবা! রাত্রে এতো গন্ধ দিলেন যে ঘুমাতে পারলাম না। বাবা বললেন, ভুবন! খুব কষ্ট হয়েছে? তুমি আমাকে চিনতে পারো নি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বাবা। পেরেছি; [পরম ধন্য এই ভুবন যে, মহাপ্রভু এবং দাদা, উভয়ের সদ্গমদিরা পান করেছে। সকলের নমস্য নয় কি? ডঃ সেন তো হাট থেকে ধরে আনা হাফ্-খোরাকীর খোলদাজ।]

১১.৩.৭৬ (তদেব) [ডঃ সেন ১১টা নাগাদ নীচে গিয়ে বসলো। দাদা উপর থেকে বৌদিকে কি বলে বললেন, ননী সেন আসছে না? শুয়ার। উপরে আয়্। কেস্ সম্বন্ধে আলোচনা।] দাদা ঃ—Date পাওয়া যাবে না। শনিবার যেতে হবে। উকিলদের manage করা বড় শক্ত। অবশ্য ওদের ও অসুবিধা আছে। সত্যেন চ্যাটার্জি dateটা এগিয়ে নিল কেন, যখন পেছুতে পারতো? এই judge-য়ের কাছে সুবিচার পাওয়া যাবেনা। 'Yes' বললে 'no' লিখবে। ওর transfer order হয়েছে। হয়তো এই trial টা করে transferred হবে। (বৌদি কি বললেন। রেগে গিয়ে দাদা মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বললেন। হঠাৎ বললেন ঃ) আমি christ নয়। I shall commit suicide. বলবে, চলে গেছে। (দাদার মানুষীভাবে ঐশ উদগার।) (ননীগোপালদাকে চলে যেতে বললেন। চলে গেলে) দাদা ঃ— পাগল-ছাগল লোক; একটা কিছু বললে শ্যামবাজার পর্যন্ত পরক্ষণেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ডঃ সেন ঃ—উনি কলেজ ছেড়ে দিলেই তো পারেন। দাদা ঃ—ওতো founder; ওরা ওকে নিতো না।.....তোরা বলিস্, 'নদীনাং নখিনাঞ্চৈব' ইত্যাদি। অর্থ কোন পণ্ডিত বোঝে? সাধুদের কথা ছেড়েই দিলাম।

১৩.৩.৭৬ [সকাল ১০.৩০ টায় ডঃ সেন আলিপুর কোর্টে। আজ কেস্ হবে; কিন্তু, দাদা কিছুতেই আজ কোর্টে যাবেন না। 'মানুষ আবার কী করবে? এই judge সুবিচার করবে না; আমি যামুনা। দাদার এই জিদ। ডঃ সেনকে দেখেই সঞ্জিৎ ছুটে এসে বললো, Warrant of arrest দিতে পারে। এক্ষুণি যেয়ে দাদাকে শুয়ে থাকতে বলুন, আর মধুদাকে দাদার কাছে যেতে বলুন। ডঃ সেন ট্যাকসি করে তক্ষুণি মিনুদির বাড়ী গিয়ে মধুদাকে অবিলম্বে দাদার কাছে পাঠাতে বলে, দাদাকে ফোনে শুয়ে পড়তে বলতে এবং সমীরণদাকে খবর দিতে বলে সোজা দাদালয়ে। উপরে যাবার সময়ে সিঁড়িতে রমা লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা। উনি দাদাকে শুয়ে পড়তে বলেছেন। ডঃ সেন উপরে গিয়ে দেখলো, দাদা শুয়ে; সব জানলা বন্ধ; বৌদি পায়ের কাছে বসে। বৌদি বললেন ঃ এখন যান। ডঃ সেন বাড়ীর বাইরে অপেক্ষারত মানার মামার সঙ্গে। অনিমেষদা ও বাপ্পা আগে এসে ফিরে যাবার সময়ে মানার মামাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। কিছু পরে দয়ালাল এসে বললো ঃ যে কোন সময়ে পি.কে. রায় ডাক্তার নিয়ে আসতে পারে। মধুদা-মিনুদি এলেন। মধুদা বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। যদি পুলিস আসে, তবে অপেক্ষা করতে বলবে; কারণ, দাদার গা sponge করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দাদা কিছু খেয়ে নেবেন। অনেক পরে ট্যাকসি করে এলেন ননীগোপালদা, উকিল মধুদাও গোরা। বললো, ৮ই এপ্রিল date দিয়েছে; আরো বলেছে, Inspector ডাক্তার নিয়ে পরীক্ষা করে যদি দেখে, অসুস্থ নয়, তাহলে arrest করা হবে। Inspector কোন গোলমাল, হামলা করতে পারবে না। এদিকে জজ কোর্টে চেষ্টা হচ্ছে কেস্টা অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে transfer করার; এটা সোমবার হবে। আজ উকিল ছিল চণ্ডী ঘোষ। পি. কে. রায় বলেছে, আমরা বুধ বিষ্যুৎবারের আগে যেতে পারবো না। কিন্তু, ওদের বিশ্বাস নাই; যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। দুশ্চিন্তার তাণ্ডব এইভাবে চললো সারাদিন। দাদা time-factor য়ের উপর নির্ভর করছেন, বললেন যতীনদা।]

১৫.৩.৭৬ (দাদালয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ— কাল সকালে সত্যনারায়ণকে একটু ভোগের ব্যবস্থা করবো।.....। দয়ালাল বললো, উকিলরা বলছে, একবার ৫ মিনিটের জন্য আপনাকে কোর্টে উপস্থিত হলেই হবে; আপনি বসে

থাকবেন। না হলে সাংঘাতিক হবে; arrest করে নিয়ে জেলে রাখবে; খুব অপবাদ হবে। এ বললোঃ এর যখন ইচ্ছা করছে না যেতে, তখন এ যাবে না। কী করবে? করতে হলে তো আরেক জন দরকার। সে আরেক জন আসুক্, দেখুক্; দেখা যাক্ না কি হয়। জীব মন-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে যায় কেন? ডঃ মণি ছেত্রী দেখতে আসবে। বলেছে, দাদাজী! আপনার সম্বন্ধে অনেক ডাক্তারের কাছে শুনেছি; দুই একটা লেখা ও পড়েছি। আপনি যখন আদেশ করবেন, তখনি দেখতে যাবো। পরে তো সরকারের তরফ থেকে যেতেই হবে। আজ বারোটা-একটায় আসতে পারে। (সমীরণদা ও ডাঃ মধুদা এলেন। দাদা সমীরণদাকে ডঃ মণ্ডলের কথা বলতে বললেন।) সমীরণদা ঃ—ডঃ মণ্ডলতো দাদার পেটে হাত দিয়েই চন্দ্রমণ্ডল দেখলো। দেখলো, প্রেসার ২৫০; ঘাবড়ে গেল। বললো, টেপাটিপি করলে gall-bladder ও liver burst করতে পারে। দাদা ঃ—দীপু ঘোষ কি বললো? সমীরণদা ঃ— সে প্রথম দিন এসে পেটে হাত দিয়েই হাত সরিয়ে নিল। বললো, gall-bladder আশ-পাশের নাড়ী-ভুঁড়িতে জড়িয়ে গেছে, অর্থাৎ পূয হয়েছে, Peritonitis হয়েছে। একটা injection দিতে বললো, আর anti-biotic গুলো পাল্টে দিতে বললো। পরে তাকে জানানো হোল, injection য়ে খুব কাজ হয়েছে। তখন সে সানন্দে বললো ঃ আমি operation করবো; না হলে মারা যাবেন। আর একজন ডাক্তার আমার পছন্দমতো নেবো sugar control করার জন্য। যদি operation না চান, তাহলে আমি ওর মধ্যে নাই। আপনারাও সরে পড়ুন; না হলে ১০০০ খানেক ভক্ত গলা টিপে মেরে ফেলবে।.....দাদা ঃ—দুজন থাকার দরকার নাই। মধু! তুই চলে যা; তোর তো শরীর খারাপ। মধুদা ঃ—আজ ওরা আসতে পারে; এবেলা আসবে কি? দাদা ঃ—না। তুই বিকালে ৪।৪.৩০।৫ টায় আসিস্। সমীরণদা ঃ—অতুলদা আমার chamber য়ে গিয়ে শুধাল, দাদাজী কি নার্সিং হোমে? আমি বলি, বারে বারে নার্সিং হোমে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? অতুলদা কেঁদে বলেন ঃ আমরা কি কিছুই করতে পারি না? দাদা ঃ—ও একেবারে পাল্টে গেছে। ও কিন্তু একদম atheist ছিল। সমীরণদা ঃ—গৌরী (স্ত্রী) আমাকে শুধায়, দাদার ডান পেট ফুটবলের মতো ফোলা দেখলাম, আর বাঁ পেটে গর্ত। খুব খারাপ অবস্থা কি? আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, অবস্থা তো খারাপ বটেই; spleen টাকে ঠেলে liver য়ের কাছে নিয়ে গেছেন। মিনুদি ঃ—আমি কাল সকালে এখানে আসবো কেমন করে? দাদার রান্না করে তো আসতে হবে। দাদা ঃ—ওকে তো গান করতে হবে। ডঃ সেন ঃ—এখানে এসে তো রান্না করতে পারে। দাদা ঃ—কাল আর এ বাড়ীতে মাছ-মাংস রান্না চাইনা।

১৬.৩.৭৬ (তদেব) [আজ গৌরপূর্ণিমা; দাদার বাড়ীতে সত্যনারায়ণে ৬০।৭০ জনের আগমন। দাদা উপরে ননীগোপালদার সঙ্গে ১১.৩০টা পর্যন্ত কথা বলেন। অন্য সবাই ছিলেন নীচে। সমীরণদা বললেন, bail cancelled সই হয়েছিল; Warrant of arrest সই হয় নি। সোমবার Stay Order পাওয়া গেছে ৪টায়। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে explanation চেয়েছেন। Transfer-য়ের hearing হবে ১২ই এপ্রিল। পরিমলদা বললেন, দাদার ইতিমধ্যেই ১০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। দয়ালালের টাকা নিচ্ছেন না। রমা বললো ঃ দাদা শচীনকে face করতে চাচ্ছেন না; তাহলে শিশুপাল বধ হয়ে যাবে। শচীনও তো মস্ত বড় ভক্ত। পূজা শেষে দাদা সবাইকে ঠাকুরঘরে যেয়ে প্রণাম করে আসতে বললেন। নামগান হয়নি। তার পরে সবাই প্রসাদ পেলেন ঃ—খিচুরী, আলু-বেগুন-ভাজা, আলুর দম, চাটনি, পায়েস ও দই। রমাদি সব রান্না করেন। দই ছিল অপূর্ব। সঞ্জিৎ আনে।]

২১.৩.৭৬ (তদেব) [আজ রবিবার। বহুজন-সমাগম হয়েছে। হলঘর, পিছনের ঘর, সিঁড়ির ঘর সবই ভর্ত্তি।] দাদা ঃ—তিনি নিরাকার হয়েও সাকার। প্রকৃতিটা যখন সাকার, তখন তিনি ও সাকার। XXXX কালীদা (গুহ, কাশীর) বললো, রাস্তার তেমাথায় তান্ত্রিকমতে পূজো হয়েছে। ওখান দিয়ে কেউ গেলে তার আর রক্ষা নাই। তখন এ বললো, একবার দেখা দরকার। কিন্তু, ভয় করছে; একজন সঙ্গে চলুক্। তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ঐ পথেই গেল সব মাড়িয়ে দিয়ে। তারপরে ঐ পথ দিয়েই লোকটিকে ফেরৎ পাঠালো খবরটা দিতে। কবিরাজমশাই দুর্গাপূজায় চণ্ডী পাঠ করতে বললেন। দাদা বললো, কোন্ চণ্ডী? দুর্গা আর চণ্ডী কি এক? উনি বললেন, কৈলাস পতির স্ত্রী দুর্গা। দাদা বললো, সে দুর্গাকে পূজা করবো কেন? তাহলে তো গুরুবাদ এসে গেল।

উনি বললেন, দুই-এক বস্তু। দাদা বললো, না, এক নয়। আদি ব্রহ্মযুগের 'নারায়ণপরা বেদা নারায়ণ : পরাৎপর :' ছিল আদি সনাতন ধর্ম; তাই হিন্দুচর্চা। ওঁকার ব্রহ্ম থেকে হিন্দু ধর্ম। মূলাধার সহস্রার এসব দিয়ে কি হবে? এতো ষট্‌চক্রের ব্যাপার, ষড়্‌জালে আবৃত। এরও অর্থ কোন পণ্ডিত বোঝে না। ষট্‌চক্রভেদ কি. 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চময়ি পশ্যতি।' আমি যে মন্ত্র দেবো, তাতো অশুদ্ধ। শ্রীনিবাসম্ (মাদ্রাজ) বললেন, আপনাকে 'বাসুদেব' বলবো? এ বললো : বলতে পারো; তুমিও তো বাসুদেব। আমি তো তোমাকে বাসুদেব দেখি। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ তো আমি পবিত্রই। 'যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—কী অপূর্ব শ্লোক। কিন্তু, পণ্ডিতেরা এর অর্থ বুঝলো কৈ? তুমি যাই করো না কেন, সবটাইতো উনি। তাঁর আবার প্রতীক কি? এইটাইতো প্রতীক। যুধিষ্ঠির হাঁটতে হাঁটতে স্বর্গে গেল। হাঁটতে হাঁটতে বুঝি স্বর্গে যাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা কি এর অর্থ বোঝে?.....। একটা হোল মন; মনটাই রথী। অর্জুন হোল আরেকটা। এখানে দুজন কোথায়?.....। রামের কথার ব্যাখ্যা হয় না। কালীদা :—উনি বলতেন, (ব্যাখ্যা) সত্যের অপরাধ। (জনৈকা মহিলাকে) একদম ন্যাংটা হয়ে যা; তোদের মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধারতো হবেই। (পলসিংয়ের স্ত্রীকে) মিষ্টির প্যাকেট কোথায় রেখেছো? (সে হাসলো। দাদা গীতাদিকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললেন। শুনে প্রকাশদা পকেট থেকে যখন প্যাকেট বের করছেন, তখন দাদা বললেন :) তিন প্যাকেট। প্রকাশদা সব সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে একসঙ্গে রাখেন।

২৭.৩.৭৬ (তদেব) দাদা :—সাঁইয়ের সেক্রেটারী মাধুরীম্মাকে নিয়ে কাল হরিপদ আসে। বলে, সাংঘাতিক ক্ষমতা। বললাম, তুমি যখন নিয়ে এসেছো, যাই। গিয়ে বললাম, সব বুজরুকি বাঁ হাতে এসে গেছে; ডান হাতে সত্য। দেখতো, কী দেখছো? সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো, গুরুজী তো আপ্‌কো Elder brother বলতা। এত্‌না দিন শান্তি নাহি মিলা; আজ মিলা। দাদা :—এই সব ভূত প্রেত পিশাচের কারবার, অষ্ট সিদ্ধির ব্যাপার নয়। আরেক আছে, মণিমা, —নন্দের শিষ্যা; একটু কালো করে। পায়ে জবা আসে। বোম্বেতে ছিল নাগমণি; touch করার সঙ্গে সঙ্গেই unconscious। আর ছিল—আনন্দ; ভূতসিদ্ধাই। এর নজরে পড়লে ওসব বুজরুকি আর থাকে না। বাঁ হাতে বুজরুকি, ডান হাতে সত্য।....রবিদত্ত সেঁওড়াফুলিতে মিঠাইর দোকানে ঢুকছে, দাদার হাতছানি। দাদা তাকে নোংরা এক দোকানে নিয়ে গেল। সে রসগোল্লা আর দাদার জন্য নিমকির অর্ডার দিল। দাদা বললো, একটু গাড়ীটা দেখে আসি। খাবার দেওয়া হোল। রবি দত্ত ভালো করে ধুয়ে দু গ্লাস জল দিতে বললো। জল দেওয়া হোল। দাদা আসছে না দেখে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখে, দাদা ও গাড়ী দুইই হাওয়া। এদিকে দোকানে তীব্র গন্ধ পাওয়া গেল দাদার গায়ের। ব্যাপারটা বুঝে ক্ষুণ্ণ মনে সে সব খাবার একাই খেলো। পরের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখলো, আগের দোকানে তখন যারা খেতে বসেছিল, তারা মারা গেছে বিষক্রিয়ার ফলে।.....এক ফকির ধুলো তুলে সন্দেশ করে দিত। ঠাকুর সেখানে গেলেন; তখন আর করতে পারলো না। কালীদা: তখন ঠাকুর বললেন, আজ আপনার শরীর খারাপ; তাই করতে পারলেন না। (হরিদাকে দাদা Platinum 3 gold-য়ের একটা fountain pen দিলেন, যা, দাদা বললেন, world-য়ে কোথাও manufacture হয় নি। সঞ্জিৎ বললো: দাদা কামদারকে বলে দিয়েছেন, তোমার টাকা দিতে হবে না।) দাদা :—কোন যুগ ৩০০০ বছরের, কোন যুগ ৪০০০ বছরের, আবার কোনটা ৫০০০ বছরের। এই কলি ৫০০০ বছরের। (ননীগোপালদাকে) তোর সঙ্গে সব সময়ে উনি আছেন। (গোপালদার সত্যনারায়ণ পটে অবিশ্রাম মধুর নির্ঝর।)

২.৪.৭৬ (তদেব) দাদা :— [এক ব্যারিষ্টার-জায়া কন্যাসহ উপস্থিত।] দাদা :—কাল গীতাদের বাড়ী দুলাল রায়চৌধুরী, অমল চক্রবর্ত্তী, দীপু ঘোষ প্রভৃতি ডাক্তাররা ছিল। তারা বললো, দাদাকে নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। অমল বলে :—এরকম কখনো দেখিনি, আর দেখবোও না। ১০০০ বছর ধরে আমরা কি ভুল পথেই চলেছি! অমলের ৭৫ হাজার টাকা Income Tax ধরা হয়। case করে; কিন্তু হেরে যায়। এ বলে, এতো দেখছে, তুমি জিতে যাবে। আবার হেরে দাদার কাছে। এ একই কথা বলে। শেষে Tribunal case dismiss করলো; তখন এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। (case সম্বন্ধে) এ কিন্তু হয়েই ছিল; কাউকে দোষ দিয়া লাভ নাই। (মঞ্জু ভাণ মাঝে মাঝে দাদাকে জল দিচ্ছিল। গৌরীদি complan খাইয়ে চলে গেলেন। মঞ্জু এবারে যেতে চাইলো।) দাদা :—কোথায়? কলেজে? মঞ্জু :—না, একে যেখানে থাকতে দিয়েছেন। দাদা (হেসে)—খুব সুন্দর কথা

বলেছে। যাও, আসো গিয়া।....এখন নিজেই caseয়ের খরচ চালাচ্ছি। কামদারদের businessয়ে এখন গোলমাল চলছে; টাটা-বিরলাদেরও। তারা ইন্দিরাকে বলেছে ঃ production বাড়াতে বলছো; এখন মাল কিনে নাও; না হলে মাইনে দিতে পারছি না। (ডঃ গৌরী নাথ শাস্ত্রী দাদাকে ফোন করেন।)

[বিকালে দাদা রাসবিহারী এভেন্যুতে শ্রীজয়দেব দত্তের 'স্বয়ংবর' নামে studio উদ্বোধন করেন। এই Photographic Studo র নামকরণও দাদা স্বপ্নে শ্রীদত্তকে বলে দেন। এই প্রসঙ্গে দাদা বারবার স্বপ্নে নির্দেশ দেন নানা বিধিব্যবস্থার। আরো বলেন, এর বিরাট্ ভবিষ্যৎ। এক ছেলেকে শিখিয়ে নে। দাদা উদ্বোধন করে অজস্র আশিস্ বর্ষণ করে চলে গেলেন। তারপরে ডঃ সেন উপস্থিত শ্রীদত্তের অমায়িক আতিথেয়তার স্বাদ গ্রহণ করতে। গভীর দুঃখে শ্রীদত্ত যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ে তাঁকে বঞ্চিত করা, অনুজদের দুর্ব্যবহার ও আগ্রাসী মনোবৃত্তি, নিজের চরম সহিষ্ণুতা, অনীহা ও দাদা-নির্ভরতার কথা সবিস্তারে বিবৃত করলো। ডঃ সেন তাঁর আন্তরিক সমবেদনা ও উৎসাহ জানালো। ডঃ সেন বুঝলো, কেন দাদা চলে যাবার পরে সে পৌঁছালো। শ্রীদত্তের কাছ থেকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অনীহার পাঠ গ্রহণ করতে। সর্বোপরি দাদা—নির্ভরতার পাঠ।]

৪.৪.৭৬ (তদেব) [কামদারজী আছেন।] দাদা ঃ—এর ছেলে বয়সে সন্তদাস বাবাজী কুমিল্লায় ধর্মসাগরে এলেন। সবাইকে বললেন ঃ—সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে। তবে জটা, গেরুয়া, ছাই ধারণ করা যাবে। একে বললেন ঃ—এখানে সাধুসঙ্গে থাকবে। তোমার আধার ভালো। বৃন্দাবনে বাস করবে; সেখানে সর্বদা নাম হচ্ছে। সংসার আক্রমণ করবে না।। এ জিজ্ঞেস করলো ঃ—বৃন্দাবটনা কি. যু. পি.-তে ? 'হ্যাঁ' বললেন। বলছে সব ঠিকই। না বুঝে বলছে; ভাবনার জটা ধারণ করেছে। বুঝ-অবুঝের বাইরে বোদ্ধা হয়ে থাক্। (গুরু-প্রসঙ্গ) 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু : গুরুর্দেবো মহেশ্বর ঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।' ঠিকইতো বলছে; কিন্তু, তোমরা বুঝছো উল্টো করে। .....নম ঃ মানে হাত তুলে নমস্কার নয়,—স্মরণ। XXXXX গতকাল এর এক বড় ভাই আসে। তিন বছর আগে বলে ঃ বেশ আনন্দে আছি। ছেলেরা খুব ভালো চাকরী করছে; বিয়ে দিয়েছি। এ শুনে হাসে। কাল এসে বলে ঃ আর ভালো লাগে না; কবে নিষ্কৃতি পাবো? এ বলে ঃ মাত্র ৪ আনা ভোগ হয়েছে; এখনো ১২ আনা বাকী। ৮ আনা হলে আবার এসো।.....কাল গীতাদের বাড়ী লেকের কালীবাড়ীর তান্ত্রিক আরেক তান্ত্রিককে নিয়ে আসে। এ বললো, তোমরা ভূত প্রেত পিশাচ নিয়ে আছো। এ করে লাভ কি? নিজের কথা ভেবেছো কি?.....। চণ্ডী ছিল; কিন্তু, দুর্গা? সে তো শিবের স্ত্রী।.....। কল্যাণ দেঃ—তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী আসতে চান। উনি বলেন, উনি সাংঘাতিক, মহাশক্তিধর। .....(মিসেস্ সেনকে) কালোমাণিকতো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনছে! (ডাঃ ভদ্রকে অত্যন্ত রক্তবর্ণ করতল দেখিয়ে দাদা ঃ) কিরে, liver খুব খারাপ, না? (তার পরে ডাঃ সাবিত্রী রায়কে নিয়ে ঠাট্টা।).....দাদা ঃ—আমার কি আছে যে তাঁকে দিতে পারি? ডঃ সেনঃ আমিটা। দাদা ঃ— ও আমিতো ক্ষণিক। অতুলদা ঃ—তাহলে ওটাও শূন্য। ডঃ সেন ঃ—কিন্তু, ওর যে আশ্রয়, সেটা সত্য। তবে সেটা উনি। এই বোধটাই দেওয়া। (দাদা হাসলেন।) [মিসেস্ সেন সমীরণদাকে শুধালো, ইনজেকসান দিয়ে দিতে পারবেন কি? সমীরণদা ঃ—হ্যাঁ, নিয়ে আসুন। মিসেস্ সেন ঃ—আজকে তো আনিনি; কাল আনবো। কটায় আসবো? দাদা ঃ—আমার কাছে Durabolin injection আছে। সমীরণ। এই নে। (হাত বাড়িয়ে দিলেন) সমীরণদা দিয়ে দিলেন। করুণা ও ঐশী শক্তি স্বচ্ছন্দ।).....case মিটে গেলে সব তাড়িয়ে দেবো।

১১.৪.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ— আমি আছি, এর চেয়ে বড়ো গর্বের বিষয় আর কি আছে?.....কয়েক লাখ বছর আগে যে দ্বাপর, যখন কৃষ্ণ আসেন।.....। বিধবা হলে আর থাকে কেমন করে? বিধবা হলেই চলে যেতে হয়।.....। তাঁকে সব ছেড়ে দিলেইতো হয়ে গেল। Action-reaction; আমি ওকে মেরে ফেললাম,—দুর্বল। এখানে পাপ-পুণ্যের কিছু নাই।.....অতুলদা ঃ—এবার পার করো, কানাইয়া। দাদা ঃ—ওকথা বোলো না। ও কথা বললে চলে যেতে হবে।..... (মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ) মহাপ্রভুও এইসব কথাই বলতেন। রূপ-সনাতন পরে অনুতাপ করে। তাঁকে জেলে দিয়েছিল, নির্বাসন দিয়েছিল। একজন অর্থসচিব অরেকজন বাণিজ্যসচিব তাঁর অনুগত হলে তাঁকে জেলে দিতে পারে? তোরা এখন লক্ষ হীরা-টিরা কত কি বলছিস্। অতুলদা ঃ— আপনি

যখন মালা পরেন, তখন দেখি, কত রূপ আসা-যাওয়া করছে। দাদা ঃ—আসা যাওয়া নয়; সঙ্গে আছ। এঁদের সঙ্গে অনেকে থাকে। শ্রীনিবাসম্ (মাদ্রাজ) চীৎকার দিতে লাগলো, আর কাঁদতে লাগলো। এটা করলো কে? এইটা কি? (অতুলদা বেশ কিছুদিন ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে অস্থানে দাদার কথায় বাধা দেন। তাই আজ দাদা তাঁকে খুব বকে দেন। এই রকম বাধা দেবার ফলে অনেক অমূল্য বক্তব্য হারিয়ে গেছে। সেই সব প্রসঙ্গ আর দ্বিতীয় বার উচ্চারিত হয়নি। যেমন, আদিম ভাষা, দাদার 'আদি-ভাষা', মানুষের প্রথম জন্ম কোথায়, অন্য কোথাও মানুষ আছে কিনা, মনটা কিভাবে হোল, আরো নানা গভীর দার্শনিক ও সৃষ্টিরসের তত্ত্ব ইত্যাদি। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে আমরা কেউ না কেউ দায়ী, তা নয়। কখনো কখনো অদৃশ্য বাধা পেয়ে পেছন দিকে হাত নাড়িয়ে দাদা বলেন, তুমি থামো তো। কিন্তু, দাদাই থেমে যান। কারণ, উনি বলেন যে উনি নিজে কিছু বলেন না; কী বলছেন তাও জানেন না। অন্য সময়ে জিজ্ঞেস করলে ঐ উত্তরই দেন। আর বলেন, বুঝতে চেষ্টা কোরো না। ডঃ সেনের সম্মুখে এরকম ঘটনা ৩।৪ বার ঘটেছে। অথচ বহুবার বলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব সব ফাঁস করে দিয়ে গেলাম।) (সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাবার সময়ে ডঃ সেনকে বললেন ঃ) কী ননী। কী রকম হোল। এখন আর কাউকে ছাড়ছি না। (দিলীপকে) কি, ডঃ চ্যাটার্জির কী আজ মনে দুঃখ?.....বুদ্ধও বলতেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,'—শাক্যসিংহ। 'বুদ্ধ' মানে শূন্য; 'বুধা' থেকে এসেছে। সেখানে ব্রজ নাই, কৃষ্ণতত্ত্ব নাই; কৃষ্ণতত্ত্বের ও উপরে।

১৮.৪.৭৬ (তদেব) [মাঝে খুব উত্তেজনা ও আতংক গেছে দাদার পক্ষের উকিলরা Stay Order জমা দেয় নি বলে। যে কোন মুহূর্তে দাদাকে arrest করতে পারে, এই অবস্থা, এখন অবস্থা অনেকটা শান্ত। ঐ আতংকময় পরিস্থিতির জন্য সঞ্জিৎ ও গোরা বকা খেয়েছে। আরেক দল প্রবল স্বজনাসক্তি প্রকাশ করে দাদার বিরাগভাজন হন। তাঁদের দাদা বলেন ঃ দাদার বিপদের কথা ভাবছে না, বাবলুর চিন্তা করছে। বাবলু যে দাদার কাছে আছে, তা ভেবেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। এতো আসক্তি যাদের, তাদের না আসাই ভালো। কাল থেকে আর আসিস্ না; ৬টার পরে চলে যাস্।] এটা আসক্তি-বদ্ধ সবার প্রতিই দাদার শিক্ষা। 'তোদের বাড়ীতে যাওয়া হয়ে গেল'—দাদার এই ultimatum টা সকলের পক্ষেই মর্মন্তুদ। এদিকে মানার ও accident হয়েছে; হাতে bandage বাঁধা। কোন অবিনয়ের ফল।] দাদা ঃ—অতুলানন্দ পরশু রাত ২.৩০টায় মারা গেছে। Strokeয়ে heart block হয়ে যায়; collapse করে যায়; খবর পেয়ে সমীরণ এবং আরেক জন ডাক্তার ছুটে যায়; মারা যাবার অবস্থা। এটা ঘটে বিষ্ণুৎবার। শুক্রবার এ সমীরণের বাসা থেকে ফোন করে রিসিভারের কাছে জলভর্তি কাপ আনতে বলেন; জল চরণজল হয়ে যায়; তাই ওকে দেয়। পরে এ সমীরণ ও গীতাকে নিয়ে সেখানে যায়। ভালো হয়ে গেছে; হেঁটে বেড়াচ্ছে। আজ আসতে চেয়েছিল। নিষেধ করেছি।.....ভিখ্রা পরশু ছেলের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আসে। বলি, তোমার শরীর কেমন আছে? রাত্রে কিছু হলে রবিবার ছেলেকে পাঠিয়ে খবর দিও। সেদিন ওর stroke হয়। আজ ছেলেকে পাঠিয়ে খবর দেয়। (ধীরেনদা প্রসঙ্গে) ধীরেন দা একদিন বলে, আগে রাত্রে ৮।৯ খানা রুটি খেতাম; তোমাকে বলার পর থেকে ২ খানার বেশি খেতে পারি না; রাত্রে ঘুম হয় না। বাবাতো ৯৫ বছরে মারা যান।। এ তখন ওকে কিছু বলে না। অতদিন বাঁচতে চাইলে টেরটা পাবে; খাওয়া জুটবে না। (হরিহর বাবা, তৈলঙ্গ স্বামী, সাচ্চা বাবার কথা।) তৈলঙ্গস্বামীর ৮০।৯০ বছরের কাহিনীই লোকে বলে; তার পরের কথা জানে না। XXXX একটু ধৈর্য ধরলেই হোল; ভালোটা মন্দটা তাঁকে ধরে দিলেই হোল। যা পেয়েছো, ঐটাই বন্ধু, বাবা মা গুরু আপন জন। একটা দেহের সঙ্গে কি প্রেম হয়? ওটাতো ভাসা-ভাসা; stagnant নয় কি? চোখ দিয়া আমরা কি কিছু দেখছি?.....। তাঁর ইচ্ছায়ই সব হচ্ছে।.....। অতুলানন্দ এই ভূতের ফটোটা আঁকড়ে আছে। এটাকে দিয়া কি হবে?.....। লোকে আশীর্বাদ করে, সাধু-সন্ন্যাসীরাও করে। ওতে কিচ্ছু হয়?

১৯.৪.৭৬ (তদেব; রাত্রি) [ডঃ সেন গেটের কাছে দাঁড়াতেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো দাদা জিজ্ঞেস করলেন, কে? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভিতরের ঘরে ঢুকে, আবার বেরিয়ে এসে উপরে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ডঃ সেন বারান্দায়। বৌদি দাদাকে বললেন, ননীদা এসেছেন। ডঃ সেন যখন coridor য়ে তখন বৌদি আবার বললেন,

ননীদা এসেছেন। দাদা কী যেন বলে (আমার কাছে আসে নি জাতীয়) উপরে চলে গেলেন। একটু পরেই যতীনদাকে ডাকলেন। দাদার বাঁ দিকের ভাঙ্গা কষদাঁতটা জ্বালা করছে; মাড়ী ফুলে উঠেছে। যতীনদা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলেন। কিছু পরে যতীনদা নীচে এলেন। আগে কী আলোচনা-প্রসঙ্গে বৌদি দাদাকে বলেনঃ সোনা ছুঁয়ে বলছি। মিসেস্ সেন ওখানে দাঁড়িয়ে। সে বললো : দেখছেন, দাদা। বৌদিও সংস্কারমুক্ত হতে পারে নি। দাদা হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিলেন। তারপরে বৌদি দাদাকে বললেন : অশান্তি lansdowne Road য়ে flat কিনছে বাড়ী বিক্রী করে। দাদা :—ভালোই তো; ওতো হয়েই আছে। বৌদি :—গাড়ীও কিনছে। দাদাঃ— গাড়ী দিয়ে আর কি হবে? (গম্ভীর সর্বজ্ঞতা।) বিকালে দাদার বোন দাদার পা টিপছেন, গীতাদি হাজির। দাদা :—এই যে এসেছে; বাবলু বলতে ভাই মা অজ্ঞান। রাত ১।২।৩টা পর্যন্ত ফোন করে চলেছে। গীতাকে কেউ হয়তো চুরি করে নিয়েছে। দাদার কাছে আছে; দাদা ভালো থাকলে সেও ভালো আছে, এটা ভাবলো না। এতো আসক্তি যাদের, তাদের না আসাই ভালো। গীতা :—আমি আর পারছি না। আমার সংসারে কে আছে? আমাকে এবারে মিশিয়ে দিন, মুক্তি দিন। দাদা :—তোর এখনি মুক্তি? ভাই মা ভাইপো ভাইঝিরা আরো কিছু দিন 'বাবলু' বলে জড়িয়ে ধরে কাঁদুক্। এখনি মুক্তি কি? মিসেস্ সেন দাদাকে এক জোড়া জুতা দিল। দাদা :—এ জুতা আমার জন্যই তৈরী হয়েছে ; (কী অর্থে, কে জানে) ৫৬ টাকা। ওটা আমি এক জায়গায় পরে যাবো (সত্যিই কোন দিন পরেন কিনা, জানা নেই।)। যতীনদা (মিসেস্ সেনকে) :—ব্রজধামে থাকার সৌভাগ্য কি সবার হয়? (ডঃ সেনের হয় নি।) থাকো, থাকো, যতক্ষণ থাকতে পারো। আমাকে না ডেকে পাঠালে আসি না। রোজ আশার অভ্যাসটাও ভালো নয়। এ রবিবার আসতে বলেন নি।]

২০.৪.৭৬ (তদেব) [ডঃ সেন নয়, মিসেস্ সেন বিকালে যায়। রমা ছিল। সে বললো, আজ সকাল ১০ টায় পাটনায় পরমানন্দজী ১ সেকেণ্ডের strokeয়ে মারা যান। ওর ছেলে নারায়ণীজী মারা যাবার আগের দিন দেখে, একদিকে জগৎ, আরেক দিকে দাদা দাঁড়িয়ে ওকে বলছেন : তোর কিন্তু কর্ম শেষ হয়েছে; তুই কি আবার জগতে ফিরতে চাস্? সে বললো : না, আমি দাদাজীর কাছে থাকতে চাই। Diaryতে লিখে গেছে। বৌদি বললেনঃ দাদার একবার জ্বর। মা দেখেন, ঠাকুর টুক্‌টুক্ করে উপরে উঠে মাকে বললেন : অমিয় কোথায়? মাঃ উপরে। ঠাকুর উপরে গেলেন; কিছু পরে নেমে এলেন। ঘন্টা ২ পরে মা দাদাকে বললেন : ঠাকুর আসছিলেন, দেখছো? দাদাঃ হ, দেখছি।। বহু আগে দাদা উৎসবে আসন করে বসে শূন্যে উঠে যেতেন। কী অপূর্ব দেখাতো। উষাদি বললেন, ৮।১০ বছর আগে কাশীতে অনেকে আমাকে বলেন, এখানে গণেশমহল্লায় এক সাধু আছেন। গৃহীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়; অপূর্ব সুন্দর দেখতে। তখন তো বুঝিনি, উনিই দাদা।

২৩.৪.৭৬ (তদেব) [মিসেস্ সেন যায়। দাদাকে Inv stores য়ের বিমল এসে Sales Taxয়ের notice দেখালো, ১৮ হাজার টাকা দিতে হবে; অথচ বিক্রী হয়েছে ৪০ হাজার টাকার। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার চেষ্টা আর কি! 'দাদা arrest হতে পারেন,' জয়দেব দত্ত এই ভুল খবর দেওয়ায় প্রোফেসর বোসের হার্টফেল করার উপক্রম হয়। একথা শুনে দাদা রেগে বলেন, আমার ব্যাপার নিয়ে সবাই আলোচনা করে কেন? দেখছি, সবাইকেই ছেড়ে দিতে হবে। [আজ দাদার বাড়ীর পাম্প খারাপ হয়ে যায়। মিস্ত্রী না পেয়ে ভুবন শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণকে বলে, আজ আমি ঐ পাম্পই চালাবো। চালালো এবং বেশ জল উঠলো। মিসেস্ সেন :—আপনার বাড়ীতে এটা হবে, এ আর আশ্চর্য কি। আমাদের বাড়ীতে কত বার হয়েছে। একবার পাড়ায় সকাল থেকে কোন কলে জল পড়ছে না। সকালে পাম্প ছাড়া গেল না; চৌবাচ্চা খালি। বিকাল ৪.৩০ টায় দেখে, পাশের বাড়ীতে সুতোর মতো জল পড়ছে। কিন্তু, দেখা গেল, আমাদের বিশাল ট্যাংক overflow করছে। বৌদি (ঠাট্টার সুরে)—তাই বলে আপনার কথাও সত্যনারায়ণ শুনবে না। আগে শুনলেও এখন আর শুনবে না। মিসেস্ সেনঃ ইয়ার্কি পায়া হ্যায়। শুনবে না, মানে? উল্টোটাও হয়েছে। উপরের ট্যাংকে তোলা জল আর শেষ হচ্ছে না। বুঝলেন, মশাই? মিসেস্ সেন আরো বললো, দাদা কেন যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। মেরে ফেললে পারতেন। বৌদি :—ওরে বাবা! তা হবে না; তা হলে আমার সংসারে আশান্তি করবে কে? তাইতো দাদা বেরিয়ে যাবার সময়ে আপনাকে নমস্কার করে গেলেন।]

২৫.৪.৭৬ (তদেব) [আজ রবিবার। অতুলদা ছিলেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে আশীর্বাদ করা নিয়ে আলোচনা] দাদা ঃ—জীব আশীবার্দ করে কেমন করে? আমি-টা?.....। কাল সকাল ১০টায় stroke হয়ে পরিমল যায়-যায়। সুনীল সেন প্রভৃতি ডাক্তাররাও weeks শয্যাশায়ী থেকে শুধু liquid খেতে বলে। এ বলে, আমি তো দেখছি, খারাপ হলেও ওসবের দরকার হবে না। বিকেলে সমীরণকে নিয়ে এ গেল। সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে মিনিট ৮ একা পরিমলের কাছে। পরে ওকে বসিয়ে দিয়ে এ ঊষাকে বলে, ওর খিদে পেয়েছে; ওকে ভাত খেতে দাও। হেঁটে বাথরুমে যেতে বললাম। আজ সকালে ঊষা এসে জানিয়েছে, ভালো আছে। (বাণী ঠাকুর এসে বলেন ঃ) বর্ধমানে গানের জলসায় যাবার কথা; কিন্তু, গলায় প্রচণ্ড ব্যথা; ডাক্তার অন্তত ১০ দিন rest নিতে বললেন। কিন্তু, দাদা যেতে বলায় গেলাম। ৯০ মিনিট গান করলাম স্বচ্ছন্দে। অথচ এখনো গলায় ব্যথা আছে। (ভাইস্ প্রিন্সিপাল) সমর বোস বললেন ঃ) হঠাৎ দাদা শুক্রবার আমার বাড়ী এসে বলেন ঃ তোর ভিতরের ঘরে বুঝি ঠাকুর আছেন? বলে হাত তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পট থেকে মধু ঝরতে শুরু করে, আর গন্ধের প্লাবন বয়ে যায়। আশ পাশের ৪০ টা বাড়ী থেকে লোক গন্ধে আকুল হয়ে ছুটে আসে; আঁজলা করে গন্ধ নিয়ে যায়।... দাদা ঃ একটা ভালো লোক চলে গেল, — পরমানন্দ। বোস ঃ — যাবার আগে উনি পুত্রবধূকে বলেন ঃ দাদার কাছে যাচ্ছি। দাদা ঃ তিনি শব্দ হয়ে আছেন।

অতুলদা ঃ — তিনি যখন ইচ্ছা করেন Off হয়ে যান্। দাদা ঃ — না, তিনি ইচ্ছা করেন না। আমরাই তাঁকে Off করে দিই। যে 'যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি' বিশ্বাস করে, সে আর্শীবাদ করে কেমন করে? (ধীরেনদার দাঁত নিয়ে, খাওয়া নিয়ে ঠাট্টা) ঋণ শোধ করতে হবে। দাঁত দিয়ে তো অনেক খাবার খেয়েছো, এবার ছেড়ে দিতে হবে। ..... ও অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। এখনো তো কিছুদিন আছো। (রমা তার লকেট পাবার কাহিনী বললো ঃ) ১৯৬৭/৬৮ তে কোন এক বাসায় উৎসবের সময়ে দাদা বলেন ঃ রমা! তোর হারে লকেট নাই? আমি - না দাদা ঃ দেখতো, আছে। আমি দেখি, হারে সোনার লকেট ঝুলছে। একদিকে সত্যনারায়ণ, অন্যদিকে দাদা; একদিকে 'রামৈব শরণম্', অন্য দিকে 'কৃপা হি কেবলম্'।

(বিকালে পরিমলদাকে দেখতে ডঃ সেন তাঁর রিচি রোডের বাড়ীতে। দাদা একটু আগে চলে গেছেন। মিসেস্ সেন ওখানে আগেই এসেছে। পরিমলদা বেশ ভালো আছেন। উনি বললেন, কেস এবার মিটে যাবে। Addl. Judge ভিতরের চক্রান্তের ব্যাপার বুঝে appeal reject করে ও কাগজ পত্র আটকে রেখেছেন। বোধ হয়, lower Court য়ের ম্যাজিস্ট্রেট বদলী হবার পরে ছাড়বেন। ননীদা, দাদা একদিন আমাকে নাদুর ৭ কাঠা জমি সম্বন্ধে অভয় দিলে আমি বলি ঃ আমাকে প্রলোভনে ফেলবেন না। যত খুসী দুঃখ দিন, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন আপনাকে ডাকতে পারি, এই প্রার্থনা। (প্রহলাদকে মনে করিয়ে দেয়।) (বৌদি মিসেস্ সেনকে বলেনঃ) দাদা পুঁটি খেতে পারেন নি; পচা ছিল। বলেছেন, অশান্তিকে বোলো। আমাকে পচা মাছ খাইয়েছে। ওকে মজা দেখাবো।

২৭.৪.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—ঠাকুর নৌকা করে ইন্দুবাবু প্রভাতবাবুকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। মাঝে এক জায়গায় নৌকা থামিয়ে ওরা তরী-তরকারী কিনতে গেল। ঠাকুর ইতিমধ্যে ১ পয়সায় ১টা ইলিশমাছ কিনে ভাত ও মাছ রান্না করে রাখলেন। ওরা বাজার নিয়ে ফিরলে আবার যাত্রা শুরু। ওখান থেকে ঘন্টা দেড়েকের পথ। তাহলে রান্নার দরকার কি? নৌকা ছাড়লো। পদ্মা ও শীতলাক্ষ্যার সংযোগস্থলে প্রচণ্ড তুফান। অনেক নৌকা ডুবে গেল। মাঝি 'ইনসাল্লা, খোদাবন্দ' ইত্যাদি বলছে; ওরা ভয় পেয়ে বলছে, মরলে তোমাকে নিয়ে মরবো। ঠাকুর বললেন, ভয় পান ক্যান? যা লিখন আছে, তাতো হইবোই। তার পরে হাত জোড় করে বললেন ঃ গঙ্গাদেবি! একটু শান্ত হোন্; ওরা ভয় পাচ্ছেন। নদী শান্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ওরা গন্তব্য থেকে ১২ মাইল দূরে সরে গেল। বোঝো তাহলে, ওকে 'রাম' বলে কেন। ঠাকুর তখন ওদের মাছ-ভাত খেতে বললেন। ওদের আপত্তি, ওরা নিরামিষাশী। ঠাকুর বললেন, মাঝে মাঝে তো ইচ্ছা হয়। খান্। ওরা খেলো। পৌঁছাবার পরে বামুন পণ্ডিতদের পাল্লায়। ওরা মূর্খ ঠাকুরকে চুপ থাকতে বললেন। নিজেরা শাস্ত্রীয় বিচার শুরু করলেন; সুবিধা হোল না। তখন ঠাকুর ওদের বাইরে যেতে বলে নিজে পণ্ডিতদের বুঝালেন। (দয়ালাল এলো।) দাদাঃ—দয়ালালের নোতুন নাম জানো? দয়ালাল শেঠজী। ওর বাবা কিন্তু নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের transfer order হয়ে গেছে। কিন্তু, এই মাসে গেলে ওর মাইনে পেতে অসুবিধা হবে। তাই ও 3rd March যাবে। আমাদের petition 4th file করতে হবে। (সবাই বাইরে গেলে দয়ালালের সঙ্গে কথা case নিয়ে।) (বিকালে মিসেস্ সেন দাদালয়ে গিয়ে শুনলো, দুপুরে দাদা খেতে খেতে হঠাৎ বলেন ঃ এ, সঞ্জীবের accident হয়েছে। পরে ফোন করে বলেন, বাইরে বেরি

ও না আমার জন্য। দরকার হলে উকিলের সঙ্গে ফোনে কথা বলবে।। পরে বৌদিকে বলেন, যাক্, সঞ্জীবের মোটেই লাগে নি; ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীর চোখে একটু লেগেছে।

৪.৫.৭৬ (তদেব) [৩০শে এপ্রিল থেকে দাদা অন্যত্র থাকতে এক রকম বাধ্য হন। কারণ, বিদায়ী ম্যাজিস্ট্রেট arrest warrant সই করে পি. কে. রায়কে দিয়েছে, এরকম কথা রটে যায়। সত্যিই গতকাল পি. কে. রায় দুপুর একটায় দাদার বাড়ী এসে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে, সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে খোঁজে। ভুবন ও অভিজিৎকে (দাদার ছেলে) নানা প্রশ্ন করে। বলে, শচীনের মতো তোমাদের দলে আর কতোজন আছে? না হলে এতো টাকা খরচ হয়? কোর্টে যেতে বোলো; একটা compromise তো করতে হবে। এতো ভয় কেন ইত্যাদি। দাদা আজ কোর্টে যান এবং নতুন magistrate bail petition grant করেন মাথা নীচু করে। দাদা বলেন, এবারে নিশ্চিন্ত হলাম। কোর্টে আজ জনা ৬০ উকিল ও অন্যান্য লোক দাদাকে প্রণাম করে। উকিলরা দাদাকে শুয়ে পড়তে বলে শরীর খারাপের জন্য। দাদা বলেন ঃ শুয়ে পড়বো কেন? কক্ষণো শোব না। এইদিন থেকে কেসের মোড় ঘুরে গেল।]

৬.৫.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ— রমার body টাই ব্রহ্মচারিণীর; কামভাবই নাই। (মিসেস পল্ সিংকে) এলো, তোমাকে একটা চুমো দিই। সাদী কি কেউ করতে পারে? Daughter কো সাদী করতা। ননী! ইংরেজীতে বুঝিয়ে বল্। (ননী 'daughter' কে 'girl' করে নিয়ে ইংরেজীতে বুঝালো। মিসেস সিং চলে গেলে দাদা বললেন ঃ) মেয়ে না দেখলে কি বিয়ে করতে পারে? মেয়েকেইতো বিয়ে করে। কাম থাকলে বিয়ে হয় না। সন্তানের মতো না দেখলে touch করারও অধিকার নাই। ডঃ সেন ঃ— মেয়ে কি Flex পরীক্ষা দেবে? দাদা ঃ—কোন্ স্বামীকে নিয়ে ঘর করবে, এই স্বামীকে, না ঐ স্বামীকে লিখে জানাবার পরে বলবো। (ডঃ টিকাদারের সঙ্গে শ্রীবিমল বিশ্বাস এলো। দাদা তাকে বললেন ঃ) সব তোমার ভিতরেই আছে; গুরু কেউ হতে পারে না; এটা ভণ্ড জোচ্চোর। (মহানাম পেলো।)

৯.৫.৭৬ (তদেব) [অতুলদার সঙ্গে কথোপকথন, উক্তি-প্রত্যুক্তি।) দাদা ঃ—এ রকম কলি আর আসে নি। তাইতো কিছু দিন ধরে বার বার আসছেন। উনি নিজেও যদি কখনো এসে থাকেন বা আসেন অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ হয়, তাহলে উনি ও কি বলতে পারেন, 'আমি'? বললেই ও শালাও আরেক শয়তান হয়ে গেল।.....কৃপা কি? ওসব পুরানো কথা ছেড়ে দে; ওসব সত্য ত্রেতা দ্বাপরে চলতে পারে। এখন আবার কৃপা কি? তিনিই তো আছেন; তাঁকে নিয়াইতো আছি। তোদের কৃষ্ণই বা এখানে কি?.....তিনি এখানে এলে স্বভাবে থাকেন, অভাবে থাকতে পারেন না।.....। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মবাক্য এক। এ বলছে না, উনি বলছেন। যা পেয়েছো, তাই নিয়ে থাকো; উনিই গুরু। কেবল একটু স্মরণ; এটা কিছু নয়; এটা ভণ্ড জোচ্চোর। কীরে, ঠিক বলছি তো? ডঃ সেন ঃ—উনি সব সময়ে স্বভাবে থাকেন, এটা যেমন সত্য, তেমনি স্বভাবে থেকে ও অভাবের জ্বালা তিনি ভোগ করেন। না হলে প্রকৃতির যুগযুগসঞ্চিত তৃষ্ণা মিটবে কেমন করে? সে উদ্ধার পাবে কেমন করে? দাদা ঃ—যে জগতে এসেছেন, তার নিয়ম-কানুন তো মেনে চলতে হবে। উনি তো সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হতে পারেন না। ডঃ সেন ঃ—আর ভণ্ড জোচ্চোর তো বটেই। আপনিইতো বলেন, ভণ্ড জোচ্চোর লম্পট ছাড়া পুরো সত্যটাকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারে না! আপনি তো সত্য কথা কখনো বলেন না এই একটা কথা—ভণ্ড জোচ্চোর-ছাড়া! প্রকৃতির সত্য-মিথ্যার যখন আছেন, তখন আপনার প্রথম-ভণ্ডামি। দ্বিতীয় ভণ্ডামি প্রেম-সুরভিত ব্রজের স্তরে; তৃতীয় ব্রজাতীত কৃষ্ণচৈতন্য স্তরে; শেষ ভণ্ডামি কৈবল্যে। তারপরে শূন্য, ফাক্কারূপে ভণ্ডের আত্ম স্থিতি। আপনি নিজেই তো বলেন, এ এই জগতে আসেই নি। এর চেয়ে বহুরূপী ভণ্ড জোচ্চোর আর কে হতে পারে? অসমোর্দ্ধ অভিনেতা। অথচ আবার অভিনয়টা সত্য; সত্য হলে ও আবার মিথ্যা। অপূর্ব ভণ্ডামি। দাদা ঃ—তুই শালা ওয়ারের বাচ্ছা চুৎমারানি! University আছে? ডঃ সেন ঃ—যেতে দিলেন কৈ? নেই।.....(মানা দাদার ডাইনে বসেছিল; দাদার পেছনে বাঁয়ে বসলো।) দাদাঃ—মানাদিকে যে দেখছি না? কী, তুমি (রুবিদি) হাসছো কেন? (ননীগোপালদাকে) এই আরেক পণ্ডিত। ওকে যদি কোন কথা বলি, আধঘণ্টার মধ্যে তা শ্যামবাজার পর্যন্ত রাষ্ট্র হবে। তুই কি tuition করে এলি? ননীগোপালদা ঃ—কলেজ থেকে এলাম। দাদা ঃ—রমাদি ও কি কলেজ থেকে এসেছে?.....কাল কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আসেন।.....অতুলানন্দের শরীর আগের চেয়েও ভালো হয়ে গেছে। (ফিরোজ-গায়ত্রী ও ফিরোজের বাবা আসেন।) দাদা (ফিরোজের বাবাকে) কী, কেমন আছো? (উনি তখন দাদাকে প্রণাম করে সামনেই বসলেন।) (শৈলেন চৌধুরীর স্ত্রী বন্দনাদি আজ সকালে দাদার কাছে আসেন। দাদা শায়িত অবস্থা থেকে পেছনের দুহাতে ভর দিয়ে উঠলেন, স্পষ্ট দেখলেন বন্দনাদি।)

১৫.৫.৭৬ (তদেব; সন্ধ্যা) [মিসেস্ সেন একা যায়। দেখে, বৌদি, বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তৈরী হতে হতে বৌদি মিসেস্ সেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। জনৈকা ব্যাপারটা দাদাকে বললেন। দাদা বৌদিকে উগ্রভাবে তাড়া দিলেন। বৌদি ঃ—তৈরী হতে হতে কথা বলছি। তবু দাদা বকছেন। বৌদি ঃ—ভয় দেখাচ্ছো কি? তুমি চলে যাও; আমি বাসে করে যাবো। পরে সেই জনৈকা সম্বন্ধে বললেন ঃ ও ভেবেছে কি? ও কি আমাকে ওর ভাইপো-ভাইঝির মতো মনে করেছে? ওকে একদিন বুঝিয়ে দিতে হবে। বেরিয়ে এসে বলেন, ভক্তকে ভালো না বেসে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সুদূর-প্রসারী অমূল্য বাণী। ইতিমধ্যে মিসেস্ সেন দিদিকে 'যাই' বলে নীচে নাবতে লাগলো। দাদা ঃ তুই কোথায় যাবি? উত্তর ঃ গড়িয়াহাটা। দাদা ঃ—না, তুই যাবি না বলে জড়িয়ে ধরলেন। 'না, আমি যাবোই' বললো মিসেস্ সেন। দাদা ঃ—তুই যেতে পারবি না; যা, উপরে যা, বলছি। উত্তর ঃ—তা জুতোটা ছাড়বো তো। দাদা বৌদিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিসেস্ সেন দিদির সঙ্গে দাদা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হোল। দিদি বললেন ঃ—বহুদিন আগে এই বাড়ীতে উৎসব হচ্ছে। মা ও বিভাদি ভোগ রান্না করছেন। উপরে কীর্ত্তন হচ্ছে। হঠাৎ চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরা এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় মহিলা দেড়তলার দরজায় এসে শুধান ঃ অপূর্ব নামগান হচ্ছে। আমি শুনে থাকতে পারিনি; অনেক দুর থেকে ছুটে এসেছি। একটু উপরে যাবো? মাঃ—আপনি বহুদুর থেকে নাম শুনলেন কেমন করে? মহিলা ঃ—তাতো বলতে পারি না। উপরে যাবো? মা ঃ—যান্। তখন উনি সব রান্নার উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে উপরে গেলেন; গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মা ও দিদির সন্দেহ হোল; তাঁরা নজর রাখলেন। কিন্তু, কখন উনি চলে গেলেন, কেউ টের পেলেন না। মা পরে দাদাকে বলায় দাদা বললেন ঃ হু, দেখছি ওতো তোমরা যাকে দুর্গা বলো। আরেক বার রাত বারোটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করে বৌদি ও দিদি ক্লান্ত; এমন সময়ে দাদা উপর থেকে বললেন ঃ দেখ্‌তো, দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে? ওকে ভালো করে প্রসাদ দাও। দিদিও বৌদি গিয়ে দেখেন, এক জটাধারী অপূর্ব মূর্ত্তি বাইরে দাঁড়িয়ে। ওরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি প্রসাদ চান? জবাব নাই। এদিকে প্রসাদ মোটেই নাই। দাদা বললেন ঃ না তাকিয়ে হাতা চালিয়ে যাও। ঐভাবে মাটির শরা প্রসাদে ভর্ত্তি করে ওঁর হাতে দেওয়া হোল। তারপরেই কোথায় চলে গেলেন; কেউ দেখতে পেলো না।। আগে দাদা রাত ২টায় উঠে ঠাকুরঘরে বসে গান করতেন, এক গাদা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আরতি করতেন; পরে ঐ ধূপকাঠি দিয়ে মাকে আরতি করতেন। মা বলতেন ঃ তুমি যাই করো, সংসার ছেড়ে কিন্তু যেতে পারবে না; তোমার ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে তোমার প্রতিপালন করতে হবে। বৌদি শূন্যে উঠে যাওয়া দেখে মাকে মাঝে মাঝে অনুযোগ করতেন। দাদা বৌদিকে বলেছেন, ননীকে না ডেকে পরীক্ষা করে দেখছি; আর ওর আমাকে আর দরকার নাই, আমারও দরকার নাই। [বিষ্যুৎবার বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ফিরোজ তার বাবা ও গায়ত্রীকে নিয়ে আসে। বাবা নাম পান ৪টি scriptয়ে; খুব খুসী।]

১৬.৫.৭৬ (তদেব; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। বহুজনের সমাগম হয়েছে।] দাদা (অতুলদার জামাইকে) ঃ ঘাটের মড়াটা আসবে না? (অতুলদা তক্ষুণি এলেন।) দাদা ঃ—মৃত্যু আছে নাকি? যাবেটা কোথায়? এই দেহটার কথা বাদ দে। সত্তাটা কি লোপ পাচ্ছে? তোদের মতে ভুত পেত্নী হলে ওতো আছে! মৃত্যুতে মনটা সংকুচিত হয়ে যায়, আর মহানামের সত্তায় মিশে যায়।.....। আচ্ছা, ভাবনগরে ভোগ দিচ্ছে, এখানে খাচ্ছে—এটা সম্ভব কি? তাহলে space আছে? তাহলে আমাদের দেখাটা সব ভুল।

২০.৫.৭৬ (তদেব) [উষাদি ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। মেয়ের বাড়ীতে কাল যেন কী অশান্তি হয়েছে।] দাদা ঃ— আমি কাল তোর সঙ্গে ছিলাম। লোকজন যাতায়াত করছে; সব দেখছিলাম। তুই বুঝতে পেরেছিস্?.....। গত শনিবার জগজীবনের সঙ্গে কথা ঃ তুমি food একবার ছেড়ে দেখো, কী হয় তখন বুঝবে। তোমাকে একটা জিনিষ চাইতে বলেছিলাম; তা তুমি পেয়েছো; আর কিছু চাইবে না। এখন শুধু সত্যনারায়ণ। তোমরা এই যে black money সব আটক করছো, এতে কিন্তু দেশের ক্ষতি হবে; সব businessয়ে slump হবে। অন্ততপক্ষে ১০০ কোটি টাকা ঘুরতে দাও। জগজীবন বললো ঃ হ্যাঁ, যেয়ে বলবো। দাদা ঃ—কী, আমার কথা বলবে নাকি? সে বললো ঃ না, না; আপনার কথা বলবো না। XXXXX Harvey Freeman য়ের বই ১০ কপি এসেছে। ননী, তুই একটা নিয়ে ভালো করে পড়ে দেখ্। তার পর একটা appreciation পাঠিয়ে দে; আর ৩,৪ হাজার কপি এখানে চেয়ে পাঠা বিক্রীর জন্য। এখান থেকে কী বই পাঠানো যায়? 3rd part? দেখেছিস্, কী সুন্দর কথা লিখেছে ! এ বইয়ের copyright কার থাকবে? একী আমি লিখেছি? আমি ননীদার কাজ করছি ভাবলে কাজ হবে না; নিজে করছি ভাবলেও হবে না। তাঁর কাজ কি তিনি ছাড়া কেউ করতে পারে? অহমিকা

থাকলে এখানে টিকতে পারবে না। এখন আর উচ্ছ্বাসও চলবে না।.....। (হঠাৎ কেস্ সম্বন্ধে) আমার কিছুক্ষণের জন্য এই দুর্বুদ্ধি হোল কেন? ওটাকে ছিঁড়ে ফেললেও তো পারতাম্। এখন তো ম্যাজিক ট্যাজিকের charge তুলে নিয়েছে। কেবল will-য়ের ব্যাপারটা আছে। এটা তো আনন্দের ব্যাপার নয়। কেন যে এই ভুলটা করলাম! XXXX কবিরাজ মশাই এর সঙ্গে দেখা করার জন্য মসজিদে আসতেন। ওরুর কথায় ভাবতেন, এর বয়স ৫০ বছর। তার পরে এ দেখলো, age দরকার। তাই কলকাতা চলে এলো; বিয়ে-টিয়ে করলো। তাও তো একটা কম্বল নিয়ে ঐ ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকতো। দিনে তুলে রাখতো। শ্বশুর ভাবলেন, hypnotise করে বিয়ে করেছি। একে একে সবাই ছেড়ে গেল। শ্বশুরমশাই কবিরাজমশাইকেও অনুযোগ করেন। পরে শ্বশুরমশাই কী করতেন, তুই তো জানিস্। তুই কি মনে করিস্, এর বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ আছে? এখান থেকে চলে গেলে এ বাড়ীর কথা মনেও পড়বে না। এর ছেলে বেলা থেকেই মনটা নাই। ছোট থাকতেই এইভাবে সবাইকে ভালোবাসতে চেয়েছে। এখানে ভালোবাসার কিছু আছে কি? দেহ-টেহ? ডঃ সেনঃ না, ভালোবাসাকে ভালোবাসা। দাদা ঃ—আর ঐ যাকে দেখছিস? দেহটাতো আছে। এরকম সহ্য করার শক্তি কোন যুগে কি এসেছে ? XXXXX ডঃ সেন ঃ— কবিরাজ মশাই এতো বড়ো পণ্ডিত হয়ে শেষে মেকীর পাল্লায় পড়লেন। দাদা ঃ—তাকে যোগেশ্বর বলে মনে করেছিলেন।.....মাধব পাগ্‌লার বই পড়ে দেখিস্। [ধীরেনদা—৮০ বছর বয়স—মহাত্মা গান্ধী রোডে bus accident য়ে ছিটকে ১০ ফুট দুরে পড়লেন, নিজেই উঠলেন। কোন ব্যথা লাগেনি; কোথাও কোন দাগও নেই। ঘটনা ঘটে সোমবার। সেইদিনই হঠাৎ দাদা ওঁর বাড়ী যান। শৈলেন চৌধুরী বললেন ঃ—রমা একদিন পরীক্ষা দিচ্ছে; ভাব্‌ছে, এটা না ওটা লিখবো; দেখে, প্রোফেসর বোস হাজির হয়ে বললেন, এটা করো। অথচ তখন বোস ক্লাস নিচ্ছেন।]

২৫.৫.৭৬ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা ঃ— আজ ১টায় কোর্টে যাই। মিনিট ১০ ছিলাম; ২টায় বাসায় ফিরি। ম্যাজিষ্ট্রেট একবার এর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করেন। দুই পক্ষের উকিলকে বলেন ঃ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই। ৭ থেকে ১২ই জুনের মধ্যে শেষ করবো। P.P. Mr. Ghosh ও আমাদের পক্ষের উকিল দুজনেই আপত্তি করেন; তাদের তখন অন্য অনেক কেস্ আছে। আমাদের উকিল 25th June য়ের কথা বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বলেন ঃ এ কেসেতো বড় জোর ৬ দিন লাগবে। দুই উকিল ঃ ১০।১২ দিন তো লাগবেই। ম্যাজিষ্ট্রেট ঃ—কেন? শচীনের ধরা যাক্ তিন দিন। অঞ্জলি আর দাদাজীর আধঘণ্টা করে; অন্য সব সাক্ষী তো ২।৪।৫ মিনিট। আমাদের উকিল বললো ঃ আমার অসুবিধা হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ঃ—Junior is sufficient . শেষে ৯ থেকে ১২ই জুন তারিখ দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট খুব কড়া মনে হোল; না, আমার উপরে, তা বলছি না। পি. কে. রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ এখন আপনার শরীর ভালো আছে তো? বললাম, ভালো না থাকলেও কোর্টে আসবো; bail cancelled হোক্, চাইনা। XXXX (সতীকান্ত গুহের প্রসঙ্গ) মানুষ কুৎসা রটাতে ভালোবাসে। সতীকান্ত অন্যায় করে নি। Brilliant scholar, M. A. Law পর্যন্ত 1st class 1st. একটা জিনিষ নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে; School টা গভমেণ্ট নেবে কেন? গভমেণ্টও এটা নিয়ে politics করছে। সতীকান্ত সাজা পাবে না। ওরা কি bail পাবে না? কেস্ হোল না, এখনি স্কুল নিয়ে নেবার প্রশ্ন আসে কিসে? (দাদা ছানা খেলেন; কিছুটা পরিমলদাকে দিলেন। বৌদিকে বললেন, রমাকে একটু আম দাও; ওতো আমার সঙ্গে যাবে; এখনি দাও। কিছু পরে গীতাদি একটা প্লেটে ৮টা রসগোল্লা এবং ২টা আম নিয়ে ডঃ সেনের সামনে রাখলো। বললো, দাদা দিতে বলেছেন। কিছু পরে দাদা বেরিয়ে গেলেন রমা ও পরিমলদাকে নিয়ে। যাবার আগে বললেন, ননী। থাক্। ননীকে চা দিও। পরিমলদা বললেন, এবারকার ম্যাজিষ্ট্রেট রমাপ্রসাদ সমাজদার, আর আমাদের পক্ষের উকিল ভূপতি মজুমদারও নিখিল নন্দী।]

২৯.৫.৭৬ (তদেব; সন্ধ্যা) [মিসেস্ সেন গেল। নিখিল দত্ত রায় ছিল। তার সঙ্গে দাদা কেস্ নিয়ে কথা বলেন। দাদা বৌদিকে বলেন ঃ পরিমলের full submission, ঊষার চল্লিশ। বৌদি বলেন ঃ তোমার কাছে যারা আসে, তার মধ্যে তিন জন অপূর্ব। যতীনদা মহাপ্রেমিক, প্রায় সব বোঝেন। .....। সুনীলদা কিছু বুঝতে চান না; দাদাকে সব দিয়ে রেখেছেন। জোর করে কী ভালোবাসা যায়? রমা কি ভালো। মানা দিন দিন কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছে; সবজান্তা।। আজ গীতাদি, সমীরণদা ও পরিমলদা plan করেছিলেন, শান্তিদি বরফ নিয়ে গেলেই ওঁরা বলবেন, বৌদি নীচে হলঘরে। কাজেই শান্তিদি ওখানে ঢুকে বলবেঃ বৌদি । বরফ এনেছি। দাদাও আছেন

ওখানে। কাজেই দাদা রেগে বলবেন ঃ তুই এখানে এসেছিস্ কেন? যা, যা! কিন্তু, হোল অন্যরকম। আপনি এসে দেখলেন, আমি সিঁড়ির কাছে পরিমলদার সঙ্গে কথা বলছি। আপনাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না, কষ্ট হয়।]

৩০.৫.৭৬ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—পুজাটা show নয়? আগাগোড়া show. (ডঃ সেন মৃদু আপত্তি করায় আরো জোর দিয়ে একই কথা বললেন।) তোমরা মূর্ত্তি গড়ে পুজা করো; প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারো না। এর কাছে নিয়ে এসো; এ তাঁকে খাওয়াবে। সাধু-সন্ন্যাসী, যারা top, আর বাকী নাই।.....। তুমি একটি অতিথি-শালা করলে; যেই নিজের নাম দিলে, অমনি রাক্ষস হয়ে গেলে।.....এর কথা ছেড়ে দে। এতো ভণ্ড জোচ্চোর জালিয়াত। যাঁদের তোরা স্বয়ম্ বলিস্, তাঁরা কী প্রারব্ধ ভোগ করেছে। মহাপ্রভু, কৃষ্ণ, সত্যনারায়ণ! কৃষ্ণতো কারাগার থেকেই শুরু। ১০০ বছর যদি ধরা যায়, তাহলে ¼ , ২৫ বছর তো কারাগারেই কাটিয়েছেন। আর মহাপ্রভু! শান্তিতে ছিলেন কখনো? এরকম কিন্তু কখনো আসে নি। ওরা এই রকম কথা বলতে পারতেন না। এ কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ছে। XXXXX অতুলানন্দ বলছে, এবারে ছেড়ে দিন; brain আর ধরতে পারছে না। ওকে একটু বুঝিয়ে বল্। ডঃ সেন ঃ—অতুলদা! brain টাকে ছেড়ে দিন। দাদাকে বলছি, আমি আজ এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি। June মাসের 3rd কি last week য়ে আমার death-anniversary হোক্। দাদা ঃ—সবাই ভাবছে, আমি মরবো না; anniversary কেমন করে হবে? তর্কালংকার কি বলে? দীনেশদাঃ— জন্ম মৃত্যুতো নাই। তবে খাবার ব্যাপার থাকলে আমার আপত্তি নাই।]

৬.৬.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—ভাগবতের নারীতত্ত্ব কেউ বোঝে কি? ভাগবতের 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসম্' কি জটা গেরুয়া পরা ? গৌরাঙ্গ বেনিয়ান পরতেন। ধুতি, কখনো লুঙ্গি। তিলক-টিলক কখনো দেন নি। কবিরাজ মশাইকে বলি ঃ কৃষ্ণতো চিরযুবাই; সে তো আমি। কৃষ্ণ থেকেই আল্লা শব্দ এসেছে অর্থাৎ আত্মা।..... দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ! কী অপূর্ব! 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'। কিন্তু, কেউ বোঝে কি?....তাহলে তো ক্লীব হয়ে যাবো।.....।। স্বয়ম্ এলে তাঁর সঙ্গে কুবেরও আসে।.....কাম থাকলে আজ হোক্, কাল হোক্, চলে যেতেই হবে। তোদের পুরাণে আছে, বিশ্বামিত্র বহুদিন তপস্যা করার পর উর্বশী মেনকা প্রভৃতি ওঁর সামনে নাচতে শুরু করলো, যাতে তাঁর স্খলন হয়। তাহলে সে তপস্যার মূল্য কি যদি আগের অবস্থায় ফিরে আসে? পাতঞ্জল যোগে এর একরকম ব্যাখ্যা দেয়। আসল ব্যাপার কেউ জানে না। কাম থাকলে, আজ হোক্, কাল হোক্, পতন হবেই।

১৩.৬.৭৬ (তদেব) [আজ কাগজের খবর, কাল বিকাল ৫.২০ তে গোপীনাথ কবিরাজ মারা যান। কাল দাদা দুপুরে গোরাদের সঙ্গে গোপীনাথকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে বলেন, মানস মৈত্রের বাড়ীতে থেকে ওঁকে ১০ বছর extension দিই; তখনোও ও মারা গিয়েছিল। এবারে কাল পূর্ণ হোল। নীচের হলঘরে গিয়ে দাদা গোপীনাথের গুরুর মরা পাখী হাঁটানোর কাহিনী বলছেন।] দাদা ঃ—Paul Brunton না? সে ছিল; আরো অনেক সাধু-সন্ন্যাসী। ওটা দেখা, — ক্ষ্যাপার..... দেখা আর ভূতের নাচ দেখা এক নয়? (দীনেশদা দাদার গোপীনাথ-সাক্ষাৎকারের কাহিনী বললেন; মানা বললো পাণ্ডেরমল কাহিনী। উত্তরপ্রদেশের এই ভয়াবহ তান্ত্রিক দাদাকে মন্ত্রপূত বাণ মারতে গিয়ে কী রকম স্তব্ধ ও জড় হয়ে গেল; বাণ মারা দূরের কথা, জায়গা থেকে নড়তে পারলো না। দাদা বললেন, তোমার সব ক্ষমতা বাঁ হাতে এসে গেছে। তখন সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দাদার স্তবগান সংস্কৃতে। ডঃ সেন বললো শ্রীনিবাসম্-কাহিনী এবং তাঁর প্রাপ্ত তিনটি সংস্কৃত শ্লোক। দীনেশদা বললেন কলকাতা থেকে গাড়ী করে কাশী যাবার কাহিনী গোপীনাথ সাক্ষাৎকারার্থে। জৌনপুর যাবার পথে পেট্রল ফুরিয়ে গেছে। যতীন বললো, গাড়ী চালাও, আমরা 'রামৈব শরণম্' করি। দাদা কিন্তু অন্য গাড়ীটায়। ঐভাবে গাড়ী ৪০ কিলোমিটার গিয়া গন্তব্যে পৌঁছালো। এদিকে দাদা চন্দ্রমাধবের গাড়ীতে steering থেকে চন্দ্রমাধবের হাত সরিয়ে দিলেন হুংকার করে; গাড়ী ভুল পথে চললো দ্রুত বেগে; অনেক ঘুরে তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছালেন। চন্দ্রমাধব তো accident য়ের ভয়ে চোখ বুজে ফেলে। দাদা বললেন, এ রকম না হলে ওরা গাড়ী নিয়ে পৌঁছাতে পারতো না।। রাধাকৃষ্ণনের tape শোনানো হোল।] দাদা ঃ—গীতায় কৃষ্ণ যে 'অহম্'-য়ের কথা বলে, সেই 'অহম্'কে জানার চেষ্টা কর্।

১৫.৬.৭৬ (তদেব; বিকাল) দাদা ঃ সারা কলকাতা আলো নাই। নদী। এক মিনিট। (case নিয়ে কথা।) সাক্ষী পাল্টানো হয়েছে; সব eminent দেওয়া হয়েছে। শংকর দাস এবং সত্যেন বাবু handwriting expert রাখতে বলেছে। (জানলা দিয়ে শ্বশুর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বৌদিকে ডাকলেন; বললেন ঃ) যাও, যাও! ও বাড়ীতে কি

সব হচ্ছে; ভাবলাম, তুমি ওখানে নাকি। বৌদি ঃ—কী হয়েছে? দাদা ঃ—কুরুবংশে যা হয়।.....এ আজ সমীরণকে নিয়ে রমার বাড়ী যায়। শংকরের (রমারদাদা) শ্বশুর বাড়ী থেকে গুরু—সরস্বতী এবং আরেকজন আসে। শংকরের বৌ ১৯৬৬তে বিয়ের ১৫ দিন পরে চলে যায়; divorce case করে। এখন' ৭৬য়ে এসেছে compromise করতে। সরস্বতী বলে ঃ সতী কি পতি ছাড়া থাকতে পারে? সংস্কৃত শ্লোক বলে। এ বলে ঃ ওসব কথা শুনতে যেও না; নৈতিক দিক্ ও দেখতে হবে। অবশ্য এই নৈতিকতার উপরে এ জোর দেয় না। লোককে exploit করা অনৈতিক; আর ঐ যে সংস্কৃত শ্লোক বলছে, ওকি অর্থ বোঝে? তোমরা compromise করবে না; আবার কোন্ ফন্দী করবে! মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। সঙ্গের লোকটি বললো ঃ আপনি কে? সরস্বতী কানে কানে বললো ঃ দাদাজী। চুপ করে গেল। (Melody র সুশীল প্রভৃতির প্রসঙ্গ; ২০্ টাকা দক্ষিণা দিয়ে রূপাজীবিনী গৃহে; তাকে মহানাম-দান; whiskeyকে মধুর পানীয় করে তাকে খাওয়ানো; টালিগঞ্জ বস্তিতে স্থানান্তর; অভিনয় শেখানো; ওর অভিনয়ে মুগ্ধ এক বি. কম্. যুবকের সঙ্গে বিবাহ দান; শ্বশুর সাক্ষী ছিলেন। পরে আর দেখা করতে নিষেধ।) মিসেস্ পল সিং ঃ—দাদাজী! একদিনও রসগোল্লা খান না। দাদাঃ আমি যদি একজনকে খেতে দিই, তাহলে আমার খাওয়া হয় না?......ওরা Income Taxয়ের লোক পাঠিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করলো এই বাড়ী, জমি কি ভাবে করেছি; বললাম, আমার আরো একটা বাড়ী আছে। ময়মনসিংহ থেকে ১৯৪৬ সনে কয়েক লাখ টাকা নিয়া আসি। তখন Income Tax ছিল 20%; তাতেই ৮০ হাজার টাকা tax ধরেছিল। এই যে দলিল; আপনি পারলে কেস করুন। ওরা সত্যিই নমস্য।.......Jewellery সব M.B.Sircarকে দিয়ে বলি, যা হয় আমাকে দাও।.....উইলটা যদি genuine প্রমাণ হয়? অঞ্জলিরাতো সাক্ষী; approver হবে কেমন করে? ওদের Senior Advocte দাদার উকিলের সঙ্গে consult করতে নিষেধ করেছে; কিন্তু, junior সত্যেন বাবুর ঘনিষ্ঠ। সে বলেছে ঃ আপনারা ভাবছেন কেন? উল্টো পাল্টা বললে নিজেরাইতো বিপদে পড়বে! আপনারা শচীনকে cross করার পরে আমরা করবো।.......এই বাড়ীর ব্যাপারে কামদারের কাছ থেকে কিছু নিতে হয়। ওরা অসুবিধায় পড়লে একজনের কাছ থেকে নিয়ে টাকাটা দিয়ে দি; মিটে গেল। এর সঙ্গে কুবের আসে।

২১.৬.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ— জীব মানেইতো আসা-যাওয়া, শিবশক্তি যোগ।......(গুহদের কেস নিয়ে কথা) jealousyর বশে এই সব politics হচ্ছে। স্কুলটা নষ্ট করতে চায়। South Point য়ের একজনকে (তৃপ্তি চ্যাটার্জি) আমি বলেছি, এখন গুহদের সাহায্য করে যাও; পরে বিপদ্ কেটে গেলে তুমি তাঁদের বিরুদ্ধে লোড়ো; না হলে খুব অনিষ্ট হবে। তোমারও একটি মাত্র মেয়ে! কাল তো সব সময়ে জড়িয়ে আছেই; তাকে জড়িয়ে নেওয়া আমার ইচ্ছা। সিংহ খাদে পড়েছে; তখন তাকে অস্ত্র মারবে, না তাকে উদ্ধার করে নিয়ে? স্কুলে join করো; এখন বিরুদ্ধে কিছু কোরো না।.....ডঃ সেন ঃ—মাধব পাগলার জীবনী পড়লাম। শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। দাদা ঃ—পরেতো শিষ্য করতে আরম্ভ করলো। আমি তোকে আরেকটা বই পড়তে বলেছিলাম।.....বিভূতি, কল্যাণ, সুনীল চোধুরী সব অক্টোবর-নভেম্বরে রিটায়ার্ করবে।....(নিখিল দত্ত রায় বললো, charge-sheet দেবার ও আগে দাদা একদিন আমাকে বলেন ঃ শচীন যদি তোকে জড়িয়ে নেয়, তাহলে শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি দাদাকে কথাটা মনে করিয়ে দিলে দাদা বলেন ঃ এ বলে নি; ওটা উনি বলেছিলেন। আনন্দময়ীর বাড়ীতে থাকাকালে আমি মাঝে মাঝেই দেখতাম, শচীন রথীনের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলছে। ওরা কখনো বলেছে, একটা room ছাড়া সব বাড়ীটা দাদার, কখনো অর্ধেক, শেষে একটা room. অঞ্জলিকে নাকি দত্তক নিয়েছিল।)

২৭.৬.৭৬ (তদেব) | পেছনের ঘরে Justice J. P. Mitter য়ের সঙ্গে দাদা কথা বলেন। রজনীশ-আশ্রমের এক সাহেব-মেম দত্তক ১ বছরের কালো মেয়েকে নিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গেও দাদা পেছনের ঘরে জ্ঞানদাকে নিয়ে কথা বলেন। | যতীনদা ঃ—দাদা সাচ্চা বাবাকে দেখে বলেন ঃ হাম্ তো দীক্ষা লেনেকে লিয়ে তোমারা পাশ আয়া। বলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তখন সাচ্চা বাবা বলেন ঃ তুম্ তো ওহি হ্যায়্। একথা যখন বলেন, তখন আমি দাদার সামনে দাঁড়িয়ে।..... (ডাঃ সাবিত্রী রায়কে) তোর কি শরীর খারাপ? সত্যবান্ কেমন আছে? (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি নিয়ে ঠাট্টা।) (প্যাণ্ডেরমল-প্রসঙ্গে) অন্যে অনেক কিছু দিতে পারে; কিন্তু এই transferটা পারবে না। কিন্তু, এ হো বাহ্য। (জনৈক ব্যক্তি) ঃ—সাঁই মস্ত বড়ো magician; তাই দিয়ে ভগবান্ সাজছে। দাদা ঃ—ওটা ওর নাম নয়। ঠাকুর ওর গুরু হতে পারেন। | শৈলেন চৌধুরী ডঃ সেনকে বললেন ঃ আপনি আসার আগে দাদা অতুলদাকে প্রশ্ন করেন, ভর হয় কেন। অতুলদা তন্ত্রের কথা বলে বলেন ঃ শিব সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে দুর্গার কাছে হাত পাতেন, চাবি তো তাঁর কাছে। দাদাঃ—সে কি? দেহত্যাগ না করে কি

হরগৌরী হওয়া যায়? আগমের এই তো শেষ কথা বলে একটা শ্লোক বলেন; আবার বেদান্তের ও তাই শেষ কথা বলে আরেকটা শ্লোক বলেন।]

৪.৭.৭৬ (তদেব) [আজ রবিবার। কেস্ শুরু হয়েছে। শুক্রবার শচীন রায় চৌধুরী উল্টোপাল্টা বলেছে।] দাদা ঃ— তখন বৌদির বয়স ১৫, দাদার ৩০ বছর। দাদা বৌদির গান শুনলেন। শ্বশুরকে বললেন, এই আমার স্ত্রী। তখন বৌদি ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেছেন। ৫ বছর পরে বিয়ে। শুভরাত্রির দিন চলে গেলেন; আবার ৫ বছর পরে আসেন। তারপরে সংসারী.....। যুধিষ্ঠির আকাশবৎ। দুর্যোধন এই মায়ারাজ্যের সম্রাট্; সেই তো দান করবে। দুর্যোধন না থাকলে কি মহাভারত হোত? .....দাদা ঃ—মৃত্যুর পরে কি হয় রে? অতুলদা ঃ—জলৌকাবৎ। ডঃ সেন ঃ—'দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপু ঃ।' দাদা ঃ—এখন এই ভণ্ড এসেছে। এখন আর ঐসব টালিবালি কথা চলবে না। মনটা সংকুচিত হয়ে মহানামের দুটো মুদ্রিত শব্দের মধ্যে আটকে যায়; পৃথক্ সত্তা থাকে না। মহাভারতের আসল অর্থ very, very difficult.

(রাত্রে) দাদা ঃ—উইলটা দাদা নিতে চান নি, এটা শচীন একবার বলে ফেলেছে। আরো গ্রহ আছে; সেকথা কি মুখে বলতে পারি ? সব তাড়াতে হবে। খুব কম করে ধরলেও ৩০ হাজার দোকানে income; ১০ হাজার পেলেই খুসী। কিন্তু, কিছুই পাচ্ছি না। এখন তো কিছু করা যাবে না।.....ভুবনেশ্বরে Trunk Callয়ে কথা বলেছি; গঞ্জামের 'The Samaj' পত্রিকার বিশেষ একটি সংখ্যা পাঠানো হবে। অশৌচের অবস্থা চলছে। নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে; না হলে এর এটা হবে কেন?

১৮.৭.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—ননীদার বাড়ীতে বাজ পড়েছে, তাই আমার উপরে রাগ করেছেন। জানে না, কার বাড়ী ঢুকেছে?....। (চৌধুরীকে) মেঘনাদ-বধ-কাব্য পড়েছিস?.....পাখা ঠিক হোল কবে? ডঃ সেন ঃ — পরশু। আমাকে কি মেঘনাদের মহিমা দিচ্ছেন, না তাঁর শত্রুর মহিমা ? যে কোন একটা হলেই আমি মহীয়ান্। দাদা ঃ— তোরা সব কিছু এমন স্থূলভাবে দেখিস্ কেন? আমি শুধু ঘনঘটার আভাসটা দিতে চেয়েছিলাম। .....মাঝি নৌকায় তুলে একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিল; পারে এসে পৌছালো। তোরা অসম্ভূতি সম্ভূতি বলিস্। .....। এই তো সব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।.....। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ। পতি নিন্দা হলে তো দক্ষযজ্ঞ হবেই। জটা তো যুক্ত হয়ে থাকা। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানে এলাম; যুক্ত না হয়ে কি এখানে আসা যায়? প্রকৃতির সৃষ্টিতে কি পুরুষ কেউ আছে? সবাই নারী; এটাও.....। মায়াটাকে উনি ভাবলেও তো হয়ে গেল।

১৯.৭.৭৬ (তদেব; রাত্রি) [ডঃ সেন রাত ৮.৪০ য়ে। দাদা তখন ছাদে পায়চারি করছেন। কিছু পরে বারীণদা এলেন। তখন দাদা দোতলায় নেবে বারীণদাকে ডাকলেন; কিছু পরেই ডঃ সেনের ডাক পড়লো। কেস্ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিছু পরে ভুবন জ্ঞানদার আগমনবার্ত্তা জানালো। দাদা (সরস ভঙ্গীতে) ঃ—আসতে বলোনি কেন? শালা ! তোমার বাবার বাবা। শীগ্‌গির ডাকো। জ্ঞানদার সঙ্গে দুই ভদ্রলোক এবং ডঃ কে. এস্. চৌধুরী এলেন। উনি কবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বড়ো ইকনমিষ্ট। আগেও এসেছেন অনেক বার। দাদা ডঃ সেনকে বলেন ঃ শ্রীনিবাসনের শ্লোকগুলো বল্। ডঃ সেন বললো। তারপরে রাধাকৃষ্ণন্ ও পাক্কীওয়ালার টেপ্ শোনানো হোল। তারপরে কৌতুকমিশ্রিত উদ্বেগের সঙ্গে ডঃ চৌধুরীকে বললেনঃ] তুই drink ছেড়েছিস্ কেন বল্ তো? আচ্ছা, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ drink কি? ডঃ চৌধুরী ঃ Scotch Whiskey. দাদাঃ—তার মধ্যে best কোন্‌টা? ডঃ চৌধুরীঃ—Royal Salute. দাদাঃ—বানান কর। ডঃ চৌধুরী বানান করলেন।) (দাদা খাটে কাৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ ডান হাত সামনে এনে বললেন ঃ) নাও, ধরো। (দেখা গেল, একটা ভেলভেটের কেসে কি বাঁধা। খুলে দেখা গেল, লম্বা গলা, পেট-মোটা গোল একটি whiskeyর বোতল। ছিপির উপরে কি print করা একটা কাগজ আঁটা। পাশে একটা printed card ঝুলছে। বোতলের পেটের খাদে লেখা ঃ royal Salute. তার নীচে Scotch whiskey লেখা। ডঃ সেন ভাবছিল, বলে ঃ আমরা একটু প্রসাদ পাবো না? সঙ্গে সঙ্গে দাদা বললেনঃ) তুই খাবি; অন্য কাউকে দিবি না কিন্তু। (দাদা আগে underwear পরে ছিলেন; ওঁরা আসছেন শুনে বারীণদা দাদাকে লুঙ্গি পরতে বলেন। দাদা লুঙ্গিটা না পরে হাতে রাখেন। ওঁরা ঘরে ঢোকার পরে লুঙ্গিটা নেড়ে চেড়ে পরেন। বলেন, তোমরা এলে বলে লুঙ্গি পরলাম।) দাদা ঃ—এ রকম খালি গায়ে কেউ miracle দেখাতে পারবে না; এ সব তো পারবেই না। ডঃ চৌধুরী ঃ guide নামে একটা পত্রিকায় আপনার সম্বন্ধে লেখা বেরিয়েছে। ওটার

circulation ৫ কোটি। (রবার্ট কেনেডিকে জড়িয়ে ধরে দাদার ফটো দাদা দেখালেন।) দাদা ঃ—দিদিমণির সঙ্গেও আছে; দেখাবো না।.....কাল কেস্ হবে।

২০.৭.৭৬ (আলিপুর কোর্ট) [আজ ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সত্যেনবাবু শচীনকে cross করেন দাদা-সংক্রান্ত বই নিয়ে। শচীন বলে, সে কোন প্রবন্ধ লেখেনি। যার নামে দিলে টাকা আসবে, অমিয় রায়চৌধুরী তার নামে প্রবন্ধ দেন। এ বিষয়ে মুখে আপত্তি করি। Plaint আমি লিখি; যে উকীলকে দিয়ে file করি, তার নাম মনে নাই। ডি. সি. ডি. ডিকে আমি চিনি না। সুবোধ ব্যানার্জির ছেলেকে, যাকে কাল কোর্ট থেকে বের করে দেয়, কালই প্রথম দেখি। I sometimes indulge in falsehood at the request of Dadaji. কারণ, এতে Social awakening of religious consciousness হবে অমিয় রায়চৌধুরীর মতে। দাদা কোর্ট থেকে উত্তেজিতভাবে বের হন। বলেন ঃ এখনি কিছু দেখিয়ে দেবো নাকি! জিজ্ঞেস কর্, দেখতে চায়? এই মেঘটাকে সরিয়ে দেবো নাকি? কাল কি হয়েছিল? এর পরে দাদা পরিমলদার গাড়ীতে চলে গেলেন। কালও কেস্ হবে। দাদা গোপালদাকে বলেন ঃ উনি এসে গেছেন; এবারে খেলা জমবে।]

২৪.৭.৭৬ (দাদালয়; রাত্রি) [রাত ৯টা নাগাদ দাদা ডঃ সেনকে ডাকলেন। জে. সি. সাহা, জাস্টিস্ কান্টাওয়ালা এবং রাধাকৃষ্ণনের টেপ্ শুনালেন। তারপরে দাদার 'নিতাই গৌর সীতানাথ' গানটি।] দাদা ঃ—এটা যে বুঝবে, তার সব বুঝা হয়ে গেল। এটা কি এ এখন বলতে পারবে? (গান যখন শেষ হয়-হয়, তখন বললেন ঃ) বুঝলি তো? এ গোপাল গোবিন্দ কেন? (যখন 'প্রাণারাম' হচ্ছে, তখন আবার বললেন ঃ) বুঝলি তো? (দুবারই মাথা নাড়লাম, যদিও বুঝি নি।) (case সম্বন্ধে কথা।) সত্যেনবাবু বলেছেন, উনি আর ৩।৪ দিন cross করবেন; তারপরে ইন্দুবাবু। বাদবাকী তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।.....গঞ্জামের সেই sub-judge যদি বলেন, আমার বাড়ী থেকে স্নান করে উনি ঐ বাড়ী যান, তাহলে কী হবে? উইল কে দেয়, এ সম্বন্ধে সত্যেনবাবু কিছু বলবেন না; বলবেন, এটা বড়ো educationist, judge, বড়ো officer সব বলবেন। নলিনী ব্যানার্জি বোধ হয় এই পরামর্শ দিয়েছেন। .....। সংস্কৃতের উচ্চারণটা বাঙালী ঢংয়ে না হলে ভাবটা ঠিক ফোটে না।

২৫.৭.৭৬ (তদেব; পূবাহ্ন) দাদা ঃ—'অনাশ্রিত ঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয় ঃ।।' এই শ্লোকটার অর্থ কি সাধু-সন্ন্যাসীরা, পণ্ডিতেরা বোঝে না? বুঝলে মন্ত্র দিয়ে টাকা নেয় কেমন করে, কর্মত্যাগের প্রসঙ্গ, অন্য যোগের প্রসঙ্গ আসে কেমন করে? সূক্ষ্মভাবে দেখলে, কর্ত্তাও তো সাজতে পারে না।.....। কালকে কি শুন্লি? ওতে সবটা নাই? সৃষ্টিতত্ত্বটা? তাঁকে নিয়ে এলাম। যখন তাঁর থেকে চ্যুত হলাম; তিনি সব সময়েই আছেন। একটা শব্দব্রহ্ম, আরেকটা শব্দচ্যুত। সাধু-সন্ন্যাসীরা এসব বুঝতেই পারে না।.....। (ননীগোপালদা) ১৯২৭/২৮য়ে পুষ্করে দাদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। গিলে করা পাঞ্জাবী, হীরের আংটি, জমিদারনন্দন। Green light, red light, - -সাঁই দিলো ছাই, দাদা তা রাজভোগ করে দিলেন।.....। দাদা ঃ—'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে', —একদিকে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চামৃত হয়ে রয়েছে, আরেক দিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি। .....। আমকাঠ, জামকাঠ, চন্দনকাঠ জ্বালিয়ে যজ্ঞ। যজ্ঞ তো সব সময়ে হচ্ছে।.....। জটা মানে জড়িয়ে থাকা। যিনি সব সময়ে জড়িয়ে রয়েছেন, তিনিতো সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ অর্থাৎ সত্যকে যিনি অয়ন করেন বা ধারণ করেন।.....৫০০ বছর আগে নাম যজ্ঞের কথা বলে গেছেন।.....যে কৃষ্ণ 'আমি ভগবান্' বলতে পারে, তাঁর মাথার উপর দিয়ে এ হেঁটে যেতে পারে।.....। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' এও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, উদ্ধার হবেই; মৃত্যুর সময়ে দেখবে, এ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, (লেডী ব্রাবোর্ণের এক অধ্যাপিকা শরণাগতির কথা বললেন।) দাদা ঃ—ওসব শাস্ত্রের কথা ছেড়ে দে। পেয়েইতো গিয়েছিস্। সত্যযুগের যখন 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ছিল, তখন কি ওঁ ছিল?

২৭.৭.৭৬ (আলিপুর কোর্ট) [শচীনকে বিভিন্ন জায়গায় tour সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে বলে, I do not remember. ওর স্ত্রী দাদার সঙ্গে tour য়ে যায় কিনা প্রশ্নে প্রথমে একই উত্তর, পরে 'probably' বলে। 1st statement ই full দিয়েছিল; তবে আবার 2nd statement . কেন ? I. O. র নির্দেশ? উত্তর, I do not remember'; তবুও প্রকারান্তরে ওটা স্বীকার করলো। জেরায় স্বীকার করে যে অভিদাকে লিখেছিল, বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; একথা দাদাকেও জানাবেন না। 'অঘটন যা ঘটতে দেখেছি' বইটির Publisher হিসাবে ওর নাম অখিল রায় দেয় দাদার নির্দেশে। উর্দু বইয়ের ও co-publisher ধরমপালের সঙ্গে।]

১.৮.৭৬ (দাদা নিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। অতুলদা 'চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনো বনমালী' ব্যাখ্যা করেন দাদার নির্দেশে। তার পরে ডঃ সেনের প্রবেশ।] দাদা ঃ—'নিতাই গোর সীতানাথ' tapeটা শোনা যাক্। (শেষ হলে) দাদা ঃ—এটা ওঁর; এ আগে জানতোও না। জানলে কিছুই হোত না। এটা যে বুঝতে পারবে, তার হয়ে গেল। সাধু-সন্ন্যাসীরাও এটা বুঝবে না। প্রথমে বলি; তারপরে ব্রজ; কৈবল্য ও ভূমা। 'প্রাণারাম' হোল শেষে। .....। ডঃ সেনঃ—মেয়ে সত্যনারায়ণ করতে চায়। দাদা ঃ—পূর্ণিমাতে করতে বলিস্। ঠাকুরের দুই পায়ে তুলসী-চন্দন যেন দেয়। খাবারের ঢাকনা খুলে রাখে যেন; আর বাইরে বসে নাম করতে বলিস্। (কানে-কানে) ৫ জন সাক্ষীই দেওয়া হবে। (দীনেশদা উঠে যাচ্ছেন দেখে) বামনা চুৎমারাণি উঠে যাচ্ছে!.....মহাপ্রভুতো একটা কামিজ আর ধুতি পরে থাকতেন।.....(মিসেস্ সেনকে লক্ষ্য করে) ওর বাড়ীতে লক্ষ্মী আছে। ওর কোনদিন অভাব হবে না।

২.৮.৭৬ (আলিপুর কোর্ট) [ইন্দুভূষণ will genuine বলে প্রমাণ করেন, আর রথীনকে লেখা অনেক চিঠি দাখিল করেন। P.P. ৭ দিন time নেয়।]

১০.৮.৭৬ (দাদা ঃ-নিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ— চক্রবর্ত্তী throretical suspensionয়ে আছে, বললো হরিভাণ। কোন এক থানার O.C.র কাছে শুনেছে। চক্রবর্ত্তী April-য়ে দিল্লীতে arrested হয়; এখন suspension য়ে আছে। কোন কাজ বা সই করার অধিকার নাই। পুলিশে অনেক রদবদল হয়েছে। ইন্দিরা দুটো Organisation কে এক সঙ্গে investigationয়ের order দিয়েছে। C.B.I.য়ের চেয়ে বড়ো Organisation ৩৩০০ লোককে interrogate করে জেনেছে, কোন charge নেই। ওর বিরুদ্ধে case চলছে। এখন ম্যাজিস্ট্রেট টালিবালি করলে চাকরী খতম। .....এ মহাকাল, মহাপ্লাবন।.....সাঁইটা বোকা; উত্তর দিতে পারে নি। তবে খালি গায়ে এসব করার অধিকার কারুর নাই। আলখাল্লা চাপিয়ে নিতে হয়। একে বললে এ বলবে, এসো। কি miracle দেখতে চাও, দেখো।.....(space research প্রসঙ্গে) মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারটাও এই পৃথিবীর।.....মহীরাবণ পাতালের রাজা ছিল। এখন জানা গেল, পাতালটা আমেরিকা। এই রকম আর কি!.....হরিপদকে বলেছি, বান্দ্রায় অভির বাড়ীটা কিনে নিতে। তাহলে সেখানে যেয়ে থাকবো।.....রামকে এ বলেছিল, ঠাকুর। তুমি তো ভগবান্ হয়েই রইলে। চারিদিকে বুজরুকি চলছে। রাম বললেন, তাইতো ২২ বছর পরে নব কলেবর নিয়া আস্‌মু। কবিরাজ মশাই বলেন নি, ২ বছর আগে প্রকাশ হোল?.....আনন্দময়ীর বোম্বে আশ্রম নিয়ে কেস্ চলছে। চলবেইতো; খেতে দিতে পারছে না। মা বলেন ঃ এখন এই দেহটা চলে গেলেই ভালো। বাড়ী দিয়া কি হবে? শালা, তোমরা প্রত্যেকে ৫ জন করে guest রাখতে পারবে না? [পরশু রবিবার দাদা যা বলেন, তা ডঃ সেনকে ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি বলেন। তা নিম্নরূপ ঃ—নিমাই পণ্ডিতকে রূপ-সনাতন হাজতবাস করিয়েছিল। পরে অতিষ্ঠ হয়ে উনি পুরী চলে যান। পরে সেই রূপ-সনাতনই বড়ো ভক্ত, গোস্বামী হয়ে গেল। তাদের বড়ো ভাইয়ের ছেলে শ্রীজীব তাঁকে ফোঁটা, তিলক, গেরুয়া দিয়ে সন্ন্যাসী সাজালো। আরে, তিনি কি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন? স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাঁর চৈতন্য হোল। স্ত্রীটা কে? প্রকৃতি বা মনটা। তিনিই পুরীকে শ্রীক্ষেত্র করেন।.....'হিন্দু' শব্দটা একবার বেদে আছে (?)। হিন্দুধর্ম নয়। 'হিন্দু' কথাটার মানে 'শূন্য'-র মতো ।। ১১।।র সময়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করলেই দাদা আঙ্গুল নেড়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন।]

১৫.৮.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। লোকে লোকারণ্য। ডঃ সেন পেছনে বসলো। দাদা এসে দুই একটা কথা বলে বললেন ঃ) শুয়ার। ওখানে বসেছো কেন? এখানে আসো। (ডঃ সেন সামনে বসলো।) দাদা ঃ—আমিটাতো ভূত, মায়া, মায়ামৃগ। সীতা এই মায়ামৃগের প্রলোভনে পড়ে। তোরা পণ্ডিতেরা তো রামায়ণ কিছুই বুঝিস না।.....। চর্চা করতে করতে হয়ে যায়। গীতার ১ম শ্লোক পড়লেইতো হয়ে যায়। অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত যেতে হয় না, 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য' পর্যন্ত দরকার হয় না। গীতা উপনিষদের cream.....। ব্রাহ্মণইতো বেদ; উপবীতের দরকার হয় না।.....। সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য শাস্ত্র, তাঁর জন্য নয়। এই দেহটা নিয়ে এলাম for him.

২৯.৮.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [২১শে নিখিল দত্ত রায়কে জেরা করা হয়। ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা বলে। ২৪শে মানা অপূর্ব নির্ভীক সাক্ষ্য দেয়। P.P. নাকি বলে, বয়সে অল্প হলে কি হবে, বুদ্ধি খুব পাকা।] দাদা ঃ—কোন্ কৃষ্ণ? ব্রজের? সে তো সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য।.....মনটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কিন্তু থাকে। 'গোপীজনবল্লভ'—জগৎটাইতো গোপী; সেই গোপীর যিনি প্রেমিক। .....। দেহটা থাকতে 'আমি'

বলতে পারে না; তার পরে পারে। 'আমি' বলবে কেমন করে? আমিটাইতো প্রকৃতি।

৫.৯.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—Harvey Freeman য়ের চিঠি এসেছে; তারা সবাই উৎসবে আসছে। Canadaর David জানিয়েছে, দাদা সেখানে গিয়ে ওর চোখের জন্য চরণজল দিয়ে এসেছেন। Australia থেকে Bruce kell চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, Brianয়ের কাছ থেকে যে 'Truth within'য়ের medallion পেয়েছে, তা silver থেকে goldয়ে পাল্টে যাচ্ছে।.....কর্মে নিমজ্জিত হয়ে থাকাই সিদ্ধযোগ। .....এই গীতা। Freemanয়ের Truth is within বইটার ৫ কপি করে ননীদের দে বিক্রীর জন্য।.....(মিসেস্ সেন দাদার একটা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি চাইলো।) দাদা ঃ—ছেলের বৌ। তোকে সব দিতে পারি।

১০.৯.৭৬ (তদেব) [শ্রীশৈলেন চৌধুরীর বড়ো ছেলে এসে জানিয়ে গেল, দাদা ডঃ সেনকে যেতে বলেছেন ৯.৩০টার মধ্যে। ডঃ সেন গেল। বৌদি বললেনঃ যান্; খুব বকবেন এখন। বলেছেন : ননী কি আমাকে ছেড়ে দিল নাকি? ঠিক আছে; আমিও কারুর সঙ্গে দেখা করবো না। ওর এমন কি কাজ ছিল? আধঘণ্টা দেরী করলে কি হোত? উপরে গিয়ে দাদা-সাক্ষাৎ।) দাদা ঃ—Income Tax, corporation Tax, Sale Tax নিয়ে ঝামেলা করেছে শচীন। এইজন্যই ও 1972য়ের নভেম্বরে আবার এসে এইগুলোর দায়িত্ব নেয়। Pakisthan Govt. ও certificate দেয়। এদের family বিরাট্ বড়লোক ছিল। জমি ২০০ ভাগ করেও, নাতিপুতির ভিতরে, এর ভাগে ৪০০ বিঘা পড়তো, যার দাম তখন ৪ লাখ টাকা। এ শালগ্রাম শিলার সিংহাসন, মুকুট প্রভৃতিও নিয়ে আসে এবং ভেঙ্গে Wallace Co.কে বিক্রী করে। 1954য়ে এই বাড়ী করে। 1958য়ে গোপীনাথ কবিরাজ, সীতারামদাস, গোবিন্দগোপাল প্রভৃতি দাদার বাড়ীতে আসেন।.....কামদার ফোন করে বলেন ঃ ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। এ বলে ঃ তোমাকে টাকা দিতে হবে না। শুধু অমৃতি নিয়ে এসো। ওদের তো দেড়কোটি টাকা loss হয়েছে। তবে সোমনাথ হলের ব্যবস্থা করে রেখেছি ২৪০০ টাকা দিয়ে। দয়ালালকে আরেকজনের সঙ্গে যেতে বলি এই জন্য। সে টাকার কথা তুললো। বললাম, তোমাকে টাকা দিতে হবে না। ওদের তো কেউ চেনে না; তাই তোমাকে সঙ্গে যেতে বলছি। হরিপদ ফোন করে বলেছে, সে আসছে। প্রকাশও আসছে। বাঙালীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে ভড়দা। (ভড়দা দাদার পা টিপছিলেন।) ভড়দা ঃ—আরো দেবো? দাদা ঃ—টাকাটা কি তোর ? ভড়দা ঃ—দাদা! অন্যায় হয়ে গেছে। দাদা ঃ—অন্ততঃপক্ষে ১৪০০০ টাকা লাগবে; একটা বিয়ের ব্যাপার! বাঙালীরাতো ১০০/১৫০/২০০ টাকা দেবে। পরিমল সব টাকা দিতে চেয়েছিল।.....। এক কালে রাম রাজা ছিল। এখন তাঁর বংশের লোক ভিক্ষা করে খায়। এ ওসব কথা কোন দিন ভাবে নি।...(ডঃ সেনকে) তুই মঙ্গলবার কি করিস্? বাড়ীতে থাকিস্? [সন্ধ্যায় রমা দাদার একটা ফটো দেখায়, বোম্বেতে মিঃ মার্চেন্টের বাড়ী তোলা। মার্চেণ্টের বাড়িতে করিডোর দিয়ে দাদা পূজার ঘরে যাচ্ছেন পূজা করতে, এমন সময়ে কে ক্লিক্ করে ফটো তুললো, দাদার নিষেধ সত্ত্বেও। দাদা বললেন, যা, পূজা আর হবে না। সত্যিই তাই হোল। মিনিট ১৫/২০ পরে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে সেখানে পূজার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ফটোটা কি রকম? সামনে দাদার bust; হাত নেই বলা চলে; বাঁ হাত একটু আছে। পেছনে সত্যনারায়ণ। অর্থাৎ দাদা সত্যনারায়ণ হয়ে সত্যনারায়ণের পূজা করেন। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'। কে কার পূজা করে? নিজেই নিজের। আর দ্বিতীয় কোথায়? এই ফটো দাদা নিষেধ করেছিলেন কাউকে দেখাতে।]

১২.৯.৭৬ (তদেব) [শ্রীহেরম্বদাস মহাপাত্র সজামাতা উপস্থিত।] দাদা ঃ—'আমি' কথাটা বললেইতো প্রকৃতি এসে গেল। আমি তো একটা ব্যক্তি সত্তা। কেউ কি আমি বলতে পেরেছে? কৈবল্যের উপরে যে ভূমা, সেখান থেকে এসেও কি বলতে পারছে? ব্রজ, কৈবল্য, ভূমা,—সব এই কলিযুগে এসেছে। এখনতো নামৈব কেবলম্। 'গুরু কৃষ্ণ মাধব'—রতিরূপ।.....1922 তে গোপীনাথ কবিরাজের কাছে যান; তখন এর বয়স ১৪ বছর। ১৪।১৫ বছর। কবিরাজ মশাই বললেন, ৬২ বছর, মহাযোগী। বিশুদ্ধানন্দের সমর্থন। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসা নিয়ে কথা। অমাবস্যার রাত্রে ১২টার পরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে এ বসলো। পরে বললো, দেখলাম কত গুলি ভূত-প্রেত মারতে আসছে। উনি রক্ষা করলেন। এখন যদি গুরুজী ঐ আসনে বসতে পারে,তাহলে বুঝবো। Blitzয়ে কি বেরিয়েছে, দেখেছিস্? একদিকে ম্যাজিসিয়ান্ ম্যাজিক্ দেখাচ্ছে, আর এক দিকে—ছাই দিচ্ছে, দুটোই ম্যাজিক; কোনটাই বিভূতিযোগও নয়। বলেছি, পারোতো, সবাইকে একত্র করো। এ খালি গায়ে থাকবে; ওসবের উপরে আমিই করতে পারবো; ওঁনার দরকার হবে না।.....। জগন্নাথের বাবার নামি কি? ডঃ সেনঃ—উপেন্দ্র মিশ্র। দাদা ঃ—তাঁর বাবা শরৎ মিশ্র। তাঁর বাবা উড়িয়া ছিলেন। ফরিদপুরে বিয়ে করে চাহা দক্ষিণে জায়গীর

পান। তখন থেকে ওখানে। অতুলদা ঃ—আপনার নাম জপ করলে কতখানি অধঃপাতে যাবো? দাদা ঃ—হ্যাঁ, ঐ নাম করলেই ভবনদী পার হবে; এটার নয়। .....। 'রূপং দেহি জয়ং দেহি',—ওসব তো প্রকৃতির কাছে চাইবে। প্রকৃতির জন্য জপ-তপস্যা করতে হবে; না হলে প্রকৃতি ছাড়বে কেন? তাঁর জন্য নয়।.....(ডঃ সেনকে) তুই মঙ্গলবার যাবি তো? কাল থেকে তো আবার আরম্ভ হবে।

১৪.৯.৭৬ [গতকাল শৈলেন সেন দাদাকে বলেন ঃ উৎসব তো এসে গেছে। এবারে চাঁদা collect করবো? শুনেই দাদা ক্ষিপ্ত হয়ে 'get out, get out' বলে ছুটে আসেন। সেন চলে যান। এটা মানা বৌদিকে বলে, বৌদি মিসেস্ সেনকে। শুনেই ডঃ সেনের মনে পড়ে যায়, ১৯৭১য়ে উৎসবের আগে গীতাদি বলেন, কেউ উৎসবের জন্য টাকা চাইলে দিবেন না। দরকার হলে আমি বলবো।]

[ডঃ সেন ১১.৩০ টায় আলিপুর কোর্টে। দাদা কিছু পরে আসেন গোরাও সঞ্জিতের সঙ্গে। প্রথমে Suv-registrar's Officeয়ের clerk সাক্ষ্য দেয়। তারপরে দাদার বাড়ীর কাছের দরজি যে দাদার বাড়ী police search য়ের witness ছিল। তারপরে গুণদা মজুমদার সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন ঃ শচীনের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। বেদবাণী থেকে এবং তার ইংরেজী অনুবাদ থেকে message দেওয়া হয় দেখে আমার সন্দেহ হয়ে। ওকে কালও জেরা করা হবে। সরকার পক্ষের উকিল শ্রীসোমরাজ বাইরে এসে পি.কে. রায়কে বলেন ঃ গাধাটাকে এতো বলে কয়ে আনলাম; সব গোলমাল করে দিল।]

১৯.৯.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। ডঃ সেন বেশ পরে আসে।] দাদা ঃ— বুঝবার চেষ্টা করা আর জপ করা, একই কথা। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করলেই নাম হয়ে গেল। যে বুঝে,—প্রারব্ধ, প্রাক্তন, ভাগ্য সবই তুমি, তার চেষ্টার ও দরকার নাই। কেউ প্রাক্তন খণ্ডাতে পারে না। সত্যনারায়ণের মুখে শুনেছি, একমাত্র নাম পারে। XXXX সুরথ রায় কাশীতে অষ্টভুজা দেখে স্বপ্নে দশভুজা দেখেন। চণ্ডী অবশ্য দেড় হাজার দু হাজার বছর আগের। চণ্ডী ব্রহ্মেরই একটা স্ফুরণ। XXXX এবার সাহেবদের দিয়া পূজা করাবো। আচ্ছা, এরকম হতে পারে না, এখানে সবাই রইলো, আমেরিকায় পূজা হোল? এটা কি miracle? XXX প্রায় ৬০ বছর আগে ওর (সুনীলদার) বাবার সঙ্গে হিমালয়ে। XXX মঙ্গলবার আসিস্।। বৌদি মিসেস্ সেনকে বললেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন বাবা বলতেন, তুমি জগন্মাতা হবে।]

২১.৯.৭৬ [দাদার সঙ্গে কোর্টে। দাদার সঙ্গেই দাদার বাসায় ফেরা। বৌদিকে কেসের বিবরণ দিতে হয়। পরে পরিমলদার সঙ্গে সেলিমপুর পর্যন্ত এসে ডঃ সেন বাসায়। সন্ধ্যায় আবার দাদানিলয়ে। বৌদি বললেন ঃ কামদার সব চেয়ে বড়ো। তবে অভি ওর চেয়ে ও বড়ো, দাদা বলেন। রাত ৯টায় দাদা এলেন। কেস্-প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ—আমার বিরুদ্ধে কেস্ কেন? মিটে গেলে ইন্দিরাকে বলবোঃ তোমার দেশে আর থাকেবা না; আমেরিকা চলে যাবো। চল্, সেখানেই যাই; তোর জামাইর বাড়ীতে না। XXXX ডঃ সেন ঃ—সিদ্ধিমার জীবনী পড়লাম; ব্যাপারটা কি? দাদা ঃ— বই তো আমি ছাপিয়েছি। তোকে অনিল বই দিয়েছে? ও পেলো কোথায়? ও কি বলে? ডঃ সেন ঃ—কায়াভেদী বাণীটা কি? দাদা ঃ—ওসব তো সমু লিখেছে। তাহলে রাজবালা দেবী একে রান্না করে খাওয়াতো কেন? (একটু রুষ্ট হয়ে) নারায়ণের অংশতো তোরাও। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ; কারণ, পূর্ণ দেখতেন। XXXX Freemanয়ের নামে ১০০ পাতার একটা বই লেখ্ ৭মীর ভিতরে। না, না; ওর স্ত্রীর নামে।

(লতা মঙ্গেশকরের 'রামৈব শরণম্' গান শুনালেন। ১০.১৫টায় উঠেই বাস পাওয়া গেল।)

[একদিন সকালে দাদার বাড়ীতে গৌরীদির সামনেই সমীরণদার Cerebral attackয়ের মতো হয়। দাদা রিকসা করে বাড়ী পাঠান। উনি কিন্তু চেম্বারে চলে যান। সেখানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধরাধরি করে বাড়ী আনা হয়। দাদা তখনি বলেনে, রাত্রে খুব বাড়াবাড়ি হবে; কিন্তু, ভয় নেই। রাত্রে অবস্থা খুবই খারাপ হয়; কিন্তু, বিপদ্ কেটে যায়। ৩ দিন পরেই দাদা সমীরণদাকে callয়ে যেতে বলেন এবং গৌরীদিকে নিয়ম মতো রোজ দুবেলা তাঁর বাড়ীতে আসতে বলেন।। গৌতমের accountancy পরীক্ষা। হলে ঢুকবার আগে বই-পত্র নাড়ছে। একটি ৯ বচরের ছেলে এসে বললো, দাদা। এই তিনটি অংক আসবে; ভালো করে দেখে নিন্। তুমি জানলে কেমন করে, এই বলে গৌতম ছেলেটির আঙ্গুল মুচড়ে দিল। পরীক্ষায় সব অংক right করে গৌতম সানন্দে দাদার বাড়ী গেল। দাদার ছানা নিয়ে। দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, অত জোরে মুচরাতে হয়। দেখতো, আঙ্গুলগুলো কি রকম ফুলে উঠেছে।]

২৪.৯.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [গতকাল ছিল মহালয়া। দাদা কয়েকজন নিয়ে শ্রীঅনিমেষালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। প্রতি বছরই এই রীতি। দাদা ঃ—জয়নাল ভুঞা কাল রাত্রে আসে। সকালে ওকে বলি, এবারে তোর পূজা এখানে (সোমনাথ হলে) হবে। রাত্রে এসে বলে, ব্রাহ্মণী এই বলেছে, মা এই বলেছে, ছেলেরা এই বলেছে। এ বলে, এর সঙ্গে argue করলে চলে যেতে হবে। পুরুত ডেকে কালীপূজা কর্; তোর খুসীমতো গুরুভাইদের বলতে পারিস্।.....কালীর মূর্ত্তির কথা তন্ত্রে আছে নাকি? কালী তো শূন্য।.....শচীনকে ও হয়তো Freeman য়ের বই দিয়েছে। সেন ঃ—যতীনদা বলেন, আপনি শচীনকে 'শিব-শক্তি' বলেছেন। দাদা ঃ—কখন বলেছি? তোকে দেখিয়ে যদি একটা কথা বলি, তাহলে তুই তাই হয়ে যাবি? শিব-শক্তি নয়; শিব শক্তি যোগ, —ভাবাতীতের ওপরে। সে কি কোন ব্যক্তির হতে পারে? (দাদা বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন।).....মহাপ্রভু হরিদাসকে বলতেন, হরিদাস বাবা। বললেন, রঘুনাথের তো অনেক হোল (মহাপ্রভুর ছবি-আঁকার জন্য শাস্তি); এবার নিয়ে আসুন। XXXXX যতীনকে কৈবল্যনাথ ও মৃতের কাহিনী বলি,—দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। তোকে (সেন) আগে বলেছি (খুব অর্থপূর্ণ এই উক্তি।) XXXX মহাপ্রভু ভয়ংকর eccentric ছিলেন, যখন normal থাকতেন। শেষের দিকে তো abnormalই ছিলেন। এ ভাবে, উনি কেন একরম করতেন? XXXX (এবারকার মহালয়ার আকাশবাণীর নতুন প্রোগ্রাম-প্রসঙ্গ।) দাদা ঃ—'দুর্গতি-হারিণীর কী দুর্দশা হোল। রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছি। বীরেন ভদ্র, বাণীকুমারের তবু নিষ্ঠা ছিল। রাত ৩টায় গঙ্গাস্নান করে রেড়িয়ো ষ্টেশনে যেতো। এ একেবারে যাচ্ছে তাই হয়েছে। পূজার আরম্ভটাই বাজে হয়ে গেল।—গোপাল না জানে সংস্কৃত, না জানে গান; গলায় সুর নেই। ওকে কেন নাবালো? সেই ১৯৩০ থেকে মহালয়ার ব্যাপার জানি। বৌদিকে দিয়েও তো গান করিয়েছি। বীরেন ভদ্র, বাণী কুমার, পংকজ মল্লিক,—এঁদের নিষ্ঠা ছিল। XXXX আমি সাবিত্রীর সঙ্গে আজীবন প্রেম করবো। সাবিত্রী, সত্যবান্ কি দুটো?.....আমেরিকায় যাবার দরকার কি? একসঙ্গে আমেরিকায় ৫/৭ জায়গায়, কানাডায় ৩ জায়গায়, য়ুরোপে ৪/৫ জায়গায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ২/৩ জায়গায়, ইণ্ডিয়ায় ১০/১১ জায়গায় একসঙ্গে যদি পূজা হয়। সব শেষে দিল্লীতে অন্তিম-যাত্রার আগে; তখনকার prime Ministerকে দিয়ে পূজা করাতে পারে, প্রোগ্রাম যদি পাল্টে না যায়।

২৬.৯.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—তার তপস্যা কর্। সেই তপস্যায় যদি কোন খুঁত না থাকে, তবে এটাই আমার তপস্যা। এরকম কথা কোন জীব বলতে পারে? (ডায়েরীতে এই রকমই লেখা আছে। প্রসঙ্গ লেখা না থাকায় অর্থ পরিষ্কার নয়। হতে পারে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'-র এক রকম ব্যাখ্যা।) XXXX রামমোহন কবে জন্মেছে, কেউ জানে না। (ভগবান্-সাধুদের প্রসঙ্গ এবং তাঁদের একের অন্যের প্রতি চাপান-উতরোন।) মন্ত্র দে; কিন্তু সেই মন্ত্রটাকেই গুরু বল্। XXXX যতীন তার বাড়ীতে পুজো না হওয়াটা adjust করে নিয়েছে। বুধবার সকালে বস্‌বো; তোরা আসিস্।

১.১০.৭৬ (সোমনাথ হল; পূর্বাহ্ন ও রাত্রি) [আজ মহাষ্টমী; দাদাজী ভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক মহোৎসব। লোকে লোকারণ্য। বিরাট্ হলে, বাইরের বারান্দায়, ভিতরের লবীতে, দুপাশের করিডোরে লোক উপছে পড়ছে। ননী সেন ভিতরে ঢুকতেই পারলো না দেরী করে যাবার ফলে। দাদা ঠিক বারোটায় হার্ভে ফ্রিম্যান্‌কে পূজায় বসিয়ে দিয়ে ১২.১০য়ে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে থেকে ঐ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে ফ্রম্যান্ ও ঠাকুর মুখোমুখি। পরে ১২.৩৫য়ে দাদা পূজার মরে গিয়ে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলেনে। দেখা গেল, ফ্রিম্যানের কাঁধেও জামায় মধু-র দাগ। দাদা ওঁকে ওঁর অভিজ্ঞতা বলতে বললেন। বললেন, দেখি, দাদা খুব উঁচু সিংহাসনে বসে; পাশে আমি বসে। সামনে অজস্র লোক। একটা হাতী এসে জল ছিটালো; তারপরে আরো কয়েকটা এসে জল ছিটালো। শেষে এলো chief of elephants,—গণেশ। সে বললো ঃ I am not God, but manifestation of God. তারপরে এলো অনেক দেবতা seeds নিয়ে,—রাম, হনুমান্, শিব। শিব আমার উপরে seeds ছড়িয়ে দিল। একটা seed flower হয়ে চারিদিক্ থেকে আমাকে আবৃত করলো। তারপরে এলো কৃষ্ণ। Riot of fragrance, sound, colours. কৃষ্ণের পেছনে অপূর্ব সুন্দরী এক golden girl (তুলনীয় ঃ—'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' ভাগবত)। বললাম, I want you, I must have you. মেয়েটি দূরে সরে যাচ্ছে। বললাম, who are you? I must have you. সে বললো, Touch your heart. I am your soul. দাদা ওকে আগেই বলেছিলেন, বইতে যা লিখতে হবে, তাই দেখতে পাবে। দাদা ওঁকে খাটের উপরে বসে বলতে

বলেছিলেন। কাজেই ওঁর visionটাও সফল হোল। ওঁর সম্বন্ধে দাদা বললেন ঃ He is not an American. He has come out of my heart. ওঁর ছেলে বলে, I want Dadaji shirt. দাদা ফ্রিম্যান্‌কে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী দেন; সেটা বিকালে উনি পরে আসেন। দাদা দেখে বলেন, beautiful, সন্ধ্যায় ফ্রিম্যান্, ননী সেন, জ্ঞান আলুয়ালিয়া, বারীণ ঘোষ এবং আরো দুজন বক্তৃতা করেন। ৯টা নাগাদ সভাভঙ্গ।]

২.১০.৭৬ (তদেব) [আজ মহানবমী। বার্ষিক শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা সন্ধ্যায়। সকালেও দাদা হলে এসে বসেন এবং দুপুর পর্যন্ত থাকেন। নানা আলোচনা হয়। শ্রী প্রকাশ পুরকায়স্থ প্রশ্ন করেন, Sex act দিয়ে zero degreeতে reach করা যাবে না কেন? দাদা শুনে খুব রেগে যান এবং কথাটা একেবারে নস্যাৎ করে দেন। তখন ননী সেন বলে, attachmentটা আমার হলেও তোমার, enjoymentটাও তোমার, এইভাবে ধরলে কেমন হয়? দাদা ভীষণ রেগে যেয়ে বলেন ঃ যা, যা; বিট্‌লেমি করিস্ না। তাঁকে পাবার জন্য ঐ পথ বেছে নেওয়া সাংঘাতিক। দাদার বক্তব্যের তাৎপর্য হোল, সামগ্রিক জীবনের সমস্ত ক্রিয়াই তাঁর পূজা; একটা বিশেষ ক্রিয়াকে বেছে নিলে দুরভিসন্ধিই প্রকাশ পায়; action-reactionয়ের পাল্লায় পড়ে যায়।

সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পূজায় পূজার ঘরে বসানো হয় শ্রীকামদারকে। তাঁর মাথায় সুগন্ধি জল পড়ে; মাথার উপরে তিনবার হাত ঘুরিয়ে কে আশীর্বাদ করেন; বুকে heaviness feel করেন। সত্যনারায়ণের কপালের মাঝখানে উজ্জ্বল diamond থেকে flood of light চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; নীল লাল সাদা আলোর ঝলক; গন্ধের প্লাবন; মেঝে জলসিক্ত; ঠাকুর সব ভোগ কিছু কিছু গ্রহণ করেন।]

৫.১০.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—আমাকেও চলে যেতে হবে, আমার যাবার একটা জায়গা আছে, এই ভাবটাই ব্রজ। (মহানামের) ঐ শব্দটাই শব্দব্রহ্ম। [ননীসেনকে জগদ্বন্ধু শতবার্ষিকীর কথা বলতে হয়। মহাজাতিসদনের অতিবৃহৎ ডায়াসে সব নামকরা সাধু-সন্ন্যাসীরা চেয়ারে উপবিষ্ট প্রাতিস্বিক একক মহিমায়। দাদজী কিন্তু নারীপরিবৃত হয়ে ডায়াসের উত্তর পাশে বসে অনেক জায়গা নিয়ে। 'রামৈব শরণম্' গান হচ্ছে। সাধুদের নেতৃতুল্য প্রলম্বজটাধারী একজন আপত্তি করে বললেন, মেয়েদের ডায়াসে স্থান নেই। এখানে মেয়েরা থাকলে আমরা চলে যাবো। দাদা বলে উঠলেন, মেয়ে তো এখানে সবাই; যে বলছে সেও একমাত্র উনি ছাড়া। এরকম প্রত্যুক্তি প্রত্যাশিত ছিল না। উত্তাপের সঞ্চার হোল। প্রচণ্ড থমথমে ভাব। জটাধারী এবারে অব্যর্থকল্প বাণ ছুঁড়লেন। বললেন, এখানে শুধু ব্রাহ্মণেরা থাকবে; শূদ্রের থাকার অধিকার নাই। শূদ্র দাদাজী বললেন, ব্রাহ্মণতো একমাত্র উনি, আর সব চণ্ডাল। ডঃ মহানামব্রত ও ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ছুটে এসে দাদাজীকে শান্ত হতে প্রার্থনা করলেন। তখন দাদা বললেন, দেখ্, দেখ্! ওর জটা দিয়ে বিষ্ঠার গন্ধ বেরুচ্ছে। সারা ডায়াস বিষ্ঠার গন্ধে ক্লিন্ন হয়ে গেল। পর্যুদস্ত জটাধারীর শিষ্যেরা বাইরে থেকে চীৎকার করে বলছে, বাবাকে বাইরে নিয়ে আসা হোক্। দাদা বললেন, ১০০ লোকও যদি ওকে তুলে ধরে, তবুও পড়ে যাবে। ৫।৭ জন লোক ওঁকে তুলে বাইরে নেবার চেষ্টা করলো; উনি হাত গলিয়ে পড়ে গেলেন। পরে অবশ্য ওঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোল। তারপরে ঘটলো আরেক আশ্চর্যতর ঘটনা। মহাদাম্ভিক, যিনি কারুর কাছ মাথা নত করেন না, এমনকি শৃঙ্গেরীর শংকরাচার্যের কাছেও, সেই সর্বমুর্ধন্যম্মন্য ডঃ শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী দাদার নির্দেশে দাদার ভাষণ পাঠ করলেন। তারপরে নিজের ভাষণে বললেন, অন্যদের বাণী আপেক্ষিক সত্য হতে পারে। কিন্তু দাদাজীর বাণী চিরন্তন, সনাতন ধর্মের বাণী,—পরম সত্য। এইখানেই দাদার বিরুদ্ধে কেসের সূত্রপাত। তাতে লোভের আহুতি দিল শচীন রায়চৌধুরী। দাবানল জ্বলে উঠলো।] (এর পরে Freeman বললেন,) একেকটা যুগে God একজনকেই power দেন, অন্য কাউকে নয়। (ডঃ মহেন্দ্র নারায়ণ শুক্ল দুপুর রাতে দাদার কাছ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপরত দাদার কাহিনী ও দাদার খুশীমতো ট্রেন বন্ধ করা দুর্ঘটনা এড়াতে বা নিজসঙ্গীকে গাড়ীতে তুলতে এবং আবার বহুক্ষণ অবরুদ্ধ ট্রেন চলতে দেবার কাহিনী বলেন। শ্রীবারীণ ঘোষ বলেন জাষ্টিস্ জে. পি. মিত্র ও দাদাজী প্রসঙ্গ।) ডঃ শুক্ল ঃ—প্রেমটাই কি supreme? দাদা ঃ—হ্যাঁ, প্রেমটাই supreme. [Freemanয়ের কপালে দাদাজী হাত বুলাতে সেখান সত্যনারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ পেলো। শ্রীযুক্তা লীনা মিত্র মহানাম পাবার পরে তাঁর কপালেও সত্যনারায়ণ প্রকাশ পান। আজ হাওয়াইয়ান্ কাপ্তামা আসেন।] দাদা ঃ—কুণ্ডলিনীটা সাপইতো। কেউ কিছু জানে না; লেজটা মূলাধারে, ফণাটা সহস্রারে। [Ego নিয়ে আলোচনা। ননী সেন Egoর Home deptt. 3 Foreign deptt.য়ের কথা বললো। Homeয়ে ও আবার parlour এবং seraglio deptt. আছে, বললো। মানা

শুনে বললো ঃ intellectualism.] দাদা ঃ—ননী সেন কি ব্রহ্মচারী হয়ে গেলি নাকি? হার্ভের জন্য লেখা হয়ে গেছে? ননী সেনঃ— যে লেখাটা সেদিন সোমনাথ হলে ওকে দিয়েছি, ওটা ফেরৎ দেবার কথা ছিল। ওটা দেখে লিখবো, ভাবছি। দাদা ঃ—ওটা হার্ভে নিয়ে গেছে। বলেছি, ওটা truth; ওটা বাদ দেবে না।

৮.১০.৭৬ (তদেব) [Civil Aviationয়ের Deputy Director শ্রীঅনিল সরকার স্ত্রী লীণাসহ উপস্থিত। দাদা দয়ালালকে নিয়ে উপরে ছিলেন। দয়ালাল চলে গেলে উপরে ডাক পড়লো। মিঃ সরকারের angina hectories আছে। দাদা বুকে, পিঠে, ঘাড়ে massage করে দিলেন। বিরাট্ শিশিতে চরণজল দিয়ে রোজ ওটা ব্যবহার করতে বললেন। একটা সত্যনারায়ণের লকেটও দিলেন। সেন উপরে যাবার আগে নীচে যখন বসে, তখন শ্রীশিবরাম রায়ের স্ত্রীর কথা বৌদি বলছিলেন, দাদা বলেছিল, এই ভবিতব্য, দাদার কথা মিথ্যা। কিন্তু, ভবিতব্য হবেই। বৌদি ব্যথিত স্বরে বললেন, কত ভবিতব্য কাটিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা হোল, দাদা শুধু ভবিষ্যদ্‌বাণীই করেন না, ভবিষ্যতের কথাই বলেন না; ভবিষ্যৎ সৃষ্টিও করেন ভবিতব্য কাটিয়ে। কিন্তু, তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, নির্ভর করতে হবে। না হলে কুণ্ঠিত বিরুদ্ধ শক্তি সক্রিয় হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে। অর্থাৎ তিনি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য যে কোন মুহূর্তে করতে পারেন। সেনের ছেলের দু-দুটি ঘটনা এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে; অর্থাৎ যাকে বলে বাড়া ভাত বিড়ালে খেয়ে গেছে। লোকে না বুঝে বলে, দাদার কথা মিথ্যা হোল। দাদা নিজেও বলেন, এর কথা না হয়ে পারে না। তবে ২/১টা হয় না; তখন ব্যাখ্যা করতে হয়। আরো বলেন, এ কিন্তু ভয়ংকর revengeful, সত্য কিন্তু ভয়ংকর jealous.] দাদা ঃ—দ্বারকার কৃষ্ণও গৌরবর্ণ ছিলেন। ১৩২ বছরে তাঁকে stab করে বা মারা যান। তিনি কর্মযোগ শিখান। ব্রজের কৃষ্ণ গৌরবর্ণ; মহাভাবে নীলাভ হতেন। উনিই মহাপ্রভু। দ্বারকার কৃষ্ণ ও পূর্ণ।.....বলরাম থাকলেই গীতা থাকবে। বুঝলি না? বলরাম থাকলেই কুন্তী, অর্জুন প্রভৃতি এসে যাবে। ননী সেনঃ—বলরামেরও তো রাসের কথা আছে। দাদা ঃ—কী যা-তা বলিস্। তোমরাই বলো, সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ঢুকতে পারে না। সেখানে বলরাম লাঙ্গল নিয়া কী করবে? সেখানে অর্জুন কী করবে?.....'গোপীজনবল্লভ গুরু কৃষ্ণ মাধব। গোপাল গোবিন্দ হরি সত্যনারায়ণ।।' বুঝলি তো? (মিসেস্ সেন উপোস করছে শুনে) মানুষের কী সংস্কার! (মানাকে ঠাট্টা। মিঃ সরকারদের কাল আসতে বলেন।) ফ্রিম্যান্ যা পূজায় দেখলো, তা বুঝেছিস্ কি? গণেশ এবং দেবতারা এসে ওর দেহটাকে পূজা করলো। তারপরে এলেন কৃষ্ণ। তার থেকে বেরুলো অপূর্ব নারী। সে তো সুন্দর হবেই। আমরা সবাই দুজন করে।.....(মিসেস্ সেনকে) তুমি উপোস করে ভোগ রান্না করো! উনি তো উপোসী থাকেন! এ কে, তা জানো তো? তোমার যদি ভোগ রান্না করে দিতে হয়, তাহলে সকালে দেবে। এটা তোমার জন্যই বললাম। পাগল-ছাগলে (ননী সেন?) কি বলে, তা শুনতে হবে না।

১০.১০.৭৬ (তদেব) [সন্ধ্যায় সস্ত্রীক ননী সেন দাদালয়ে। দাদা এলেন পৌনে ৯য়ে। যতীনদা ছিলেন।] দাদা ঃ—১৯৪৬য়ে সেপ্টেম্বরে বৌদিকে নিয়ে দার্জিলিং যাই। তখনি ৫০০্ টাকার গরম জামা-কাপড় কিনতে হয়। ১৯৩৩, ৩৪, ৩৫য়ে এ দার্জিলিং যায়। কে বললো,—মঠে যাবেন না? গেল;—আনন্দের সঙ্গে পরলোক নিয়ে আলাচনা। পরে দুটো মড়ার মাথায় ধেনো মদ ঢেলে মাংসসহ খেলো—আনন্দ, আর শিষ্যদের প্রসাদ দিল। 'মা, মা' করতে লাগলো।.....। —রামদাস লুকিয়ে একটা বাড়ীতে। এ যতীনকে ফোন করতে বললো। জবাব, উনি নেই, যতীন এর নির্দেশমতো বললো, উনি তিনতলার একটা ঘরে বসে আছেন। বলুন, কাশীর পাগলা বাবা ডাকছেন। তখন—রামদাস ছুটে এসে ফোনে ক্ষমা চাইলো; সেই লোকটিও —মহারাজের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল এক মঙ্গলবার। দেখা করলো না। তারপরে বহুবার দেখা করতে চাইলো। এ প্রত্যেকবারই বললো, ভবিতব্য।.....(জনৈক আলোড়নকারী ধর্মনেতা সম্বন্ধে) ননী সেন ঃ তাঁর prediction য়ের ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্য ছিল তো! Encyclopaedia মুখস্থ হয়ে যেত! চরিত্রের ছিল অটুট দৃঢ়তা। দাদা ঃ—তোরা কী সব যা তা বলিস্। ওসব সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। —মঠ থেকে তাঁকে বের করে দিয়েছিল কেন? তাঁকে কি ওখানে থাকার ঘর দিয়েছিল? সে দীক্ষা নিয়েছিল বলা যায় তৈলঙ্গস্বামীর কাছে।—কে মানতো? কেশব সেনের নাম পরে জুড়ে দিল। শিশির ঘোষ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ কেউ মেনেছে? এ কিন্তু সে সময়েও ছিল। ননী সেনঃ—তিনি দেশটাকে তো জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। দাদা ঃ ওটা time-factor. বংকিম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের contribution কি কম?

সে ছিল তেজস্বী। ..... মহাপ্রভু মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতেন না? তিনি বিয়ে করেন নি? ১টা ২টা ৩টা? স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান নি? সে প্রেম করতো না? এর চেয়েও বেশি করতো। ও বস্তুটা কি ছিল? শেষজীবনে তো একেবারে বিগ্রহ হয়ে গিয়েছিল। সে কিন্তু মেয়ে ছিল! রূপ-সনাতন তাঁর ভক্ত হলে তাঁকে নির্বাচিত করলো কেমন করে? সেই রূপ-সনাতন গোঁসাই হয়ে গেল। শ্রীজীব কাকাদের বড়ো করে। তাঁর লেখাও চাপা পড়ে গেছে।.....তিনি কি ফোঁটা-তিলক কাটতেন? ঘন ঘন মূর্ছা যেতেন, আর প্রতাপরুদ্রের স্পর্শ পেলে চমকে উঠতেন? তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, চণ্ডাল সব সমান ছিল। দ্বারকার কৃষ্ণ নয়, তিনি এটা (ব্রজের গোবিন্দ) ছিলেন। আর 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' করতেন? তিনি কি সূর্যকে নমস্কার করতেন? ননী সেন ঃ- সূর্যকে তো আপনিও নমস্কার করতেন! দাদা ঃ- তখন তো আসন করতাম। একসঙ্গে অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে হাত-পা অবশ হয়ে যেতো। তাই সূর্যের থেকে energy নিতাম। যতীনদা ঃ- আমরাওতো দেখেছি, ঐ বারান্দায় যেয়ে দুই হাত বাটির মতো করে অমৃত পান করছেন। .... জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন। ... ঠিকভাবে মন্ত্র দিতে হলে ২/১ জনের বেশিকে দেওয়া যায় না। তখন টালিবালি করতে হয়; হাতে লিখে দিতে হয়। দেখেছিস্ তো। উনি বলেন, ওটা ঠিকই আছে। ওটার প্রয়োজন আছে। (মহানাম যা সাদা কাগজের টুকরোয় লাল কালিতে প্রকাশ পায়, তা কয়েক সেকেণ্ড পরে একেবারে মিলিয়ে যায়; কখনো হয়তো কালির ২/১ বিন্দুবৎ আঁশ থাকে; কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রকাশ হয় না, সেক্ষেত্রে দাদা কাগজের টুকরোটি বাঁহাতে ধরে ডান হাতের তর্জনী কাগজ স্পর্শ না করিয়ে বাঁ থেকে ডাইনে চালনা করেন; ফলে মহানাম লেখা হয়ে যায়। এই লেখা কিন্তু স্থায়ী । সম্ভবতঃ, eraser দিয়েও ও তোলা যায় না। দাদা বলেন, এটাই কি প্রমাণ করে না যে এমন্ত্র দেয় না? যার ভাগ্যে ছিল, পেলো।] নিজেকে অঞ্জলি দিতে পারলাম না।

১১.১০.৭৬ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ- জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন! কী সব কথা! আবার মেয়ে আধজন! কী যেন মেয়েটার নাম? মাধবী না কি! ননী সেন ঃ- মাধবী দাসী। দাদা ঃ- হ্যাঁ। ... কাল ডঃ লাহিড়ী, কেমিস্ট্রীর হেড এবং আরো একজন অধ্যাপক আসে। পাতঞ্জল যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। পরে এ বলে, যতক্ষণ দেহটা আছে, ততক্ষণ 'আমি' বলে কেমন করে? ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবত্বেও যাকে পাওয়া যায় না! ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে না, শিব না, শিবত্ব। যতক্ষণ জড়টা আছে, ততক্ষণ 'আমি' বলতে পারে না; কেউই পারে না। কারণ, দেহটা থাকলেই অভাব আছে। খাই দাই হাগি মুতি। এইটুকু থাকলেও জড়ত্ব আছে। 'I am lord, almighty' বলে কেমন করে? এরা সব গীতার 'আমি'-টা ধরছে। (সামাজিক প্রথা, সতীদাহ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। রামমোহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।) গৌরাঙ্গও সতীদাহের বিরুদ্ধে বলেন।.....

রায় রামানন্দ উড়িয়া বাঙ্গালী, যেমন এস্. কে. রয়, বীরেন মিত্র, পরিমল ঘোষ।..... (ঠাট্টাচ্ছলে) মানারা গুহক চণ্ডালের বংশ। ... কাশীতে দুর্গাপ্রতিমা দেখে সুনীলের (ব্যানার্জী) বাবার খুব ভালো লাগলো। কবিরাজ মশাই বললেন, মাকে কার না ভালো লাগে? এ বললো, তোমার কাছে এ কথা আশা করিনি। মাটির একটা মূর্ত্তি গড়লেই মা হয়ে গেল? দুর্গার ব্যাখ্যা কোথাও আছে? ... ধ্রুব, প্রহ্লাদ কত বড়ো ভক্ত। দেহ থাকতে কি কেউ ভক্ত হতে পারে? (মিসেস্ সেন পুরী যাবার কথা বলায়) ও থাক্। তুমি ছেলেকে নিয়া যাও। ও থাকলে আমার প্রাণ জাগে (অর্থাৎ শুশয়ের গন্ধে!) যা তোমাদের কাউকে দেখে হয় না ..। এটার (বৌদি) কাছে আছি কেন? এটা শূন্য, নিষ্ক্রিয়; এটাই আসল সীতা। তাই বোকা-সোকা লোককেই (মিসেস্ সেন) জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। তুই এখানেই না হয় খাস্। যতীন ও তো এখানে থাকবে।

১৫.১০.৭৬ (তদেব) (সাধুদের প্রসঙ্গ।) দাদা ঃ—সব আশ্রমের কয়েক লক্ষ করে ট্যাক্স ধরা হবে; সবার পোঁদে বাঁশ দেবে। আনন্দময়ী এখন গর্ত্তে ঢুকেছেন; আশ্রম চালাতে পারছেন না।.....কাশীতে অনেকে একে বেলপাতা ও তুলসীপাতার রস, প্রস্রাব প্রভৃতি খেতে বলেন; আরো অনেক কিছু। সেখানে এ একটা গামছা পরে থাকতো। হিমালয়ে বহু সাধুর ধনও বীচি নাড়া দিয়ে এ বলেছে, এ রকমভাবে আছো কেন? এরকম অভাবে থেকে কি হবে? কত জীবজন্তু, মানুষ naked আছে। তারা কি তাঁকে পেয়ে গেছে?.....প্রথম শংকর ছিল মহাযোগী; বিশুদ্ধতন্ত্র-তন্ত্রযোগ। সে এইসব গুরুগিরি জানতো না। সে শিবশক্তিযোগ, সন্ধ্যাযোগ জানতো।..... দেহটা থাকতে আমি বলে কেমন করে? এ সব রাবণের দল পারে।.....গুরু কৃষ্ণ কে? গোপাল গোবিন্দ। তাহলে নামটাই আসল। সেটা কি বাইরের বস্তু, চীৎকার করে বলতে হয়? গোপাল গোবিন্দ যখন এক হয়ে গেল,

তখন ভূমা;—ব্রজের উপরে, কৈবল্যের উপরে। যখন এক হচ্ছে হচ্ছে, তখনি গোবিন্দ। মহাপ্রভু শেষ জীবনে তাই ছিলেন। ননী সেনঃ—ভক্তের শালগ্রামশিলা তো প্রকাশে আছেন। তাঁকে কি অবজ্ঞা করা যায়? দাদা ঃ—একথা গৌরী শাস্ত্রী বলতে পারবে, গোপীনাথ কবিরাজ আগে বলতে পারতো। তোমার কাছে আশা করিনি। (ব্যথিত।) (তারপরে বুঝালেন; ননী সেন বুঝলো না।) প্রকৃতির রস যে আস্বাদন করছে, সেইতো female. প্রকৃতিতো তাঁর; তিনিই প্রকৃতি। তাহলে?.....মনের চিন্তা-ভাবনার কিছু স্থিরতা আছে? আজ এই মেয়ে লোকটাকে ভালোবাসছি; ৬ মাস পরে আর বাসছি না। আবার আজ এই methodয়ে পড়াচ্ছি; পরে আর এই method ভালো লাগছে না। Science আজ এক কথা বলছে, কাল আবার পাল্টাচ্ছে। তাহলে আমরা কি কিছু দেখছি?.....'আদির আদি গোবিন্দ' বলে, কিন্তু, বোঝে না। হিন্দুচর্চা, ধর্ম নয়। ধর্ম-টর্ম এ বোঝে না। তারই আভাস বেদ। হংসেরই আভাস বেদ।.....'গোপীজনবল্লভ'—'বল্লভ' মানে ভোক্তা; 'গোপীজন' মানে প্রকৃতি।

১৬.১০.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—দীক্ষা তো নিয়েই এসেছি। সেই পূর্বস্মৃতি জাগাবার জন্য আগে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখতো। নজর রাখতে রাখতে পূবস্মিতি জাগতো। এখন আর তারও দরকার নাই। নাম নিয়ে থাকলেই হবে।.....—ক্ষেপা ভূতসিদ্ধ ছিল। এ তাঁকে দেখেছে। ছেলে বয়সে একে ঝাড়াতে নিয়ে গিছ্লো তাঁর কাছে। একটা ছেলেকে শ্মশানে এনেছে; পোড়ানো হয়নি। তার হাত খেতে আরম্ভ করলো। তন্ত্র কি? মাদকতার ফলে concentration. মাদকতাটা ভিতরের। তাই 'চরস'। টাকা মাটি, মাটি টাকা। মৃগী ছিল। সে কি টাকা ছোঁয়নি?.....তমঃ না থাকলে সত্ত্বকে ধরে রাখবে কে? কোন পণ্ডিত গীতা-ভাগবতের একটা শ্লোকেরও অর্থ জানে না। প্রকাশদা ঃ—যাজ্ঞবল্ক্য কেমন ছিলেন? দাদা ঃ—এখনকার ঋষিরা ওঁদের চেয়ে অনেক বড়ো;—গোপীনাথ, শ্রীনিবাসম্। গোপীনাথের পায়ের নখেরও সমান নয় শ্রীজীব। একটা নখ ফেলে দিলে ওরকম অনেক শ্রীজীব জন্মাবে। এরাও শ্রীজীবের চেয়ে বড়ো।.....উপনিষদ্তো almost ভগবদ্বাচ্য।

১৭.১০.৭৬ (তদেব) [দাদা প্রকাশদাকে নিয়ে নীচে নাবলেন। অতুলানন্দজী ছিলেন। পাড়ার একদল ছেলে বার বার এসে হৈ-হল্লা করছিল। একবার O.C. মাধবদার ভাই বৈদ্যনাথ গিয়ে ওদের সরিয়ে দিল। তৃতীয়বারে কল্যাণদে, বৈদ্যনাথ, অসিত চ্যাটার্জি ও ননী সেন গেল ওদের সঙ্গে কথা বলতে। অনেক কথা বলার পরে পাশের বাড়ীর ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে ওদের নিয়ে চলে গেলে।] দাদা ঃ— পাশের বাড়ীর ছেলেটি ছিল? ননী সেনঃ—হ্যাঁ। (Statesmanয়ের প্রশান্তবাবু এলেন। উনি press clubয়ের President. উনি সেখানে তন্ত্র নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। শুধু সিদ্ধপুরুষদের চান; সাধু-সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতদের নয়। দাদাকে নিতে চায়। দাদার নির্দেশে ননী সেন ওঁর সঙ্গে কথা বললো। প্রথমে স্থির হোল, ৩০ তারিখে এসে দাদার message নিয়ে যাবেন। পরে দাদা ওঁকে ৩১শে সকাল ৯টায় আসতে বললেন। বললেন, তোমার ভিতরে যে সিদ্ধযোগী আছেন, তাঁর message এসে নিয়ে যেও। সবাই যখন প্রণাম করছেন, তখন ননীসেনকে ডেকে রাত ৮টা, ৮.৩০টায় আসতে বললেন। পরে প্রকাশদাকে নিয়ে উপরে যাবার সময়ে সেনকেও উপরে নিয়ে গেলেন। প্রকাশদা চলে যাবার পরে বললেন ঃ তন্ত্র নিয়ে ২/৩ পৃষ্ঠার একটা লেখা দে। সেন অসামর্থ্য জানালে বললেন ঃ তুমি নিশ্চয়ই পারবে। রাত্রে আর আসতে হবে না। সঞ্জিৎ আসার কিছু পরে সেন উঠে পড়লো। মানা আগেই চলে গেছে।]

১৮.১০.৭৬ (তদেব) [দাদা ননীগোপালদাকে নিয়ে নীচে নাবলেন। প্রকাশদা 'নারায়ণী'-র একজনকে নিয়ে আসেন। তিনি গত কাল রাত্রে ঘুমাতে পারেন নি। সারারাত দাদার অঙ্গগন্ধ পেয়েছেন।] দাদা ঃ—শনিবারের মধ্যে লেখাটা দিস্। ওটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ভূতের সাধনায়ই তন্ত্রের আরম্ভ। পঞ্চমুণ্ডী, নবমুণ্ডী, sex—এই তো তন্ত্র। XXXX মহাপ্রভু বলেন, "কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন। তবু নাহি জন্মে কৃষ্ণপদে প্রেমধন।" তবু বলেন, নাম করো, নামৈব কেবলম্।..... প্রেমছাড়া cross করবে কেমন করে? মিঃ ভদ্র ঃ—দর্শনের effect কি? (দাদার নির্দেশে ননী সেন বললোঃ) cause-effect য়ের কথা ভাবলেই আর কিছু হোল না। দাদার সব কথা cause and effect য়ের বাইরের। দর্শন অনেক সময়েই মনের বিকার, ভূতের খেলা। যেখানে যথার্থ, সেখানেই প্রেমটাই জাগে। ওটাকে যদি ফল বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে প্রেমটা, যা স্বভাব, আর রইলো না। দাদা ঃ—গোপীনাথ বা শ্রীনিবাসমের দর্শন কি বাজে? অন্যের মনের বিকার হতে পারে। সেন ঃ—ওটা তো কর্ত্তা দেখিয়েছেন। [দাদার ভাইপো মাখনদার ছেলে বেশ কয়েক মাস হারিয়ে গেছে। অশ্রুসজল মা আইভিদি ও মাখনদা ছিলেন। দাদা মাখনদার বিশ্বাস ও ধৈর্যের প্রশংসা করলেন। বললেন ঃ] এইটা হোল পরম পরীক্ষা। মানা ঃ— এক দেখেছি পরমানন্দকে, আর মাখনদা।

১৯.১০.৭৬ (তদেব) [দাদা প্রকাশদাকে নিয়ে উপরে। ননী সেনের ডাক পড়লো। কিছু পরে ননীগোপালদা আসেন।] (মাখখার ছেলে-প্রসঙ্গ) ননী সেন ঃ—ভোগদণ্ড তো অনেক হোল; এবারে চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরলে হয় না? দাদা ঃ—ভোগদণ্ড কাকে বলছো? এটা তো স্বভাবদণ্ড। ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে ওখানে যেয়ে আছাড় খেলো; পড়ে মারা গেল। stroke হয়ে একটা লোক মারা গেল। তুমি ভাবলে, বুকে যখন ব্যথা উঠলো, তখন যদি ডাক্তার ডাকতাম, তাহলে হয়তো মারা যেতো না। এতো স্বভাবদণ্ড। এলাম প্রারব্ধ নিয়ে; প্রাক্তনতো আমরা জানিই না। প্রারব্ধ তো এই জীবনেও হয়। বলরাম মিশ্র, ভাবগ্রাহী ও ডঃ শতপথী কি business করবে। একে বলায় এ নিষেধ করলো। ওরা বললো ঃ গভমেন্ট ১ কোটি টাকা দেবে, ৩০ হাজার লোক চাকরী পাবে, মাসে ২/৪ লাখ income হবে। এ বললো ঃ ভাবগ্রাহী। তুমি তো business য়ে প্রচুর পাচ্ছো। বলরাম। তুমি তো chief engineer হয়ে বেশ পাচ্ছো। আর কি দরকার? ওরা শুনলো না। বহু টাকা খরচ করে কী একটা বের করলো। সেটা থেকে শুধু poison বেরোয়। আর ডঃ শতপথীর এক গাল পুড়লো, বলরামের stroke হোল, ভাবগ্রাহীর.....হোল। (দাদা ননী সেনকে ডঃ ললিত পণ্ডিতের চিঠির জবাব লিখে নিয়ে কাল সকালে যেতে বললেন।)

(সন্ধ্যায়) (মাখনদার স্ত্রী আইভিকে দাদা বললেন ঃ) যে মুহূর্তে ছেলের কথা একদম ভুলে যাবি, তখনি পথ খুলে যাবে। খারাপ সঙ্গে পড়েছে। তারা আসতে দিচ্ছে না। (আইভিদি শান্তিদিকে বললেন, দাদা বার বার বলেছিলেন ছেলেকে নিয়ে আসতে মাঝে মাঝে; কিন্তু, ছেলে আসে নি। পরে উৎসবে বিজয়া পর্যন্ত মাখনদা ও ছেলেকে নিজের বাড়ী থাকতে বলেন। উনি ছিলেন; কিন্তু ছেলে আসে নি। ছেলেকে নিয়ে আসা ও থাকার জন্য এরকম পীড়াপীড়ি আর কখনো করেন নি। আজ দাদা বলেন, ছেলে হাফ্ প্যাণ্ট পরে কী অবস্থায় আছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, জায়গাটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। এটা তোমাদের অত্যধিক আসক্তিও দুশ্চিন্তার জন্য। আসল কথা হোল, এখন জায়গাটা বলে দিলে লাভ হবে না; প্রারব্ধ আরো বেড়ে যাবে। এর পরে আইভিদি দাদার বাল্য-কৈশোর সম্বন্ধে বললেন ঃ সাধক লব বাবুর সঙ্গে বহু লোক দেখা করতে আসতো, কিন্তু ঢুকতে পারতো না। কাকা (দাদা) গেলেই লব বাবু ডেকে বলতেন ঃ অমিয়। একটা গান করো না; আর উনি যা-তা অসভ্য কথা বলতে আরম্ভ করতেন। (লববাবু নিশ্চয়ই মহাপ্রেমিক ছিলেন। রুবিদির সঙ্গে ও দাদা এই রকম আচরণ করতেন; রুবিদির ভাষায় 'বীভৎস রস' আস্বাদন করতেন। রুবিদি দাদার কথা শুনতেন ভিতরে ঠিক পাশে বসে-থাকা লোকের কথার মতো। একেই বলে রাধিকার প্রিয়সখী বিশাখা।) কাকারা প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান-বংশ। (দিদি (প্রভা) বললেন, ছেলে ফিরে এলেও লেখাপড়া কতদুর কি হবে বলা শক্ত। মিনুদির আবার stroke হয়েছে; অক্সিজেন দিচ্ছে। দাদা বলেছেন ওরা খাওয়াও বন্ধ করবে না, মারাও পড়বে।] দাদাঃ—যখন ঠাকুর ছিলেন, এর কিছু বলার অধিকার ছিল না। বললেও কোন ফল হোত না।

২২.১০.৭৬ (তদেব) [আজ সকালে মিনুদিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তার আগে দাদা যেয়ে মিনিট ২ থেকে মিনুদিকে বসিয়ে দিয়ে বলেন, এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাচ্ছো; সব কিছু খেয়ো কিন্তু।] দাদা ঃ— রামের কোন ভাই ছিল না। ওসব বেনারসের কাছের এক familyর। তাই রামায়ণে ঢুকে গেছে। হনুমান্ ভক্ত, বিবেকের প্রতীক। লেজ জ্বালিয়ে দিল; ভিতরে এখানে জ্বলছে, সেখানে জ্বলছে। রামের স্ত্রী বা সঙ্গিনী সীতা। সীতা না হলে পূর্ণ হবে কেমন করে? এই সব কথা যদি ১৫ বছর আগে বলতাম, তাহলে কি ননী সেন মেনে নিত? ৪/৫ ঘণ্টায়ও হোত না। ঠাকুর এর সম্বন্ধে বলতেন ঃ ওর মিথ্যাই সত্য হবে।। মিথ্যাটা কি? মনের ব্যাপার তো। মনের ভালো লাগা, মন্দ লাগা। দু দিন পরে মনটা পাল্টে যায়। কেউ একটা অক্ষর ভুল ধরতে পারবে না। রাম revenge নেবার জন্য দুর্গাপূজা করলো! তাহলে ওটাও তো দৈত্য। যেই কামনা করলে, অমনি প্রারব্ধের আওতায় পড়লে। জিভ্ বের করা কালী কোথাও নাই। XXXX বর্ত্তমান রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে সততা থাকলে কথা ছিল না।

২৩.১০.৭৬ (তদেব) [আজ শনিবার। দাদার নির্দেশমতো তন্ত্রসম্বন্ধে লেখাটা নিয়ে ১০.২০তে দাদালয়ে ননী সেন। উপরে ডাক পড়লো। সেখানে আছেন Ex-rationing Officer মিঃ বড়ুয়া সস্ত্রীক, আর প্রভুজগদ্বন্ধুর ৯০ বছরের শিষ্য কালোশ্যাম, যিনি তাঁকে ১০ বছর সেবা করেছেন। দাদার নির্দেশে ননী সেন তাঁকে শ্রীনিবাসমের ৩টি শ্লোক বললো। একটু বেশি কথা বলেন। দাদা তাঁর হাতে গন্ধ দিলেন, জিভে দিলেন গঙ্গাজলের স্বাদ। উনি অভিভূত।] দাদা ঃ—বিভূতিযোগ তাঁর পায়ের নীচে থাকে। প্রভু একে দেখে বলেন ঃ উনি তো এসেছেন। আমাদের সবাইকে মিলে তাঁকে রক্ষা করতে হবে।.....তৈলঙ্গ স্বামীরও বিভূতিযোগ ছিল না। এখানে থেকে

আমেরিকায় যাওয়া বিভূতিযোগ নয়।.....গঙ্গাটা কি জল? XXXXXX মিনু কাল ফোন করে বলে ঃ দাদা! সন্ধ্যায় একবার আসুন। এ বললো ঃ রোজ রোজ তোমার বাড়ীতে আসতে হবে, এই formalities য়ের ভেতরে এ নেই। ভালো হয়েছে বলে, হাসপাতালে যেতে হয় নি বলে দাদা খুব ভালো। (মাখনদা বলেন, কাকা (দাদা) প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে জেলে ছিলেন।)

২৪.১০.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—কাশীক্ষেত্রেই যাচ্ছি, কাশীক্ষেত্রেই আসছি। চরিত্রবাণ দিয়ে চরিত্রকে বিদ্ধ করতে হবে। কাকে জাগাতে হবে? তিনি তো সব সময়েই জেগে আছেন। আমিই ঘুমিয়ে আছি 0XXXX কাশীতে যোগেনদা—রামদাসের ঋত্বিক্‌পদ পেয়েছেন। তাই নিয়ে তাঁকে এ খুব ঠাট্টা করলো। পরে বললো, যোগেনদা! ঋত্বিক্‌পদের মানে কি? জবাব দিলেন কবিরাজ মশাই। বিশ্বামিত্র থেকে বলতে শুরু করলেন।, তখন এ বললো,ঋতুতে ঋতুতে অর্থাৎ সর্ববিস্থায় যে তাঁতে আশ্রিত হয়ে আছে, সেই ঋত্বিক্ যদি বলি? কবিরাজ স্তব্ধ। —রামদাস বললেন ঃ ভিতরে নাদ শুনতে পাই; নাম করতে হয় না। এ বলে ঃ সব সময়ে?—রামদাস ঃ—না, মাঝে মাঝে। দাদা ঃ—সে তো সবারই হয়। সব সময়ে হলে কথা ছিল। তারপরে যোগেনদা ও কালীদাকে ওঁর বুক পরীক্ষা করতে বললাম। ওঁরা ঢিব ঢিব শব্দ শুনলেন। বললেন, এবারে এর বুক পরীক্ষা করুন। আগে বাঁদিকে দেখুন, পরে ডানদিকে। যোগেনদা পরীক্ষা করে বললেন, বাঁয়ে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করছেন, ডাইনে তারক ব্রহ্ম নাম হচ্ছে। যোগেনদা সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। তখন কবিরাজমশাই বলেন ঃ এটা ঐটা। .....প্রভুকে এ অনেক প্রশ্ন করে। 'আপনি কে' প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শ্রীমতী। শ্রী তিনি, আমি তদ্‌যুত। উনি হরিপুরুষ ছিলেন অর্থাৎ tune য়ে ছিলেন। ওঁর ১০০০ খানেক চিঠি এর কাছে আছে। প্রায় ১০০ বছর আগে কলকাতায় আসেন। ..... ।.....জনকের পুরী আগুনে পুড়ে গেল; জনক নির্বিকার। কিন্তু, অষ্টাবক্রের কৌপীন পুড়ে গেল; তাঁর দুঃখের শেষ নেই। জনকের সুন্দরী পত্নীকে দেখে অষ্টাবক্র ও নারদের বিকার। শুকদেব কিন্তু সুন্দরীর সঙ্গে চোখে চোখে কথা বললেন। এখন শুকদেবের মতো লোকও হেনস্তা হচ্ছে। অষ্টাবক্রের মতো এখন অনেক আছে।.....গয়া গঙ্গা প্রয়াগ সবইতো ভিতরে আছে।

২৬.১০.৭৬ [কাল কোর্টে কেস হয়। সত্যেনবাবু এলোমেলো জেরা করায় দাদা রেগে যান। এ দিকে কাল ধীরেনদার মুমূর্ষু অবস্থা। হাসিদি ছেলের বৌকে দাদার কাছে পাঠায়। দাদা ডঃ অমল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বৌদি দাদাকে বলতে গেলে দাদা 'যাও, যাও' বলে বেরিয়ে যান। কাল রাত ১১.১৫টায় ধীরেনদা মারা যান। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে শেষ দেখা দেখে ননী সেন আলিপুর কোর্টে যায়। দাদা কিছু পরেই সঞ্জিৎকে নিয়ে কোর্টে আসেন। সঞ্জিৎ সেনকে দাদার রুমাল দিয়ে বাইরে যায়। দাদার পাশে বসতে হোল সেনকে। আজও সত্যেনবাবুর জেরা শুনে দাদা চটে যাচ্ছিলেন। কিছু পরে ধীরেনদা সম্বন্ধে বললেন ঃ অমল চক্রবর্ত্তী যেতে চেয়েছিল। এ বলেছে, আর দ্বিতীয় বার বলবে না। একে যেতে দিচ্ছে না। গেলে দুরকম হতে পারে ঃ যাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। সেটা কি ভালো হবে? অথবা জোর-জার করে ২/৪ বছর রাখা যাবে। হাসিদিকে আজ সকালে আসতে বলেছি। ছেলেবেলা থেকে পরিচয় ছিল! একই গাড়ীতে ফেরার পথে দাদা ননী সেনকে বলেনঃ কী রকম দেখাচ্ছে রে? বুড়ো দেখাচ্ছে না তো? মরে টরে যাবো নাতো?]

২৭.১০.৭৬ [দাদার বাড়ী থেকে দাদার সঙ্গে কোর্টে। কোর্ট থেকে ফিরে দাদার বাসায় খেতে হোল। উপরে দাদা ননীগোপালদার সঙ্গে কথা বলছেন। সেখানে ননী সেন গেল।] দাদা ঃ—এখন সমীরণের মাসে ৫০০০ টাকা income, মধু-র ৪০০০য়ের মতো। এর সঙ্গে দেখা হবার আগে মধু মাছি তাড়াতো।.....ধীরেনসাকে ২/৪ বছর বাঁচিয়ে রাখলে paralysis হয়ে থাকতো। সেটা আত্মীয়দেরও ভালো লাগতো না। কত বড়ো বোকা হলে সব সম্পত্তি ছেলের নামে লিখে দিতে পারে? আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস আছে? (গোপালদাকে কটাক্ষ করলেন) ধীরেনদার ৭৩ বছর? অনেক আগে ৭৩ পেরিয়ে গেছে।.....আমরা সব limited কে unlimited মনে করি।

৩১.১০.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) (লীলা মায়ের সঙ্গে দাদার ফোনে কথা ঃ না, না; রামীর কথা বোলো না; চণ্ডীদাসের কথা বলো।) দাদা ঃ—তোরা বুঝি ভাবিস্, এই একটা রাধা, এই একটা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি রাধা ছাড়া থাকতে পারে? তাহলে 'শতেক বরষ পরে' কথাটা ঠিক নয়। এ কৃষ্ণ দ্বাপরের কৃষ্ণ নয়। সে কৃষ্ণ ও নারী ছাড়া থাকতে পারতো না। তবে এর মতো বদমাইস্ নয়। অনেক দিন বলেছি, ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে ডুবুডুবু। এটা কি? ননী সেন ঃ এটাই রাস। দাদা ঃ—প্রবাহ সব সময়ে চলছে; তাহলে 'শতেক বরষ' হয় না। যেই touch করলো.....। একজন internal absolute, আরেকজন external absolute. অতুলদা (স্তব্ধভাবে) ঃ—অপূর্ব!

তোদের দাদা ৯।১০ বছর বয়সে প্রভু জগদ্বন্ধুর কাছে যান হাফ্‌প্যান্ট হাফ্‌সার্ট পরে। জয়বন্ধুকে বললো ঃ তুমি দ্বারী। দেখার ব্যবস্থা করো। বিকালে ওকে যখন বের করা হোল, তখন দাদা হাত তুলে নমস্কার করলেন। প্রভুঃ—আপনি কে? জয়বন্ধু ঃ— ও আমার চেয়ে অনেক ছোট। দাদা ঃ—আপনি কে? প্রভু ঃ—শ্রমতী; তুমিও। পরে বলেন, তুমি বন্ধু। দাদা ঃ—মানুষ গুরু হতে পারে? আপনি গুরু হতে পারেন? প্রভু ঃ—না। রামকৃষ্ণ প্রভুকে প্রণাম করেন। বিবেকানন্দ প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন। প্রভুর অনেক চিঠি এর কাছে আছে। বংকিম, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো এর কাছে এসেছে। কেশব সেনের নাম তো জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একবার ভগবান্ হয়ে গেলে আর তো নামানো যায় না।.....কৃষ্ণও ভাই-বোন বলতেন, বন্ধু।.....প্রভুর paralysis মহান্ কারণে হয়েছিল। অন্নদাদা অর্থাৎ জয়বন্ধুর এখন ১০২।৩ বয়স হোত। এর চেয়ে ৩০ বছরের বড়ো। (ভুপেশদার কথা।) রাজা রামশরণ রায় এর পূর্বপুরুষ। বাবা মহাযোগী ছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে এ মাছ-মাংস খাওয়ায়। আলেক বাবাকে প্রণাম করানোর জন্য মায়ের কী পীড়াপীড়ি। বাবা নিষেধ করলেন; আলেকবাবাও।.....এ সব (চা, সিগারেট) আগে (কিশোরী ভগবান্, পাগলা বাবা অবস্থায়) খেতো না। কিন্তু, লোকে ভাববে, তাঁকে পেতে হলে বুঝি এই সব ছাড়তে হবে; তাই ধরলো।....রাম-সীতার কথা এ জানে। দশরথ, লক্ষ্মণাদি নয়।..... প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্টতো এলো না। জানতাম, আসবে না। দুজন ব্রাহ্মণ আছে,—বাগচি আর চৌধুরী। কে যাবে message পেতে, বল্; যে ভাষায় চায়; হাতে লেখা, typed বা printed, যা চায়। [ননী সেন বাগচির কথা বললো। দাদার কথায় বাগচিকে এক পাতা কাগজ দেওয়া হোল। ননী সেন কর্তৃত্ব করে বললো ঃ—২।৩টা পাতা নিয়ে যাক্, যদি দরকার হয়। তাই নিয়ে গেল। মিনিট ২ পরে বাগচি ১টি printed পাতা নিয়ে ফিরে এলেন। ইংরেজীতে লেখা শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের message. কাগজের নীচের দিকে মধু-র দাগ আছে। বাগচি প্রথমে বাংলায় message চান; পরে ইংরেজীর কথা বলেন।] দাদা ঃ—প্রকৃতির ভিতরের জিনিষইতো দিতে হবে। তার উপরের জিনিষও দেওয়া যায়। কিন্তু, তার অর্থ কেউ বুঝবে না; লাভ নেই। message দেওয়াটা কিন্তু vibration য়ের ব্যাপার। (দাদা শনিবার ধীরেনদার বাড়ী যাবেন। বোধ হয় সেদিন সত্যনারায়ণ হবে।) দাদা ঃ—ওখানে যদি সব ঘরে এক সঙ্গে পূজা হয়ে যায়? ধীরেনসার বৌ যদি তাকে খাওয়ায়? তাহলে?.....(Message সম্বন্ধে) একটা গোটা বই print করে দিতে পারি।

৬.১১.৭৬ (ধীরেন সাহার বাড়ী; পূর্বাহ্ন) [আজ শনিবার রাসপূর্ণিমা। ধীরেনদার উদ্দেশ্যে সত্যনারায়ণ পূজা হবে। ননী সেন, অনিল ব্যানার্জিও শৈলেন চৌধুরী ১০টা নাগাদ সাহাদার বাড়ী। দাদা এলেন ১০.১৫তে, সঙ্গে অভিদা, গীতাদি, বাগচি ও কালোশ্যাম। ননীগোপালদা, রমাদি, মঞ্জু ও খোকা কিছু আগে। তারপরে অধ্যাপক সুরেশ আচার্য, উকিল মধুদা, জয়দেবদা, পল সিং, জ্ঞান আলুয়ালিয়া, হরিদা ও কালীদা সব শেষে। দাদা গৌরী শাস্ত্রীকে ফোন করে জানতে বললেন, কত দিনে শ্রাদ্ধ করা যায়। ছেলে ফোনে জেনে নিয়ে বললো, ১১ দিন বা ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করা যায়, ১৫ দিনে নয়।] দাদা ঃ—এ শ্রাদ্ধ তো picnic. তবে উনি করলে এক্ষুণি করতে পারেন। গীতা! কালোশ্যামকে ঠাকুরঘরে বসিয়ে দে। (কালোশ্যামকে) দেখ, কী হয়! প্রভুর অঙ্গগন্ধ পাও কিনা। (১০.৩১য়ে দাদা হাসিদি ও ছেলেকে অন্য ঘরে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন দাদার গা থেকে উগ্রগন্ধ বেরুচ্ছে। ১০.৪০ য়ে গীতাদির খোঁজ করলেন দাদা। ননী সেন খোঁজ করে বললো, ঠাকুরঘরে) দাদা ঃ—সে কী! তাহলে তো কিছু হবে না! ও ওখানে কেন? থাক্, এখন আর ডাকবি কেমন করে? (তারপরে দাদাই কাচের দরজা খুলে ওকে বের করে আনলেন; দাঁড়িয়েছিল; মুখে মাথায় জল।) গীতাদি ঃ—দরজা বন্ধ ছিল। দাদাঃ—জানোয়ার। (১০.৪৫য়ে) দাদা ঃ—এসে গেছে। (১০.৪৮য়ে কালোশ্যামকে বের করে আনা হোল। সর্বাঙ্গ সিক্ত ও গন্ধে আমোদিত।) কালো শ্যাম ঃ—আপনি মানুষ না; আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম করলেন।) প্রভুর তীব্র অঙ্গগন্ধ পেলাম। কে যেন হাঁটছিল; কাগজের খস্‌খস্ শব্দ, জল ঢালার শব্দ, ঘট মাটিতে রাখার শব্দ। মনে হোল, কে যেন খেয়ে হাতমুখ ধুলো। (দাদা ওঁকে মহাপুরুষ বলে পরিচয় দিলেন।) (১০.৫৪তে দাদা হাসিদিদের ঘরে গেলেন। বেরিয়ে এসে সাহাদার মেয়েদের এবং ননী সেনকে ঐ ঘরে দেখতে বলেন। দেখে বেরিয়ে এসে ননী সেন বললো ঃ) ঘরে জল, ভাতের একদিক্ ভাঙ্গা, ভাতের উপরের বেগুন ও ভাঙ্গা। খিচুরীর পিণ্ডগুলো ভাঙ্গা; শাক ও তরকারীতে আঙ্গুলের দাগ। দুগ্লাস জলই অর্ধেক অবশিষ্ট। ঘরে গন্ধের মাতন। হাসিদি ঃ—আমি থালা ধরে বসেছিলাম মাথা নীচু করে। হঠাৎ লাল জ্যোতি দেখলাম। একজন এসে কিছু কিছু খেলো। চলার

ও খাবার শব্দ পাই। সুজিত (ছেলে) ঃ— কে যেন চারদিকে এবং আমার মাথায় জল ঢালে। জল ঘাড়ে পড়লে প্রথমে জ্বালা হয়; এখন স্নিগ্ধ লাগছে। হাঁটাচলার শব্দ পাই। (ডঃ ললিত পণ্ডিত শেষ দিকে আসেন।)

৭.১১.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। হরিদা তন্ত্রের message টা cyclostyle করে আনেন, আর অভিদা তা বিলান। ননীগোপালদার শালার কাছ থেকে দাদা Copy টা নিয়ে ডঃ পণ্ডিতকে দেন ভিতরের ঘরে যেয়ে। দাদা খাটে বসে; ডঃ পণ্ডিত roll করা message নিয়ে সত্যনারায়ণের সামনে বসে।] দাদা ঃ— Yellow ink য়ে চাও, না একেকটা লাইন একেক কালিতে? ডঃ পণ্ডিত ঃ না, red ink ই চাই; ওটাই messageয়ের কালি। (একটু পরেই) দাদা ঃ—ওটা খোল। (দেখা গেল, কালো কালির type লাল হয়ে গেছে। তার আগে গোটাটা ননীসেনকে বাংলায় বলতে হোল; অভিদা tape করলেন। এর পরে বোম্বেতে ১৩জন বৈজ্ঞানিকের সামনে বৃষ্টি প্রসঙ্গ। NASAর ডঃ মেরিয়ামকে দাদা বললেন ঃ তুমি ঐ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াও; দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচণ্ড বৃষ্টি বন্ধ হবে। ফিরে এলেই আবার আগের মতো শুরু হবে। এই রকম ২।৩ বার হোল।) (তন্ত্র সম্বন্ধে) দাদা ঃ—সাপটার লেজ মূলাধারে, মাথা সহস্রারে। সেখানে মনটা, king of the body, গীতার ভাষায় ধৃতরাষ্ট্র। মেরুদণ্ডের ভিতরে একটা শিসের মতো আছে। ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। মাথা থেকে নেমে পেছন দিয়ে এসে এখানে (পেটের বাঁদিকে) সুষুম্না, আর এখানে (বুকের ডানপাশে) গোবিন্দ। ব্রজলীলা তো copulation ই। ওটা কি বাইবের ব্যাপার? Sex টা কি? ঐ যে ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে ডুবুডুবু, ঐতো Sex, তখন রাধা বেরিয়ে এলো,—কৃষ্ণের পূর্ণধারা। এক হিসাবে তিনি কৃষ্ণের ও উপরে, beyond য়ের beyond. Beyond উনি। রসটা বড়ো, না যিনি রসে ডুবে আছেন তিনি বড়ো? শ্রী শ্রী মাকালী, শ্রীশ্রী দুর্গা?। তিনি কালী দুর্গা নন। তিনি শ্রীহীন। রাধাকে কি শ্রীরাধা বলা যায়? অতুলদা এবং আরো দুজন ঃ—তাঁকে শ্রীমতী, শ্রীরাধিকা বলে। ননী সেনঃ—শ্রীমতী তো মঞ্জরী, রাধা নয়। দাদা ঃ—তাঁকে 'শ্রী' বলা যায় না। এখন আর ঐ সব চলবে না। অতুলদাঃ—হলাদিনী শক্তি। দাদা ঃ—.....দ্রষ্টা যে দৃশ্য দেখছে, তার আড়ালে যা, তাইতো হলাদিনী শক্তি। .....ঠাকুরতো প্রারব্ধ টেনেছিলেন; কিন্তু, একেও প্রারব্ধ ভোগ করতে হোল।.....বাগচি! কালোশ্যাম কি বলছে? এ অবশ্য জানে, কী বলছে। বাগচি ঃ—বলছেন, উনি স্বয়ং ভগবান্। দাদা ঃ ওসব কথা ছেড়ে দাও।.....part of the Absolute কেন? তোমরাইতো Absolute. Absoluteয়ের কি part আছে?.....আমেরিকা গিয়ে যদি মেরিয়াম প্রভৃতিকে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলা যায়, সূর্যবিজ্ঞান কাকে বলে, দেখো, তাহলে হয়ে যাবে না? (উপরে যাবার সময়ে ননী সেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বলেন, message এই যে নানা রংয়ের কালিতে দেওয়া হয়, এটা কি যোগ?) সঞ্জিৎ ঃ—Income-tax Inspector দাদার খুব নিন্দা করছিল। আমি বলি, মহাপুরুষ হলে আপনার কিন্তু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পরের দিন থেকে তার রক্তবমি হচ্ছে। তিন দিন হবার পরে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। দাদা ঃ—ওকে দিয়েই শচীন charge এনেছে।

৯.১১.৭৬ (তদেব) [ডঃ পণ্ডিত ছিলেন। গৌরীদির সঙ্গে তাঁদের বাড়ী খেতে গেলেন। আজ ডঃ নরসিংহইয়া, ডঃ সুদর্শনম্, ফ্রিম্যান প্রভৃতি আসেন। প্রথম দুজন বোম্বেতে চাকে হুইস্কি, হুইস্কিকে অমৃত করা দেখে অভিভূত হন। সেখানেই তাঁরা message পান তামিল, তেলেগু ও কানাড়ীতে। দাদা প্রথমে ওদের ছোট আপেল দেন; পরে দুই হাত ঘুরিয়ে বিরাট্ বড়ো এক আপেল দেন।] ননী সেন ঃ—মহাপ্রভুর কি রূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? দাদা ঃ— পুরী, প্রয়াগ বা কাশীতে দেখা হয় নি। গৌরাঙ্গকে মেরে তাড়িয়েছিল। এ আর কী কষ্ট পাচ্ছে! উনি যা পেয়েছিলেন। রূপ-সনাতন ওঁর চেয়ে কিছু বড়ো ছিল; retire করার পরে অনুতাপ। উনি ৪৭।৪৮ পর্যন্ত ছিলেন; ওরা ৬০।৬৫।৭০.....প্রভুকে কালোশ্যামের সামনে এ ছেলেবয়সে প্রশ্ন করে ঃ বের হন না কেন? প্রভু ঃ অন্ধ হয়ে গেছি। এই রকম শুয়ে থাকার জন্য paralysis হয়। প্রলয় রোধ করতে গিয়ে paralysis হয়েছে, তা এ জানে না।.....উনি না বুঝালে কেউ কি বুঝতে পারে? 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' কবিরাজ মশাই একে present করে। তখন উনি 'আমিময়' হয়ে গেছেন; তাই দীক্ষার কথা ঐভাবে লিখেছেন। দীক্ষা না হলে উনি আসেন কেমন করে? কেউ কিছু বোঝে, মনে করিস্ নাকি?.....এখন আর আগের মতো উৎসব হবে না। ঠোঙ্গায় করে প্রসাদ দেওয়া হবে। শুধু guest দের জন্য ব্যবস্থা থাকবে।.....দাদা ঃ— একটা দাঁত তুলতে হবে। মানা (আতংকও অনুযোগের সুরে) ডায়াবেটিস্ আছে না। (কী গভীর ভালবাসা।)

১০.১১.৭৬ [মিসেস্ সেন সন্ধ্যায় দাদালয়ে। দাদা এসে 'বদমাইস, বদমাইস' বলে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। 'ননী কোথায়' শুধান। ৭.১১.৭৬য়ে অভিদা যা দাদার কথা tape করছেন, সেই টেপটা অভিদা মিসেস্

সেনকে দিলেন। পরশু ফেরৎ দিতে হবে এই সর্তে। কয়েকবার ওটা চালিয়ে যতটা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তারই প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হোল।]

৭.১১.৭৬ (দাদা-নিলয়) [অভিদার টেপ থেকে উদ্ধৃত বাণী। ননী সেন ও ডঃ পণ্ডিতের ভাষণ বাদ দেওয়া হোল।] দাদা :—এটারে আবার কালো করিয়া দেওয়া যায় না? ননী সেন! What is that ? যোগ? যোগ-ফোগ, এই সব ভড়ং চড়ং উসকা আগারি লে আও। Not only that; any worldly affairs. Every thing is within the world. এই creation করণে নেহি শেকেগা without touch. He is not for general. Saying again and again. He is not for the general. Any message, any thing. এ কিন্তু (ডঃ পণ্ডিত) ঠেঠনা ঠেটনাকে হাগাইয়া দেয় একসঙ্গে যখন বসে। এ কিন্তু কিছু বোঝে না। তুম্‌কো (ডঃ পণ্ডিত) ওয়াস্তে আতা হ্যায়। Other than him (Dr. Pandit) এটা হোত না। উনিও যেতেন না।.....এক্ষুণি কুমড়ো করবো, কুমড়োটাকে লাউ করবো, লাউটাকে বেগুন? আসুক্‌, তারা surrender করুক। That is also nothing. কি বলছিলাম কোর্টে? তুম্‌ থা না? এখন সব bluff বাইর হৈয়া যাইবো। অরাজকতা জীবনে যা করলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত। রামের কিছু টানিয়া নিয়া আসলো; আর আপনি আপনি আসলো।......শ্রীমতীটা বললেই শ্রীযুক্ত হলেন। সে তো ব্যক্ত না। রাধাটা কি কৃষ্ণের সঙ্গে গোপন মিলন করছে?........যে farce গুলি করে এসেছো, এখন আর করার সুযোগ পাবে না। রাধা ইধারমে হ্যায়, কৃষ্ণ উধারসে আতা হ্যায় রাধাকো দেখতে ওয়াস্তে। তামাসা! রাধা is not body. রাধা কিন্তু শ্রীহীন।.......হ্লাদিনী। What do you mean by হ্লাদিনী? যেই জিনিষটা দৃশ্যত মায়া বস্তুর দ্বারা দ্রষ্টা ভুল বাহ্য বা বাইরে, এটাইতো হ্লাদিনী, না দৃশ্যত দেখছে, এইটাকে বলছে হ্লাদিনী? আর বলছে কি? প্রাণবৎ, প্রাণের প্রাণ।........ও একঘরমে হ্যায়, ও দুসরা ঘরমে যাতা হ্যায়, ঝুমুর ঝুমুর করকে বাজাতা হ্যায়। বদমাই! আভি বলনে দাও। ভন্ড আগিয়া। রাধাটাতো কি? তাঁর পূর্ণ ধারাটা। এক দিকে বলতে গেলে তাঁরও উপরে, above একটা জিনিষ। ওঁর সম্বন্ধে আমাদের conception কি? এতো cheap! মুখ দিয়া তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় বাহ্যিক, ব্যাবহারিক ভাষা প্রয়োগ করা চলে কি? No; Beyondয়ের beyond. Beyond তো উনি। Beyond য়েরও beyond ; যেই রসটাতে উনি হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেই রসটা বড়ো, না উনি বড়ো? ননী সেনঃ— যদি বলি, দুই এক। দাদা :— কি করে হবে? তাহলে একটা তো স্থির হয়ে গেল; রসবিহীন কৃষ্ণতত্ত্ব zero। ব্রজেতে রসই যদি না থাকে, কিছুই রইলো না।........প্রাণস্বরূপতো বিলকুলই। হাম্‌লোককো কর্ম করনেকা ওয়াস্তে ভেজ্‌ দিয়া। তোম তো হ্যায়ই সাথমে। একটু স্মরণ করনা। আঁখ বন্ধ করনেসে যো হ্যায়, আঁখ খুলনেসে ভি ও হ্যায়। এই বস্তুটা, এই চিজ্‌ভি এই সে রহনে নেহি শেকেগা other than something রস। That রস is called রাধা, তোমলোককো language মে। গুয়ারকা জাত! এধারমে রাধাকুঞ্জ, উধারমে শ্যামকুঞ্জ।........তামাসা, খেলা, থিয়েটার; আনন্দকা বাত্‌। It does not mean that. তোমলোককো কর্ম করনেই পড়েগা। (আসল) তন্ত্রভি ওহি হ্যায়। আগম নিগম যোগ যাই বলছো, প্রত্যেকটাই একটা ক্রিয়াযোগ, স্তিমিত। ও আবার চল্‌ যাতা হ্যায়। within mind. Mind control করনেসে কেয়া হোগা? ইস্‌কো ওয়াস্তেতো হামলোক নেহি আয়া। উস্‌মে cheap power হোতা হ্যায়।.......They do not know what is sex. ব্রজলীলা itself is sex. ঐ যে বোলা, ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবুডুবু—full of sex, copulation. Sexতো এই এক, এক; দো নেহি। One is here through মূলাধার; That is সহস্রার। তোমলোক এইসে বোলতা হ্যায়। That is also a kind of bluff-business. But, he knows something. He does not know full. মেরুদণ্ডকা অন্দরমে থোরা একটা শিস্‌কা মাফিক চিহ্ন হ্যায় up to [illegible] just like a........এধারমে mind হ্যায়, in the Geeta language, ধৃতরাষ্ট্র।.........করকে করকে........[illegible] permanent,-temporary. রাধা is not কালী দুর্গা.....দো চিজ্‌ই internal; external নেহি হ্যায়। যব্‌ এই যো যাতা হ্যায়, হোকে হোকে যব্‌রাধাভি নেহি, কৃষ্ণভি নেহি, দুই sleeping, love যাকে হোগিয়া (?), তব্‌ কৈবল্য বা ভূমা, truth absolute.......... কোই কীর্তন করতা হ্যায়, ঘণ্টা বাজাতা হ্যায়। নাম করতা হ্যায়—ওভি business. এই জেনানা হ্যায়, ওই মরদ হ্যায়, এভি দুসরা bluff. হাম্‌লোককা আঁখ নেহি হ্যায়। ইস্‌কো ওয়াস্তে উল্টাসিধা বাত্‌ করতা হরবকত।............হাম্‌ কৈছে করেগা?.......ওতো bluff দেনে শেকেগা। He cannot do anything other than bluff.......Don't believe him. He is ভণ্ড।.......তোম্‌ যো করনেওয়ালা, ওতো হাম্‌ ভি করনেওয়ালা। Bluff ভি power হ্যায়, external. হাম্‌লোককা মাফিক বুরবাককা ওয়াস্তে bluff ঠিক হ্যায়। নাচতা হ্যায়, তামাসা করতা হ্যায়। Everybody is part of the Absolute! Not part. We are

Absolute. Every body is Absolute. But, we have got no eye. That is why we are telling. He is অখণ্ড; we are looking খণ্ড খণ্ড।...........হামলোক by মায়া দেখতা হ্যায় খণ্ড খণ্ড—one, one, one one. খণ্ড কেঁইছে হোতা হ্যায়, part হোতা হ্যায় কভি? Absolute because everything is He.................শাম্ভবী মুদ্রা—আঁখ বন্ধ কর্‌কে পেছনে মগজকা উধারমে ...'!

১৪.১১.৭৬ (তদেব) [আজ রবিবার। ফ্রিম্যান্ ও সুদর্শনম্ ছিলেন।] দাদা ঃ— কৃষ্ণ ও অর্জুন ভিতরের ব্যাপার। অর্জুন conscience. (দেহটাকে দেখিয়ে) এইটাইতো ধর্ম।.......এইটাই গীতা। 'প্রারব্ধকর্মণাং গীতাধ্যানপরায়ণাঃ।' গীতা পড়তে হবে না, ধ্যান করতে হবে। ধ্যান মানে......। (ফ্রিম্যান এ সম্বন্ধে অপূর্ব কথা বললেন।) দাদা ঃ—হরিবোল। ওকে কিছু শিখাবার দরকার নাই। (অতুলদা বড্ড তর্ক করছিলেন। সুদর্শনম্ তাঁকে ইংরেজিতে বুঝলেন।) দাদা ঃ— এখন আর কোন আলোচনা নয়। (নিখিল দত্ত রায় তাঁদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পটে মধু ঝরেছে, জানালো ফ্রিম্যান্‌কে।) ফ্রিম্যান্ ঃ—It's nothing. In has nothing to do with him. I feel his presence everywhere. একটা বাড়ীতে cocktail party হচ্ছে; একটা বাড়ীর লোক সিনেমা দেখছে, black or blue or white. আরেকটা বাড়ীতে দাদাজী প্রসঙ্গ হচ্ছে। All this is the same. No difference. (নিখিল শুনে স্তব্ধ।)

২১.১১.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—কয়েক কোটি বছর ধরে তো এটা আছে! কিন্তু, এরকম সময় আসে নি। ....মহাপ্রভু শেষকালে তো ভূমা। কলিকালে কি মন্ত্র আছে? গুরু কে?.......মহাপ্রভু তো বলেই দিলেন। কিছুটা নানক বলতে পারিস্। রামানন্দের সঙ্গে তর্ক বেশি হয় নি; কয়েক দিন পরেই চুপ করে গেল। পুরীতে বৃন্দাবনলীলা করলেন।....শংকর তো একে পরাস্ত করলো, তাকে পরাস্ত করলো। শেষকালে বুঝলো, সব উল্টোপাল্টা করেছে। তখন বললো ঃ ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।' তখনো তো আধা। (ঠাকুরের গুরু অনঙ্গজিৎ স্বামীর সাপ পুড়িয়ে খেয়ে স্বর্ণকান্তি হবার কাহিনী ও ঠাকুরের পিণ্ডদানের কাহিনী বললেন।) দাদা ঃ—পঞ্চেন্দ্রিয়কে শান্ত করে পিণ্ড দিতে হয়। তা হলে প্রাণকে দেওয়া হয়; গয়াসুর স্তব্ধ হয়। সুদর্শন কি? তাঁকে দর্শন করলে সব অশুভ বিনষ্ট হয়। অভিদা ঃ- হনুমান নামময়। ....দাদা ঃ—শংকরের পরেই এলেন মহাপ্রভু। অতুলদা ঃ—'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।।' দাদা ঃ—অর্থটা বলো। উনি পাঠিয়ে দিলেন; উনি পাপ পুণ্য ধরেন না; ঠিকই কথা। কিন্তু, প্রকৃতির মধ্যে এলে। সে তোমাকে কতগুলি জিনিষ দিলো। উনি বললেন ঃ ওদের কিছু কিছু দাও। প্রকৃতি বললোঃ—উনি তোমার সঙ্গে আছেন, সেটা ঠিক। কিন্তু, 'প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ'। কাজেই এখানে পাপ-পুণ্য, action-reaction আছে। (দাদা উপরে যাবার সময়ে ননী সেনকে অপেক্ষা করতে বলেন। প্রায় পৌনে ১টায় ডাক পড়ে) দাদা ঃ— অতুলানন্দ এতো বিরক্ত করছে! ওকে একটু বুঝিয়ে বল্। সেন ঃ—হ্যাঁ, দাদা। সঞ্জিৎ ঃ—কালোশ্যাম বললেন, প্রভু তাঁকে বলেছেন, তুমি স্বয়ংকে সাক্ষাৎশরীরে দেখে তারপরে যাবে। তাই এবারে আমার মৃত্যু হবে। দাদা ঃ—'আমি' বলা যায় কি? ননী সেন ঃ—কয়েক মুহূর্তের জন্য 'আমি' বলা যায় যখন বিস্মরণে থাকেন। দাদা ঃ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্। ননী সেন ঃ—আবার যখন পূর্ণ প্রকাশে অর্থাৎ আপনার ভাষায় tune য়ে থাকেন, তখন ও 'আমি' বলা যায়। দাদা ঃ—ঠিকইতো। তখন এই দেহটাই 'আমি' হয়ে যায়। [শ্রীশৈলেন চৌধুরী বলেন, ১৬ তারিখে দাদা হঠাৎ ফ্রিম্যান্‌কে বলেন, তোমার ছেলের ঠোঁট কেটে গেছে। তোমার স্ত্রী এতো careless কেন? Dettol লাগায় নি। Timeটা দেখো। পরে বলেন, তোমাকে তাড়াতাড়ি দেশে যেতে হবে। তোমার বাবা খুব অসুস্থ। দিন দুইয়ের মধ্যে খবর পাবে। দুদিনের মধ্যেই Trunk Call এলো। আর ছেলে-বৌ ঠোঁট কাটার সময়ে বোম্বে ছিল; ফোন করে confirmed হোল। এর পরে ফ্রিম্যান্ বলেছে : আমি আর বাড়ী থেকে বের-টের হবো) না। প্রথমে ৭০০ পাতার একটা বই লিখবো। সেইটা নিয়ে পরের বার আসবো। তারপরে আরো বড়ো একটা বই লিখবো।]

২৭.১১.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ ননীদার কি রোজ কলেজ আছে? কলকাতার বাইরে গিছলেন? বহুদিন দেখিনি! মঙ্গলবার আসেন নি কেন? (তারপরে ননী সেনের ছেলের ভিসা—প্রসঙ্গ। ছেলে Computerয়ে M.S. করতে আমেরিকা যাবে। Admissionয়ের জন্য দুটো universityতে selected হয়েছে। কিন্তু, ভিসা পাওয়া খুবই দুর্ঘট। ননী সেন নানা সূত্রে চেষ্টা করছে। সবাই বলছে, অফিসার খুব কড়া; 1% chance আছে পাবার।) দাদাঃ—Reserve Bank of India গেছিলি? কী বললো? ননী সেন ঃ—৪০ হাজার টাকার foreign Exchange

নিতে হবে। দাদা ঃ—ওরে বাব্বা! মেয়ে-জামাই লিখে দিলে হয় না? ননী সেন ঃ— দীপুর ভাই সবে ওখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। তার পরে ওরা কিছু দিনের মধ্যেই বাড়ী কিনতে যাচ্ছে। ওদের ব্যাংকে অত টাকা জমা দেখানো মুস্কিল। আমার বলাও উচিত নয়। আর ছেলে তাহলে যেতেই চাইবে না। দাদাঃ—Reserve Bank য়ে আবার যা। এ বলে দিচ্ছে, ভিসা চট্ করে হয়ে যাবে; তোমার ব্যাংকে ৬০ হাজার টাকা জমা আছে, এটা দেখাতে পারবে, আরওকে কারুর পড়াতে হবে না। ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ্ দিয়ে পড়বে; না হলে ও ফিরে আসবে। (ঠাট্টাচ্ছলে) এ কী যার তার ছেলে! যার বাড়ীতে বাজ পড়েছে বলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ তটস্থ হয়ে আছে, কী হয় কী হয়! এও ভয়ে ভয়ে আছে। কখন অভিশাপ দিয়ে বসে!.....(এক মহিলা স্বপ্নে নানা দর্শনের কথা বললেন।) দাদা ঃ- এ সবই মনের ব্যাপার। ননী সেন ঃ অজানা মূর্ত্তি দেখলে তার নিশ্চয় মূল্য আছে। দাদা ঃ- না, অজানা মূর্তি দেখলে তাও মনের ব্যাপার। মূর্ত্তি-টূর্ত্তি কি? তার মাথার উপর দিয়া হেঁটে যাওয়া যায় না? এ যায় নি? তোরা তো জানিস কাশীর বিশেশ্বর মন্দিরের কাহিনী। ..... এদের তো প্রাক্তন প্রারব্ধ নাই, তবু তো ভুগতে হয় কেন? প্রকৃতি রসতত্ত্বে ডুবিয়ে রেখেছেন। তার পরে রসটা যখন টেনে নেন? XXXXXX তোদের শংকর — সাক্ষাৎ শিব নাকি — প্রথমে কিছু লোককে তর্কে হারালো। তার পরে বললোঃ ছেলে, মেয়ে স্ত্রী কেউ না। বেশি দিন তো ছিল না; অল্প দিনই বেঁচে ছিল। ভালোই হয়েছিল। একেবারে শেষে বললেন ঃ ভজ গোবিন্দম্। তার পরেরটা বললো কৈ? আধা বললো। একটা tuning হয়ে তো আসে! কবিরাজ মহাই বলেনঃ আমি কিছু বলবো না। আপনারা (উপস্থিত সন্ন্যাসীরা) বলতে হয় বলুন্। আমার হয়ে গেছে। সাধুরা বললোঃ ভগবান্ শংকর সম্বন্ধে এসব কথা! দাদা ঃ- তখন তো ভণ্ড জন্মায়নি। যেটা থাকবে না, সেটাকে ভণ্ড ছাড়া কি বলবো? ..... উনি বলতে পারেন, সত্যমিথ্যা পাপপুণ্য কিছু নাই; তাই বলে তোরাও বলতে পারিস্? কোন সাধু-সন্ন্যাসী বলতে পারে? ফ্রিম্যান মুজানন্দ ও উটির হাতীস্বামী সাধুকে দাদাজীর কথা বলেছেন। বলেছেন, এসব ছেড়ে দাও। উনি বলেন, জগৎটাই ওঁর আশ্রম। এখন তোমাদের এখানে এক কাপ চা খেলেও পয়সা দিয়ে খাবো। দাদাকে চিঠি লিখেছেন 'বাবাজী' বলে। দাদা ওঁকে লুঙ্গি ও স্ত্রীকে শাড়ী দিয়েছেন। ওঁর বাবার সঙ্গে ওঁর কথাও বন্ধ ছিল। এবারে মিলন হবে। ওঁর বাবার ক্যান্সার হয়েছে। ফ্রিম্যান আরো বলেছেন একে যদি একবার আমেরিকায় নেওয়া যায়, তবে সাধুদের ব্যবসা উঠে যাবে।) দাদা ঃ- আর বেশিদিন বোধহয় এ এরকম কথা বলছে না।

৩০.১১.৭৬ (তদেব) বৌদি (ননী সেনকে) ঃ দাদার কথা এখনি শুরু হবে। ভক্তের ডাকে কি তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন? মঞ্জু, — চক্রবর্ত্তী — এসব কি ভক্ত? ঢিব্ ঢিব্ করে প্রণাম করলে কি ভক্ত হয়? ভক্তের বাইরে কোন প্রকাশ থাকে না। (শ্রীশম্ভুচরণ ভড় ননীসেনকে উপরে ডাকলেন। সেখানে তাঁর মেয়ে ও দাদা। সেন উপরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক সুরেশ আচার্য ও একটি সঙ্গী নিয়ে উপরে যেয়ে বসলেন।) দাদা ঃ- এখানে বোসো না। (আচার্য্য বসে রইলেন; সঙ্গীটি চলে গেল। দাদা একটু যেন আচার্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন।) দাদা (ভড়-দুহিতাকে) দুনৌকায় পা দিতে যেও না। Philosophy তে ন্যায় নিয়ে M.A. পাশ করে সংস্কৃত M.A. পাশ করো। আমার কথা যদি শোন, তাহলে তুমি যা চাও, তার চেয়েও একটু বেশি হবে। এর প্রেম নিষ্ক্রিয়, অন্যের সক্রিয়। ওটা কি প্রেম, না ব্যবসা? টাকা পয়সা, দেহ একটা কিছু চাই। ব্যারিষ্টার গিন্নী বিষ খেতে গিয়েছিল; মেয়েকে নিয়ে আজ আসে। মেয়েকে ঠাকুরঘরে নিয়ে বললাম, যে time দিয়েছি, ঐ time পর্যন্ত এর কথা শোন। তারপরে যা খুশী কোরো। ও রাজী। কিরে, কতক্ষণ লেগেছে? ভড়দা ঃ- ১০ মিনিট। রমার M.Phil য়ে জন্য চেষ্টার ব্যাপার জানো তো! ভর্তি হতে পারবে না ভেবে গ্রাস ছুড়ে ভাঙ্গলো। এ বললো ঃ- তোমার কাজ তুমি করে যাও। তোমার নাম থাকছে। জেনে রাখো। ও তো প্রোফেসারী করতে চায়। ... ব্রজের কৃষ্ণ — সে তো লীলা। মহাপ্রভুর শেষের অবস্থা, আগের নয়। দ্বার কতো ভিতরে। দ্বারকা তো চঞ্চল! কৃষ্ণ অর্জুনের সখী হোল কেন? কর্ণের হোল না কেন? .... অর্জুনের দ্বন্দ্ব জেগেছিল। যুধিষ্ঠির তো আকাশের মতো। ভীম সহজ সরল লোক; সোজা পথে কাজ করে যায়। অশ্বত্থামাকে দিয়া তাই দেখানো। ...আমি গুরু ; তুমি ও গুরু। আমি তোমার ভিতরে, তুমি আমার ভিতরে। আমি আছি বলে কেমন করে? আমরা কি কেউ আছি? সব ফাক্কা। সব ফাক্কার মধ্যে আছি; কেউ বোঝে? ননী সেন ঃ- প্রভুতো অযোনিজ ছিলেন। (দাদা হাসলেন কিছু না বলে।) ননী সেনঃ- সাধু-সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর-তৃষ্ণা নিয়ে ঘর ছাড়ে; পরে বিগড়ে যায়। দাদা ঃ- Emotion. এ সব avoid করার জন্য ঘর ছাড়লো; তাই প্রারব্ধ আটকে ফেললো। .... মানা! ননীদার কাছে বস্। ননীদার মনটা খারাপ; দেখে শান্তি পাবে। নিষ্ঠার অভাব থাকলে চলে যেতে হবে। (ডবল জুতো মারা হোল।) ..... মহানামব্রত প্রভুকে দেখেইনি।

২.১২.৭৬ (তদেব) [ডঃ আর্. এল্. দত্ত একজন কাম্বোডিয়ানকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর মামা মারা যাচ্ছেন; সেই সময়ে স্বপ্নে উনি মামাকে দেখেন।] দাদা ঃ—এটা ঠিক; কিন্তু, অন্য স্বপ্ন মনের বিকার। (আগামীকাল এসে ওঁকে মহানাম নিতে বললেন এবং ফ্রিম্যানের বইটা আঙ্গুল চালিয়ে ওর নাম লিখে ওকে দিলেন, আর গন্ধ দিলেন।.....(বিধবা ও সতী নিয়ে আলোচনা) চলছে, ফিরছে; বিধবা কেমন করে?.....আগে মৃতদেহ জলে ফেলে দিত বা কবর দিত। পরে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি হলে দাহ শুরু হোল। [মিসেস্ সেন সকালে ফ্রিজের জলের বোতলগুলিতে acid জল ঢেলে রেখেছিল। স্নানের আগে বোতলগুলি পরিষ্কার করতে ভুলে যায়। বিকেল ৩.৩০ টায় চা খাবার জন্য ঐ বোতল থেকেই জল কেটলিতে ঢেলে ইলেক্ট্রিক স্টোভে বসিয়ে দেয়। কিছু পরেই current চলে যায়। চা-বিলাসী মিসেস্‌কে খুশী করতে চায়ের দোকান থেকে চা এনে দেওয়া হোল। দোকানীর কাছে জানা গেল, current আছে। নীচের ভাড়াটেও বললো, light আছে। দোকানের চা খেয়ে তৃপ্তি হোল না। মিসেস্ সেন কেটলিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখতে গেল, জলটা চায়ের উপযুক্ত গরম হয়েছে কিনা। জলটা ঘোলা দেখে সে একটা ফোঁটা জিভে লাগালো; সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন খেয়াল হোল, ওটা এসিড্-জল। সঙ্গে সঙ্গে light এসে গেলো। দাদা সেন-দম্পতিকে শারীরিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করলেন। পণ্ডিতেরা তবু বলবেন, কাকতালীয়।]

৫.১২.৭৬ (তদেব) দাদাঃ—গতকাল মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বিকালে এর কাছে আসেন। গীতার আগ্রহে সে এর সঙ্গে পরিমলের বাড়ী যায়। সেখানে ডঃ আর্. এল্. দত্ত এবং নাসা-র vice-chairmanও ছিলেন। এ ব্রহ্মচারীকে বললো ঃ তুমি প্রভুকে পেতে চাও, না নিজের মনকে পেতে চাও? তারপরে গন্ধ দিয়ে বললাম, এটা প্রভুর গন্ধ নয়, তাঁর গন্ধ। মহানাম পেয়ে বললো ঃ প্রভুর জিনিষ পেলাম না। এ তখন বললো ঃ তুমি প্রভুর দেহটাকে চাও, তাঁকে চাও না। সে বললো ঃ আপনাকে দেখে প্রভু এ রকম করেছেন শুনে আপনার কাছে এলাম। (অতুলদার সঙ্গে আলোচনা; শ্যামলী-কাহিনী; সীতা-কাহিনী।) আরেক অহংকারের (জটায়ু) পক্ষাঘাত হোল। সরমা এসে আস্তে আস্তে সীতাকে রামের দিকে উন্মুখ করলো। (দিনমণি মিশ্রের মেয়ের বিয়েতে কে কে যাচ্ছে, তাই নিয়ে আলোচনা।]

(বিকালে) দাদা ঃ—ছোট ভাইকে বললাম, তোমরা তীর্থে ঘুরে মরো। ননী সেন ঃ সে তাহলে আমার ভাই হয়ে না জন্মে আপনার ভাই হয়ে জন্মালো কেন? দাদা ঃ—ওতো মুক্ত পুরুষ ছিল। বাবা তো মহাযোগী ছিলেন। বাবা একে 'উনি' বলতেন। কথামৃত-লেখক মহেন্দ্রগুপ্ত সঞ্জিতের ঠাকুর্দা। (দাদার সঙ্গে সবাই পরিমলদার বাড়ী। সেখানে ক্ষেপে ক্ষেপে চা-বিস্কুট, খাস্তাকচুরি, কাটলেট ও পাঁপর-ভাজা খাওয়া হোল। দাদার কাছে অনেক ফোন এলো,—বাইরের এবং ভিতরের। উষাদি ও বিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ। হীরের নাকছাবির আবদার। বিশুদ্ধানন্দ দুটো তুলোর পুঁটলি করে সামনে রাখলেন। প্রথমে একটা বড়ো সাদা lensয়ের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ফেললেন; তখন তুলোটা তরল দেখালো। পরে লাল lens য়ের ভিতর দিয়ে ফেলায় ওটা জমে হীরা হয়ে গেল। উষাদি বললেন, ও এটা তো হীরা নয়; আর এতো বড়ো তো নাকে পরা যায় না।) দাদা ঃ ওটা তুলোর ভিতরেই ছিল। এখন তো আরো পাকা হয়েছে। এ ব্যাপারে—সাঁই সব চেয়ে expert. P.C. Sarkar ওকে দেখে মহাপুরুষ বলে ঘাবড়ে গেল।

১২.১২.৭৬ (তদেব) [আজ রবিবার। প্রচুর জন-সমাবেশ। বুদ্ধ সতীদাহ প্রভৃতি আলোচনা।] দাদা ঃ—আমি গুরু বলে কেমন করে?.....শংকরের তো তিনটা লোপ (?); প্রথমে জয়, তার পরে বাপ-মা-ছেলে মেয়ে কেউনা; lastয়ে 'ভজ গোবিন্দম্'। (পুরীভ্রমণ-কাহিনী; ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ) (মানাকে) দাদা ঃ—তোকে সাজলে তো সুন্দর দেখায়। কী ননীদা! সুন্দর দেখায় না?

১৯.১২.৭৬ (তদেব) দাদা ঃ—আজকালতো বসি না। কাল একটু বসেছিলাম। ২৫০০ বছর থেকে ৪০০ বছর আগে পর্যন্ত দেখা গেল। যীশু কি ভগবান্ টান্ বলেছিল? মহম্মদ? খোদাবন্দ্ তো পরের কথা। সে তো আত্মা অর্থাৎ আত্মার কথা বললো। সে তো কিছুটা বুঝেছিল? না, তাও বোঝে নি? জৈনের কথা ছেড়ে দে, অর্থাৎ মহাবীর। বুদ্ধ তো ভগবান্, কৃষ্ণ, রাম কিছুই বললো না। সে তো বুদ্ধ নয়; সিদ্ধার্থ, শাক্য সিংহ। সে বলেছিল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাই সে বুদ্ধদেব হয়ে গেল? শংকর কি কপালে তিলক-টিলক দিত? বুদ্ধ কি আসন-টাসন করতো? কবিরাজ মশাই বলেন, তুমি যে রকম পদ্মাসন করো, বুদ্ধ ঐ রকম পদ্মাসন করতেন। কবিরাজমশাই পরে গুরুর ফটো সরিয়ে দেন। দীনেশের (ভট্টাচার্য) কাছ থেকে এর একটা ফটো চেয়ে নেন।

(কুম্ভমেলা নিয়ে অতুলদার প্রশ্ন।) দাদা :—ওটা কদ্দিনের? শংকরের আগে ছিল? কোন প্রমাণ আছে? হরিদ্বার অর্থাৎ হর কি দ্বার তো ১০০০।১২০০ বছর আগে তৈরী হোল।.....(অস্পষ্টলেখা) সে শিব তো উনি, কৃষ্ণ। সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে যে ঘুরলো, সে তো আসক্ত। সতীর দেহের অংশ,—নাক, চোখ, আঙ্গুল এই এই জায়গায় পড়েছে, এ সব তো ব্যবসার জন্য। লক্ষ কোটি বছরেও এরকম ভণ্ড আসেনি। আমার দেবতারও দরকার নাই, অসুরেরও দরকার নাই।

২২.১২.৭৬ (আলিপুর কোর্ট) [গতকাল ও case হয়। Hand-writing expert তাঁর বক্তব্য বলেন। কালও বলবেন। সুবোধ ব্যানার্জিকে ইন্দুবাবু একটু জেরা করেন। দাদা একসময়ে সত্যেনবাবুর উপর রেগে বলেন : এ কার কেস্ বুঝতে পারছো? P.P. মিঃ ঘোষ প্রভৃতি তাকিয়ে থাকেন।] [আজ Hand-writing expert য়ের জেরা শুরু হয়। ইন্দুবাবু এবং সত্যেনবাবু কিছু কিছু Pointয়ে attack করেন। দাদা কোর্ট থেকে চলে যাবার সময়ে আড়ালে দাঁড়ালে ননী সেনকে ডাকলেন। বললেন : তুই কোথায় যাবি? সেন :—জ্ঞানদার বাড়ী। দাদাঃ কাজ আছে? সেন : না। দাদা :—বাড়ী যাবি না? আয়্। দাদার গাড়ীতে উঠতে হোল। Case আলোচনা করতে করতে দাদা আবার ঐ প্রশ্ন করে বললেন, কী, খেতে? কার গাড়ীতে যাবি? পরের গাড়ীতে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমি থাকলে কথা ছিল না। পরের গাড়ীতে যাবি কেন? বাড়ী পৌঁছে দাদা বললেন : ফ্রিম্যানের একটা চিঠি এসেছে; এই নে। উত্তর নিয়ে শনিবার আসিস্।

২৪.১২.৭৬ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [case নিয়ে আলোচনা। তিনজন সাক্ষী শেষ। তাদের একজন হোল A.C. তপন চ্যাটার্জী। তাঁকে ইন্দুবাবু নাস্তানাবুদ করেন। সে আনন্দময়ীর বাড়ীর থেকে 'দাদাজীপ্রসঙ্গে,' ৩য় খণ্ড একটা seize করেন। তাতে আনন্দময়ীর নাম লেখা এবং 'Seized by Tapan Chatterji' লেখা। A.C. বলে, ওটা তার signature. আনন্দময়ীর নামের সঙ্গে একটা document য়ে তার সইয়ের মিল সে বললো। ইন্দুবাবু তখন বললেন : বুঝলেন তো হুজুর case টা। একজন innocent মহাপুরুষকে মিছামিছি জড়ানো হয়েছে, যিনি একা কেবল সাধুদের মধ্যে টিকে আছেন। তারপরে I.O. আরো জনা দুই সাক্ষী আছে বলায় ম্যাজিস্ট্রেট রেগে যান।]

২৫.১২.৭৬ (তদেব) [নিখিল দত্ত রায় জামসেদপুর বদলী হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী স্বপ্না যেতে চায় না। কেঁদে বললো, এতো জিনিষ পত্র নিয়ে যাবো কেমন করে? দাদা বললেন, আমি তোর সঙ্গে থাকবো। মধুদা এসে প্রণাম করে চলে যায়; কুণ্ডু-পত্নীও। হঠাৎ দাদা দেখাশুনার ব্যাপারে কড়াকড়ি করছেন আজ। জ্ঞানদা ও সুরেশ আচার্য চলে গেলে পরে মানাকে ডেকে বললেন :] আজ মিনুদিকেও একঘণ্টা বসিয়ে রেখেছি। মধু বলে, গাড়ীতো আপনার। এ বলে, না, এখন আর তা মনে করতে পারি না। যখন ছিল, তখন ছিল। হয়তো গাড়ীটা এই দিয়েছিল। (গাড়ী করে মধুদাকে তারাতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বলায় একজনকে ভর্ৎসনা করে বললেনঃ তুমি বাসে যাবে। তোমাকে গাড়ী করে ও পৌঁছে দেবে কেন? এটা ঠিক নয়।.....দুজনে ছেলেকে নিয়ে আসে। ছেলের সঙ্গে কথা বলিনি বলে অখুসী। বলে : ছেলে টাকা নেয় নি। তখন এ রেগে বলে : এর কথার উপরে কথা বলতে যেও না। আমার কাউকে দরকার নাই। তুমি না এলেও ক্ষতি নাই। যখন গোপনে বাড়ী বাঁধা দিয়েছিল, তখন বোঝ নি? (দাদা খুবই ব্যথিত।) বাপ-মা আছে এমন কোন মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। আবার তো ফোন করে ৫০০্ টাকা নিয়েছে। এর কাছে না এলে বাড়ী বিক্রী হয়ে যেতো। আজ হয়তো জেলে থাকতো। টাকাটা আমি দিয়ে দেবো—ওর সামনে। কলবো, ও আমার কাছে টাকাটা রেখে দিয়েছিল। সব টালিবালি করতে আসে; সব cheat য়ের দল, শচীন একা নয়। আমি তোমার ছেলের বিরুদ্ধে বললে তুমি রেগে যাবে। এতো আসক্তি কেন? এরপরে রবিবারও দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দেবো। রবিবার দেখা করি কেন? কারণ, সবার সামনে নিজের কথা বলতে পারবে না।.....হিমালয়ে ঘোরার সময়ে যোগেনদার কাছ থেকে ৫্ টাকা ধার নিলাম। কাশী ফিরে টাকাটা দিতে চাইলাম। কিছুতে নেবেন না। শেষে সুনীলের নামে M.O. করে পাঠালাম। তখন ওঁর টাকার দরকার ছিল। তার কয়েক দিন পরে সুনীলের ১০০্ টাকা গেল। উনি ভাবলেন, ভগবান্ ঐ ৫্ টাকা পাঠিয়েছেন। এ বললো, হ্যাঁ, ভগবান্ও ঋণ শোধ করেন। ননী সেনঃ হ্যাঁ. অশান্তি একদিন বৌদিকে ১০্ টাকা দেয়। সে দিনই রাত্রে আপনি একটা এলাচের মালা দিয়ে বলেন, ওর ভিতরে ১০্ টাকার এলাচ আছে, খেয়ে ফেলিস্। আপনাকে কিন্তু ঐ ১০্ টাকার কথা কেউ বলে নি। আপানকে ঐ ১০্ টাকা শুলাচ্ছিল। তাই শুলটা আমাকে দিলেন; দিন কয়েক এলাচ দিয়ে ভালোমন্দ খেয়ে গোটা ৩০্ টাকা খসে গেল। যাই হোক্, আমি

আপনার কাছে ১ টাকা ধার করেছি। (দাদা 'রমা', 'আলো' বলে ডাকলেন। ওঁরা এলে বললেন ঃ) সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে; বল্। ননী সেন ঃ- আমি দাদার কাছে ১ টাকা ধারি। আমি কিন্তু ঋণ শোধ করবো না। কারণ, ঋণ থাকলে আপনি আটকে রাখবেন। দাদা ঃ—ঋণ কি শোধ করা যায়? দেহটার ঋণ কি শোধ করা যায়?.....(ফ্রিম্যানের দুটো চিঠি পড়তে দেন। বলেন, কী রকম হয়েছে রে? একেবারে গীতা!) (ধন্য ফ্রিম্যান যিনি ৫০০ বছর আগে গৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। দাদা ঃ—কাল উত্তর লিখে আনিস্। (আজ দাদা আচরণ শিক্ষা দিলেন। কিন্তু, শিক্ষা কি হয়?)

২৬.১২.৭৬ (তদেব) [ননী সেন ১১.২০তে এসে দাদার বাড়ী গেট্ খুলছে।] দাদা ঃ—ঐ ননী সেন আসছে। মানা। তোর আর ননীর গেট্ খোলার শব্দ আমি জানি। (ননী সেন হার্ভে ফ্রিম্যানের দুটো চিঠি ও উত্তর দাদাকে দিল। মানা চিঠি দুটো পড়ে শুনালো।) দাদা ঃ—তাহলে উনি থাকেন না? তুই নদীর মধ্যে ডুবে আছিস্; যে দিকে দেখছিস্, শুধু জল। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবইতো উনি। (অতুলদাকে) কৃপা করছেন বলেই এই রকম চেহারা হয়েছে; না হলে বেঁকে যেতে। তিনি হয়তো একজনকে ভালোবাসেন অর্থাৎ সেখানে প্রকাশে আছেন। সব জায়গায়ই তিনি। আমার মধ্যেও তিনি আছেন শব্দ হয়ে; একটু difference আছে। (আলেকবাবার কথা।) ৫ বছরে তাঁকে বলি, এসব করে কি হবে? সাধন-ভজন করে কি তাঁকে পাওয়া যায়? মা তাঁকে বলেন, ওর মাথাটা একটু আপনার পায়ে ঠেকান। আলেকবাবা এগিয়ে যেয়ে থম্‌কে দাঁড়ান; বলেন : থাক্, দরকার নাই। প্রভু জগদ্বন্ধ একে কোলে নিয়ে আদর করে প্রণাম করেন।.....অনন্ত ভুবনে কেউ নেই এর কথার ভুল ধরে।.....বই-টই যেই লিখুক্, মনের ব্যাপার তো! ননী সেন, গোপীনাথ কবিরাজ। গোপীনাথ তো বেদব্যাসের চেয়েও বড়ো। গোপীনাথ, শ্রীনিবাসন্। (ননীসেনকে) তোর কি আজও university আছে? তাহলে সোমবার ১১।১১.১৫র মধ্যে আসিস্। সঞ্জিৎ নেই; কোর্টে যেতে হবে।

২৭.১২.৭৬ [দাদার বাড়ী থেকে দাদার সঙ্গে দয়ালালের গাড়ীতে কোর্টে প্রায় ১২টায়। সেখানে ডাঃ ভদ্র, মধুদা (উকিল), সমীরণদা, জয়দেবদা, দিলীপ চ্যাটার্জি, পরিমলদা, যতীনদার ছেলে প্রভৃতি ছিলেন। সঞ্জিৎ একটু পরে আসে। প্রথমে O.C., cheating. বিনয় ব্যানার্জির সাক্ষ্য। সোমরাজের জেরার পরে ইন্দুবাবুর জেরায় সে বললো ঃ টালিগঞ্জ থানায় F.I.R.য়ের কথা আমি বলি নি। আনন্দময়ীর approved signature collect করার কথা, তার সঙ্গে will য়ের এবং অন্যান্য সইয়ের তুলনার কথা আমি ভাবি নি। সে অনেক কিছুই 'না', 'না' বললো। সোমরাজ ইন্দুবাবুকে বললেন : আপনারা তো জিতে গেছেন। P.P. withdraw করতে চাচ্ছেন; আমি তা চাইনা। ওঁর চাকরীর ভয় আছে; আমার নাই। তার পরে উঠলো রহস্যের মেঘনাদ পি. কে. রায়। সোমরাজের জেরায় বললো ঃ আমি F.I.R. করিয়েছি। প্রথমে শচীনকে examine করি। সেদিন অন্য কিছু করিনি। পরে will দেখি। শচীনের বাড়ী থেকে কিছু বই এবং Books of account নিই। আজ সব কোর্টে নিয়ে এসেছি। বিনয় ব্যানার্জি আরো বলেঃ বিপিন পাল রোডের বাড়ী প্রথম দিনই search হয়। রায়কে কালও জেরা করা হবে। সোমরাজ ইন্দুবাবুকে আরো বলেন : P.P. D.L.R কে লেখে; D.L.R. জানান, যা ভালো বোঝেন, করুন। ইন্দুবাবু বলেন : আমি ৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট নেবো; তারপরে সত্যেনবাবু। মনে হয়, কালই জেরা শেষ হবে।]

২৮.১২.৭৬ [দাদালয় থেকে দাদা ও সঞ্জিৎ দয়ালালের গাড়ীতে ননী সেন সহ কোর্টে। দাদার রবিবার থেকে সর্দি, কাসি ও জ্বর। কজনের রোগ নিয়েছেন, কে জানে? কারণ, সাধারণত : ৩।৪।৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে ভালো হয়ে যান। কোর্টে আজ ও I.O.কে সোমরাজ প্রশ্ন করেন। শচীনের একটা statement type করতেই আধঘণ্টা কেটে গেল। সোমরাজ বললেন, আজ পর্যন্ত ১৬টা প্রশ্ন করা হয়েছে; মোট ৩৫টা আছে। কাল হয়তো শেষ হবে। বৃহস্পতিবার ইন্দুবাবু ও সত্যেন বাবুর জেরা শেষ হতে পারে। না হলে 3rd January তেও জেরা হবে। সোমরাজ বলেন, কোন রকমে 1977 পর্যন্ত টেনে নিতে পারলে হয়; জ্যোতিষীর মতে তখন আমাদের luck favour করবে। পরিমলদার গাড়ীতে দাদার সঙ্গে দাদালয়ে।]

৩০.১২.৭৬ [আজও কেস্ চলছে। দাদা কোর্টে সঞ্জিৎসহ। ননী সেন যখন পৌঁছায়, তখন সত্যেনবাবু রায়কে cross করা শুরু করেছেন। প্রশ্ন ঃ—আতরের শিশি seize করেছেন cheating না forgery প্রমাণ করার জন্য? উত্তর ঃ) না। আজ শচীনের statement য়ের contradictionগুলো record করানো হোল। ফেরার সময়ে দাদা পরিমলদার গাড়ীতে উঠলেন। ননীগোপালদা গাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে; ননী সেন কিছুটা পিছনে। দাদা ঃ ননী, Dr. Sen কৈ? ওঠ্। ননী সেনঃ— আজ মহারাজ রয়েছেন। দাদা ঃ—হ্যাঁ, মহারাজ তো আছেনই। দুজনেই

উঠলো। দাদা ঃ— এই শালা চুৎমারাণি, ও কে না দেখলে.....। ও অন্য জিনিষ; একি সাধনা করে হয়? তারপরে ভালবাসি রমাকে। শালা টেরামাইসিন্ কিনবে না; টাকা খরচ হবে! আমার কাছ থেকে নিস; ২টা দেবো। :...কাল তো এক জায়গায় (গোরার ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশে) যাই ৫ মিনিটের জন্য। তোর বৌদি বলেন ঃ তুমি এক কাপ চাও খেলে না; তোমার জন্য কত ব্যবস্থা করেছিল। এ বলে, ওসব আমার.....। বাসায় এসে দাদা ননীগোপালদাকে দুটো টেরামাইসিন্ পাঠিয়ে দিলেন।]

২.১.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [দাদা ১১টার পরে নীচে নাবেন।] দাদা ঃ— তোদের একজন খুব ঘনিষ্ঠ লোক এসে নানা সাংসারিক কথা, মেয়ের বিয়ের কথা প্রভৃতি বলে। আমি খুব রেগে যাই। বলি, এর পরে আর উপরে এসো না; নীচে বসে থেকো। বকাবকি করায় শরীরটা খারাপ লাগে; তাই দেরী করে নামলাম। (এক ভদ্রমহিলা বিরাট্ লম্বা গান্ধার মালা পরিয়ে দিলেন। আরেক জন আরেক ফুলের।) দাদা ঃ— আমেরিকাতেও এই রকম মালা পরাচ্ছে; ফটো এলে দেখবি। কি রে, বুঝতে পারলি?.....আদির আদি যিনি, তাঁর communicationয়ে এসব করছে; এখানে ভুল হবে কেমন করে?.....মানাঃ মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করেন কি? দাদা ঃ ও সব চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। একজন অচল, উনি সচল। উনি তো ওর চেয়েও বড়ো। ও কোন্ কৃষ্ণ? ননী সেন ঃ—দ্বারকার কৃষ্ণ। উনি তো ব্রজের কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। দাদাঃ- না, ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোপীজনবল্লভ, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবো না। নিত্যানন্দ মহাপাত্র বললো, উনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; ২দিন পরে জালে উঠেন। এই সব গল্প এখন আর চলবে না। দেহটাকে অবশ্য মিলিয়ে দিতে পারেন; ওঁর দেহটাতো transparent ছিলো। কিন্তু, জীব হয়ে তো এসেছেন; দু দিন জলে থাকবেন কেমন করে? শেষের দিকে হয়তো সমুদ্রের কাছে ওঁকে যেতে দেওয়া হোত না। এসব ২০০।৪০০ বছর পরে লেখা। (আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে) এরকম করে ৮৪ ক্রোশ বৃন্দাবন। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।' কিরে, পারেন কি?.....(ভালোবাসা-প্রসঙ্গ) অতুলানন্দ। তোমার ছেলে বাইরে আছে, তাই বুঝতে পারছো না। (সুনীলদার প্রশংসা) এই রকম surrender হলে ভুগতে হয় না।.....গুরু তো একমাত্র এই স্বীকার করে; আর কেউ করে না। ওঁনারাও করেছিলেন। কিন্তু, ওঁরা ভাবের কথা বলতেন; কেউ বুঝতো না। ..... আদি সৃষ্টি যখন হোল, এরকম একটা করার ইচ্ছা যখন হোল, তখন কি কোনো medium ছিল? তোদের ধর্মশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আছে। কিন্তু, পণ্ডিতেরা তার অন্য রকম interpretation করলো। বলা হোল পুবে যেতে, তারা গেল পশ্চিমে। তাইতো গোপীনাথ কবিরাজকে দিয়ে বলালো, শাস্ত্র ইতিহাস সব ভুলে ভরা। এ হয়েই ছিল। যত্যা! তুই ছিলি না? তাঁর গুরুর ফটোতো তিনি শেষে সরিয়ে ফেললেন। ২০ হাজার বছরেও ওরকমটি আসে নি। .... আমিটাই যেখানে নাই। সেখানে আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলি কেমন করে? ..... ও দীনেশ ব্রহ্মচারী (বাটার)! .... মাটি টাকা, টাকা মাটি। উঃ জ্বলে গেল কেন, সে খাচ্ছে দাচ্ছে না? সে স্ত্রীকে জমি লিখে দিচ্ছে না? কাশীতে একজন পায়ে হেঁটে গঙ্গা পেরিয়ে গেল। ও তো এক পয়সার ব্যাপার! কে বলতে পারে? যাঁর ঐ ক্ষমতা আছে। না হলে ওটা ফাজলামি।

৪.১.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ- .....রামপ্রসাদের কথা ছেড়ে দে। কিন্তু, নিরাকার। তাঁর গানের ভাষা লক্ষ্য করবি। .... . নরেন খুব জেদী ছিল। বলতো, দেশকে ভালোবাসি, দেশের কল্যাণ চাই। তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নেয়। গোপালের পা ভাঙ্গা। Conception ই ছিলো না। গোপালের কিপা ভাঙতে পারে? রবীন্দ্রনাথ কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যান; শেষে বলেন ঃ এ শুনলে আমার সাহিত্য হবে না । সে তো সাধারণ ছিল না। ঋষি বা তোদের ভাষায় মুনি। একেবারে ; উনি নিজে দেখেন নি। দাদা ঃ এতো জেনে বলে না। ঐ সব যোগ-টোগে করে একটু বিভূতি হতে পারে; অষ্ট সিদ্ধি হয় না। ওটা আসে। মহাপ্রভুর দরকার ছিল না। কিন্তু, কখনো কখনো হয়েছে তো। চর্তুর্ভুজ দেখানো। আর এই ভণ্ডের পাল্লায় পড়ে তিনটা চতুর্ভুজ। কবিরাজমশাইর কথা বলছি। কাশীতে কিশোরী ভগবান্ হয়ে আছেন, আর এখানে নিত্যলীলা করছেন। শংকর সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি না। রবীন্দ্রনাথকে বলি আমার যা ভালো লাগে, তাইতো গাইবো; কাউকে খুশী করার জন্য গাইবো না।

৯.১.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ- ভাবতে ভাবতেই ভাবান্তর হবে। (ঠাকুর সম্বন্ধে) তখন ও জপ করেছেন, এখন ও জপ করছেন। পূজা তো অষ্টপ্রহরই হচ্ছে। দক্ষিণাটা স্বভাবে হলেই প্রসাদ হয়। .... নারায়ণ শিলা তো আছেই; ভিতরে। ত্রিধারা — ব্রজ, কৈবল্য, ভূমা। এরকম ভণ্ড আগে কখনো আসেনি, আর পরেও আসবে না। তোরা

যাঁকে অবতার বলিস্, সেওতো জীব, যাঁকে অবতারী বলিস্ সেও জীব। এর কথার ভুল ১৪ ভুবনের কেউ ধরতে পারবে না; ভগবান্ও না। তাঁর প্রকাশ হয়। 'গুরোর্গরীয়ান্' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ হলেও একটা ব্রজ, আরেকটা ভূমা।..... একটা সচল আরেকটা অচল। .. মনটার দিকে নজর দিস কেন? ওটাকে কি কখনো শান্ত করা যায়? শুধু একটু স্মরণ। (বলরাম মিশ্র Dr. Osis য়ের চিঠি পড়ে শোনান। সপ্তাহ দুই আগে Washington য়ে একটা Congregation হয়। দাদা সেখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন। হার্ভে ফ্রিম্যান্ এই বিষয়ই চিঠিতে লিখেছিল ঃ Iruth Spoke.]

১১.১.৭৭ (তদেব) (১০.৩০ টায় দাদালয়ে। 'ননী সেন, উপরে আসো' বলে দাদা উপরে চলে গেলেন। ভড়দাসহ ননী সেন উপরে গেল। কিছু পরে এলো গোরা, দাদার ভায়রা। কুম্ভমেলায় এক বাঙ্গালী সাধুর কাহিনী বললো ননী সেন। তরুণ সাধু পূর্ণানন্দ যখন অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করছে, তখন কোত্থেকে ৩০ জন সুন্দরী এসে তাঁর গায়ে জল ছিটায়, কাপড় কেড়ে নেয়। পরে কিছু দূর যেয়ে অদৃশ্য হয়।) দাদা ঃ— আমার কাছে অপসরা আসলে তো জড়াইয়া ধরুম্। মুক্তানন্দ ওখানে গেছে; আনন্দময়ীও। কামদার কয়েকদিন ধরে ফোন করার চেষ্টা করছে। এ তো ধরছে না। শেষে পরশু ধরতে হোল। বলে ঃ কুম্ভমেলায় যেতে চাই ; এবার তো পূর্ণকুম্ভ ইত্যাদি। এ বললো ঃ মাইজী যাবে না? কাকে কি দান করবে, লিষ্ট করেছো তো? তুমি যখন যাবার ইচ্ছা করেছো, তখন বাধা দেবো না। তাহলে অন্য দিক্ দিয়ে ফুঁড়ে বেরুবে। যাও, অমৃত পান করে এসো। (ভড়দা প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে) তোমার আর অমৃত খাওয়া হোল না। পরে ওকে বললাম, দয়ালালকে রাঁধুনীসহ গাড়ী প্রয়াগে পাঠাতে বলে দেবো। তোমার গাড়ী তো খালি যাচ্ছে। বৌদি ঐ গাড়ীতে প্রয়াগ যাবে? কামদার বললো ঃ সে কি কথা! গাড়ী তো আপনার! (ননীসেনকে) দাদা ঃ শান্তিকে নিয়ে তোর বৌদি যাবে। এই আলো! এ দিকে এসো। শান্তিকে নিয়ে যাবে; এবারে আবার পূর্ণকুম্ভ। একেবারে মুক্ত হয়ে যাবে। বৌদি ঃ- হ্যাঁ অন্যকে ঐরকম বলে। ননীদা গেলে যাবো। ননী সেন ঃ ওরে বাব্বা। আমার শীতের ভয়; আমি, বৌদি। যাবো না। বৌদি ঃ- ননীদা গেলে যাবো। দাদা ঃ- সাধুরা সব পুণ্য করতে যাচ্ছে, মুক্ত হতে যাচ্ছে। তাহলে তারা পাপ করেছে।, মুক্ত হয়নি। (কপিল প্রসঙ্গ তুললো ননী সেন — ৬০ হাজার সগরপুত্র কপিলের ক্রোধাগ্নিতে মুহূর্তে ভস্মসাৎ। দাদা হেসে বললেনঃ) তোদের আর কি বলবো। যা পড়িস্, তাই বিশ্বাস করিস্। অন্ধ আর কাকে বলে? কারুর ষাট হাজার ছেলে হতে পারে? আর অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করা! কেউ দেখেছো কি? তাও আবার ৬০ হাজার জনকে একসঙ্গে! তোরা নওগাঁ যাস্ না কেন? এই ভণ্ডের কাছে ওসব চলবে না। (রামঠাকুর ও স্বয়ংবরা কন্যার কাহিনী বললো ননীসেন। দাদা শুনে হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বললেন ঃ) ওটাকে (ঠাকুর) কেউ বুঝেছে কি? ওটার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় কি? বিয়ে করার অর্থই কেউ বোঝে না। ... এক গোস্বামী একে এসে অনুযোগ করলো ঃ গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের বাড়ী নারায়ণ-শিলার উপরে বসেন! এ বলে ঃ যে মুখ দিয়ে এই কথা বলেছো, সেই মুখে ১০০ বার 'গৌরহরি' বলো। (শূন্যে ওঠার প্রসঙ্গ।) কেউ সাধনার দ্বারা শূন্যে থাকতে পারে না; ওঁরাই শুধু পারেন। কিন্তু, যখন হয়, ওঁরাও জানেন না। 'আমি' থাকলে ওটা হয় না। সাধন-ভজন করে ২/৪ ইঞ্চি উঠা যায়। .... নামটা প্রকাশ পেলে জীবই অবতার শক্তি হয়। কিন্তু 'অবতারী' সর্বদা নামই দেখেন, তাঁকেই দেখেন। জন্মজন্মান্তরের পর জীবই অবতর হয়ে আসতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে আজ কিছু বলবো না। ... মহাপ্রভু কি কুম্ভে গেছেন? রাম গেছেন? ... সীতাকে জিজ্ঞেস করলো, রাবণের চেহারা কেমন? সীতা এঁকে দেখালো, তাইতো সীতা-নির্বাসন। পৃথিবী ফাঁক হোল, সীতা পাতালে গেলেন, রাম চুলের মুঠি ধরলো, —এ সব কি? ননীসেন ঃ- যুগে যুগে ভক্তদের বিরহরস আস্বাদন করানোর জন্য ভগবানের নিজপ্রিয়াবিচ্ছেদ ঃ রামের সীতার সঙ্গে, কৃষ্ণের রাধার সঙ্গে, গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। দাদা ঃ- গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে (বলে থেমে গেলেন।) (ডঃ পণ্ডিত দাদা সম্বন্ধে ৫০ পৃষ্ঠা লিখেছেন; ওটা ছাপাতে চান। হরিদা ছাপিয়ে দেবেন।) দাদা ঃ- আমি বলেছি, আরো গোটা ৭০ পাতা লিখে ছাপাতে হবে। ওটা হরিপদ নিয়া আসছে। তুই আরো ৭০ পাতা লিখে দিবি। তোদের দুজনের নামে বেরুবে। ননী সেন ঃ নাম না থাকলেই হয়। দাদা ঃ- একজনের নাম তো থাকতেই হবে, আমার নামে বেরুতে পারে। কিন্তু অহংত্যাগ করে তো লিখতে হবে।..... জলে ভাসা ও শূন্যে থাকা এক জিনিষ নয়। .. বালক ব্রহ্মচারী আসতে চায়; গোরা permission চেয়েছে।

১৮.১.৭৭ (তদেব) [হার্ভে ফ্রিম্যানের চিঠির উত্তরসহ ননীসেন দাদালয়ে। দাদার শরীর খারাপ, অর্থাৎ কয়েকজনের রোগ নিয়েছেন।]

দাদা ঃ—অবগাহন কাকে বলে? ননী সেন ঃ—মাথাটা উপরে, বাকী দেহটা জলের মধ্যে,—তাই অবগাহন। দাদাঃ—নিমজ্জিত হয়ে থাকা; তাঁকে touch করা নয়; তাঁর বিভূতিযোগে আবৃত হয়ে থাকা। গঙ্গা থেকেই তো 'অবগাহন' কথাটা এসেছে। লোকে বলে, উত্তরমুখী গঙ্গা; তার পুবে ব্যাসকাশী, পশ্চিমে হরগৌরী। কাশী আবার ত্রিশূলের উপরে। কবিরাজ মশাইকেও এই প্রশ্নটা করেছিলাম; সেও উত্তর দিতে পারে নি।..... পুরীতৎ vibration শূন্য হবে কেমন করে?..... ননী সেন ঃ—গত উৎসবে ফ্রিম্যান্ কৃষ্ণের পাশে অপূর্ব সুন্দরী golden girl দেখলো। এর সঙ্গে ভাগবতে বর্ণিত ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ দর্শন অপূর্বভাবে মিলে যায়; 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্'। তবে তিনি দেখলেন মায়াকে আড়ালে, আর ফ্রিম্যান দেখলেন রাধাকে পাশে। দাদাঃ—বেদব্যাস নিজের চেষ্টায় দেখেছে, আর হার্ভেকে দেখানো হয়েছে। সে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব জানতে চেয়েছিল; তাই দেখানো হোল। মায়াটাইতো রাধা। কামনা-বাসনা যখন রাধা হয়ে গেল, তখন কৃষ্ণের ধারা বেরুলো। তখন রাধা কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো।.....

মানা ঃ—গৌরাঙ্গ কি জগন্নাথ দর্শন করেন? দাদা ঃ—কৃষ্ণতো। এক হিসাবে সে কৃষ্ণের চেয়েও বড়ো। তাহলে সে জগন্নাথকে দেখতে যাবে কেন? তবে জীবশিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে যেতে পারেন।..... রামানন্দ তো বেশি তর্ক করতে পারেনি। গৌর তো সবই 'এহো বাহ্য' বললেন। ওটা কি মুখে বলা যায়? রূপ-সনাতন স্বপ্নে দেখে অনুতপ্ত হয়; তখন বলে, কী করলাম। তখন বৃন্দাবন যায়। টাকা-পয়সা তো ছিল।

২১.১.৭৭ (তদেব) [মিসেস্ সেন বিকেলে দাদালয়ে ছেলের ভিসা-প্রাপ্তির খবর জানাতে। দাদা বলেই রেখেছিলেন ভিসা এবং আমেরিকা যাওয়া বিনা বাধায় হবে। আজ ছেলে সকালে ভিসা-অফিসে যায়। গতকালও একজন অ্যাসিষ্টান্ট বলে, কোন আশা নেই; ভয়ংকর কড়া অফিসার। ছেলে আজ গিয়ে দেখে, Mr. Oneill কয়েকজন আমেরিকানকে ভিসা দিচ্ছেন। ও আশে পাশে ঘুরছিল। পরে Oneill নিজেই ওকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন; ছেলে ভয়ে ভয়ে সব উত্তর দিচ্ছে। হঠাৎ প্রশ্ন ঃ—What is your father? ছেলে ঃ University Professor. প্রশ্ন ঃ—Which subject ? ছেলে ঃ—Sanskrit; Head of the department. Oneill :—Sanskrit! Very difficult. I tried it when I was doing Linguistics. It's very difficult. ছেলে ঃ—Yes, like German. Oneill :-No, no; much more difficult. No problem, no problem. You come at 3 in the afternoon to get your visa. শুনে দাদা বললেন ঃ অজাত, অজাত! ঠাকুর সব ঠিক করে রেখেছেন; তবু চিন্তায় ঘুম হয় না! আর foreign exchange-য়ের, Bank-য়ের খবর কি? মিসেস্ সেন ঃ—পেয়ে গেছে। United Bank of India, Gariahat branch-য়ের accountant ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে উনি ব্যবস্থা করে দেবেন, অথচ তাঁর সঙ্গে ওর পূর্ব পরিচয় বিশেষ নেই। যাই হোক্, যেদিন ব্যাংকের Certificate পেলো, সেদিন অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যানেজারকে ওর Savings Account য়ের অবস্থা বললো। তারপরে ম্যানেজার ওকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। প্রশ্ন ঃ—আপনি কি করেন? উত্তর ঃ প্রোফেসর, সংস্কৃতের প্রধান। ম্যানেজার ঃ—আমি দেখেই তাই ধরে নিয়েছি। আমার ভায়রা বাংলার প্রধান। চেনেন কি? উত্তর ঃ—যথেষ্ট পরিচয় আছে। ম্যানেজার ঃ—আপনার এখানে Savings য়ে কত টাকা আছে? উত্তর ঃ—বর্তমানে বারো হাজার টাকার মতো আছে। ছেলের plane ticket, জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনে তিন হাজারের মতো থাকবে। কিন্তু, ৫৫ হাজার আছে, এটা দেখাতে হবে। ম্যানেজার ঃ—ঠিক আছে; আপনি একটা application করুন; তাতে লিখুন, আপনার Savings Account য়ে in the neighbourhood of 60 thousand আছে। আমি certificate ready করে রাখবো; কাল এসে নিয়ে যাবেন। ও বললো ঃ আমার যে আজই দরকার। ম্যানেজার ঃ—ঠিক আছে; ৩টায় আসুন; পেয়ে যাবেন। তাই পেলো। দাদা বললেন ঃ বুঝলি কিছু? উনি কোলে নিয়ে আছেন। ননীকে বলিস্; ছেলেকেও বলিস্। সে আবার বুঝবে তো? না, ভাববে সে আর তার বাবা যুদ্ধ জয় করেছে। সত্যিই ভিসা বা foreign exchange পাওয়া যাবে, এটা ননী সেন ভাবতে পারেনি, দাদা আশ্বাস দেবার পরেও। জয় দাদা ছাড়া কি আর বলবে ননী সেন। এটাও অবশ্য শুয়ারের মুৎকার।]

২২.১.৭৭ (তদেব; বিকাল) [ননী সেন স্ত্রী ও পুত্র সহ বিকালে দাদালয়ে। মিসেস্ সেন কেঁদে ছেলেকে বললো ঃ—দাদাকে ভালো করে প্রণাম কর্। দাদা ছেলেকে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন ঃ ও কারুর burden হয়ে থাকবে না। বাবার কথা শুনিস্ না। Plane থেকে নেমেই দিদিভাইর সঙ্গে চলে যাবি। পূরবী

dependent নয়; তোমার জামাই dependent. তার চাকরী যেতে পারে। কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর, ঠাকুর করে plane য়ে উঠে পড়বি। আরেক দিন আসিস্।..... ননী সেন ঃ—ভিসা অফিসের sealed packet য়ে কি আছে, কে জানে? দাদা (রেগে) ঃ তুমি নেবেই দিদিভাইয়ের কাছে চলে যাবে। (ননী সেনকে) দাদাজীর কাছে এসব কথা বলবে না। তোর আর অনিমেষের বন্ধুতা পাতিয়ে দিতে হবে। শনিবারের ফ্লাইটেই যা; ঠাকুরঘরে প্রণাম করে যাস্।

১৩.২.৭৭ (তদেব) [দাদা চণ্ডীগড় ও দিল্লী যান। চণ্ডীগড়ে আড়াই দিন ছিলেন। সেখানে দাদার ইচ্ছায় zero degree র নীচের তাপাংক ৫০° ডিগ্রী হয়ে রইলো দাদা থাকা পর্যন্ত, আর ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল। Education Minister, chief Justice প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক ছিলেন। Education Minister message পান 'The philosophy of Dadaji'. সাধু চরণদাসজী মহানাম পান। দিল্লীতে গিয়ে বিশ্রামে ছিলেন। ৩১শে জানুয়ারী থেকে কেস শুরু হয়। সেদিন P.P বলেন, অমিয় রায়চৌধুরী একটা sealed packet শচীন রায় চৌধুরীকে দেয়। অতএব, হুজুর, ওর ভিতরে কী আছে জেনেই দিয়েছে। হুজুর। আমার কথাগুলো note করবেন। কোর্টে হাসির রোল। দাদা ফেরার পথে গাড়ীতে ননী সেনকে বলেন, sealed packet! বুঝলি না? নীহার গুপ্তের কিরীটির ডায়েরী। ১লা ফেব্রুয়ারী কোর্ট থেকে ফেরার পথে দাদা ননী সেনকে বলেন ঃ তোর মতো আমি একটা শাল কিনেছি ৫.৭৫ টাকা দিয়ে। সঞ্জিৎ বললো, যে শাল লোকে দেয়।। [আজ রবিবার। যাজ্ঞবল্ক্য-প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ—সেও শংকরের মতোই ছিল। যুদ্ধ করতো। শেষে কি হোল? শেষে সব ত্যাগ। মৈত্রেয়ীকে তাঁর স্ত্রী না বলে গুরু বলা উচিত। শংকর অবশ্য বিয়ে করেনি। সেও এখানে যুদ্ধ, সেখানে যুদ্ধ। শেষে ৭ বছর? যখন শয্যাশায়ী ছিল?.....। সবটাই সত্য। কাম ক্রোধ লোভ মোহ,—সবই সত্য।

১৬.২.৭৭ (কোর্ট থেকে ফেরার পথে ননী সেন দাদাকে পরিমলদার কথা শুধায়। দাদা বলেন ঃ) জোড়াতালি দিয়ে রেখেছি। পরশু তো যায়-যায়। সব বড়ো বড়ো ডাক্তার এসেছে। পরিমলের ছেলে একে ফোন করলো। উষাকে এ বললো, এইটা (মহানাম) বলে বুকে ১৫ মিনিট হাত বুলাও; পরে ফোন কোরো। ১৫ মিনিট পরে ফোন করে বলে, যন্ত্রণা কমেছে; ঘুমিয়ে পড়েছে। Distrub করতে নিষেধ করলাম। পরের দিন ফোন করে বলে, উঠে বসেছে। এ ডাক্তাররা কী বলে জিজ্ঞেস করলো। বললো, ৪ সপ্তাহ rest. এ বললো, আজ বেরুবে না; সব খেতে পারে, বাথরুমে যেতে পারে। আগামীকাল বেরুতে পারে। এটা কে করেছে, ননী সেন? Car accident হয়েছে, হসপিটালে নিয়েছে; দেখে, হাঁটু ধরে বলেছেন, ভয় কি? সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়া বন্ধ। কে করলো? ননী সেন নিরুত্তর।

[আজ শিবরাত্রি বলে মিসেস্ সেন সহ ননী সেন ফলাদি নিয়ে বিকালে দাদালয়ে। দাদা একটু পরে থাকতে বলে বেরিয়ে গেলেন। বৌদি মিসেস্ সেনকে বললেন ঃ যিনি আপনাকে সব কিছু দিয়েছেন, তাঁকে আপনি কি দেবেন? ৮টা নাগাদ বৌদি দাদার রান্না করতে গেলেন। তখন এলেন যতীনদা। দাদা ৮.৩০ টায় ফিরে এলেন। বললেন, যতীন বুঝি ১৮ জন্মের কথা বলেছে? কোটি জন্মেও না হতে পারে; ডঃ পুরীর চিঠিটা নে। কাল উত্তর লিখে আনিস্।

২০.২.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) (মৃত্যুর পরে নবদেহধারণ প্রসঙ্গ।) অতুলদা ঃ—জলৌকাবৎ। দাদা ঃ—এখন এই ভণ্ড এসেছে, এখন আর ওসব কথা বোলো না। যাবে কোথায়? সে তো বিভু। অবশ্য মনটা রইলো।..... শ্রাদ্ধ কাকে বলে? কি দিয়ে করবে?..... মৌনী থাকতে হবে। ওটা ভিতরে হবে।.... (পাঞ্জাবে পলসিংয়ের পিত্রালয়ে দাদার যাবার কাহিনী।) (ডঃ পুরীর চিঠিসহ উত্তরটা দিল ননী সেন।)

২২.২.৭৭ (তদেব) [দাদার কাছে ভড়দা ও মঞ্জু ভাণ। ডাক পড়লে ননী সেন উপরে গেল। চণ্ডীগড়ের কথা।] দাদা ঃ ওখানে University তেও যাই।..... শৃঙ্গেরীর শংকরাচার্যর এর কাছে আসেনি। হ্যাঁ, চিন্ময়ানন্দ এসেছে।..... কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে সাড়ে চার দিন দিনরাত আলোচনা হয়। শেষে বলেন ঃ এ জীবের কথা নয়; আমি পাগল হয়ে যাবো। (চন্ডীগড় প্রসঙ্গে) উনি বললেন, আমি successful . তাহলেই হোল। উনি সব ঠিক করেই রাখেন; বাকীটা এটা যেয়ে করে। তাইতো কৃষ্ণ বলেন, আমি তো সব মেরেই রেখেছি। সে কোন্ কৃষ্ণ? দেহধারী?..... লিখছিস্ তো? ('হ্যাঁ' বলতে হোল।) ১০০ পৃষ্ঠা হলে ভালো হয়।

৩.৩.৭৭ (তদেব) [দাদা বলরাম মিশ্রের বড়ো মেয়ের বিয়েতে ২৬শে ভুবনেশ্বর যান। বৌদি, রমা, রুবিদি,

গীতাদি ও ভাইঝি গোপা, মানা ও সবিতাদি প্রভৃতিও যান। কাজেই দাদার বাড়ী দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল দিদি ও যতীনদার উপরে। দাদা-বৌদি ১লা মার্চ বিকালে ফেরেন। আফ্রিকার 2nd man কাল ও আজ দাদার কাছে আসেন। উনি রবিবার পর্যন্ত আছেন। দাদা মিনুদির বাড়ী থেকে ১১.৩০টায় এলেন। সঞ্জিৎকে ডাকলেন; সঞ্জিৎ উপরে গিয়ে ননী সেনকে ডাকলো। সে উপরে গিয়ে দাদাকে নীচে প্রতীক্ষারত ননীগোপালদার কথা বললো। দাদা সম্প্রতি ওঁর উপরে কোন কারণে রেগে আছেন। অবশ্য দাদার রাগ ক্ষণপ্রভ।] দাদা ঃ—তাকে ডেকে কী হবে? (২/৩ বার বললেন।) এখন আর কারুর বাড়ী রাত্রিবাস করবো না। আমি কাউকে বোলবো না, কাউকে সঙ্গে নেবো না। আর ওসবের ভিতরে নাই। তোরা দুজনে ঠিক কর্। দোলের দিন (ননীগোপালয়ে) যাবো কেমন করে? (২/৩ বার বলার পরে ননীগোপালদাকে ডাকলো ননী সেন।)

ননীগোপালদা ঃ—সব বন্ধুকেইতো দেখলাম ! ৩০ বছরের সব বন্ধু। এবার এই বন্ধুকে দেখবো। (দাদা হাসছেন) (ঐখানে বসেই গোপালদার সঙ্গে ননী সেন কাকে কাকে বলা হবে, ঠিক করলো।) দাদা ঃ—মাষ্টারকে (নিরঞ্জন) বলিস্; বৈদ্যনাথকেও। দীনেশ (বাটা) যদি অমূল্য আর ২/১ জনকে নিয়ে আসতে পারে। রমা সকালে এসে যাবে।.....ভুবনেশ্বরের ব্যাপার শুনেছিস্? কী বলিস্? আমরা তিনজনে ছিলাম; আর কারুর গেল না।

৪.৩.৭৭ (তদেব) [প্রায় ১১.৩০টায় Australia র A. Fidler ও Harvey র দুটো চিঠির—যার একটায় সে লেখে, Your letters feel like God writing to God— উত্তর দাদাকে দিল ননী সেন। গোপালদা পৌনে বারোতে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ননী সেন ওঁর কথা বলায় দাদা বললেন ঃ] গোপালদা তো অসময়েই আসবে। এখন আমি উঠবো। গোপালদা (ঢুকে) ঃ—আমি শুধু একবার দেখে চলে যাবো। (দাদার পা টিপতে লাগলেন) দাদা ঃ—কেদার রায়ের বংশ। রাজা রামশরণ রায়, রামচন্দ্র রায়, মোহিনীমোহন রায়, দাদা। বার্ড কোম্পানীর থেকেই কয়েক কোটি টাকা ব্যাংকে ছিল। ভাওয়াল estate-য়ের মতো estate হাতের মুঠোয় ছিল। একমাত্র ভাগ্যকুল ছাড়া কোন জমিদারীই এর ধারে কাছে ছিল না। (Income-Tax ও সঞ্জিতের মামার প্রসঙ্গ।) (দাদা একটু অন্য ঘরে গেলেন) সঞ্জিৎ ঃ—দাদা যখনি ঠাকুরের কাছে যেতেন, তখনি ঠাকুর দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নেচে নেচে 'হরেকৃষ্ণ' করতেন কিছুক্ষণ ধরে।

৫.৩.৭৭ (ননীগোপালদার বাড়ী, পূর্বাহ্ন) [আজ দোলযাত্রা, দাদা ও অনুরাগিবৃন্দ গোপালদার বাড়ী এসেছেন। ননী সেন রিকসা না পেয়ে স্থির করলো, যাবে না। কারণ, স্ত্রীর শরীর খারাপ; হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। কিছু পরে স্ত্রী বললো, হাঁটা শুরু করি; রিকসা পেয়ে যাবো। ১০০ গজের মতো যাবার পরেই রিকসা পেলাম। রিকসাওয়ালা বললো, কোথায় যাবেন? যাদবপুর? সেই বাবুর বাড়ী রামকৃষ্ণাশ্রমে? শৈলেন চৌধুরীকে এই তো দিয়ে এলাম। অতএব, যাওয়া হোল। যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা বললেন ঃ] তোর কথা হচ্ছিল; অনেক দিন বাঁচ্‌বি! (পাগলা ননী ইত্যাদি বলছিলেন, পরে জানা গেল।) (নানা প্রসঙ্গ। পরিমলদার অসুখের কথা; নীলরতন সরকার-বিধান রায় প্রসঙ্গ; জটায়ুবাবাদের চরণজল দেবার কথা; বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ; তাঁর গুরুকে, chicagoতে গুরুর কথা না বলা, শেষ জীবনে অনুশোচনা মা, ভাই ও বিদেশিনীর জন্য কিছু করতে না পারায়। হরিহর বাবাকে—প্রণাম করছে, এরকম ফটো আছে।)

দাদা ঃ—গোপীনাথ বলেন, শংকরাচার্য সাক্ষাৎ শিব। কত বড়ো যোগী! শিষ্যদের দেহ রক্ষা করতে বলে নিজে রাজদেহে প্রবেশ করলেন কাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পেতে। এ তখন কিছু বলেনি; জটায়ুবাবারা ছিল। বিকেলে গিয়ে বললো ঃ তোমরা সব অসভ্য, অশিক্ষিত। বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত করতে কাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যে যোগশক্তি প্রয়োগ। এ কখনো হতে পারে না। পরে অবশ্য ভক্ত হোল, ভগবান্ নয়।..... রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠী ছিল। ওঁর গলা শুনলে হাসি চাপতে পারতো না। চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কুৎসা ছিল। শরৎচন্দ্র সহজ সরল লোক ছিলেন। এদের বাড়ী যান। [১০.৫০ নাগাদ 'রামৈব শরণম্' গাওয়া শুরু হোল; ঠাকুর-ঘরের দরজাও বন্ধ করা হোল। গান শুরু হলে দাদা সিগারেট ধরাতে যান; কিন্তু, ধরান না। তারপরে সামনের দিকে কাৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। ১১.০৫ নাগাদ পেছন ফিরে শোন। মাঝে টেলিফোন আসে; অ্যাটর্নি মধুদা ধরেন; wrong number. দাদা তখন ফিরে তাকান। ১১.১৫ নাগাদ উঠে বসেন। অমলদাকে সাষ্টাঙ্গে পূজার ঘরে থাকতে বলেন। পরে বলেন, লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো, দাদা পূজা করছেন। কিছু পরে শ্রীচৌধুরীকে যেতে বলেন; তারপরে ননী সেনকে। সে গিয়ে দেখলো, ঘর গন্ধে ভর্তি; ঠাকুরের পটে ডাইনে, বাঁয়ে ২/৩টি করে মধুর ধারা;

সব কিছু থেকে কিছু-কিছু খেয়েছেন। অমলদা বললেন, দাদার টাঙানো ফোটোতে অনেকগুলি পায়ের ছাপ। বিজ্ঞানী মন আগে বলতে হয়তো ভরসা পাননি। এবারে ননী সেন গিয়ে দেখলো, ওগুলো পায়ের ছাপ নয়; অন্য কিছু। আরো পরে চৌধুরী বললেন, ওগুলো পায়ের ছাপ নয়; দাদার মাথার উপরে দুটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে; একটি পিছনে ছোট, আরেকটি সামনে বড়ো হাততোলা। ননী সেন গিয়ে দেখলো, চৌধুরীর আবিষ্কার যথার্থ। পরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রসাদ পংক্তিভোজন তিন বৈঠকে। তারপর সোয়া তিনটা নাগাদ দাদা গোপালদা ও সঞ্জিৎকে ডাকলেন; পরে চৌধুরী ও ননী সেনকে। পূজার ঘরে কী দেখা গেছে, শুধালেন। ননী সেন বললো, ওগুলি পায়ের ছাপ নয়, অন্য কিছু।] দাদা ঃ—ওটা কি? এযে অবস্থায় আছে, তাই প্রকাশ পেলো; গোপাল গোবিন্দ প্রকাশে আছেন। একী অমিয় রায় চৌধুরী? যেখানে এইভাবে রাখে, সেখানেই প্রকাশ পেতে পারে।..... (Nasa-র) মেরিয়ামকে এ বললো, চন্দ্রলোকে যেতে পারে না। এই একটা পৃথিবী; (বাঁদিকে উপরে) এই আরেকটা; (ডান দিকে উপরে) এই আরেকটা; (বাঁদিকে উপরে) এই আরেকটা (অর্থাৎ spiral য়ের মতো)। এইভাবে অসংখ্য পৃথিবী আছে; তার এক সূর্য ও এক চন্দ্র। এরকম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। একটা পৃথিবী থেকে আরেকটা পৃথিবীতে যেতে পারে না। মাঝে একটা স্তর আছে, যাকে বলে 'vivre prior' (এই রকম কিছু বললেন।); আদি ভাষা। এটাকে কিছুতেই ভেদ করতে পারে না। যেমন একটা নলের মধ্যে যদি জল থাকে, তার মধ্যে এসে আগুন নিভে যায়, তেমনি যতো বড়ো শক্তিরই atom bomb হোক্ না কেন, এখানে এসে আর শক্তি থাকে না। কোন রকমে যদি একটু ভেদ করে, তবে সেখানে থেকে যাবে।..... সুনীতি চাটুজ্জে ও রমেশ মজুমদার এর কাছে আসতো। বেনারসের কাহিনী এ চাটুজ্যেকে বলে। সত্যেন বোস বলে, আমি আর যাবো না; গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ডঃ আর্. এল্. দত্ত তাঁর চেয়েও বড়ো। মেঘনাদ সাহা, সি.ভি.রমন তেমন কিছু নয়। সত্যেন বোস আইনস্টাইনের মতো।

৬.৩.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—একটা কথা শুনে রাখ্। তোদের একটা একটা করে সবাইকে উদ্ধার না করলে এর রেহাই নাই। মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার guaranteed. একটু ভালো বাসতে পারলে ব্রজে। শেষ সময়ে এই ভণ্ডকে দেখতে পাবে।.....তিনি তো অবিরাম তপস্যা করে যাচ্ছেন।.....এ কিন্তু সচল গোবিন্দের উপর দিয়েও হেঁটে যেতে পারে।..... সুদর্শনটা কি? Absolute; প্রকাশ পেলো; মহান্ ইচ্ছাটা প্রকাশ পেলো। কাল অতুলানন্দ, অভি ও কামদারের বাড়ীতে একসঙ্গে পূজা হয়েছে।..... তিনিই একমাত্র certain, একমাত্র permanent. .....তোরা সবাইতো ভগবান্।..... আফ্রিকার সেই Dean মহানাম পেয়েছে। আজ চলে যাবে। ওরা Buddhist. বললো ঃ উনি ও (বুদ্ধ) অস্পষ্টভাবে এসব বলেছেন; কিন্তু, আপনি স্পষ্ট করে বলেছেন। একে নিয়ে যেতে চায়। (কাল California থেকে Harvey প্রেরিত Woodburn সকন্যা এসেছেন।) (১২টার কিছু পরে দাদা গোপালদা ও ননী সেনকে নিয়ে উপরে।) গোপালদা ঃ-দাদার ফটোতে কাল রাত্রে আবার সেই চিহ্নগুলি প্রকাশ পেয়েছে। মাথার উপরের সেই দুই মূর্তি; নাকে মুখে বুকে কোমরে নানা জায়গায় মূর্ত্তির ছড়াছড়ি। নীচে শিখিপিঞ্ছ মুরলীধারী কৃষ্ণ, আরো উপরে পঞ্চানন এবং আরো নানা মূর্ত্তি। দাদা ঃ—এসব কি? ননী সেন ঃ—ভিতরে যা আছে, তাই প্রকাশ পেলো। হয়তো বিভিন্ন স্তর দেখানো হচ্ছে। দাদা ঃ—সবটা আর কি। ওর মতো সাধুর বাড়ীতেই এই সব মূর্ত্তি প্রকটিত হতে পারে। (উঠে আসার সময়ে বৌদি বললেন ঃ যুগে যুগে পাষণ্ডদের উদ্ধার করেন; তবু তাদের চোখ খোলে না,—শুধু এই কথাটা শান্তিদিকে বলবেন।)

৮.৩.৭৭ (গোপালদার বাড়ী; বিকাল) [আজ সকালে গোপালদাকে দাদা শুধান, ননী ঐ মূর্তিগুলি দেখেছে কি? তাই বিকেলে ননী সেন ওখানে গেল মূর্তিগুলি দেখতে। গিয়ে দেখলো, কী অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্য প্রকাশ। মনে হয় যেন গোলোক-বৃন্দাবনের মহাপ্লাবন বয়ে গেছে গোপালদার বাড়ীর দুটো গৌরের চিত্রপটে (পূর্ব দেয়ালে) এবং দাদার বড়ো ফটোতে (দক্ষিণ দেয়ালে)। নানারকম প্রকাশের কথা শোনা গেছে; যেমন দেয়ালে বা পাথরের থালাবাটিতে কৃষ্ণমূর্তি বা মেঝেতে পদচিহ্ন; কিন্তু, এরকম ক্যালেণ্ডারের গৌরচিত্রে বা দাদার ফটোতে এরকম অজস্র মূর্তির প্রকাশ, এ কল্পনাতীত। একে দাদার অনাবিল হাসির বিদ্যুৎচ্ছটা বলা যেতে পারে। দাদার ভাষায় হোলো, হোলো; এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? প্রকাশের পর্যবসান প্রকাশেই। নিম্নে প্রকটিত মূর্তিগুলির যথামতি বিবরণ দেওয়া হোল। সবটা উদ্ধার করা অসম্ভব; ব্যাখ্যা তো সত্যের অপরাধ।

১। হাত তোলা গৌরাঙ্গ চিত্র—ডান হাতের আঙুলের উপর মালা; মাথার বাঁপাশে ঠিক উপরে একটি মূর্তি;

তাঁর বাঁয়ে বড়ো একটি মুখ; দাদার কি? বাঁয়ে মাথার লাইনে একটি বড়ো যুগলমূর্তি; তার পাশে ছোট আরেকটি। গৌরের ডানে গলা অবধি একটি নারীমূর্তি; সামনে চাদরাবৃত এক বৃদ্ধ হাত পাতা; বুকে উপবিষ্ট দাদা। উপরে গৌরের ডাইনে থেকে পরপর তিনটি দাদার মূর্তি; তৃতীয়টি দাদার bust গৌরের মাথার উপরে; গৌরের মাথার উপরে দাদার মাথা; বাঁপাশে আরেকটি মাথা।

২। হাঁটুর উপরে হাঁটু গৌরাঙ্গ চিত্র—হাঁটুর উপর থেকে একটা মালা ঝুলছে। আরেকটি মালা বাঁ হাতের তলায় ঝুলছে। পাশে কৃষ্ণমূর্তি; পাশে একটা হাতীর শুঁড়ের মতো কিছু অনেকেই দেখেছেন; ননী সেনও তা দেখেছে; কিন্তু, অন্য angle-য়ে সব জড়িয়ে সে ওখানে হাতীর পিঠে দাদাকে দেখেছে। আরো কিছু অস্পষ্ট মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে যা বোঝা গেল না।

৩। দেয়ালে টাঙ্গানো দাদাভাইয়ের বড়ো ফটো—কপাল এবং মাথা জড়িয়ে একটি পঞ্চানন মূর্তি; তার উপরে সামনে বড়ো হাততোলা মূর্তি ও পেছনে ছোট মূর্তি,—গোপাল গোবিন্দ, দাদা বলেন। প্রথম মূর্তিটির বাঁ পাশে আরেকটি; তাঁর উপরে পাশাপাশি দুটো মূর্তি; তাঁর উপরে ছোট একটি; বাঁ চোখের উপরে একটি যুগলমূর্তি চুম্বনরত; বাঁ চোখের সমান্তরালে দূরে একটি উপবিষ্ট মূর্তি; পাশে আরেকটি; প্রথমটির নীচে আরেকটি বড়ো মূর্তি। দাদার বাঁ কাঁধের উপরে টাকমাথা হেঁট করে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে; সারা দেহ মাল্যাবৃত; তার উপরে ছোট একটি মূর্তি; ডান নাকের উপরে মুখোমুখি যুগল; তার পাশে বাঁ চোখ-নাক জড়িয়ে একটি মূর্তি; দাদার ডানদিকে নীচে মাল্যশোভিত কৃষ্ণমূর্তি বংশীধারীর মতো হাত তোলা; মাথায় মুকুট; উপরে দাঁড়ানো সত্যনারায়ণ; কৃষ্ণের মাথার উপরে সত্যনারায়ণ; বাঁয়ে গলায় মালা দাদা; বুকে আরেকটি মূর্তি; মাথার বাঁদিকে উপরে সত্যনারায়ণ; তাঁর নীচে পাশাপাশি দুটো মূর্তি। পাশ্চাত্ত্য দেশে Shroud of Turin য়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির প্রকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। শেষে স্থির হয়, যেহেতু Carbon dating য়ের দ্বারা shroud টি ত্রয়োদশ শতকের বলে নির্ধারিত হয়েছে, কাজেই ওটার কোন মূল্যই নাই। আশ্চর্য যুক্তি! দৃষ্টিভঙ্গীই নাই। Shroud টা পরবর্তী বলেই ওটা প্রকাশ; তাই ওটা অমূল্য। ওটা যীশুর গায়ের হলে তার কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলে ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা হোত জড়বাদ; যেমন মহামানবের দাঁত, চুল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও পূজা। এই রকম প্রকাশ অভিদার বোম্বের Delphin House য়ের বাড়ীতে প্রায়ই হয়। সেখানে আবীর দিয়ে মেঝেতে, দেয়ালে নানা মূর্তির প্রকাশ হয়। ভুবনেশ্বরে শ্রী চিন্তামণি মহাপাত্রের বাড়ীতে ও মাঝে মাঝে হয়। কলকাতায় ডাঃ সমীরণ মুখার্জির বাড়ীতে কখনো-সখনো এই রকম প্রকাশের কথা শোনা গেছে। বাটার দীনেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে বাল-গোপালের পায়ের ছাপ মেঝেতে হয়তো এখনো বিদ্যমান। O.C. মাধবদার বাড়ীতে তাঁর শ্রাদ্ধের দিন পায়ের ছাপের শোভাযাত্রা হয়েছিল। শৈলেন চৌধুরীর ঠাকুর ঘরে ও পায়ের ছাপের প্রবেশ ও নির্গম দেখা গিয়েছিল দিন ২ ধরে। বর্ধমানের ডাঃ সলিল মণ্ডলের বাড়ীর দেয়ালে প্রকাশিত কালীমূর্তি কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়। কয়েকটা মাত্র উল্লিখিত হোল। অনুমান করা যায়, এরকম অজস্র প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন স্থানে। অনেকে নিজের কথা প্রকাশ করতে চান না; আবার অনেকে শ্রোতা খুঁজে পান না। আর একক একটি ব্যক্তির পক্ষে কতগুলি প্রকাশের তথ্য আহরণ করা সম্ভব? 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর'।]

১৩.৩.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার। দাদা ১০টার কিছু পরে নীচে আসেন। মানা Dr. O.P. Puri-র booklet টি পড়ে সবাইকে শোনায়। পরে গোপালদার বাড়ীতে প্রকটিত বিভিন্ন মূর্তির বিবরণ ও ব্যাখ্যা পাঠ করে শোনায়।]

গোপালদা ঃ—অমলদা পূজার ঘরে দেখেন, ফটোতে দাদার মুখ নড়ে নড়ে নানা মুখভঙ্গী করছেন।..... দাদা ঃ—উনি ছাড়া আর কারুর কাছে কি তোদের ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী আপন হতে পারে? উনি কি আপন ছাড়া কিছু দেখেন?..... মন দিয়ে পড়ছি; ভাব দিয়ে পড়ছি না। ভাবযুক্ত মনের প্রবাহ থাকে না।..... মন্ত্র দেওয়া আর একটা কুকাজ করা এক নয়?..... আমি মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করবোইতো। এখানে তো প্রাণটা আছে (ডান বুকের নীচে)।..... জীব কি কিছু করতে পারে?..... (মানার দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে) পেট খারাপ হয়েছে? মানা ঃ—পেট খারাপ হবে?.....কৃষ্ণ কখনো কালো ছিলেন না। কৃষ্ণ মানেই বুঝি অন্ধকার? তোরা তাই গানও বাঁধলি, 'কৃষ্ণ কালো' কি যেন।.....সঞ্জয় মানে কি? ননী সেন ঃ Conscience.

২০.৩.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। শ্রীজয়দেব দত্ত গোপালদার বাড়ীর দাদার ফটো ও গৌরাঙ্গের চিত্রের

ফটো তুলেছেন; তাই দাদাকে দিলেন। দাদা গৌরাঙ্গের হাততোলা ফটো কিছুক্ষণ দেখে হেসে বললেন ঃ] উনি কি কখনো এরকম করেছেন? ননী সেন ঃ—একা একা তো করতে পারেন? দাদা ঃ—তা কি কেউ দেখেছে? উনি কি খোল বাজিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়াতেন? ননী সেন ঃ—দুই একবারও কি নগর-সংকীর্তন করেননি? কাজীর বাড়ী যাননি? দাদা ঃ—না, তা নয়; একদিন উনি এইরকম বসে আছেন; অন্যেরা কীর্তন করছে। কাজী এলো সৈন্য নিয়ে; ঠিক সৈন্য নয়। তাঁকে দেখে 'খোদাবন্দ' বলে চীৎকার করে উঠলো।..... উনি কি ফোঁটা-তিলক কাটতেন, টিকি রাখতেন? উনি হিন্দু মুসলমান জানতেন না; সিলেটে তো কাজীর বাড়ী যান। তখন বেনিয়ান্ পড়তো aristocrat রা। ঝিনুকের বা মুক্তার বোতাম ছিল। নিমা পড়তো। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে আসেন; বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁর কাছে যান। কেন, ওটা কি অপরাধ? কেশব ভারতী তো তিনিই; তাই তিনি গৃহী। তিনি নামটা মনকে শুনালেন যে মনটা প্রকৃতির রসতত্ত্ব আস্বাদন করছে; মনটা আবার তাঁকে শুনাচ্ছে। ননী সেন ঃ—ব্রজলীলার অভিনয়?.....তিনি বেশ খেতে পারতেন; ১ কিলো দেড় কিলো ভাত খেতে পারতেন। একবার বৈষ্ণবঘাটা থেকে নৌকা করে ৪/৫ জন নিয়ে যাচ্ছেন। সবার রান্না হোল; মাঝিদেরও। তিনি দরজা বন্ধ করে সবটা খেলেন; ১ দিন পরে ঘুম ভাঙ্গলো।.....গৌরের যখন ৪৭ বছর ৩ মাস, তখন নিত্যানন্দকে বললেন ঃ আমার সময় হয়ে এসেছে। আপনাকে বিয়ে করতে হবে; একটা নয়, দুটো। নিত্যানন্দের বিয়ে সম্বন্ধে একটু.....ছিল। গৌরাঙ্গ তো ৪৭ বছর ৬/৭ মাস ছিলেন।..... আমি নারায়ণের কথাও বলছি না। কোন্ নারায়ণ? ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণ, অসংখ্য নারায়ণ আছে। কেউ কিছু জানে কি?

২৭.৩.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—আমি পূজা করছি বলে কেমন করে? পূজা তো ভিতরে হচ্ছে। পূজা যখন হয়, সে নিজেওতো জানে না—আমি এখন পূজা করবো, আমি একটা separate identity বাইরে থেকে আরেক জনকে ডেকে আনছি, কত বড়ো অহংকার! সীতাদেবীও এই অহংকারের কবলে পড়েছিলেন।.....জম্পটাইতো বিয়ে।.....এর পরে আর এরকম কখনো আসবে না, আসেওনি।.....(মানা বসে একটু ঢুলছে।) জয়লাল ভুঞা (যতীনদা)। একটা বালিশ নিয়ে আয়; ঢুলে যদি পড়ে যায়! অবিবাহিত মেয়ে আবার ঢুলে পড়লে দোষ হয়। কী যেন হয়?.....পতিব্রতা বৈ ধর্ম নাই। উনি কিন্তু ছেলেদের সম্বন্ধেই বলেছেন। মেয়েদের আলাদা করে রেখেছেন। বলেছেন, পিতাই ধর্ম, মাতা পরম দেবতা। মেয়েদের সম্বন্ধে কিন্তু বলেছেন, পতিসেবাই ধর্ম।

৩০.৩.৭৭ (আলিপুর কোর্ট) আজ দাদার বিরুদ্ধে কেসের রায় বেরুবে। দাদা উপস্থিত আছেন। ননী সেন ১২টায় পৌঁছে দেখে, কোর্টরুম ও বারান্দায় লোকে লোকারণ্য; বাইরেও ভীড়। পুলিশ কাউকে কোর্টে ঢুকতে দিচ্ছে না। ননী সেন মালা ও অ্যার্টনি মধুদা সহ অনেক চেষ্টায় ভিতরে গিয়ে দাদার পিছনে দাঁড়ালো। সরকার পক্ষের P.P বা সোমরাজ আসেননি। বিরুদ্ধ দুই পক্ষের উকিল ছাড়া মিঃ ঢল-প্রভৃতি ৭/৮ জন উকিল ছিলেন। দাদার অনুরাগীদের সংখ্যা কোর্টরুমে ৪৩; তার মধ্যে ১০ জন মহিলা। ভুবনেশ্বরের চিন্তামণি মহাপাত্রও আছেন। বাইরে আরো অনেকে ছিলেন। ১২.৩০ টার কিছু পরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসে বসলেন নিজের আসনে। উনি শুধালেন, আর দেরি করবেন কিনা। উকিলেরা আপত্তি করায় উনি রায় পড়তে শুরু করলেন। রায়ের সারমর্মে ঃ—শচীনের কথা বিশ্বাস্য নয়; Second statement prepared ; ডঃ অরবিন্দ বোসের সাক্ষ্যে Contra-diction : আনন্দময়ী ২ সপ্তাহ ধরে unconscious ; অথচ তাঁকে tablet, capsule খাওয়ানো হচ্ছে, Lasyx দেওয়া হচ্ছে। সুবোধলাল ও আরেকজনের সাক্ষ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অঞ্জলি ও রথীনের উপর ঠাকুরঘরে দাদাজীর জোর খাটানো অবিশ্বাস্য। Major portion সত্যনারায়ণ পূজার জন্য দেওয়া হয়েছে যে উইলে, তা forge করতে তারা সাহায্য করতে পারে না। হেনা-নিখিলের সাক্ষ্য গ্রাহ্য। দাদাজীর অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে, নাও পারে। তা কেসের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। Chartered Accountant ও L.L.B শচীনের বোঝা উচিত, রাম ঠাকুরের আত্মা অন্যের উপর ভর করার কথা অবিশ্বাস্য। শচীন-গুণদা-সরোজের শিক্ষাদীক্ষায় বাধা এসেছিল দাদাজীর কথা মেনে নিতে। ধর্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক দাদাজীর অনুগত। Prosecution forgery প্রমাণ করতে পারেনি; আর তা প্রমাণিত না হলে Conspiracy-র প্রসঙ্গ থাকে না। Conspiracy কোথায় হয়েছে, এটা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। শচীন একবার বলেছে, দাদাজীর বাড়ীতে; আবার বলেছে, নানা জায়গায়; অথচ দাদাজীকে আনন্দময়ীর বাড়ীতে তার জীবদ্দশায় কেউ দেখেনি। আর হেনা বোস বলেছে, দাদাজী ঐ সময়ে বাইরে ছিলেন। অতএব, Conspiracy ও অপ্রমাণিত। সুতরাং, অন্যান্য Charge ও দাঁড়ায় না। অতএব, তিনজন

আসামীকেই বেকসুর খালাসের আদেশ দিলাম। অনেকে মালা নিয়ে এসেছিল। একজন কোর্টেই দাদাকে মালা পরিয়ে দিল। যুগান্তর থেকে দাদার ফটো নেওয়া হোল। সোমরাজ পরে এসে দাদাকে বললেন ঃ আমি যা কিছু করেছি, duty হিসাবে করেছি। দাদা বললেন, Whatever you have done, you have his love. দাদা ওর গলায় হাত বুলিয়ে দেন। ১০.১২.৭৩য়ের দুপুর রাত্রে যে নাটকের শুরু, আজ তাতে যবনিকাপাত হোল, আর দাদাজীর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। এইসব কথাই দাদা অভিদাকে বলেন ১৯৭১য়ে এবং অভিদা তা tape করে রাখেন। তাতে শচীন প্রভৃতির নামও ছিল। কাজেই 'যথোর্ণনাভ ঃ সৃজতে সংহরতে চ'। জয় দাদা!]

২.৪.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [১০টা নাগাদ ননী সেন দাদালয়ে। উপরে ডাক পড়লো। সেখানে এস্. এন্. ভিভ্রা ও শৈলেন চৌধুরী।]

দাদা ঃ—বই প্রেসে দিতে হবে। কাগজের জন্য ২০০০্ টাকা, না, ৩০০০্ টাকা দেওয়া হবে। Judgment টা ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। Judgment য়ের copy র জন্য বিভিন্ন province থেকে টাকা জমা পড়েছে। ননী সেন ঃ—গোপালদা নিশ্চয়ই বলেছেন, শুক্রবার উৎসব করতে চাই। দাদা ঃ—কিভাবে করবি? বেশি ভিড় পছন্দ করি না। ৫০/৬০ জন বলবে, গোপালের বাড়ী হবে; চাঁদা তুলে করাটা পছন্দ করি না। ননী সেন ঃ—কথা ছিল তো সবাই যেতে পারবে এবং পলসিংয়ের বাড়ীতে হবে। এরকম হলে তো আমার বাড়ীতে হবার কথা ছিল। দাদা ঃ—তাহলে তোর বাড়ীতে হতে পারে। ননী সেন ঃ তাহলে তাই ঠিক থাক্। দাদা ঃ—ভিভ্রা, চৌধুরী, আচার্য, দীনেশ (বাটা), ঘোষাল-জামাইও কিছু অবাঙ্গালীকে বলিস্। আরো কিছু কিছু নাম বললেন। পরে নীচে গেলেন। দীনেশদা বাটায় কৈবল্যধামের উৎসবের কথা সালংকারে বলতে গিয়ে দাদাকে রাগিয়ে দিলেন। 'এরা তো হিংস্র পশুর চেয়ে অধম' বলে দাদা গোপালদাকে নিয়ে উপরে গেলেন। ননী সেন উপরে গিয়ে দাদাকে বললো ঃ ২/৩ দিনের মধ্যে Foreword টা লিখে দেবো। তারপরে চলে এলো।

৩.৪.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—আমি থাকতে তিনি থাকেন কেমন করে? যখন ঘুমিয়ে থাকো, তখন তুমি কিছু জানো? তখন একটা কিছু থাকে তো! ঐটাই তিনি।.....লিঙ্গ জ্ঞান থাকলে কি প্রেম হয়? তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে না পারলে অন্যের সঙ্গে প্রেম করবো কেমন করে?..... (নাম সম্বন্ধে) আমি শুনবো? কি দিয়ে? মন দিয়ে? সে তো ভূতের আওয়াজ! আমি নাম করবো না, শুনবোও না; কিন্তু, নাম হবে, শোনাও হবে। কবিরাজ শুনে বললেন, সেটা আমার ছেলে পারে। এ বললো, তোমার ছেলে তো মরে গেছে; অবশ্য আছে। উনি বললেন, সে ছেলে মরে না।..... ঘটনাটা (উৎসব) ঘটবে কোথায়? ননী সেন ঃ—আমার ওখানে। দাদা ঃ—দুটো article লিখে দিস্; Foreword টাও দিস্।

৪.৪.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—আমি যাবো না। ওটার জন্য তো যাওয়া। তা তোরা আলোচনা করবি। ননী সেন ঃ—আপনি না গেলে তো কেউ যাবে না। অন্তত পক্ষে ঘন্টাখানেকের জন্য যাবেন। দাদা ঃ—আমি কিন্তু খাবো না। শরীর খারাপ; তার উপর plane য়ে যেতে হবে। ননী সেন ঃ—ঠিক আছে; আপনি না হয় খেয়ে ১টায় চলে আসবেন। (রাজী হলেন না। স্থির হোল, ঘন্টা দুই থাকবেন। চেয়েছিলেন গোপালদার বাড়ীতে হোক্। তা হোল না; তাই এই উলট পুরাণ। এই হোল ননীগোপাল আর ননীলাল, ভক্ত আর অভক্তে পার্থক্য। সব বাড়ীতে উনি খেতে পারেন না।)

৫.৪.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—তুই বুঝি নীচে বসে ছিলি? কেন?.....অভি জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে কী সব বলেছে, তাই নিয়ে ওকে খুব বকাবকি করেছি। পরিমলকে জিজ্ঞেস করে দেখিস্, কী বলেছি। প্রকাশও জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করেছে, হরিপদও দেখা করতে চাইছে। আমি খুব বকেছি। আগে তো কেউ দেখা করেনি। বোম্বে তো ঐ জন্যই যাচ্ছি। যে আমার নাম করে আসবে, তাকেই cheat বলে arrest করতে বলবো।..... আমি ঐসবের ভিতরে নাই; কে কি করলো, না করলো ঐসবের মধ্যে আমি আর নাই।..... (আজ আবার ননী সেন খাবার কথা বললো।) দাদা ঃ—এখন আর কারুর বাড়ীতে খাবো না; চিন্তামণিকে বলে দিয়েছি।..... বইয়ের কাগজ দিয়ে যাচ্ছি; Judgment য়ের বই বারীণ ভূমিকা সহ edit করবে। সাধারণ কাগজে ছাপা হবে ১০০০ কপি; ১০০ কপি ভালো কাগজে। গোপালদা ঃ—১০০০/১৫০০্ টাকা লাগবে। দাদা ঃ—কি চুরির ব্যাপার নাকি?

৭.৪.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—বীরেন সিমলাইয়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সে ছাপাবে। হরিপদ ২০০০্ টাকা

দিয়েছে। হরিপদ Publisher হবে; গৌরী editor, R.L. Dutta র Foreword, আর তোরা দুজন author..... এখন আর ফোন করে কাউকে ডেকে আনবো না।

১৫.৫.৭৭ (তদেব) [দাদা ৯ই এপ্রিল বোম্বে যান; ফিরে আসেন ১১ই মে সন্ধ্যায়। বোম্বের কয়েকটা ঘটনা মানা সর্বসমক্ষে বললো। ওখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী যিনি মিশনে ৩৩ লক্ষ টাকা দেন, তিনি মহানাম পান। এক দুর্ধর্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এক ঘন্টা ধরে দাদার সামনে শ্লোকের পরে শ্লোক বলে যায়; পরে দাদার কথায় নিরস্ত হয়ে মহানাম পান। —সাঁইয়ের সঙ্গে দাদার সাক্ষাৎকারের সব ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক; দাদা তাঁর অপেক্ষারত। শেষ মুহূর্তে তাঁর মাথা ব্যথা হোল; সাক্ষাৎ করলেন না। Blitz য়ের করঞ্জিয়া দাদাকে মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলেন। দাদা সেখানে গেলেন। প্রথমে করঞ্জিয়াকে হাত একটু নেড়ে Solar Energy র ঘড়ি দিলেন; তাতে Sri Sri Satyanarayana Made in Universe লেখা। পরে একটা message পেলেন। সব শেষে দাদা বললেন :—তোমার মেয়েকে তো একটা কিছু দেওয়া দরকার; গরীব লোক; কীইবা দেবো। ধরো, এই ন্যাকড়াটা ধরো; ধরে টানো। দাদা একদিক্ ধরে রইলেন; করঞ্জিয়া অন্য দিক্ টানতে লাগলেন। টানতে টানতে ওটা গন্ধমদির এক বারো হাত শাড়ীতে পরিণত হোল। অপূর্ব সে শাড়ী! আর মহানাম তো অসংখ্য লোক পায়,—Journalist, filmstar, scientist, scholar, industrialist, diplomat, সাধু-সন্ন্যাসী। জনসাধারণতো আছেই। আর ভাবনগরে সত্যনারায়ণ-ভবনে ঠাকুরের ভোগ খাওয়া তো দৈনন্দিন ব্যাপার,—৩/৪ বার করে। Message টা Blitz য়ে ছাপা হয়েছে। দাদা আজ একটু হাসি-ঠাট্টা এবং সত্যেনদার সঙ্গে রুবিদি সম্বন্ধে একটু নর্মালাপ করে গোপালদাকে নিয়ে উপরে চলে গেলেন। আর সবাই 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' অবস্থা।]

১৬.৫.৭৭ (তদেব) [ননী সেন ১০.৩০ টায় দাদালয়ে। নীচে অনেকে বসে আছেন। উপরে সঞ্জিৎ ও গীতাদি। সঞ্জিৎ কিছু পরে চলে গেল। আইভির সঙ্গে ননী সেন অনেকবার কথা বললো। গীতাদি একবার নীচে কে কে আছে, দেখে গেল। ১১টা বেজে ৫ মিনিট হোল; ননী সেন ভাবলো, আজ বোধহয় অবাঞ্ছিত; ১১.১৫র পরে উঠে পড়া যাবে। তার মিনিট ২ আগে আবার গীতাদি নীচে ঘুরে গেল। তারপরেই ডাক পড়লো। করঞ্জিয়া-কাহিনী বললেন; message টা পড়ে অর্থ বলতে হোল। দাদা সম্বন্ধে কাগজের রিপোর্টও বুঝাতে হোল।]
দাদা :—এরকম কারু সম্বন্ধে কোন কাগজে লিখেছে? টি. কাভুর সম্বন্ধে কিছু লিখতে নিষেধ করেছি। করঞ্জিয়া পরের issue তে আবার লিখতে চেয়েছিল সাধুদের attack করে। কামদার, হরিপদ প্রভৃতি বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য : আবার একটা কেস্ বাধাতে পারে। এবারে আর কাউকে দেখা করতে দিইনি। জয়প্রকাশের সঙ্গে হাসাপাতালে ১৫ মিনিট; কান্টাওয়ালার সঙ্গে ৩/৪ দিন। বঙ্গুণার সঙ্গে দেখা করিনি; জগজীবনের সঙ্গে দেখা করেছি। (গোপালদা ঢুকলেন।) ননী সেন :—লেখা দিয়ে এসেছি। দাদা :—দত্তের সই-করা Foreword য়ের দুই copy তুই রাখ্। ফ্রিম্যানের বইটা কেমন? একেবারে বেদ! আর কী simple way তে লেখা! ১৫ টাকায় এই বই দেওয়া জলের দামে দেওয়া। বইয়ের কী নাম হবে রে? বইয়ের উপরে একটা ফটো দিতে হবে। ননী সেন :—সেটা কি ভালো হবে? নোংরা হবে, ছিঁড়ে যাবে। (দাদা ক্ষুব্ধ হলেন।) ননী সেন :—Cover য়ের দুটো flap করে নীচেরটায় ফটো দেওয়া যায়।..... ননী সেন :—যতীনদা বলেন, যে বইয়ের চার্জে থাকে, তাকেই চলে যেতে হয়। কাজেই আমার.....দাদা :—তা হবে কেন? তুই তো বই-ফটো বিক্রী করছিস্ না। যাদের ego আছে বা আসক্তি আছে, তাদের চলে যেতে হবে। [এটা ননী সেনের জীবনে ঘটেছে। Ego এবং আসক্তি দুই থাকার ফলে তাকে ১৯৮২ থেকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছে।]

২২.৫.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন ১০.৩০ টায় দাদালয়ে।] দাদা :—মেসিনটা একবার চালিয়ে দিলেই হোল। আর কী চাই? তারপর আপনা থেকেই চলবে; শুধু স্মরণ.....জগৎটা একটা ব্রহ্মধান্না।.....; শংকর কি যোগী ছিল? শেষে বললো, বাপমা, ছেলে-মেয়ে কেউ কিছু না। সব শেষে 'ভজ গোবিন্দম্'। শংকর যদি নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে থাকেন, তবে তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের interpretation ভুল। তিনি নির্গুণ ও সগুণ; প্রেমে সগুণ।.....ব্রজের কৃষ্ণকে এ জানে। সেও কৃষ্ণের কথা বলেছে; 'উনি' বলেছে।..... আজ চণ্ডীগড় থেকে ৬/৭ জন এসেছে; কালও ওদের সঙ্গে বসবো।..... আইভি :—বাবা। তোমারও তো আমার ও ভাইয়ের প্রতি আসক্তি আছে। দাদা :—না, আসক্তি নাই। তবে দেখলে আনন্দ হয়।..... সঞ্জিৎ :—সরকার পক্ষ আপীল করতে পারে ২/৪ দিনের মধ্যে। ২ মাস সময় পাওয়া যায়।

২৪.৫.৭৭ (তদেব) ১০.১৫ টায় ননী সেন দাদালয়ে। উপরে কামদারজী ছিলেন। তিনি ১১টার কিছু আগে নাবলেন। তাঁকে তাঁর লেখাটা সম্বন্ধে বললো ননী সেন। ইতিমধ্যে দাদার ডাক পড়ায় উপরে গেল। পিতাজী আবার উপরে এলেন, শুধালেন ফ্রিম্যানের বই কেমন হয়েছে। ননী সেন :—Exquisite দাদা :—অতুলনীয়। কামদার :—বার বার পড়নে হোগা।.....ননী সেন :—'নিতাই গৌর সীতানাথ' গানটা কার? দাদা :—'নিতাই গৌর সীতানাথ'1928 য়ের; এ একাই গাইতো; দুজন আর কোথায় পাওয়া যাবে? কখনো কখনো কবিরাজ মশাইয়ের সামনে; টেপ পরে করা হয়।..... নিখিল দত্তরায় এলো টাটা থেকে। দাদা : তুই ট্রাংক কল করতে গেলি কেন? নিখিল :—এদ্দিন তোমাকে না দেখে থাকা যায়?..... দাদা :—এস্. কে. রায়কে নন্দিনী সরিয়েছিল। এ বলেছিল, দেখ না মাস দেড়েক দেরী করে। এখন আবার chief justice হয়েছে। হোতা বোম্বেতে একে ট্রাংক কল করে বলে, আমাকে জঙ্গলে transfer করেছে; খুব মুস্কিল। এ বললো, দেখ্ না কি হয়। ইতিমধ্যেই হোতা কটকের District Judge হয়ে গেছে।.....উড়িষ্যা যাবো।.....আমি ভগবান্, ঠিক আছে; তাহলে অন্যকে 'তুমি ভগবান্ নও' বলি কেমন করে?..... এ যখন প্যাটেলের বাড়ীতে বসে আছে, তখনি আমেরিকায় তাঁর মেয়ের বাড়ীতে aroma এবং দাদাজীর blessing, ওটা কে?

২৫.৫.৭৭ (তদেব) (বোম্বের করঞ্জিয়া-কাহিনী) দাদা :—করঞ্জিয়া বললো, তার বন্ধু Iran য়ের শাহ দাদা সম্বন্ধে ভয়ংকর interested ; এক কোটি টাকা দিতে চায়।..... পিতাজীর লেখাটা এবং ভোগ নেবার daily report টা দে। এখন আর সই ছাড়া কারো লেখা নেওয়া হবে না। ডঃ পণ্ডিতের তো সই নেওয়া হোল না।..... (নিখিলকে) জ্ঞানকে নিয়ে তোর ওখানে চলে যাবো একদিন। ননী যাবি। ননীগোপালের খবর কি? পেট খারাপ? বৌদির যাওয়া সম্ভব নয়, বাড়ী দেখবে কে? ননী সেন :—দিদি দেখতে পারেন। দাদা :—এখন আর সেরকম বাড়ী নেই তো। (গোপা এসে মালা পরিয়ে দিল।) ..... (মিসেস্ সেনকে) বেটা । পুরুষ আবার কে? তুইও যা, ও ও তাই। কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য। কেবল একজন এরকম, আরেকজন এরকম। সব তো মেয়েলোক; Gender জ্ঞানই নাই। এই ভাবে দেখলে touch করারও অধিকার নাই।

২৯.৫.৭৭ (তদেব) দাদা :—সুদর্শনটা কি? কবিরাজমশাইয়ের সঙ্গে একবার এ নিয়ে আধ ঘন্টা আলোচনা হয়। সু আর দর্শন; যাঁর দর্শনটা সু। আমি শব্দ শুনছি; নাম হচ্ছে; কিন্তু, শব্দ শুনছি না; সব কিছু দেখছি; কিন্তু, কিছুই দেখছি না। সব করছি, কিন্তু, কিছুই করছি না। এই তো মৌন। 'আমি' শব্দটা শুনলেইতো ওটাকে disturb করা হোল।..... অশ্বমেধ যজ্ঞ। ওটাও তো দেহতত্ত্ব। আমি কথা না বললে তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?..... দাদা 'যত্যা' বলে ডাকলেন। কে দীনেশদাকে দাদার কাছে পাঠালো। দীনেশদা:—যতীন chance পেয়ে কার গাড়ীতে চলে গেছে।। মৃত্যুঞ্জয় কি বলে? দীনেশদা :—আগের জীবন ফিরে পেলে ভালো হোত। দাদা :—আগের জীবন কি কেউ ফিরে পায়? দিন দিন জটিলতা বাড়ে। ননী। ওকে আর যতীনকে নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমি যখন দীনেশের কথা বলি, তখন তার কথাই বলি; তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর কথা নয়। ছেলের মাথা খারাপ হলে ও যেরকম, এখনো সেই রকম। আমি যখন যতীনের কথা বলি, তখন তার কথাই বলি।.....ফ্রিম্যান্ ১১ই জুন আসবে। [সকালে গোপালদা জিজ্ঞেস করলে দাদা নাকি বলেন, ১৮ জন এখনো পূর্ণ হয়নি; ২/১ জন বাকি আছে। আরো বলেন, সুনীতি চাটুজ্যে তাঁকে বলেন, আমি তো আর যেতে পারছি না; আপনি একবার আসুন। যাওয়া আর হোল না।]

৫.৬.৭৭ (তদেব) দাদা :—কে. সি. নিয়োগী মারা গেছেন, জানিস তো। তাই লীলামায়ের কাছে যাই। গিয়ে দেখি, থানপরা হাতে, চুড়ি নেই, কপালে সিঁদুর নেই। বলি, পাড়ওয়ালা কাপড় ও চুড়ি পরো; না হলে এ চলে যাবে। কালো পাড় কাপড় পরলেন; ৬গাছা করে চুড়ি, হার পরিয়ে দিলাম। বললাম, ইচ্ছা করলে মাথায় সিঁদুরও দিতে পারো। রাতে ভাত খাবে। চা এক sip খেয়ে লীলামাকে খেতে দিলাম। বললাম, শ্রাদ্ধ করতে হবে না; ওকে (গৌরী শাস্ত্রী) ১০০০্ টাকা দিয়ে দিও। আত্মীয়াদের খাওয়াতে পারো, নামগানও করাতে পারো। বেনারসের সইমা, ৯৩, ও.....মা, ৮২, ছিলেন। তাঁরা একে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সইমা বললেন : আমি ওঁকে অন্য নামে জানতাম। অতুলানন্দ ছিল। লাহিড়ীমশাইর ছোট ছেলেকে বিশেষ নাম দিয়ে তিনি বলেন : তুমি তাঁর কাছ থেকে এটা আবার পাবে। ছেলে, ৯৭, এর কাছে সেই নাম আবার পায় এবং পরিবারের সবাই।.....ফ্রিম্যান্ আজই এসেছে। সে এখনি দাদাকে আমেরিকা নিতে চায়। ওরা নাকি বলছে, এই একমাত্র লোক; একেই আমরা চাই। (গোপা দাদাকে প্রণাম করে গীতাদির সঙ্গে চলে গেল।) দাদা (কাণে কাণে) :—বাসায় থেকো।

১২.৬.৭৭ (তদেব) [ননী সেন ১০.১৫ নাগাদ দাদালয়ে। দাদা কিছু পরে লীলামায়ের বাড়ী থেকে এলেন।] দাদা ঃ—বেনারস থেকে টিকিধারী পণ্ডিত, মায়াপুর মঠের বিশুদ্ধানন্দ, চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটের স্বামীজী এবং জ্ঞানী-গুণী ও আত্মীয়স্বজন ছিল। অতুলানন্দও। ওরা শ্রাদ্ধের কথা বলায় দাদার বক্তব্য বলা হোল। সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কাহিনী বলা হোল। লীলা মা এর পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ He is my son, father and husband..... সতী দেহত্যাগ করলো। পতিনিন্দা কি শোনা যায়? এই কাণ, এই চোখ দিয়ে? পতিনিন্দা শুনলে তো দেহত্যাগ করতেই হবে। সতী মা দুর্গা হবে কেমন করে? মা তো নিরাকার। তিনি female নন, male ও নন, ক্লীবও নন। তাঁর সম্বন্ধে কী বলা যায়? মন্ত্র-তন্ত্র কি? রবীন্দ্রনাথের কবিতা,—মনের টালিবালি।..... পূজা কে করবে? পূজা কেউ করতে পারে না; অথচ পূজা হয়। আমরা কি কিছু দেখছি? সব স্বপ্ন দেখছি, dream দেখছি; dreamland য়ে বাস করছি। যখন অজ্ঞান হয়ে গেল, তখনি তো মহাজ্ঞান হোল; এই স্বপ্ন দেখা বন্ধ হোল। গাঢ় নিদ্রায় কি হয়? সজাগ করার জন্য ঘন্টা নাড়তে হয়। বিশ্বনাথ মন্দিরের কাহিনী। ঘন্টা তো তিনি সব সময়ে নাড়ছেন; আমরা সজাগ হচ্ছি কৈ?..... (কিছু পরে দাদা ননী সেনকে নিয়ে উপরে যান। শ্রাদ্ধ নিয়ে আলোচনা।) দাদা ঃ—বোম্বের কাগজে যে বেরোয়, 'Dadaji challenges Satyasai', তার প্রতিবাদ অভি ও প্রকাশ করেছে। এই দেখ্। আমি কি কাউকে challenge করতে পারি? ওরা তো আমার ছোট ভাই। মানুষ কি মানুষকে challenge করতে পারে? challange করতে হলে শ্রীহরিকে করতে হয়।.....ফ্রিম্যান্ কাঠমুণ্ডু গেছে। সে পিতাজী ও বলরাম মিশ্রকে পৃথক পৃথক বলেছে, ৩০ লাখ টাকা খরচ করে Center for Truth করতে চায় কলকাতা, পুরী বা বোম্বেতে। দাদাকে বলতে নিষেধ করেছে। এ শুনে নিষেধ করে দিয়েছে; এর নাম যেন ওসবের সঙ্গে জড়িত না থাকে।

১৬.৬.৭৭ (তদেব) (Election প্রসঙ্গ।) দাদা ঃ—ভাগ্যবিধাতা C.P.M. কে একটা chance দিয়েছে। এবার যদি ঠিকভাবে চালাতে পারে, তাহলে সারাভারতে প্রতিষ্ঠা হবে; না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেখবি, এটা best province হয়ে যাবে; স্ট্রাইক্-স্ট্রাইক্ চলবে না; লাঠি মেরে বন্ধ করবে।..... প্রমোদ দাশগুপ্তকে কথা বলতে দেওয়া হবে না। স্নেহাংশু আচার্য সব চেয়ে বেশি প্রভাবশালী; প্রমোদ দাশগুপ্তকে কথা বলতে দেওয়া হবে না। এখানে জ্যোতি বোস Chief minister হবে; Home নেবে। উড়িষ্যায় হয়তো নীলমণি Chief Minister হবে।

রবিবার সকালে টাটা যাবো; বিকালে ফিরবো (দাদা এরকম বলতে অভ্যস্ত।)।

[দাদা শনিবার রাত্রে টাটা যান, রবিবার রাত্রে ফেরেন।]

২৬.৬.৭৭ (তদেব) [দাদার সামনে হার্ভের পাশে বসতে হোল ননী সেনকে। Illustrated Weekly তে Khuswant Singh য়ের লেখা পড়তে দিলেন। কেমন হয়েছে, শুধালেন। 'অপূর্ব' বললো ননী সেন। Harvey র মত শুধাতে বললেন। তারপরে চণ্ডীগড়ের একটা Journal য়ে দাদা সম্বন্ধে লেখাটা পড়তে দিলেন। 'খুব ভালো হয়েছে' বললো ননী সেন।] দাদা ঃ—চণ্ডীগড় থেকে বারবার তাগিদ আসছিল মহানামের জন্য। এর তো বিশ্রামের সময়ও নেই। Harvey কে বললাম মহানাম দিয়ে আসতে সেখানে। Harvey সেখানে মহানাম দিয়ে এসেছে। ওকে বল্ না কিছু বলতে এর সম্বন্ধে। (ননী সেন ওকে বললো। দাদার নির্দেশে উনি খাটে আসন করে বসলেন; তারপরে উনি আমেরিকায় যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেন, এখানে তাই বলেন ঃ] গুরু কে, দাদাজী কে এবং সবচেয়ে বড়ো miracle কি? সারা পৃথিবীতে একটি লোক আছে যে business করে না, কোন কিছু নেয় না; সে দাদাজী। এইটাই সবচেয়ে বড়ো miracle, তাঁর নিষ্কাম ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড়ো miracle. দাদা ঃ—ওর নাম Freeman, মুক্তপুরুষ।

৪.৭.৭৭ (তদেব) [ভুবন বললো, ২৮ না ২৯শে জুন, যেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, সেদিন দাদা বাথরুম থেকে ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছিলেন, ভুবন সেখানে হাজির হলে দাদা বলেন, ভুবন। আমি যখন পায়চারি করবো, তখন কাছে আসবে না। আজ উপরে দাদার সামনে গোপালদা গান করছিলেন। ননী সেন সেখানে গেল। গানের জগৎ নিয়ে নানা আলোচনা।] দাদা ঃ—ফয়েজ খাঁর পরে আর classical musician হয়নি। Record য়ে ওঁর গলা ঠিক ওঠেনি। ননীগোপালই বাংলাদেশে classical music প্রবর্তন করে। ও অসামান্য গুণী। (ব্রজেন্দ্রকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, সন্তোষ ব্যানার্জি, রাম ব্যানার্জি, সুনন্দা, সিংঘী প্রভৃতির কাহিনী।)..... কোন কোন দিকে চরিত্র ঠিক রাখা দরকার। পাপ-পুণ্য, ধর্মা-অধর্ম নাই বলিস্; কিন্তু, action-reaction সাংঘাতিক ভাবে

বেড়ে যায়। অবশ্য naked হলে কথা নাই। জলও খাচ্ছি, মদ খাচ্ছি,—সবই সমান। লীলামাকে বলেছি, সাবিত্রী-সত্যবানের ব্যাপার ৬ মাসের ব্যাপার, আর তোমার ৬ বছরের। (জ্ঞানদার দুই ভাইছি এলো। লন্ডনপ্রবাসিনীর পুত্র দিল্লীতে হাসপাতালে। kidney তে perfaration হয়েছে। দিল্লী থেকে ফোন এসেছে ওকে সেখানে যাবার।) দাদা ঃ—আমি গতকালই বলেছি, আমি তো দেখছি, হাসপাতালে নেই; ভালোই আছে। ফোন পাবে। তাই আজ এসেছে সেই খবর দিতে। ৪টি ফোন এসেছে। এটা কি ব্যাপার? এটা ওর জন্য হোল। এটা কি সবার জন্য করা যায় মনে করিস্ নাকি? এই জন্যই তো আজকাল দেখাসাক্ষাৎ করি না। যার ইচ্ছা আসুক, যার ইচ্ছা না আসুক; এর কাউকে প্রয়োজন নাই (কিন্তু, দাদার স্বভাব লোকের সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারেন না।) এ কারুর কাছে যাবে না। The world will come to him. ব্যাপারটা note করে রাখিস্।

৭.৭.৭৭ (তদেব) [গোপালদা, রমাদি, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন। গোপলদার সঙ্গে ননী সেন উপরে গেল। সেখানে অমৃতবাজারের reporter ও জ্ঞানদার বড় ভাইঝি ছিলেন। দাদা ঠাকুরঘরে টাটা থেকে আগত প্রফুল্ল সেনের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেখানে ননীসেনকে যেতে হোল এবং শ্রীনিবাসন্-কাহিনী ও শ্লোক তিনটি এবং পুরীর ব্রহ্মানন্দের কাহিনী বলতে হোল। কমলাদিরা এসে দাদাকে একটা bed-cover দিয়ে চলে গেল। মিঃ সেন চলে গেলে দাদা bed-cover টা reporter কে দিলেন।] .....(মানাকে ঠাট্টাচ্ছলে) দাদা ঃ—তোকে এবার —সেনের সঙ্গে বিয়ে দেবো। মানা ঃ—হ্যাঁ, আপনি কোন ঘটকালিতেই successful হলেন না। নিজের বিয়েটা কেমন করে হোল, জানি না। বোধ হয় অন্যে ঘটকালি করেছিল। (গোপালদার সারল্যের প্রশংসা।) .....দাদা ঃ—বেটারা কুণ্ডলিনীর কথা বলে। সাপটার মুখ এখানে, লেজ এখানে। তাহলে একটা লেজ এখানেও আছে (হাত বাঁ পেটের উপর দিয়ে চালিয়ে বাঁ বুকের কাছে আনলেন।)। (হার্ভে ফ্রিম্যান্ দাদার নির্দেশে চণ্ডীগড়ে মহানাম দেবার আগে আমেরিকায় প্রায় ১০০ জনকে মহানাম দেন কাণে, বললেন জ্ঞানদা; আরো বললেন, দাদা বলেছেন, ভালোবাসতে হবে ফ্রিম্যানের মতো। অভির মতো, রাণু ব্যানার্জি নামে এক মহিলা ভিতরে দাদার নির্দেশ পান রুবিদির মতো। তাঁর মাঝে মাঝে ভরও হয়)..... দাদা ঃ—তুমি দেখছো কৈ? তিনিইতো দেখছেন। জপের মালাতো সব সময়ে ঘুরছে। তিনিই ঘোরাচ্ছেন। আমরা সব স্বপ্ন দেখছি, জাগছি কৈ?

১৭.৭.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—সবটা যদি একটা হয়, তবে কারণ হেতু নিমিত্ত হয় কেমন করে?.....গীতায় কি যেন একটা শ্লোক আছে, 'প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।'..... (—বসু ও স্নেহাংশু আচার্য প্রসঙ্গ) বসু ঃ আমি ভগবান্ মানি না। দাদা ঃ—আমিও তো বিশ্বাস করি না। কিন্তু, তুমি আছো, এটা তো বিশ্বাস করো! এই যে হাঁটছো, চলছো, কথা বলছো! তোমার এই থাকাটাকেই যদি ভগবান্ বলি? (পরে দাদা ওঁকে বা আচার্যকে একটা solar energy র ঘড়ি দিলেন; switch নেই। হাতে পরার পরে মাঝখানে দাদা touch করলে সেখানে নীলবর্ণ গর্ত হোল এবং শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের মূর্তি প্রকট হোল। তখন বসু বললেন ঃ ভগবান্ মানি না; কিন্তু আপনাকে মানি। পরেও একদিন এসে প্রণাম করে যায়। (ডঃ টিকাদার করঞ্জিয়া-প্রসঙ্গ বললেন।) সঞ্জিৎ ঃ—দাদা তো বলেন, চতুর্ভুজ দেখা-টেখার কোন মূল্য নেই। দাদা ঃ—উনি যখন এটায় আসেন, তখন দেহটা আমি; যখন আসেন না, তখন এটা আমি নয়। ননী সেন ঃ—এই তো গীতার অহম্। দাদা ঃ—গোপাল গোবিন্দ। গোপাল যাঁর আদি অন্ত নাই। গোপাল কি বৃদ্ধ হয়? এ দেহটা নেইও, আবার আছেও। (গোপীনাথ কবিরাজ প্রসঙ্গ) দাদা ঃ—১৯২২ বা ২৭ সনের কথা। তখন সে এতো বড়ো হয়নি; তখন এই রকম (জনৈককে দেখিয়ে)। এমনি 'তুমি' বলতেন; চটে গেলে 'আপনি' বলতেন। 64 য়ে cancer হয়। এ ১০ বছর extension দেয়। উনি এসেছেন প্রকৃতিকে নিয়ে। প্রকৃতিকে বাধা দেবার অধিকার কারুর নাই।..... নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে ও কি গোস্বামী হবে? একজন হয়তো tune য়ে আছে; তাই বলে তাঁর ছেলেও tune য়ে থাকবে?..... (কেসের চক্রান্ত যারা করেছে, তাদের নানা দিক্ থেকে চরম শাস্তি হচ্ছে বলায়) এ কি প্রতিশোধ নিতে পারে বা অন্যে শাস্তি পেলে আনন্দ করতে পারে? কিন্তু, প্রকৃতি ছাড়ে না; সব উশুল করে নেয়।)

২১.৭.৭৭ (শৈলেন চৌধুরীর বাড়ী; পূর্বাহ্ন) [আজ চৌধুরীতনয়া শান্তার বিয়ে শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র লাল্টুর সঙ্গে। সেই জন্য দাদা পূর্বাহ্নে চৌধুরীগৃহে এসেছেন চিন্তামণিদা, কালীদা ও মিসেস্ পল সিং সহ।] দাদা ঃ—জগন্নাথ তো রথে আরোহণ করেই আছেন্।..... সুনীতি চাটুজ্যে ও হরেকৃষ্ণকে বলি, দ্রৌপদীর

কি ছেলে ছিল? সে তো সতী, লক্ষ্মী বলতে পারিস্।..... নিজের শ্রাদ্ধ না হলে শ্রাদ্ধ করবে কেমন করে? যে মারা গেছে, সে তো মন-বুদ্ধি দিয়ে merge করে গেছে। তার সঙ্গে দেহে থেকে contact করবে কেমন করে?..... অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; অর্জুন ছিল দাম্ভিক; তার চেয়ে দুর্যোধন অনেকটা ভালো।..... বেনারস থেকে ৩/৪ মাইল দূরে..... দশরথ।..... বিয়েটা কবে ছিল? এ রকম হয়তো ৫/৭শ বছর আগে হয়েছে। (শান্তা দাদার গলায় মালা পরিয়ে দিল; দাদাও শান্তার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। দাদাসহ চৌধুরী-পরিবারের ৪টি ফটো নেওয়া হলো। দাদা ১১.৪০য়ে চলে গেলেন। ভোগের পোলাউ-ভর্তি হাঁড়িতে ৬ ইঞ্চি গভীর ও ৬/৭ ইঞ্চি ব্যাসের বিরাট গর্ত দেখা গেল। এই পরিমাণ ভোগ ঠাকুরকে গ্রহণ করাতে কোথাও দেখা যায়নি। দাদা বৌদিকে মধ্যাহ্নে বলেন, আমি আর কিছু খাবো না; ওরা আমাকে যা লুচি-মাংস খাইয়েছে। ফোন করে দেখো। তখনি চৌধুরী ফোন করে পোলাউর হাঁড়ীতে বিরাট গর্তের কাহিনী বৌদিকে বললেন। দৃশ্যতঃ দাদা কিন্তু ওখানে চা ছাড়া কিছু খাননি। রাত্রে বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল। দাদা সেটা বন্ধ করলেন। দেখা গেল, দাদার মাথা ভিজা। তারপরে বরযাত্রীদের যাত্রা করিয়ে দাদা গোপালদার বাড়ী থেকে স্বগৃহে গেলেন।] [মানা দাদাকে অনুযোগ করে, আজকাল আপনি একদিনও আমাদের বাড়ী যান না; অথচ রিচি রোডেই যান। দাদা ঃ—একে কি কোথাও আটকে রাখা যায়? [দাদা আগামী কাল রাত্রে শান্তা ও লাল্টুকে পৃথক্ থাকতে বলেছেন।]

২৪.৭.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [নিখিল দত্ত রায় আছে। সে পরশু টাটা থেকে এসেই দাদার কাছে যায় বিকেল ৪টায়; অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। দাদা বাথরুমে ঢুকলেন। একটু পরেই হাতে একটা হাঁড়ী নিয়ে বেরুলেন। তার থেকে দুটো রাজভোগ নিখিলকে ও একটা চিন্তামণিদাকে দিলেন। আজ বারীণদার ভাষণের পরে মানা রাধাকৃষ্ণনের ভাষণ পড়লো।] দাদা ঃ—ঘন্টা তিনি নিজেই বাজাচ্ছেন, আনন্দও পাচ্ছেন। জীব শুনতে পেলে শিব হয়ে যায়।..... অতুলদা ঃ—দ্বাপর আর কলিতে পার্থক্য কি? দাদা ঃ—দ্বাপরে পাবনায় একজন বাসুদেব ছিল; এখন ঘরে ঘরে ভগবান্।..... ঠাকুর গামলায় করে জল আনতে বলেন; সেইটা চরণজল হয়ে যায়। তিনি পা ডোবান নি।..... (ননী সেনকে) Article গুলো লিখছিস্ তো? ননী সেন ঃ—হ্যাঁ। দাদা ঃ—আজ সকালে ৩১টা ট্রাংক কল আসে। আমেরিকা ও য়ুরোপ যাবো গ্রীষ্মকালে। —চক্রবর্তীর স্ত্রী এর কাছে আসে কেস্ থেকে নিষ্কৃতির প্রার্থনা জানিয়ে। এ বলে, আইন তার আপন পথে চলবে; এর করার কিছু নেই। শচীনের এক বন্ধু শচীনের আবার আসার permission পাবার জন্য এর কাছে আবেদন করে। এ বলে, এ কখনো পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। তাছাড়া এখন যারা এর কাছে আসে, তারা ওকে সহ্য করবে কেন? ..... কেউটে সাপ, ফণা তোলা—তাই কুণ্ডলিনী। শাম্ভবী মুদ্রা কেউ জানে? এ demonstration দিতে পারে। চোখ সামনের দিকে; কিন্তু দেখবে পিছনে। দেওয়ালের আড়ালের জিনিষ দেখবে। এ মানুষ পারে? (দাদা উপরে গেলেন। তার পরেই ননী সেনকে ও গোপালদাকে ডাকলেন।) দাদা ঃ—ও সঞ্জিৎ। আমি আর নাই। ননীসেনকে এই মাসে বাজারই করতে হয় নি। ননী সেন ঃ—ডাহা মিথ্যা। কয়েকটা দিন মাত্র। সোমবার দুপুরে সত্যনারায়ণে, বুধবার রাত্রে আশীর্বাদে, বিষ্যুৎবার বিয়ের রাত্রে ও শুক্রবার দুপুরে চৌধুরী নিলয়ে, আর শুক্রবার রাত্রে, শনিবার রাত্রে ও রবিবার দুপুরে গোপালদার বাড়ী যাই। হাসির হল্লোড়।)

৩১.৭.৭৭ (তদেব) [দাদা ডাকায় বৌদির সঙ্গে আলাপ-রত ননী সেন দাদার কাছে। সেখানে কামদারজী, বারীণদা, দিলীপ চ্যাটার্জি প্রভৃতি অনেকে আছেন। অধ্যাপক সুরেশ আচার্য ৪ জন অধ্যাপক-বন্ধু নিয়ে উপস্থিত। তাঁরা দাদাকে miracle সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।] দাদা ঃ—এতো এসব কিছু করে না; কাজেই এ জানে না কি ভাবে এসব হয়। অধ্যাপক ঃ—আপনি এসব miracle করেন না, জানেন না, এটা কেমন করে হয়? (কামদারজী, বারীণদা ও আরেক ভদ্রলোক ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। শেষে ননী সেন কিছু বললো। অধ্যাপক ঘাবড়ে গিয়ে একেবারে স্ববিরোধী কথা বললো ঃ) Logic অনেকক্ষেত্রে jugglery of words. দাদাজী তো logic মানেন না। (পরে আচার্য ক্ষমা চাইলো ওরা সবাইকে বিরক্ত করার জন্য। দিলীপ চ্যাটার্জি তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতা বলবার পরেই ওরা এই বাদানুবাদ শুরু করেছিল।)..... দাদা ঃ—গুহ্যতত্ত্ব কেউ জানে না। উনি দেহেতে আছেন, কিন্তু দেহকে touch করে নেই। তাই বলে, কাশীতে রয়েছেন। ঐ কুণ্ডলিনী বাঁ বুক দিয়ে ত্রিশূলের মতো এসেছে। তার মাথায় এইটুকু। (দাদা উপরে গেলে রমা রেগে গিয়ে দাদাকে 'তুই-তোকারি' শুরু করলো। সত্যভামা!) (দাদা আজ উড়িয়্যা যাচ্ছেন; শুক্রবার ফিরবেন।)

৭.৮.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। সঞ্জিৎ বললো,—মিত্রের জজ হবার কথা ছিল; তাঁর চাকরী খতম। সব লাইন করে দাঁড়িয়ে এবার মার খাচ্ছে। যারা retire করে গেছে, তাদের pension বন্ধ করবে। এক সঙ্গে সবার করবে না। সবাই একটানা একটা জালে জড়িয়ে পড়েছে। দাদা শুনে ব্যথিত। বললেন,] উনি মঙ্গলময়; উনি কারুর অমঙ্গল চিন্তা করতেও পারেন না; তাহলে উনিও অসুর হয়ে যাবেন। কিন্তু, প্রকৃতি ছাড়ে না। শচীন একবার বাচ্চা মেয়েটার কথাও ভাবলো না। ননী সেন ঃ—রূপ-সনাতনের শাস্তি হয়নি? সনাতনের বোধ হয় হয়েছিল। দাদা ঃ—কেন, রূপেরও হয়েছিল। কিন্তু, ওরা বেরিয়ে পড়েছিল।..... পৈতা কি আগে এইরকম ছিল? ওটা ভিতরের ব্যাপার। বহু হাজার বছর আগে পৈতা ছিল ভিতরের ব্যাপার। তারপরে ওটা বাইরের হোল। কিন্তু, ওটা পরে থাকা হোত না; এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হোত। আর টিকিটা এলো তন্ত্র থেকে। সহস্রারে জট বেঁধে রাখতে হবে; না হলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসবে। বুঝলি তো? গায়ত্রী আছে নাকি? গায়ত্রী কেউ বোঝে কি?.....নিমাই গঙ্গাতীরে যেয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যারা জপ-ধ্যান করতো, তাদের টিকি কেটে দিত, মাথায় গোবর দিত। বলতো, এসব করে কি হবে? টোলে এক অদ্বৈত পণ্ডিতের কাছে পড়তে যেতো। সে তামার টাটে শালগ্রামশিলা পূজা করতো। একদিন সেখানে নিমাইকে দেখলো। নিমাই বললেন ঃ ওটা আর এটা একই। তোমার ভিতরেও এটা আছে; এই দেহটা নয়। অদ্বৈত কিছুটা বুঝেছিল; আবার গোলমাল হয়ে যেতো। আর বুঝেছিল মা আর বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু, মাতো মাই; জাগতিক দিক্‌তো একটা আছে! আর বুঝেছিল লক্ষ্মীর বাবা (বল্লভাচার্য)। সে বললো, তুমি তো ইচ্ছা করলেই বাঁচাতে পারতে। নিমাই বললো ঃ না, প্রতিশ্রুতি ছিল। তাই তো সে সিলেট চলে গেল। নিমাই কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতেন। ঠাকুর ছিলেন অন্যরকম; মেয়েদের অনেক সময়ে 'মা' বলতেন। কৃষ্ণ এলেন লীলা করতে; নিমাই ছিলেন লীলাময়; আর রাম ছিলেন লীলাতীত। ওটা তো শাশ্বত। (ভুবনেশ্বর-কাহিনী বললো মানা।) মানা ঃ—দাদাকে acrodrome য়ে Security spot য়ে নাবানো হোল। ১০/১৫ মিনিট ওখানে সব কাজ বন্ধ ছিল। বলরামদা দাদার জন্য air-conditioned room য়ের ব্যবস্থা করেন। দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ করেন নি ৫/১০ মিনিট ছাড়া। ২/৩ দিন ওখানে বোধহয় কোর্ট বসেনি। কারণ, জজেরা দাদার কাছে ১ ২টা অবধি বসে ছিলেন। আর ওখানে যে গিয়েছে, সেই প্রসাদ পেয়েছে। বাসন্তীদি রাত ১২টায় শুয়ে সকাল ৫টায় উঠেছেন, যদি দাদার কোন দরকার হয়। বাহে বাবা দাদার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, দেখছেন না, একহাতে সিগারেট, আরেক হাতে চায়ের কাপ। উনি মহাসমুদ্র, উনি supreme..... দাদা ঃ—ওর (হরিদার) বাবা ঠাকুরকে কিছুটা বুঝেছিল, কণামাত্র। ওর কাকাকে ঠাকুর বলেছিলেন, কী চাই বলো; যা চাইবে, তাই পাবে। কাকা বললেন, আর যেন আসতে না হয়। ঠাকুর ঃ—প্রারব্ধ কিন্তু সাংঘাতিক বেড়ে যাবে। সহ্য করতে পারবে? সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিলেন। উপেন সাহা চাইলো বড়লোক হতে। ঠাকুর তাকে এক বোতল তেল দিয়ে বললেন, এর ব্যবসা করো। তাই করে তখনকার দিনে ৫০/৬০ লক্ষ টাকা করেছিল। এখন কতো হবে? হরিদা ঃ—২৫ কোটি। দাদা ঃ—রাম বললেন, ওপারের ব্যাবস্থাও করে রেখো। উপেন সা নদীর ওপারেও জমি কিনে ব্যবসা ফাঁদলো।..... উৎসব হচ্ছে কিছু দুরে এক জায়গায় রামেরই। ওরা বললো ঃ ঠাকুর মশরই! উৎসবে যাচ্ছি। লোকেরা এসে বিরক্ত করবে; তালাচাবি দিয়ে রেখে যাই। রাম বললেন ঃ দরকার নাই; খিল দিয়া ঘুমাইয়া থাকুম্। এ সেখানে উপস্থিত হোল। ঠাকুর পাশের বাড়ীর একজনকে বলে ভাত মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করলেন এর জন্য। রাত্রে ওরা ফিরে এসে দাদাকে অনুযোগ করলো ঃ তুমি উৎসবে গেলে না? কার্ড তো পাঠানো হয়েছিল। এ বললো ঃ আমার উৎসব এখানে। শেষ রাত্রে এ কিছু গান করলো। ঠাকুর বললেন ঃ বৃন্দাবনে নাব্যা আসছিলাম। .....যদি বলি, শূদ্র ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেছে! আগের দুজন ব্রাহ্মণের ঘরে আসছেন; এ কখনো ব্রাহ্মণের ঘরে আসেনা.....মঠ-মন্দির কবে ছিল? প্রতাপরুদ্র নিমাইকে বললো ঃ প্রভু!— তোদের ভাষায় বলছি—আপনার জন্য একটা মঠ তৈরী করি? নিমাই ঃ—তোমার কিছু আছে কি? সাধু-সন্ন্যাসী ছিল কবে? নিমাই দুই একজনকে convert করেছিল। Second world war য়ের পরে এখন ঘরে ঘরে সাধু! এর চোখের সামনে পড়লে কারুর নিস্তার নাই।..... 'আমি' কি কেউ বলতে পারে?..... আচার্যকে আজ এ বলেছে, সব সময়ে টেপ চালিয়ে রাখবি না। ওতো ওর চার বন্ধুর জন্য ফটো চাইতে এসেছিল। এ বলেছে, ফটোর আর দরকার নাই; তাহলে চলে যেতে হবে।

১৫.৮.৭৭ (তদেব) [চারিদিকে মহারথীদের পতন ও দুর্গতির সংবাদ। এরাই দাদার বিরুদ্ধে কেস্ সাজিয়েছিল। দাদা স্বভাবতই খুব ব্যথিত। কিন্তু, কোর্টে যেদিন জে. এন্. ঘোষ complain করেছিল দাদার বিরুদ্ধে 'মোষ' বলার জন্য, সেদিনই দাদা বলেছিলেন, তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না। দাদা বললেন ঃ শচীনের ছোট মেয়েটা মারা গেল। আগেই আশংকা করি। বৌয়ের cancer হয়েছে! দাদা খুবই ব্যথাতুর।] দাদা ঃ—এটা কি এর প্রারব্ধ ! তাহলে reaction হোত।..... রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪য়ে।..... তোরা কিছু করলে কি এতোটা হতে পারতো? (ননী সেনকে) ঐ গুলি লেখা হয়েছে কি? আরো একটা লেখা তাড়াতাড়ি লিখতে হবে। অভিদা ঃ—দাদার কথা সিঙ্গাপুরে অনেক কাগজে বেরুচ্ছে তামিল না তেলেগুতে। তা আবার chinese য়ে translated হচ্ছে। দাদা ঃ—তাহলে? মানুষ কি প্রচার করতে পারে?.....আমিটা থাকলে আর লীলা হোল কোথায়? তখন কালের সঙ্গে কালের যুদ্ধ। গীতার আমি, সে তো প্রাণ, কৃষ্ণ। অতুলদা ঃ—বাবা-মা সন্তানকে আশীর্বাদ করতে পারেন কি? দাদা ঃ—বাবা-মাতো আসক্তি নিয়ে করে; তিনি পারেন।..... ভগবান তো সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে আছেন। কিন্তু, ভক্ত দেহ ধারণ করে কত কষ্ট সহ্য করছে, তবু তাঁতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। তাই ভগবান্ তাঁর বশীভূত। কৃষ্ণ নিজেও তো রাধাপ্রেম জানে না, ঐ রসের আস্বাদ পায় না। ঐ রসটা ত্রিভাব—ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবুডুবু। আমিটা দিয়ে কোন কাজ হয় না। অভিদা ঃ—দাদা বলেছেন, সত্যে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি সত্যভামা।..... দাদা ঃ—সরোজ নামধারী কারুর সঙ্গে আর কারবার নাই।

২১.৮.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। বারীণদার ভাষণ। ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের চেয়ারম্যান্ আসেন। তাঁকে শ্রীনিবাসের শ্লোক ৩টি বললো ননী সেন।] দাদা ঃ—গুরুবাদ তো আছেই। কিন্তু, কেওড়াতলার আসামী গুরু হয় কেমন করে? প্রেম জীব করবে কেমন করে? আধা করতে পারে; বাকী আধা তাঁর জন্য। এইখানে যেই পাটা দিলি, তখনি আধা। দ্বারকার কৃষ্ণ কেন, ব্রজের কৃষ্ণ যিনি গোপীজনবল্লভ, যিনি পূর্ণের উপছে পড়া, তিনিও কি আমি বলতে পেরেছেন?..... বেদ পড়ে ব্রাহ্মণ হয়? বেদব্যাস? কাশীর পুব পার অর্থাৎ সামনে আমরা যা দেখছি, সে তো অজ্ঞান, অন্ধকার।..... ২০ হাজার বছরেও ওরকম বৈদান্তিক (শ্রীনিবাসম্) জন্মায়নি।..... ডঃ আর্. এন্. দত্ত আইনস্টাইনের চেয়েও বড়ো।

২৬.৮.৭৭ (তদেব) [জরুরী লেখাটা লিখে নিয়ে পৌনে ১১তে দাদালয়ে ননী সেন। কবিরাজ-গুরু ও মেহের বাবার কাহিনী।] দাদা ঃ—কাশীতে মেহের বাবা। হৈ চৈ পড়ে গেছে। কবিরাজ মশাইয়ের সামনে সব বসে। গুরু হাত তালি দিলেন; মেহের বাবা কি একটা করলেন। একটা আলমারী অনেক দূরে সরে গেল। কবিরাজ বললেন ঃ মহাশক্তিধর মহাযোগী। ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এ হেসে বললো ঃ কাশী ছাড়ার সময় হয়েছে। এসেছিলাম তোমাকে দেখতে; এইসব ভূতপ্রেতকে দেখতে নয়। এবারে আলমারীটাকে আগের জায়গায় আনো তো? এই ধরে রেখেছি (বদ্ধমুষ্টি দেখালেন।) গুরু আবার হাততালি দিলেন, মেহের কি করলেন। কিছুই হোল না। তখন এ মুষ্টি খুলে বললো ঃ ঠিক জায়গায় নিয়ে যাও। তাই হোল। (সি. বি. আইর ডিরেক্টর মিঃ মাথুর সপুত্রক আসেন ও চরণজল নিয়ে যান।)

২৮.৮.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। কাল পাক্ষীওয়ালা আসেন দাদার সঙ্গে দেখা করে আমেরিকায় ambassadar হয়ে যাবার জন্য। দাদা কিন্তু ঐ পদ নেবার আগে নিষেধ করেছিলেন। করঞ্জিয়া বুধবার আসবেন।] দাদা ঃ—মারা যাবার পরে মনটা থাকে কি? মনটা না থাকলে action-reaction থাকে কি? যোগ, জোঁক (?)। দুটো শব্দ তো (গোপাল গোবিন্দ)। এই ছিল; যখন এই হয়ে গেল, মনটা আটকে গেল। আবার যখন spread করলো, তখন মন এলো, action-reaction এলো।..... জেঠিমা তৈলঙ্গস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন। ..... সঞ্জিৎ ঃ—দাদা বলেছেন, অন্যান্য জগতেও এই রকম চলছে; তবে একটু অন্যরকম; গীতা-টীতাও আছে। ..... দাদা ঃ—কোন ইন্দ্রিয়ের কাজেই আধা হলে চলবে না; পুরো হওয়া চাই; নাহলে মুক্তি নাই।..... (মিসেস সেনকে চুমো দিয়ে) দাদা ঃ—কতবার বলেছি, বিষ খেয়ে মরতে পারিস্ না? বিষ খেয়ে মর্, বিষ খেয়ে মর্।

২.৯.৭৭ (তদেব) [করঞ্জিয়া ৩০শে কলকাতা এসে সেদিনই দাদার বাসায় রাত ১১/১১.১৫ পর্যন্ত ছিলেন। জাস্টিস্ জে. পি. মিটার ও বারীণদাও ছিলেন। উনি বন্ধু ইরাণের শায়ের প্রাসাদে প্রথম দাদার অদ্ভগন্ধ পান।

শাহ ওঁকে বলেন, দাদাজীর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও; আমি এর জন্য ৫/৭ কোটি টাকাও খরচ করতে রাজি। করঞ্জিয়া মিটারকে শুধান, দাদাজীর এসব ক্ষমতা কবে থেকে হোল, কীভাবে কি করে হোল? মিটার বলেন, জন্ম থেকেই। ৩১শে দাদার বাড়ীতে lunch খেতে আসেন। আজ আবার এসেছেন। জাস্টিস্ মিটার বারীণদা ও প্রকাশদা উপস্থিত আছেন। ননী সেন যখন পৌঁছালো, তার আগেই করঞ্জিয়া message পেয়ে গেছেন 'How fortunate is man!' ইত্যাদি। করঞ্জিয়া swimming suit পরে গিছলেন। তাই দাদা তাঁকে একটা লুঙ্গি পরতে দিলেন। খালি গা; অদ্ভুত গৌরবর্ণ। এমন সময়ে বোম্বে থেকে অভিদার ফোন এলো। দাদা বললেন, করঞ্জিয়া লুঙ্গি পরে বসে আছে। অভিদা ঃ—আমার কাছে একখানা কাম্বোডিয়ান লুঙ্গি আছে। দাদা ঃ—তাহলে ঐটা দিই ওকে? ওটা দাদার হাতে এসে গেল; করঞ্জিয়া পরলেন। অভিদা ঃ—লুঙ্গিটা তো আলমারিতে নাই। দাদার উচ্চহাস্য। এদিকে জাস্টিস্ মিটারের হাঁপানির কষ্ট খুব বেড়ে গেল; ওষুধ এখানকার market য়ে নাই। গত কাল ফ্রান্সে ওষুধ order করেছেন। দাদা হঠাৎ হাতে করে দুটো Phial দিলেন। খুবই উৎফুল্ল হলেন। করঞ্জিয়া সব দেখে-শুনে প্রায় হতবাক্। জাস্টিস্ মিটার করঞ্জিয়াকে Calcutta club য়ে dinner খাওয়াবেন; প্রকাশদা ও ননী সেনকেও যেতে হবে। কাজেই সন্ধ্যায় পরিমলদার বাড়ী থেকে দাদার অনুমতি নিয়ে করঞ্জিয়া ও প্রকাশদা সহ ননী সেন চললো Calcutta club য়ের দিকে। পথে করঞ্জিয়া message য়ের আসল বক্তব্য কি জানতে চাইলো। ননী সেন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। করঞ্জিয়া ঃ—It is the hidden truth of Indian Philosophy. সেন ঃ—Why Indian philosophy? It's perennial philosophy. No parochial outlook. করঞ্জিয়া ঃ—Indian philosophers speak of illusion. But, the western philosophers do not. সেন ঃ— Why, Berkeley does speak of illusion. করঞ্জিয়া ঃ— What follows from the message? সেন ঃ—To be in a state of Nature. Everything around you is His grace. No maya. Don't ask for anything, don't forcibly restrain senses. Do your duties with loving resignation to him. করঞ্জিয়া ঃ—It seems very real. জাস্টিস্ মিটার Calcutta club য়ে সবাইকে receive করলেন।]

১১.৯.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—১৯২২য়ে প্রণবানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ; ১৯২৯য়ে দ্বিতীয়বার; নানা আলোচনা হয়। ওরা শরীরচর্চা ও দেশসেবার আদর্শ নিয়েছে।..... লক্ষ জপের অর্থ কে বোঝে? .....তুষ্য.....; নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ।..... তোমরাই বলো, শ্রীভগবানুবাচ; আবার ব্যাখ্যা করো কেমন করে?.....এ সন্তদাসের যজ্ঞে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। (মানা হরিহরবাবা ও উড়িষ্যার বাহেবাবার কাহিনী বললো। পিতাজী বললেন মহামণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দ ও দাদার কাহিনী। ১২টায় দাদা উঠলেন। সঞ্জিৎ বললো ঃ দাদা বলেছেন,—কৃষ্ণ ও—আনন্দ রবিবারে এখানে আসে। পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে দিলে তো মা-ভাইয়ের কথা ভাববে। শেষ দিকে তো তাই ভেবেছে; action-reaction তো আছে।— নন্দের এখন আর লেখার ক্ষমতা নাই। দাদা হঠাৎ ডেকে দুই একটা কথা বলে কার প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ) দ্বারকা কি এখানে ছিল? দ্বারকা তো সমুদ্রে ডুবে গেছে। এই দ্বাপর নয়; ৩/৪ দ্বাপর আগের। এই দ্বারকা ব্যবসার জন্য।..... কৃষ্ণ কি বলতে পেরেছে, আমি Lord? সে বলেছে, সখা, প্রেমিকা।

১৬.৯.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—আমিটাকে দিয়ে কিছু হয় না। আমিটা কিছু করতে পারে কি? সংসারটা তাঁর; তুমি কাজ করে যাও নিমিত্ত না হয়ে। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবইতো তিনি! তুমি কি তাদের খাওয়াচ্ছো পরাচ্ছো, মনে করছো? তাদের সবারই নিজ নিজ ভাগ্য আছে; ভাগ্যরূপে ভগবান্।.....—আনন্দ এখন action-reaction ভোগ করছে। শেষে ভেবেছিল, বিয়ে করলাম না, মা-ভাইকে দেখলাম না; একজনকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছি; তার কি হবে? যে.....প্রতিষ্ঠা করলো, তাকেই.....বের করে দেয় বা বেরিয়ে যায়।..... বৃষ্টির প্রবাহটা ঠিকই থাকে; শুধু যে পথ দিয়ে ওরা যাচ্ছে, সেখানে পড়ে না। ওদের গায়ে না পড়লেই হোল; মন দিয়ে তো বুঝবে। যাঁর ইচ্ছায় বায়ু, সূর্য-চন্দ্র সব চলছে, তাঁকে বাধা না দিয়েও এটা হয়।..... সে (-আনন্দ) বিয়ে করেছে, ছেলে-পিলে হয়েছে।.....তৈলঙ্গস্বামী বিয়ে করেছিল; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সন্ন্যাস। সে আবার জন্মেছে (না কি যেন বললেন)। ..... (ডঃ আর্. এল্. দত্ত সম্বন্ধে) আইনস্টাইন, নিউটন, সত্যেন বোস,

মেরিয়াম কেউ এত বড়ো post পায়নি।..... ছেলেবয়েসে প্রভু জগবন্ধুকে দেখতে গেলে উনি একে নমস্কার করেন। উনি মহাভক্ত ছিলেন।..... আচরণটাতো ঠিক রাখতে হবে; নাহলে তো চলবে না।

১৮.৯.৭৭ (তদেব) [আজ রবিবার। বারীণদার lecture প্রায় ১১.৩০টা পর্যন্ত চললো। তারপরে দাদা একথা-সেকথার পরে বললেন ঃ] অতুলানন্দ মন দিয়ে তাঁকে পেতে চাচ্ছে। ..... সব সময়ইতো কাশীক্ষেত্রে আছি; গঙ্গার ধারা তো বইছেই। বৃন্দাবনে আছি; আবার বলেছে, ৮৪ ক্রোশ। কিন্তু, কেউ বুঝছে না।..... দেহ থাকতে কি কেউ সতী হয়? যখন পতি ধরেন, তখন পতিব্রতা হয়।..... মানাদের বাড়ী এক সাধু এলো। খুব পণ্ডিত; আমেরিকা-টিকা গেছে। কয়েক লাখ শিষ্য। এ দুধ খেতে বললো। কোন রকমে পাশের বাড়ী থেকে পাথরের গ্লাস জোগাড় হোল। কিন্তু, তুলসী চাই; প্রভুকে নিবেদন করতে হবে তো। এ হাতটা গ্লাসের উপরে কাৎ করলো; একটা তুলসী পড়লো; ও প্রণাম করলো। সঙ্গে এক মন্ত্রীও ছিল—.....। তোদের তুলসী ও শঙ্খচূড়ের কাহিনী। নারায়ণ নাকি টালিবালি করেছিল। তাই বললো, ঠিক আছে, তুমি আমার মাথায় থাকবে। সে যুগে তুলসী anti-septic ছিল; এখন দরকার কি?.....অতুলদা ঃ—আপনাকে আমরাই উদ্ধার করবো। দাদা ঃ —এক হিসাবে কথাটা ঠিক। পুকুরে মাছ ফেলা হয়েছে; একটা একটা করে বড়শি দিয়ে সবাইকে না তোলা পর্যন্ত এর উদ্ধার নাই। তবে তোদের উদ্ধার তো guaranteed. আর কেউ guarantee দিতে পারবে না। কারণ, এর তো অহং নাই।..... (অতুলদা বিষ্ণুপূজা করতেন বলায়) বিষ্ণুর ও বিষ্ণু আছে। বিষ্ণু-টিষ্ণু কি? ব্যক্তি হয়ে গেল। তাহলে মুসলমানেরা আরেক রকম বলবে, খ্রীষ্টানরা আরেক রকম।.....

২২.৯.৭৭ (তদেব) [বইয়ের প্রুফ নিয়ে ১১টায় দাদালয়ে ননী সেন। দাদা নিজের বদ্ধপদ্মাসনের ফটোটা দেখালেন। ওটা ও. পি. পুরীকে পাঠাতে হবে।] দাদা ঃ—ওটার নাম কি রাখা যায়? বদ্ধপদ্মাসন with শাম্ভবীমুদ্রা। (ননী সেন তাই লিখে দিল।)..... কামদার উৎসবের টাকা দিতে চেয়েছিল। এবলে ঃ তোমার থেকে টাকা নেবো না। তুমি বাড়ী ঠিক করো। প্যাটেল, সুমতি মোরারজী প্রভৃতি এসেছিল। ওদের কাছে ১০/২০ হাজার টাকা কিছুই না। কিন্তু, নিই কেমন করে? তোরা কিছু লোক ৫০০/১০০০ টাকা করে, আর কিছু ১০০ টাকা করে দিলে অনেকটা হবে। তারপরে পরিমল আর শম্ভু ভড় আছে।..... শাম্ভবী মুদ্রাটা কি? দৃষ্টি সামনের দিকে; তা নয়। তারা দুটি এই কোণায়। না হলে তৃতীয় নেত্র হবে কেমন করে? পেছনে দেখবে কেমন করে? মনটা থাকে না; দেহটা শূন্যে থাকে। এ মহাযোগ! কোন জীব কি এটা করতে পারে? তবু এতে তাঁকে পাওয়া যায় না। এতো রসযোগ নয়।..... গীতাদি ঃ— চাঁদা তোলার ভার গোপালদা ও তোমার (সেন) উপর।

২৫.৯.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—শাস্ত্র কৈ? শাস্ত্র কবে লেখা হয়েছে? এই ভণ্ড আসার পরে শাস্ত্র লেখা হচ্ছে। এর কাছে আসতেই হবে। ৫০ বছর পরে সব flooded হয়ে যাবে।..... পূর্ব জন্ম না মানলে এটা হয় কেমন করে? ৫ জন ৫ রকম। ..... আমরা সবাই বাইরেটা দেখি; সাধু-সন্ন্যাসীরাও তাই। কিন্তু, শাম্ভবীমুদ্রা দিয়ে ভিতরটা দেখা যায়। ..... পরিমলের বাড়ীতে—বসুকে বলি, communism তো communion থেকে এসেছে। তাহলে সে communist তো একজন; আর সব তাঁর সাকরেদ! তোমরা কি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারো? মা বাবা ও কি পারে? ধরো, ৮টা মেয়ে, আর ৫টা ছেলে। একটা ছেলে বোবা-কালা, একটা ছেলে রুগ্‌ণ, একটা ছেলে বিরাট্ ধনী, একটা ছেলে brilliant. মা সবাইকে সমান দেখছে কি?—বসু ঃ—আপনি uncommon..... মহম্মদ সাহেব এলেন; এলেন বুদ্ধ যিনি অনেক উপরের কথা, প্রেমের উপরের কথা বললেন।..... সঞ্জিৎ ঃ—কাল দুপুর একটায় দাদা যখন খাচ্ছেন, তখন হঠাৎ চারিদিক্ মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বললাম, দেখবেন, ইডেন মাঠে যেন বৃষ্টি না হয়; ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা আছে। দাদা হাত তুলে কয়েক সেকেণ্ড বসে থেকে বললেন ঃ চারিদিকে বৃষ্টি হবে; কিন্তু, ওখানে হবে না। মানা বললো ঃ কিন্তু মোহনবাগানের সম্মানটা বাঁচা চাই। দাদা ঃ—ঠিক আছে; তাই হবে, সমান-সমান হবে। তাই হোল: ২-২।

২৭.৯.৭৭ (পরিমলদার বাড়ী; রাত্রি) [দাদার নির্দেশে ননী সেন পরিমলদার বাড়ীতে রাত ৮টায়। তখন

পরিমলদা বাইরের ঘরে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন; দাদা ভিতরের ঘরে। ভদ্রলোকের নাম শুভকরণ দাশানি; থাকেন ৩৬, শিবতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০ যে; stones এবং textiles য়ের ব্যবসা করেন। ভদ্রলোক ৩/৪ দিন রাত্রে দাদাকে স্বপ্নে দেখেন। কে যেন স্বপ্নে বলে, এঁর সঙ্গে দেখা করো; উনি দাদাজী। প্রশ্ন :—ওঁকে কোথায় পাবো? উত্তর :—নিউ মার্কেটে toy shop আছে। উনি স্বপ্নের নির্দেশমতো সেখানে খোঁজ করলেন; কেউ বলতে পারলো না। পরে ওর বন্ধুর dry fruits য়ের দোকানে গেলেন। তিনি পাশের দোকান দেখিয়ে বললেন, দাদাজী জানিনা, এক গুরুজীর দোকান। সেখানে address চাইলে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে বলে; তাঁর (গোপীদা) address নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে এখানে দিয়ে যান। দাদাজীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। আজ আমাকে ৭টায় আসতে বলেন। আধঘণ্টা পরে দাদা ডাকলে উনি ও ননী সেন ভিতরে যায়। উনি ২/১টা প্রশ্ন করেন। ওঁকে biltz য়ের কয়েকটি সংখ্যা, 'In his fragrance' ও 'The Supreme Scientist' দেওয়া হয়। উনি দাদাকে নিজের বাড়ী নেবার অনুরোধ করেন। দাদা বলেন : 21st October য়ের পরে। দাদা ওঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে যান, বুকে পিঠে bless করেন, ওঁর রুমালে ঘাম মুছে দেন। ওঁকে দাদা কাল আসতে বলেন।]

৩০.৯.৭৭ (তদেব) (ফোনে হরিদাকে) দাদা :—হনুমানপ্রসাদ সিং এসেছিলেন। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। কামদারও ফোন করে টাকা দেবার কথা বলে। তাকেও ঐ কথা বলেছি। এখানেই ২/৩ জনের কাছ থেকে জোগাড় হয়ে গেছে। (ননী সেনকে) এরকম হবে জানলে এই ২০ বছরের উৎসব চালাতে পারতো।..... ১০/১২/১৪/১৫ বছর বয়সে মামীদের কথায় ন্যাংটা হয়ে যেতাম; মামাতো বোনদের চুমো খেতাম; আমি যে কিছু পরে আছি, তা মনে হোত না।.....। মা চলে যাবার কথা বলায় বললাম, এই শরীর দিয়ে অনেক কিছু খেয়েছো, গ্রহণ করেছো। সেই ভোগটাতো শেষ করতে হবে। মাকে বলি, যদি একটু কষ্ট সহ্য করতে পারো, তাহলে ৬মাসের মধ্যে যাবে; না হলে ৬ বছর আছো।.....সবাই ভাবছে, এখানে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবো। কবিরাজ মশাইকে বলি, আমিতে আমি আছি। উনি যখন একটা ফটো (কিশোরী ভগবানের) চাইলেন, তখন আমার কাকার (যুগলকিশোর) ফটো দিলাম; বললাম, ফটো তুলতে গিয়ে ঐ রকম হয়ে গেছে।..... সুনীলের (ব্যানার্জি) বাবাকে একদিন কাশীতে বলি, কাল আপনার মৃত্যুযোগ; খুব সাবধানে থাকবেন; অবশ্য কিছু হবে না। পরে উনি বলেন, রিকসা করে যাচ্ছিলাম, উল্টো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে একেবারে রিকসার উপরে পড়লো। রিকশা ভেঙ্গে চুরমার। রিকসাওয়ালার অবস্থাও সাংঘাতিক। কিন্তু, কিশোরী ভগবান্ আমাকে কোলে তুলে এক পাশে নিয়ে গেলেন। এইকথা শুনে গোপীনাথ একে 'মহাযোগী' বললেন। গোপীনাথ বললেন, কৃষ্ণ তো যোগেশ্বর! এ বললো, 'যোগেশ্বর' মানে কি? টালিবালি নয়; যিনি সর্বদা যুক্ত হয়ে আছেন।..... এমন আসন দেখালাম, যা মানুষে পারে না, কিন্তু, তাতেও কিছু হয় না।..... (ননী সেনকে) তোকে বার বার কবিরাজ মশাইর কাছে যেতে বলেছিলাম।..... বদ্ধপদ্মাসন with শাম্ভবী মুদ্রার ফটো বইতে দিতে পারে। শূন্যে কিছুটা উঠার ফটোও দেওয়া যায়; অনেকখানি উঠার ফটোও দেওয়া যায়। দিন কয়েক practice করতে হয়। কিন্তু, ক্যামেরা নিয়ে সামনে থাকলে যে হবে না; মনটা এসে যাবে। কেউ কিছু বোঝে না।..... ভোলাগিরির conception ছিল।

৮.১০.৭৭ (পরিমল মুখার্জি-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা;—সব অসৎ;.....আর এইরকম উৎসব করছি না। ..... সতীকান্ত এসেছিলো; অনেক কথা বললো। অনিমেষকে বললো, তুমি দাদাজীর কাছে আসো, অথচ আমাকে বলো নিতো! অনিমেষ বলে, আপনি তো ওঁকে চেনেন, ওঁর কথা বলতেন। সতীকান্ত বলে, সে তো ১৯৫৪ থেকে; তখন তো দাদাজী হন নি। এ বললো, তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আত্মীয় কেউ আছে নাকি? একটা কাগজ বুকে চেপে ধরো; জানতে পারবে, তোমার আপনজন আছে কিনা। সতীকান্ত বললো, আপনি যে একটু আগে বললেন, প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়, সেইজন্যই আগে আসা হয়নি। এলে আর এই ঝামেলাটা হোত না। যাক্, এখন আর প্রারব্ধ থাকবে না। আমি দ্বারকার শংকরাচার্যের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছি; মহামণ্ডলেশ্বর

কৃষ্ণানন্দের কাছেও।। এ তখন ঐ দুজনকে আশীর্বাদরত দাদাজীর ফটো দেখালো। তখন লুটিয়ে পড়লো; মহানাম নিতে চাইলো স্ত্রীকে নিয়ে। এ বললো, স্ত্রী এলেও পাবে না; তুমি একা এসো। কবে আসবে, জিজ্ঞেস করলো। মঙ্গলবার আসতে বললাম। স্নান করে আসবে কিনা জিজ্ঞেস করলো। এ বললো, এখনো এই সংস্কার। গঙ্গা তো প্রবাহিত রয়েছেই। ও পি. বি. মুখার্জি ও জে. পি. মিটারের কাছে এর কথা শোনে। মিটার বলে, উনি নারায়ণ। (বীরেনদাকে ফোনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ননী সেনকে) আমার সঙ্গে তুইও একটু প্রারব্ধ ভোগ কর্। (চলে গেলেন।) পরিমলদা ঃ—সেন্ট জেভিয়ার্সের এক ফাদার এসেছিলেন। তিনি দাদার কাছে এসে দাদার চোখে অনন্ত দেখেন। তাঁকে নাকি পোপের পোপ বলেছেন, বাংলাদেশে দাদাজী বলে একজন আছেন। তিনিই একমাত্র লোক।

৯.১০.৭৭ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা (ননী সেনকে) ঃ—আরতি এসেছে; ওর সঙ্গে কথা বলিস্।..... (দাদার ডাক। শাম্ভবী মুদ্রার ফটো নিয়ে আলোচনা।) দাদা ঃ—কোন মানুষ কি করতে পারে? মন থাকে না; সহস্রার থেকে নাকের ডগায় আরাম বিরাম দুটি (নাড়ী) নেবেছে। তখন সহস্রার স্তব্ধ হয়ে যায়। আমিটা থাকে না। কিন্তু, ঘুম নয়, দেহটা থেকেও থাকে না। তোরা 'ত্রিনয়নী দুর্গা' বলিস্। এ বোঝে না। দুটো চোখ মিলে একটা চোখ হয়ে যায়। এটা কি বুদ্ধ পেরেছে? বুদ্ধ পদ্মাসন করতে পারতো? সে আগে ডান পা রাখতো, পরে বাঁ পা। নারায়ণের পদ্মাসন; তাকে চতুর্ভুজ বলে। চতুর্ভুজটা কি? দুটো পা-ই দুটো হাত। চারিদিক্ বুঝাচ্ছে অর্থাৎ সব কিছু বুঝাচ্ছে। নারায়ণ মানে নরকে যিনি অয়ন করেন। বিশুদ্ধানন্দ স্টেজে পদ্মনাভি হোত। হয়তো একজনকে দেখালো; সে অন্যদের বলতো। লাহিড়ী মশাই কি করতে পারতেন? এটা ইতিহাস হয়ে যাক্। কেউ করতে পেরেছে, জানিস কি?..... সতীকান্ত এসেছিল। (ননী সেনকে) আরতিকে বলেছিস্? সেন ঃ—হ্যাঁ, পরে বলবো।..... (মানাকে) দাদা ঃ—আধা হলে চলবে না; পুরো হতে হবে।..... এ দেশটা ভয়ংকর emotional, অকর্মণ্য।

১৬.১০.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—২০/২২ হাজার টাকা খরচ হবে (উৎসবে)। এওতো গুরুভাই; এ যা পারে, করবে।..... এ বার বাল্যভোগটা এই বাড়ীতেই হোক্; না হলে ভোর ৪টায় আবার আসতে হবে।..... (রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ)। যখন কৃষ্ণে merge করে গেল, তখন রাধা কৃষ্ণের চেয়ে বড়ো, ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়ো।

১৮.১০.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—অনিল সরকার (Deputy Director, Civil Aviation) দিল্লীতে Willingdon Nursing Home য়ে dead বলে declared হয়েছিল। স্ত্রী ফোন করে দাদাকে বলে ঃ অনিল মারা গেছে। এ বলে, কেমন করে? তাহলে তো সে এখানে আসতো। যা পেয়েছে, চরণজল বুকে দিয়ে তাই করো, দেখবে, ভালো হয়ে যাবে। তাই করার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন এলো। জ্ঞান যখন আসছে, তখন 'দাদাজী, দাদাজী' করছে। ডাক্তাররা বললো, It's impossible. Who is Dadaji? সরকার পরে বললো, দেখি, দেহের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি দাদার সঙ্গে। কী সুন্দর জায়গা! পরে দাদা একটা চাপ দিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।..... Your Dadaji of Vraja is not Dadaji Supreme. সে contract করে এসেছে, যা করতে চাইবে, তাই হবে। না হলে off হয়ে যাবে। যিনি সত্যনারায়ণ হয়ে আসেন, তিনিও naked ছিলেন। তিনিও এসব করেন নি। (আসাম থেকে একজন পূজার জন্য ১০ টাকা m.o. করেন। দাদার নির্দেশে ননী সেন তাঁকে লিখলো, ওটা গ্রহণ করে প্রসাদরূপে পাঠানো হোল।) এরকম করলে তো prostitute হয়ে গেলাম। টাকার দরকার হয় না। আগে তো এই বাড়িতে নিজেই করতো। আর দরকার হলে কুবেরের ভাণ্ডার তো আছেই। সে লোক আপনিই আসে। হরিদা ঃ—আগেই ঠিক ঠিক পূজা হোত।..... জগজীবন ৫ বার আসেন কেস্ withdraw করাতে। এ আপত্তি করে। কারণ, তাহলে লোকে ভাববে, influence করে ছাড়া পেয়েছে; নিশ্চয় গোলমাল করেছিল।..... ঘোষের ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা government forfeit করেছে। শচীন অন্ধ হয়েছে; সুচিত্রা হাত ধরে নিয়ে যায়। এ সব শুনলেও কষ্ট হয়। কিন্তু, প্রকৃতির প্রতিশোধ কে এড়াবে?..... অভিনা ঃ—বিভূতিদা মারা যাবার সময়ে দাদা তাঁকে কিছুদিন রাখতে চান। তাই একটা কাঁচা দাঁত তুলে ফেলেন। দাদা বলেন ঃ ওঁর খাবার বাসনা ছিল। তাই আবার আসবে;

কিছুদিন থাকবে; সত্যের জন্য লিখবে। নাম হবে অন্নদা রায়। কেউ merge করে যায়, মিশে যায়, কেউ মুক্তি পায়। merge করলেও অনেক সময়ে মনটাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। (দাদা হঠাৎ ননী সেনের মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ীকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করতে বললেন।) (বিভূতি জন্ম নিয়ে আবার ফিরে এসছে, বললেন দাদা রুবিদির মাধ্যমে 26th Nov., 1985-য়ে)

১৯.১০.৭৭ (তদেব) [বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছে। কামদার—অরবিন্দ্—দয়ালাল, সস্ত্রীকন্যাপুত্র, ডঃ সুদর্শনম, প্রকাশদা, অঞ্জুওয়ালিয়া, ডঃ ললিত পণ্ডিত, ডঃ নায়েক, সোমেশ্বর, মনোমোহন সিং, কুরবন্ত সিং, চরণ সিং, পলসিং দম্পতি, আরো অনেকে উপস্থিত। স্থানীয়েরা তো আছেনই। মিসেস্ পল সিং বললেন, হার্ভে সন্ধ্যায় আসছেন। দাদা বললেন ঃ ওকে arrest করেছিল; বিজুকে ফোন করে এক ঘন্টা পরে ছাড়া পেয়েছে। মাত্র three weeks য়ের visa দিয়েছে। বদ্ধপদ্মাসন with শাম্ভবীমুদ্রার ফোটো সবাইকে দেখানো হোল। এ সম্বন্ধে দাদা কিছু বললেন। পরে ননীসেনকেও বলতে হোল। বোম্বেতে বৃষ্টি নামানোর কাহিনী ও চণ্ডীগড়ে ঠাণ্ডা-গরমের কাহিনীও সে বললো। ডঃ পণ্ডিত তাঁর বিদেশভ্রমণ-কাহিনী বললেন। মানা বললো ডঃ আর. এল্ দত্তের বিদেশে conference য়ে lecture দেবার সময়ে aroma পরিবৃত হয়ে দাদার philosophy বলার কাহিনী এবং তার পরেই Asstt. Director থেকে chairman, International Solar Energy Commission হবার কথা বলে। ডঃ নায়েক বলেন, দাদা কিভাবে জার্মানি থেকে সিগারেট এনে দেন। ঠিক হোল, বাল্যভোগ দাদার বাড়ীতে অন্ন করে হবে; সোমনাথ হলেও হবে। তবে সেখানে দাদা ভোর রাত্রে যাবেন না; যাবেন সকাল ৯টা নাগাদ। ১২.৩০টায় দাদা উঠলেন।]

সন্ধ্যা ৭টায় দাদা সোমনাথ হলে। পদ্মনাভম্ নিজের দাদা experience বললেন। ডঃ নায়েক কিছু বলার পরে মাদ্রাজের chief secretary শ্রীনিবাসম্ দাদা সম্বন্ধে বলেন। কোন কারণে দাদা মানাকে বকে বললেন ঃ মিথ্যা কথা কার কাছে বলছিস্? এখনো বুকিস্নি কার সঙ্গে কথা বলছিস্? গীতাদিকে দাদা শুধালেন ঃ মালা এসেছে? অরবিন্দ্ ভাই ঃ সুবামে লে আয়েগা। দাদা ঃ—আর দরকার নাই। (কামদারকে) এ কি পুরুত দিয়া পূজা? মালার দরকার নাই। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে কোন অবতার কি এরকম পূজা করতে পেরেছে? (ননী সেনকে) সরোজ বোসের বাড়ী চিনিস্? না বলায় দাদা ঃ সমীর! তুই চিনিস্ তো। তুই সরোজকে নিয়ে রাঁচীর টিকেট করে দেবার কথা বল্। ৯টায় দাদা চলে গেলেন।]

২০.১০.৭৭ (সোমনাথ হল) [আজ মহাষ্টমী; বার্ষিক মহোৎসব। জাষ্টিস্ জে. পি. মিটারকে পূজার ঘরে বসানো হয় দুপুর বারোটায়। তাঁর অভিজ্ঞতায় নতুন কিছু বলার নেই।

সন্ধ্যায় দাদা আসার পরে ডঃ এম্. এন্. শুক্ল, বলরাম মিশ্র, ডঃ নায়েক, ডঃ পণ্ডিত, ডঃ সুদর্শনম্, হার্ভে ফ্রিম্যান্, শ্রীনিবাসন্, হেরম্বদাস মহাপাত্র বক্তৃতা করেন। ননীসেনকে দাদাজীর Philosophy ও miracle নিয়ে কিছু বলতে হয়। সকালেও হার্ভে, প্রকাশদা ও পদ্মনাভম্ নিজেদের experience বলেন। হার্ভে দাদাজী-সান্নিধ্যে change of attitude য়ের কথা বলেন। আজ বাল্যভোগ দাদার বাড়ীতেই হয়, যা দাদা গোড়ায় বলেন। মাইজী না আসায় সোমনাথ হলে বাল্যভোগ হয়নি।]

২১.১০.৭৭ (সোমনাথ হল) [আজ মহানবমী; সন্ধ্যায় বার্ষিক শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পূজা। ক্যালিফোর্ণিয়ার মিসেস্ উষা রাজা ৭.৩৫য়ে পূজার ঘরে বসেন; ৮.১৫য় দাদা তাঁকে বের করে আনেন। অভিজ্ঞতায় অভিনবত্ব কিছু নেই। সকালে হার্ভে, চন্দ্রমাধব মিশ্র, প্রকাশদা এবং আরো দুই একজন ভাষণ দেন। হার্ভে বলেন ঃ The question is not how to remember, but it is how to forget. Dadaji is Mahanama, is Satyanarayan']

২২.১০.৭৭ (সোমনাথ হল) [আজ বিজয়া দশমী। বিদেশাগত দাদানুরাগিবৃন্দ আজ দুপুরের মধ্যে চলে যাবেন। দাদা সকালে পৌনে দশ নাগাদ সোমনাথ হলে আসেন। কিশোরী ভগবানের প্রসঙ্গ উঠে। দাদা বলেন ঃ এ বলে, I am lawyer, maintaining law and order. এই প্রসঙ্গে ননী সেন বলে ঃ দাদা আরো বলেন, I am not a judge, but an advocate. ননী সেনকে অনিল সরকারের মৃত্যু ও পুনর্জীবন প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বলতে হয়। পরে বলরামমিশ্র বিস্তারিতভাবে বলেন; শেষে দাদার সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। অপূর্ব ভাষণ। মিসেস উষা রাজা তাঁর পূজার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা পাঠ করেন। দাদা প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ For worldly affairs, সত্য মিথ্যা কিছুই না। যুধিষ্ঠির, যিনি আকাশবৎ, তিনিও মিথ্যা বলেছিলেন।..... (কেস্ নিষ্পত্তিপ্রসঙ্গে) ইন্দিরাকে দিয়েই হোত; তাই হবার কথা ছিল। কিন্তু, তাহলে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠা হোত। এ যখন

বোম্বেতে, তখন ৩দিন ধরে ফোনে contact করার চেষ্টা করেছিল।..... ৮৪ লক্ষ যোনি কেমন করে হবে? ৩০ বছর করে ধরলেওতো বিরাট্ কাল দরকার। ওটা ৮৪ ক্রোশ হবে।..... যুগস্রষ্টা কৃষ্ণ। অভিদা ঃ—দাদা বলেছেন, জোঁকের মতো এক দেহ ধরে, আরেক দেহ ছাড়ে। আমি দাদাকে শুধাই ঃ এতোদিন আসেননি কেন? দাদা ঃ—লীন হয়েছিলাম। অভিদা ঃ আমাদের কথা ভাবতেন না? তখন একজন এসে পড়ায় আলোচনা আর অগ্রসর হোল না। দাদা কখনো ঘুমান না; ঘুমালে প্রলয় হয়ে যাবে। ওঁকে ঘুম থেকে হঠাৎ জাগাতে নেই। একদিন বোম্বেতে কিছুতেই জাগছিলেন না। দাদা বলেন ঃ কৃষ্ণ পূর্ণ, মহাপ্রভু পূর্ণতর, রাম তারও উপরে। ওরে বাবা! এটা তর-তম-তম সব কিছুর উপরে। [জোঁকের মতো আরেক দেহ ধরে আগের দেহ ছাড়ার প্রকল্পটা দাদাজী স্বীকার করেন না। অভিদা কোথায় পেলেন, জানি না]

২৩.১০.৭৭ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ হার্ভে, ডঃ শুক্ল, ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি কিছু কিছু বলেন। ননী সেন শ্রী নিবাসম্ এবং তাঁর প্রাপ্ত শ্লোক ৩টি সম্বন্ধে বলে। অভিদা বৃন্দাবনের পাগলা-বাবা সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেন। অভিদা ঃ—আপনি দাদাজী বা অমিয় রায় চৌধুরীকে চেনেন? আপনি তো কুমিল্লার। বাবা ঃ—না। তখন ফটো দেখালে নমস্কার করে। আশ্রমে বন্দুক কেন শুধালে বলে, স্থানীয় খারাপ লোকের ঝামেলা এড়াতে। কামদার family'র দাদার সঙ্গে ফোটো দেখালে হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ, কামদারজী প্রতি বছর ওদের লাখ দুই টাকা দেন। পরে রেলওয়ে ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে এক ভদ্রলোক আমাকে শুধায় ঃ আপনি পাগলাবাবার কাছে যান তাঁর film তুলতে। আমি বলি He is a liar. সঙ্গে সঙ্গে ঘর দাদার অঙ্গগন্ধে ভরে যায়; ভদ্রলোকও পান। বলি, এই হোল দাদাজীর অঙ্গগন্ধ। ওখানে আর যাবেন না। এই কথা অভিদা যখন বলছেন, তখন দাদা বার বার কামদারকে ধাক্কা দিয়ে বলেন ঃ ঘুমাচ্ছো নাকি? চোখ খুলে থাকো। কামদার ঃ—What shall I then do with my money? দাদা ঃ—ব্যাস—বশিষ্ঠ সব scholar ছিল। হার্ভে আজ সকালে বলেন ঃ Dadaji is even beyond Truth.

২৮.১০.৭৭ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—কবিরাজমশাইর গুরু সম্বন্ধে 'ম্যাজিক দেখলাম' বলার পরে কাশী ছেড়ে কলকাতায় এসে গায়ক হলাম। বেশ কয়েক বছর পরে কবিরাজমশাই গৌরী শাস্ত্রী প্রভৃতিকে কিশোরী ভগবানের description দিয়ে বলেন, এর গতি বিধি জানো কিনা। তারা 'না' বলে। পরে ১৯৫৪তে সদানন্দ বলে, তাঁর খোঁজ পেয়েছি; তিনি এখন গৃহী। তখন আনন্দময়ী মার আগড়পাড়া আশ্রমের উৎসবে কলকাতা এসে এই বাড়ীতে থাকেন। রাজবালা মাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। উনি ঠাকুরঘরে সারা রাত ধরে অনেক দেবদেবী দর্শন করেন। এ বলেছিল, এখানে গুরু দর্শন হবে। কবিরাজ বললেন ঃ আমার কি হবে? এ বললো ঃ সময়ে হবে; অপক্বকে তো পাকানো যায় না। কবিরাজ ঃ—আমার তো ক্যানসার হয়েছে। ভেলোরে অপারেশন করাবো। এ বললো ঃ করাও; কিন্তু, তুমি এখনো অনেক দিন আছো। পরে ১৯৭০য়ে মহানাম পাবার পরে কবিরাজ বলেন; এবার তো মারা যাবো। এ বললো ঃ—তুমি কি আবার আসতে চাও? নাহলে আরো বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। কবিরাজ ঃ না, আসতে চাই; কিন্তু, সজ্ঞানে। এ বললো ঃ ঠিক আছে; তাহলে আর ৪/৫ বছর আছো। প্রকাশদা ঃ—ওনার আবার জন্ম হবে? দাদা ঃ—উনি তো মহান্ কারণে আসবেন। গীতাদি ঃ—গতকাল ফ্রীম্যান দাদার বাসায় বসে; হরিদা—কালীদাও। মিসেস্ পল সিং ফ্রীম্যানের অর্থাভাবের কথা বললেন। দাদা হরিদাকে বললেন ঃ তোর পকেটের বাণ্ডিলটা দিবি? হরিদা দিলেন; ৫০০০্ টাকা। দাদা ওটা ফ্রীম্যান্‌কে দিলেন। হরিদা ঃ আপনি জানলেন কেমন করে? দাদা ঃ—তুই যখন তোর ঘর থেকে বেরুচ্ছিলি, তখন ওটা না নিয়েই বেরুচ্ছিলি। পরে স্যুট্‌কেস খুলে বাণ্ডিলটা নিয়ে এলি। আমি তো সঙ্গে ছিলাম। হরিদা হতবাক্। পরে সন্ধ্যায় রিচি রোডে পরিমলদার বাড়ীতে যখন দাদা যান, তখন ফ্রীম্যান বলেন ঃ আমার আরো ১০০০্ টাকা দরকার। তখন দাদা প্রকাশদাকে বললেন, তুই পকেটের ৫০০্ টাকা দিয়ে দে। উনি দিলেন। দাদা ওটাও ফ্রীম্যানকে দিয়ে বললেন, এটা মহান্ কারণে।

৩০.১০.৭৭ (তদেব) [দাদার শরীর খারাপ; জ্বর ও চুলকানি। কার রোগ নিয়েছেন।]

অভিদা ঃ—দাদাকে বোম্বেতে একজন বলেন, আপনি তো সর্বেশ্বর! দাদা বলেন ঃ হ্যাঁ, সর্বেশ্বর তো বটেই; তবে যখন একা থাকি। তখন স্ত্রীও কেউ না; তখন দেহ মন বুদ্ধিও নাই। জনৈক ব্যক্তি ঃ আপনার গুরু নাই? দাদা ঃ—গুরুর সঙ্গে তো সব সময়ে আলাপ-আলোচনা হয়।..... উনি না করালে পশুবলি হয় না।

.....নিজেকে প্রসাদ করে নিতে হয়; তখন পূজা। (জল খেয়ে বাকিটা প্রকাশদাকে দিলেন।) প্রকাশদা ঃ—অমৃত। ..... মহাজ্ঞান হলে প্রারব্ধও থাকে না। আমি না থাকলে প্রারব্ধ থাকবে কেমন করে? (গোপালদার কেশচর্যা ও আশ্রম নিয়ে ঠাট্টা রমাদিকে জড়িয়ে।) কেউ ভাবছে, একটা কর্তাস্থানীয় বেয়াই যদি পাই।.....। (চণ্ডীগড়ের জনাকয়েককে উপরে নিয়ে মহানাম দিলেন। চরণদাস-কথা, ও.পি.পুরী যাঁর শিষ্য ছিলেন।)

৯.১১.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—হ্যাঁ, উৎসবের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ননীগোপালের বাড়ীতে। ভালো কথা; বিভূতি চক্রবর্তীর স্ত্রী একদিন পরিচয় লুকিয়ে ফোনে বলে ঃ ছেলে I.A.S training দেড় বছর শেষ করে যেদিন কাজে join করলো, সেদিনই তার হাত কাঁপতে লাগলো। অফিস থেকে বাড়ী পৌঁছে দেবার পরে ওর paralysis হয়ে গেল। মেয়ের ভালো পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির; হঠাৎ মেয়ের pox হয়ে সমস্ত গায়ে ও মুখে দাগ হয়ে গেল; সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। এ বললো ঃ তুমি কে? তোমার স্বামী কি করে? বিভূতি চক্রবর্তী? আমার কষ্ট হলেও করার কিছু নাই। প্রারব্ধ ভুগতে হবে। যতীন একে ফোন করে বলে ঃ শচীন প্রভৃতি ক্ষমাপ্রার্থী; আবার আসতে চায়। এ বলে ঃ সত্য তো পেয়েই গেছে। এর কাছে আসার দরকার কি? এ কখনো পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। এ রকম কথা আবার বললে তোমারও আসার দরকার নেই। ভবানীও ফোন করে।..... রণজিৎ গুপ্ত ৩০শে রবিবার প্রথম আসে। গত রবিবার মহানাম পায়। তার হাঁটু থেকে এক বিরাট্ cigarrette carton বের হয়। কাল আবার আসবে।

১০.১১.৭৭ (ননীগোপাল-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [দাদা সকালে গোপালদাকে ফোন করে বলেন, আগে একবার পূজা হবে এবং এ গেলে আরেকবার পূজা হবে। গীতাদি ও রমা ঠাকুর সাজাতে আগে আসে। গীতাদি যখন ঠাকুরঘর সাজাচ্ছে, তখন দাদার গন্ধ আসতে শুরু করে। হঠাৎ মধুদা দেখেন, ঘরের বিশালাকৃতি পটে বাঁ দিকে একটা ও ডান দিকে আরেকটা 'ও' লেখা হয়ে গেছে; আর মধু-র ধারা শুরু হয়েছে। অতএব, কীর্তন শুরু হোল। দাদা ১১.৩০ নাগাদ আসেন। পূজার ঘরে গোপালদা, লাল্টু ও শান্তাকে দাদা বসিয়ে দেন। গোপালদা তিনবার আলোর flash দেখেন; মাথায় জল পড়ে; চেতনা ছিল না। শান্তারও তাই; ঘাড়ে যন্ত্রণা ও levitation হয়; flash দেখে। লাল্টুরও levitation হয়। খিচুড়ী, লাবড়া ও পায়েসে আঙ্গুলের দাগ ছিল। গোপালদার গরদের পাঞ্জাবীর ঘাড় চন্দনলিপ্ত হয়ে যায়। শান্তার ঘাড়ের কাছের কাপড়ও তাই হয়। দাদা ঃ—ঘরটা ছোট। না হলে ওদের সবাইকেই বসাবার ইচ্ছা ছিল। (পরিমলদার ক্যানসার প্রসঙ্গে) ভক্ত হলে ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়।

১২.১১.৭৭ (তদেব) [দাদার মামা বসে আছেন; ৭৮ বছর বয়স। দাদার কাছে মহানাম পেয়েছেন; ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। উনি বললেন ঃ দাদার মাকে কাশী নিয়ে কার কাছে যেন দীক্ষা নেওয়ান। মায়ের অভিমান বা চাহিদা মোটেই ছিল না। দাদার বাবা ছিলেন খাটো, শ্যামবর্ণ। অনেকবার গৃহত্যাগ করে হরিদ্বার যান; একজন সেরেস্তাদার বারবার ফিরিয়ে আনেন। হরিদা বোম্বে থেকে ফোন করে বলেন ঃ জার্মানী থেকে ৩৭ লক্ষ টাকা কমিশন পেয়েছি। ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে গোল পার্কের কাছে একটা বাড়ী কিনতে চাই। দাদা ঃ—দামটা বেশি; তবে কেন্; আমি চাই তোর বাবার শ্রাদ্ধ তুই কর্। কালীদাকে ফোন কর্। কিছু পরে কালীদাও ফোন করলেন। দাদা মধুদাকে বললেন ঃ কাগজ তৈরী কর্; ১০০০১ টাকা দিয়ে book করে রাখা যাক্। আনোয়ার শা রোডের জমিটা তাহলে বিক্রীই করে দি। মামা ঃ—ঠাকুর সবাইকে 'আপনি' বলতেন; একটা বাচ্চা ছেলেকেও। দাদা তাঁকে বলেন ঃ তোমার সব আপন জন; তাই 'আপনি' বলো। আমার তো আপনজন নাই; তাই 'তুমি' বলি; সবইতো তোমার।

২০.১১.৭৭ (তদেব) [মানা আর্. এল্. দত্তের একটা ভাষণ ও অভিদার চিঠি পড়লো।] দাদা ঃ—এখানে কি অখণ্ড হয়ে কেউ আসতে পারে? কৃষ্ণ, সত্যনারায়ণ? এখানে এলেই খণ্ড হয়ে গেল।..... তোমাদের তো পূর্ণ করেই পাঠানো হয়েছে। পূর্ণও না; এই ভণ্ড আসার পরে ওটা উপছাইয়া পড়ছে।..... তোমরা যা নিয়ে আছো, গোপিনীরাও তাই নিয়েই ছিলো; কেবল দৃষ্টিভঙ্গীটা অন্যরকম ছিল।..... তাঁকে সাজাবার মতো আনন্দ আর আছে কি? অতুলদা ঃ—তাঁকেও সাজাবো, তিনিও আমাকে সাজাবেন। দাদা ঃ—রাধাকৃষ্ণের কথা বলছো?..... তিনি তো ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে আবৃত। পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা তাঁকে স্পর্শও করে না। ..... দাদাজী। বাবা নয়; বাবা বললেই সীমা হোল। মাও নয়; কিন্তু দাদাজী। উনিও তো তাঁর সন্তান। বাবা বললে ব্যক্তি হয়ে গেল।..... কাউকে কি কম দেওয়া হয়েছে? (অনিল সরকারের অধীনস্থ এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক

সরকারের মৃত্যু-ঘটনা সম্বন্ধে বললেন ঃ) ডাক্তাররা death certificate লিখতে যেয়ে দেখেন, উনি বেঁচে আছেন। (গোপালদাকে নিয়ে ঠাট্টা করে) দাদা ঃ—একজন তো তার পাশেই বসে আছে; রোজ আসে কিছু কায়দাকানুন যদি শিখে নিতে পারে। নিজে না আসতে পারলে আবার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয়।

২২.১১.৭৭ (তদেব) দাদা ঃ—পরশু এক মহারাজার বাড়ী গিয়েছিলাম। গেট্ খোলার পরে ১৮ জন দারোয়ান salute দিল। বাড়ী অবর্ণনীয়। অসংখ্য চাকর; তাদের dress তোমার মাষ্টারির টাকায় হবে না। ফ্লোরে কার্পেট পাতা; পা দিতে দেখি, পা আধহাত ডেবে গেল। ওটার আসল দাম ৭ লাখ; আড়াই লাখে কিনেছে। এ বাথ-রুমে গেল প্রস্রাব করতে। সেখানে পাইখানা বা প্রস্রাবের কিছু নাই; জলও নাই। এ ভাবছে, কী করা যায়। ইতিমধ্যে মহারাজা গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বোতাম টিপে সব বের করে দিলেন। স্ত্রী শান্তির কথা বললেন। এ বললো ঃ কেউ শান্তি চায় না; সবাই অশান্তি চায়। চাহিদা যত বাড়ে, চলার পথ তত বেড়ে যায়। শেষে আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। (মনমোহন সাধুর উৎসব-প্রসঙ্গ ও ৩২টি কোশা নৌকায় হঠাৎ খিচুরী প্রভৃতি প্রসাদ আসার কাহিনী বললেন।).....ঠাকুর এসে বললেন ঃ আপনের ফটোইতো দিলে পারেন। এ বললো ঃ তুমি কি দিয়েছো? ওটা বেঁচে থাকতে হবে না। (সরাভাইদের বাড়ী গোপালদার tuition য়ের কাহিনী বললেন।) (হঠাৎ এসে) বৌদি ঃ—বিমল মিত্র পাথরের বাটী দিল; সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলে। ২ দিন ব্যবহার করে দিলে তো পারতে। (রেগে গিয়ে) দাদা ঃ—এ যা করে, তা কেন করে, এ নিজেও জানে না। এ নিতে পারছে না; কী করবে? তাই মিষ্টিটা সঞ্জিৎকে দিয়ে বললাম, তোর বিধবা মাকে দিস্। কি রে, দিবি তো? না হলে অন্য কাউকে দিই। এর কাজে যে বাধা দেবে, তার এর সঙ্গে থাকা চলবে না। এ কখনো পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। অমিয় রায় চৌধুরী আর দাদাজী এক নয়। দাদাজী ত্রিভুবনে অনন্ত, অনন্তে আছেন। বৌদি ঃ ননীদা ও শান্তিদির দেওয়া ashtray তো নিলে। দাদা ঃ—কি আজে-বাজে কথা বলছো। এই তো অনেকে সিগারেট-দেশলাই দেয়; এই brand ই। তবু সেগুলো pack করে অন্যকে দিয়ে দিই। (অভিনার ভাই অতীন খানের দাম্পত্য অশান্তির কথা বললেন। দাদা ঐ বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন।) বৌদি ঃ—আগে একটা রাস্তার কুকুর এই বাসার সামনে আসতো। দাদা তাকে ভাত ডাল ইত্যাদি মেখে খাওয়াতেন। কুকুরটা মারা যাবার সময়ে দাদা তার মুখে জল দেন। বলেন, উদ্ধার হয়ে গেল।

২৭.১১.৭৭ (তদেব) [পাঠশালায় 'মেঘনাদ-বধ'-য়ের 'দেখিলা সম্মুখে' ইত্যাদি স্তবকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ।] দাদা ঃ—কিছু সংস্কৃত শ্লোকও বলি।..... ১৪ ভুবনে ৮০ লক্ষ পৃথিবী আছে।..... কৃষ্ণের সময়ে কি সংস্কৃত ছিল? তখনকার ভাষায় যদি লিখে দি, পণ্ডিতেরা কেউ বুঝবে? এই ৩৫০০ বছর থেকে ৪০০০ বছরের নীচে।..... এর মনের বিকারও অমূল্য।..... ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ কবেকার? গীতা? গীতা তো উপনিষদ্‌বাচ্য, তাঁর কথা।.....এ যখন রামের কথা বলে, তখন লক্ষ্মণ নাই, সীতা আছে। সীতা উপাখ্যান; না হলে বুঝাবে কেমন করে?.....মহাপ্রভুকে কাদা ঢিল মারলো, জেলে দিল। সে টিকি কেটে দিত। এটা কি এখানে আসার পরে হয়েছে, না হয়েই এসেছে?..... কৃষ্ণ কি সবুজ ছিল? তোরা কেউ কি সবুজ হতে পারিস্? কালীয়দমন উপাখ্যানের সময়ে ওটা হয়েছিল।..... (কথাপ্রসঙ্গে বৌদি মিসেস্ সেনকে) ননীদার বুঝি ঈর্ষ্যা হয়েছে? ননীদাকে বলবেন, ওনার যদি এককণা কৃপাও পেয়ে থাকেন, তাহলেই উনি পূর্ণ। এটা ননীদাকে লিখে রাখতে বলবেন। ননীদাকে দেখলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে।.....।

৪.১২.৭৭ (তদেব) [ননী সেন ঢুক্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দাদা বললেন ঃ] এই শুয়ারের জন্য অনিল সরকারকে ১০.২০ পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছিলাম। মধু। বল্ না। মধুদা ঃ—সেদিন সকাল থেকেই মিঃ সরকার স্ত্রী লীনাকে বলেন, আমি চলে যাচ্ছি। দেহের বাইরে বেরিয়ে আলো দেখেন এবং দাদাকে। একটু পরে দাদা ওঁকে দেহে ঢুকিয়ে দেন। দাদা ঃ—বেরুবার পরেও এক আধ মিনিট বোধটা থাকে। তখন তো আরো অনেকে থাকে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোধটা বেড়ে যায়। কিন্তু, সুদর্শন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে যায়।..... নালা দিয়ে সমুদ্রে যেতে অনেক সময় লাগে।..... প্রেম ছাড়া তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার কোন উপায় নাই।.....তিনিইতো এলেন, ভালবাসাটা জানবার জন্য। এসে প্রকৃতির রসতারতম্যে মেতে গেল।..... শংকরাচার্য কি মঠ-মন্দির করেছিল?..... ৬০ বছর আগে আলেক বাবা যখন এদের বাড়ী যান, তখন এ তাঁর কৌপীনাবৃত অণ্ডকোষ চেপে ধরেছিল। উনি বলেন ঃ বাচ্চাকো কুছ মাৎ বোলিয়ে।.....আর বেশি লোকের দরকার আছে কি? ভাবছি,

এরপরে এই দেখাও বন্ধ করে দেবো।..... (প্রকাশদা সম্বন্ধে) অভিকেও বলেছি, কিছু বলিস্ না। একজনকে থাকতে বলেছিলাম; কিছুদিন থেকে চলে গেল। যাক্, দরকার নাই। বলেছি, মৃত্যু তাঁর হাতে।

৬.১২.৭৭ (তদেব) বৌদি :—মনটা এতো খারাপ লাগছে। প্রকাশদা কাল মারা গেছেন। দাদা :—বলেছিলাম, ১০ দিন এখানে থেকে বোম্বে যা। শুনলো না; ৪ দিন থেকে চলে গেল। বললো, এখন মরতে আপত্তি নাই। কাল বিকাল ৬টা নাগাদ মারা গেছে।..... দাদাকে প্যাটেলের স্ত্রী আমেরিকায় দেখলো, দিলীপ চ্যাটার্জি দেখলো, কথা বললো, হাত থেকে সন্দেশ খেলো,—এটা কেমন করে হয়? (ননী সেন কায়ব্যূহের কথা বললো।) দাদা :—কেউ পেরেছে কি, দেখেছে কি? অনেক সময়ে এ অন্য এক পৃথিবীতে চলে যায়। সেখানে ২০০, ৩০০, ৫০০, ১০০০ বছরের অপূর্ব সুন্দরী যুবতী আছে।..... বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল;.....বই লিখেছিল.....তখন বড়ো বড়ো পণ্ডিত কোথায় ছিল? ননী সেন :—কেন, ব্রজেন শীল? দাদা :—কবিরাজ মশাইর মতো কি?..... আমি যদি বলি, এই বিবেকানন্দ, এই রামকৃষ্ণ (অরুণ ঠাকুরকে দেখিয়ে), কেউ বিশ্বাস করবে? ননী সেন :—তাহলে সবই time-factor? দাদা :—হ্যাঁ।..... জেলখানায় আছি। যখন থাকতেই হবে, তখন এখানকার নিয়ম মেনে চলাই ভালো। একটু একটু দিলেই হবে; আর তাঁকে নিয়াইতো আছি। নরক-টরকের ভয়তো আর নাই। থাকলেও তিনিও তো সঙ্গে আছেন।..... প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। এমন সময় তো আসে, যখন ইচ্ছা আছে, শক্তি নাই। শুধু দৈহিক কামের কথা বলছি না; সবরকম কাম। (ননী সেনকে) প্রকাশের স্ত্রীকে একটা চিঠি তো লিখতে হবে; বুঝিয়ে সুজিয়ে একটা চিঠি লিখে দে। ..... শংকর শেষে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন 'ভজ গোবিন্দম্।'

২৪.১২.৭৭ (তদেব) [বই ছাপা নিয়ে দাদার দুশ্চিন্তা।] দাদা : এর পরে বোম্বে থেকে বই ছাপা হবে। গীতাদি : লীনা সরকার দিল্লী থেকে ফোন করে বলে :-ঘরে বসে আছি; দরজা আধখোলা। অনিল বললো, দেখেছো? আমি বললাম, তুমি দেখেছো? দুজনেই দেখলাম, দাদা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুজনে প্রণাম করে উঠে দেখি, আর নাই। শৈলেন চৌধুরী :—বেলাদি টাকার ধান্ধায় এবাড়ী ওবাড়ী যাচ্ছেন; মনে হচ্ছে, কে যেন পেছন পেছন যাচ্ছে; মাঝে মাঝে গায়ে লাগছে, কাপড় ধরে টানছে। নাতনী ভেবে বেলাদি বকা দিয়ে বললেন : যা, বাড়ী যা। ফিরে দেখেন, নাতনী নাই, উগ্র গন্ধ আসছে। কার ভিতরে কি আছে, কে জানে? অনিলদা : এ ঘটনা সোমবার ঘটেছে। দিল্লীর এক ভদ্রলোক : অনিল সরকার stretcher য়ে করে Nursing Home য়ে যাবার সময়ে দেখেন, দাদা হাসতে হাসতে পাশে পাশে যাচ্ছেন। দীনেশদা :—লক্ষ্ণৌতে দাদা এক শেঠজীর বাড়ী থাকেন যেখানে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মন্দির আছে। বিরাট্ জন-সমাগম হয়েছে। দাদা পূজা করে বাইরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ শেঠজীর তরুণী পুত্রবধুর বামস্তন টিপে ধরলেন। বিপুল জনতার একাংশ প্রলয়াশংকায় রুদ্ধশ্বাস, অপরাংশ ক্রোধে রণোদ্দীপ্ত। আমরা দাদার সঙ্গীরা ভয়ে স্থাণুবৎ। হঠাৎ মেয়েটির মা ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে দাদার পা জড়িয়ে ধরে জনতাকে বললেন : মেয়ের বামস্তনে ক্যান্সার। এটা গোপন রাখা হয়েছিল। পরের দিন biopsy করে দেখা গেল, ক্যান্সার নেই। (দাদা কয়েকদিনের জন্য ভুবনেশ্বর যাবেন।)

৯.১.৭৮ (তদেব) [আজ সোমবার। দাদা বুধবার বিকেলে ভুবনেশ্বর থেকে ফেরেন। সেখানে বাহে বাবা দেখা করেন। পুরী যান নি। ২ দিন বলরামদার বাড়ী, ২দিন চিত্তাদার বাড়ী, চন্দ্রমাধব মিশ্রের বাড়ী ১ দিন ও ডঃ পাণ্ডার বাড়ী একদিন ছিলেন। চীফ্ জাস্টিস্ সুকান্ত রায়, বিজু পট্টনায়ক প্রভৃতি দেখা করতে আসেন।] দাদা :—কাল একজন ঠাকুরের আশ্রিত ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।.....ক্ষিতীশ এসেছিল। বললো; জয়প্রকাশের কাছে—সাঁই গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে : একটা ফটো রাখো। জয়প্রকাশ বলে : আমার দরকার নাই। তাঁকে সাজাতে কত আনন্দ! আমি সত্যকে নিয়ে আছি, এই দেখুন বলে সত্যনারায়ণ-পট দেখালো। কিন্তু, কেউ দাদাজী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলে, চিনি না। পাল্কীওয়ালাও বলে, চিনি না।.....এই যে গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে যাচ্ছে, ভাবছে, অনেক পাপ করেছি, ডুব দিয়ে পুণ্য করি। বোঝে না যে আমরা সব সময়েই ডুবে আছি। কোনদিনতো নাম-টাম করি না; একদিন দেখি, রাত ৩/৩.৩০ টা পর্যন্ত আপনা থেকে জোরে জোরে নাম হচ্ছে। ঘুম হোল না।.....ওকে (মিসেস্ সেনকে) তো উনি (বৌদি) খুব ভালোবাসেন। [গৌতমের accident হয়েছে। তার কিছু হয়নি। কিন্তু, দাদার হাঁটুর নীচটা জখম হয়েছে। খুব ব্যথা পেয়েছি, দাদা গৌতমকে বলেন। ননী সেনকে ডঃ আর্.এল্. দত্তের নামে দুটো এবং তন্ত্র নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে বললেন।]

১৫.১.৭৮ (তদেব) [আজ রবিবার। একজন আমেরিকান ছিলেন। কাল যে দুজন অনিল সরকারের সঙ্গে আসেন, তাঁদের একজন নয়। দাদা পৌনে ১১টায় নীচে নাবেন উগ্র অঙ্গগন্ধ ছড়িয়ে, যেন গ্রাস করবে, যেন শ্বাস রোধ করে ধীর সমীরে নিয়ে যাবে। সেই উগ্র অঙ্গগন্ধের প্লাবন সারা হলঘরে ছড়িয়ে পড়লো।] দাদা ঃ—চণ্ডী ছিল; অতি প্রাচীন। তাঁকে আবার তোরা দুর্গা বানালি। সে আবার কৈলাসপতি মহাদেবের স্ত্রী। সতী কি দেহেতে থেকে হরগৌরী হতে পেরেছে?.....নারীদের সঙ্গে প্রেম করতেইতো আসছি। নারী তো প্রকৃতি; প্রকৃতিটাতো তিনিই। দুজনে যুক্ত হচ্ছে, আবার আলাদা হচ্ছে। অনেক সময় এ নারীদের প্রণাম করে। পণ্ডিতেরা অর্থ বুঝবে? প্রণাম করা মানে যুক্ত হওয়া।..... 'নিতাই গৌর সীতানাথ' গানে সব বলা হয়ে গেছে। ..... গোপীজনবল্লভ.....শ্রীমধুসূদন। সব বলা হয়েছে, কিন্তু কেউ বোঝে না। প্রেম করতে করতে গোপীই গোপীজনবল্লভ হয়ে যাচ্ছে।..... পরশুরাম মাকে বধ করলো। সে হোল অবতার। সে আবার রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে; আবার ভীষ্মের সঙ্গেও ৭ দিন যুদ্ধ করে। রাম জন্মাবার ৬০ হাজার বছর আগে নাকি বাল্মীকি রামায়ণ লেখেন। কথাটা ঠিকই। সত্যের পরে ত্রেতায় তো রাম। সত্য ত্রেতা তো ঘুরে ঘুরে আসছে। এই রামের সঙ্গে কিন্তু লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ছিল না। সীতাও কিন্তু ঐ রামের নাম করতে করতে উদ্ধার পান; স্বামীর নামে নয়। আবার হনুমান্!..... সুদর্শন দিয়ে শিশুপালের গলা কাটলেন। সুদর্শনটা কি? তাতে ডুবে যাওয়া। শিশুপাল বদলে গেল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটা হয়েছিল। কিন্তু, কৃষ্ণ তাতে ছিলেন না।..... (ননী সেনকে) লেখাগুলো হয়েছে? ননী সেন ঃ—মঙ্গলবার দেবো। দাদা ঃ—তন্ত্রের লেখাটা দরকার নাই। ডঃ দত্তের নামে ২টো আর আরো ২টো অন্য নামে।..... (মানাকে ঠাট্টাচ্ছলে) ঃ— (আনন্দময়ী) মা তো অসুস্থ। paralysis. এখন আসনে বসবে, সিংহাসনে। হেমাঙ্গিনী, যাকে বলি মাতঙ্গিনী।..... রমা ঃ— দাদাকে বলেছি, রাঁধবার জন্য সব জায়গায় নিয়ে যান; যাবার সময়েও নিতে হবে। (দাদা জনৈকাকে আগেই বলেন ঃ দেখিস্, ও জ্বলে পুড়ে মরবে।) (দাদা আজ দেড়মাসের জন্য বোম্বে যাচ্ছেন।) (সঞ্জিৎ বললো ঃ দাদা বলেছেন, একটা মনই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে লোকসংখ্যা বেড়ে যায়।) (যতীনদা বললেন ঃ—প্রাণটা আগে, মনটা পরে; প্রাণটা অগ্রজ ; তাই দাদাজী।) (গীতাদি বললেন ঃ দাদা মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করে তাঁকে প্রায়ই রাগিয়ে দিতেন। মা রেগে বলতেন ঃ তোর দুই পা ভাঙ্গুক্, তুই বিছানায় শুয়ে থাকিস্। বৌমা! ওটা একটা বদমাইস, চরিত্রহীন! ওর সঙ্গে তুমি ঘর করো কেমন করে? দাদা বলতেন ঃ তথাস্তু, তোমার কথাই সত্য হোক্।) (গীতাদি আরো বলেন ঃ দাদা যখন কাশী যান আমাদের নিয়ে, তখন ভোর ৩টায় উঠে স্তোত্রপাঠ করতেন এবং কার সঙ্গে যেন কথা বলতেন। আর বোম্বেতে একবার দাদার সারা গা দিয়ে এমন উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছিল যে উনি কিছুতেই খেতে পারলেন না এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। শেষে ভিজে গামছা দিয়ে বারবার গা মোছাবার পরে কিছুটা শান্ত হন। কাশীতে গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন দুজন দুজনকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেন, তা অবর্ণনীয়। কবিরাজ বললেন ঃ অমিয় বাবা! কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম! তুমিই তো মূল নারায়ণ! দাদা দোতলার বারান্দায় গিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুই আঁজলা ভরে অমৃত পান করতেন, এটা আমি বহুদিন দেখেছি।)

৭.৩.৭৮ (পরিমল-নিলয়; রিচি রোড; সন্ধ্যা) [ননী সেন সস্ত্রীক পরিমলদার বাড়ী সন্ধ্যায়। ওখান থেকে মিসেস সেন বৌদিকে ফোন করলো। বৌদি ঃ—ওখানে গিয়ে পিরীত দেখানো হচ্ছে। শীগ্‌গির চলে আসুন। মিসেস্ সেন কিছু পরেই বৌদির কাছে চলে গেল। পরিমলদা দাদাকে বোম্বেতে ফোন book করে নিজের অসুখের কাহিনী বলতে লাগলেন ঃ দিন ১০ আগে গা ঘেমে গেছে; sink করে যাচ্ছি। দাদাকে ফোন করে বললাম ঃ I am going. পরে receiver ফেলে শুয়ে পড়লাম। ঊষাদি ফোন ধরলে দাদা বললেন ঃ কী হয়েছে? আশ্বাস দিলেন; চিনি-জল খেতে বললেন। এদিকে আমি ভিতরে অসীম আনন্দে ডুবে আছি, যেন দাদার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। ঊষা কাঁদছে। তাকে বললাম ঃ আনন্দ করো, আনন্দ করো। এই তো আনন্দের সময়। আমার অসুখ কোথায় উবে গেল, জানিও না। এর আগে হয়েছিল নাতিকে নিয়ে। নাদুর ছেলের ভীষণ অসুখ। ডাঃ অমল চক্রবর্তী এসে বললেন, ঘাড় হাত-পা কোমর সব stiff. Meningitis হয়েছে। অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে lumber puncture করতে হবে। আমি দাদার হুকুম ছাড়া কিছু করবো না। অমলদা দাদাকে ফোন করতে বললেন। আমি বললাম, এখন ১.৩০টা দাদা বিশ্রাম করছেন। বৌদি ঃ না, এখনো rest নিতে যান্‌নি। ফোন করা

হোল; পাওয়া গেল না। বৌদি নাতিকে D. N. Chatterji র Nursing Home য়ে নিয়ে গেলেন। Lumber Puncture করতে হোল না; কী একটা injection আর saline দিল। ৩.৩০ টায় দাদাকে ফোন করায় অভিদা বললেন : এই বিশ্রাম করতে গেলেন। পরে ফোন করায় দাদা বললেন : ভালো করে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমা; আমি ওর কাছে থাকবো। পরে রাত ৪.৩০ টায় দাদা শুধান : কেমন আছে? আমি এইমাত্র ওখান থেকে এলাম; saline টা খুলে দিতে বল্। ডাক্তার রাজী নয়। বললাম, bond লিখে দিচ্ছি; না হলে নিয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হাত-পার movement শুরু হোল। পরের দিন উঠে বসলো এবং বাড়ী যেতে চাইলো। ডাক্তার সব test করে ছেড়ে দিল। দাদাতো আমাকে কোলে করে রেখেছেন। পরিমলদা আজ দাদাকে ফোন করে বললেন : আমি তো দরোয়ানের কাজ করছি। দাদা :—দরোয়ান হয়েই থাক্। ধন্য দাদার পরিমল। Merge করে আছে।]

৯.৩.৭৮ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [হলঘরে বেজওয়াদার এক ভদ্রলোক সপুত্র, এক আমেরিকান, প্রভুসুন্দরাশ্রমের ২টি ব্রহ্মচারী বালক এবং গোপালদা, মানা, গৌতম, গৌরীদি, অঞ্জুওয়ালিয়া প্রভৃতি। উপরে দাদা হরিদা ও কালীদার সঙ্গে আলাপরত। ওঁরা চলে গেলে দাদা প্রায় ১১টায় নীচে নাবলেন। বোম্বে ও ভাবনগরের কাহিনী বললেন এবং অনেক ফটো দেখালেন। বললেন, Dr. Klein, Dr. Brian Schallar, Dr. Benoy chakravarty প্রভৃতির লেখা বইতে বেরুবে। সন্ধ্যায় ল্যান্সডাউন যাস্; সেখানে হরিপদ সব কথা বলবে।]

[সন্ধ্যায় ননী সেন ল্যান্সডাউনে অনিমেষালয়ে গেল। সেখানে হরিদা, ডঃ আর্.এল.দত্ত, অনিমেষদা, বাপ্পা, গোপা ও গীতাদি ছিলেন। নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পরে দাদা বললেন :] ১৬/১৭ বছর বয়সে শংকর জঙ্গলে যায়। কেদারনাথে গিয়েছিল। তারপরে ৩য়/৪র্থ শংকর মঠ করে। ২৬/২৭ বছর বয়সে ফিরে এলো; ৬ বছর শয্যাশায়ী। তখন সারা ভারতে ৫০ লক্ষের মতো লোক ছিল।..... বোম্বেতে কামদারের বাড়ীর পাশে অরবিন্দ ভাই প্যাটেলের বিরাট প্রাসাদ; দেখবার মতো। হাতের আংটিতে হীরের মধ্যে moonstone ; গোয়ালিয়রের মহারাজের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ দিয়ে কিনেছেন; এখন দাম ২ কোটি। নিজের খান ২৫ গাড়ী; দাম দেড় কোটির উপরে। বাড়ীতে চন্দনকাঠের সিঁড়ি। যে আসনে দাদাকে বসতে দেন, তা সোনায় মোড়া। Swimming pool আছে। গোটা বাড়ীটার দাম ২০ কোটির উপরে। বিড়লা ওঁর কাছে একটা নখের সমান। ওঁর বাড়ী সত্যনারায়ণ হয়; ওঁর বাবা ও মহানাম পান। ওঁর স্ত্রী pregnant ; ডাক্তার বলেছে, operation করতে হবে। দাদা পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, কিছু করতে হবে না। .....হঠাৎ এইরকম একটা ইচ্ছা হোল; একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করলেন। এটা তো স্বপ্নের মতোই।.....বিশ্বামিত্র আর এমন কি ছিল। কিছু গাছপালার ব্যাপার জানতো। এখনকার এরা (বৈজ্ঞানিকরা) অনেক বড়ো। তবে বিশ্বামিত্র 'মুনি' বললে আর তোদের (ডঃ দত্ত) মতো হোল না; ওদের (সেন) মতো হোল। Dr. Klein নাকি মানুষ তৈরীর চেষ্টা করছেন। দেহটা তৈরী হয়েছে। ডঃ পণ্ডিত বলে, আইনষ্টাইন-নিউটন ওঁর একটা নখের সমান। [আজ ল্যান্সডাউন আসার আগে দাদা গীতাকে নিয়ে পরিমলদার বাড়ী যান; ওখানেই চা খাবার কথা। ঢুকতেই উষাদি দাদাকে বলেন : ছন্দা (মেয়ে) বাড়ী নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। দাদা সঙ্গে সঙ্গে 'কী ভালেই পড়লাম; বোম্বেতে বেশ ছিলাম' বলে 'চল্ গীতা' বলে বেরিয়ে অনিমেষালয়ে যান। আমাদের চরিত্র-লিপি।]

১১.৩.৭৮ (তদেব) দাদা :—কী রকম হোল? আর কিছু বাকী আছে? সামনে একটা এতো বড়ো কুমড়ো; কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এটা কোন্ যোগ? ননী সেন :—তিরস্করিণী বিদ্যা। দাদা :—পৃথিবীতে কেউ কখনো করতে পেরেছে? এটা সম্মোহন যোগ। একটা জানলার দিকে অন্ধকার; বৃষ্টি হচ্ছে। আরেক দিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। Klein বললো, Co-incidence, weather য়ের ব্যাপার। এটা উনি হয়তো জানেন। ডঃ দত্ত তখন দাদাকে বললেন : Concrete কিছু দেখান। তখন অভিকে একটা whiskey র বোতল এনে রাখতে বললাম। রাখলো; কেউ কিছু দেখতে পেলো না। তারপরে সেইটা তুলে দিলাম। তারপরে গেঞ্জি-লুঙ্গি খুলে নীচে বসে হাতের পাতা সামনে এগিয়ে বললাম : নাও। ও বললো, কী নেবো? আমি বললাম, Touch. সঙ্গে সঙ্গে হাত উপুর করলাম। ওর হাতে সোনার একটা Fabre Leuba wrist-watch পড়লো। ও হাতে পরলো এবং সবাই ভালো করে দেখলো। পরে ঘড়ি touch না করে উপর থেকে হাত বুলাতে dial টা blank হয়ে গেল। তারপরে

একটা একটা অক্ষর করে Sri Sri Satyanarayan, made in universe ফুটে উঠলো। মিসেসের বুকে একবার ঠক্ করলাম; ওর জামার ভিতরে গলার chain য়ে একটা locket আটকে গেল।..... Million years য়েও এরকম scientist আসবে না।..... কে যেন বলেছে, এই case য়ের ব্যাপারটা তাঁর লীলা। তোরা লীলাটাই দেখলি, suffering টা দেখলি না। তিনি suffer করছেন না? নিমাইকে জল-কাদা মেরে তাড়িয়ে দিল। তোরা বলিস লীলা। রূপ-সনাতন, অর্থ ও বাণিজ্য সচিব, কাজীর বিচারে তাঁকে বন্দী করলো। আড়াই মাস পরে নবাব তাঁকে দেখে 'খোদাতাল্লা ইনসাল্লা' বলে লুটিয়ে পড়লো; মুক্তি দিল। রূপ-সনাতন বললো ঃ এতে কাজীকে অমান্য করা হচ্ছে। নির্বাসন দিন্। তাই নির্বাসন দিল। সে মাঝে মাঝে এখানে আসেনি, তা নয়। তার ১২ বছর পরে অনুতাপ শুরু হোল। শেষে সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে। সবাইকে শুধান, উনি কোথায় ছিলেন? লোকের মুখে শুনে এখানে একটা, সেখানে একটা ছোপের ঘর করলো। তার ১২ বছর পরে গেল শ্রীজীব। কৃষ্ণ, মহাপ্রভুর কথা ছেড়েই দিলাম। তারপরে যেটা এলো, সেটা suffer করে নি? সেটা জীবের জন্য। পারিষদরা দেখাশুনা করে। .....তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইলেন, তাই গভমেন্ট পাল্টালো। না হলে ইন্দিরা গান্ধী এতো বড়ো ভুল করে? না হলে কেস্ হয়তো ১৪ বছর ধরে চলতো। State versus তো!

১২.৩.৭৮ (তদেব) দাদা ঃ—বোম্বেতে কোন লোক এলো না। ননী সেন আগেই চিঠি লিখে দিয়েছে, এর বিরুদ্ধে case হয়েছিল। (পরে মানা একে একে Dr. Klein, Dr. Brian, Ayub Syed, B.G.N. Patel ও Justice S. K. Roy য়ের লেখা পড়লো। হরিদা কিছু কিছু ঘটনা বললেন। ননী সেন আর্.এল্. দত্তের পরিচয় দিল।) মানা ঃ—বোম্বেতে একজন scientist-magician কে (Dr. Goldberg) দাদা একটা বিরাট্ ফলের মতো Whiskey র বোতল দেন, যার মধ্যে ৪টি compartment আছে। সে বললো, এটা magic নয়। এ রকম কোন whiskey র বোতল পৃথিবীতে নাই। ইন্দোর থেকে দাদা বোম্বে যাবেন; already ঘন্টাখানেক দেরী হয়ে গেছে। দাদা অভিদাদের যেতে বললেন প্লেন ধরতে; উনি একটু পরে যাবেন কথা সেরে। সবাই বললো, প্লেন নিশ্চয়ই ছেড়ে গেছে। দাদা তবু ওদের পাঠালেন। ওঁরা গিয়ে দেখেন, প্লেনে তেল leak করেছে; সারানো যাচ্ছে না; আজ বোধহয় যাবে না; কাল সকালে যেতে পারে। দাদা পরে aerodrome য়ে যেতে plane য়ে উঠে বসলেন। Crew রা ওঁকে বললো, আজ প্লেন যাচ্ছে না তেল leak করার জন্য। দাদা বললেন ঃ দেখো তো! বোধ হয় তেল পড়া বন্ধ হয়েছে। সত্যিই তাই। প্লেন ছাড়লো। মাঝামাঝি যাবার পর দাদা air-hostess দের বললেন ঃ দেখো তো, আবার বোধহয় তেল পড়ছে। ওরা দেখে এসে বললো, হ্যাঁ, তেল পড়ছে। Pilot, Co-pilot বার বার এসে দাদাকে প্রণাম করছে। দাদা বললেন ঃ নির্ভয়ে চালিয়ে যাও, কথা বোলো না। ঐভাবেই plane বোম্বেতে land করলো; তারপরে মোটা ধারায় তেল পড়তে লাগলো। দাদা সেদিন না এলে scientist দের সঙ্গে দেখা হোত না। এই প্রসঙ্গে ডাঃ পাণ্ডার কাহিনী স্মরণীয়। প্রচণ্ড cyclone হচ্ছে; চারিদিক অন্ধকার; ঝড়বৃষ্টির মাতন চলছে। তার ভিতরে ডঃ পাণ্ডার নিজস্ব plane য়ের অনিচ্ছুক, আতংকিত pilot কে দিয়ে plane চালিয়ে ঝড়বৃষ্টিকে দুপাশে রেখে আলোকোজ্জ্বল মাঝপথ দিয়ে চন্দ্রমাধব মিশ্রের বাড়ী নিয়ে যান। ডঃ পাণ্ডার prostate gland operation হবার পরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। দাদা হাত বুলিয়ে দিয়ে toilet য়ে যেতে বললেন। ফিরে এসে পাণ্ডা বললেন ঃ একটু একটু ব্যথা আছে।

১৩.৩.৭৮ (তদেব) [১০টা নাগাদ ননী সেন দাদালয়ে। হরিদা, কালীদা উপরে ছিলেন। সেন উপরে গেল।) দাদা ঃ—ওঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যদি সুখ চাইতেন, তোদের মতো সুখ, তাহলেইতো হয়ে গেল; ভূত হয়ে গেল। এ ছোটবেলা থেকেই প্রায় নেংটা থাকতো, মাটিতে শুতো। তাই বাবা এর সঙ্গে শোবার জন্য মাটিতে শুতেন। এরকম অভ্যাস না করলে পাহাড়ে-জঙ্গলে ৫টা লেপ ও ১০টা কম্বলেও চলতো না। .....হিমালয়ে এমন অনেকে আছেন; যাঁরা মুক্ত, কিন্তু জগৎকে রক্ষা করার জন্য ৫০০, ১০০০, ২০০০ বছর ধরে আছেন। তাঁদের খেতে লাগে না। কবিরাজ মশাইকে বলেছি, সেটা জ্ঞানগঞ্জ নয়; আনন্দলোক। তাঁরা আনন্দে ডুবে আছেন।.....মহাপ্রভুর কি খাবার বাছ-বিচার, হিন্দু মুসলমান ছিল? ঢাকা দক্ষিণে যখন যান, তখন বামুনগাছিতে (?) কাজীর বাড়ীতে ভাত-মাংস খান।..... মাধবী দাসী ছিল পরমা কুমারী। সে রান্না করে দিত।..... রঘুনাথ দাস। অত বড়ো ধনী তখন বাঙলা বিহার উড়িষ্যা আসামে ছিল না। সে একাই সব খরচ চালাতো। তাঁকে মহাপ্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনবার আসবেন, তিনবারই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তিনি যখন

আসেন, কুবেরও তাঁর সঙ্গে আসে। তিনি কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে পারেন না। প্রকাশ বৌদিকে ৪০০্ টাকা দিয়ে একটা শাড়ী দিল। আমি তা অন্যকে দিয়ে দিলাম। তার মানে এ নয় যে উনি প্রকাশকে ভালবাসেন না। তোরা তো জানিস্। প্রকাশকে কোলে করে রেখেছিল। ঐ যে একজন এক লাখ টাকা দিয়েছিল । আমি বললাম, দুদিনের মধ্যে না নিয়ে গেলে আমি ফেলে দেবো। খুব বড় লোকের বাড়ী গেলে গা জ্বালা করে। মনে হয়, কতক্ষণে বেরিয়ে আসবো।.....christ য়ের জন্ম কাশ্মীরে, মৃত্যুও কাশ্মীরে। অভিদাও হরিদা ঃ—কাশ্মীরে tomb পাওয়া গেছে। দাদা ঃ—মাদ্রাজে আসেন। তবে আরেকজন crucified হয়েছিল। ৩০০ বছর পরে তাঁর ধর্মে প্লাবন আসে। কিছু intellectual ধরে। হজরৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ করেননি। ওটা পরে হয়। হজরৎ, ইমাম রসুল.....! তারপরে স্পর্শদোষে সব মুসলমান হতে থাকে।..... আইনস্টাইন, নিউটন Dr. Klein বা Dr. Brian য়ের একটা নখেরও সমান নয়। Dr. Klein ৩২ মিনিটে সমস্ত পৃথিবী ভস্ম করতে পারে। Dr. Brian ৩২ মিনিট না সেকেন্ডে সব বরফ গলিয়ে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আর একজন অদৃশ্য electricity দিয়ে সব ধ্বংস করতে পারে। ডঃ দত্ত ট্রেন মোটর ইত্যাদি চালাবার চেষ্টা করছেন।..... মীরাবাঈয়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হয়, না হলে কি ওরকম হতে পারে? পরে রূপ-সনাতন দেখা করতে না চাইলে মীরা বলেন ঃ পুরুষ তো একমাত্র কৃষ্ণ।.....বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ দিয়ে কি ভগবানের ব্যাকরণ বুঝবি?

২৪.৩.৭৮ (ননীগোপালনিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ দোল পূর্ণিমা, গৌরজন্মতিথি। গোপালদার বাড়ীতে উৎসব হবে। গীতা ও রমা সেখানে যেতে অনিচ্ছুক।] দাদা ঃ—কার বাড়ীতে যাবি না? এ রকম বাড়ী আর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই।

[ননী সেন গোপালালয়ে বসে 'Dadaji's shadow over shah' নিয়ে আলোচনা করছিলো চৌধুরী ও. অনিলদার সঙ্গে। এমন সময়ে দাদার ফোন এলো।] দাদা ঃ—ওখানে কী ব্যাপার? এখন আর কারু বাড়ী যেতে ইচ্ছা করে না। সব পরনিন্দা পরচর্চা (যা আমরা করছিলাম); নেহাৎ ননীগোপালের বাড়ী বলে যাবো। স্নান করে যাবো। ওর বাড়ীতে স্নান করায় অসুবিধা। ঘন্টাখানেকের ভিতরে যাচ্ছি। [দাদা এলেন ১১.৪০য়ে। সঙ্গে পরিমলদা, উষাদি, সমীরণদারা, পলসিং ও গীতাদি। গৌতম ও রমা আগেই আসে। নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পরে দাদা ১২.৪৫য়ে গোপালদাকে পূজার ঘরে বসিয়ে ৩/৪ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসেন। ১.০৫ য়ে শৈলেন চৌধুরী ও লাল্টুকে নিয়ে দাদা পূজার ঘরে গিয়ে কিছু পরে গোপালদাকে বের করে আনেন। দাদার নির্দেশে লাল্টু শাভার মাথায় ও কপালে পূজার ঘরের মেঝের জল মাখিয়ে দেয়। গোপালদা বুকে ঐ সুগন্ধি জল লাগান। দাদা ঘরের এক কোণে rubber cloth দিয়ে জল আটকে রাখেন এবং ঐ জল তুলে রাখতে বলেন। গোপালদাকে experience বলতে বলা হলে শুরু করেই তিনি কেঁদে ফেলেন; ২য় বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে বিকালে ৪টা নাগাদ তাঁর অভিজ্ঞতা বলেন।]

গোপালদা ঃ—আমাকে আসনে বসিয়ে দাদা ভোগের উপরের ঢাকনা খুলে রাখতে বলেন। পরে আমাকে মুদ্রাসহ মহানাম করতে বলেন এবং চোখ বন্ধ রাখতে বলেন। কিছু পরেই বন্ধ চোখেই দেখি, দাদার জায়গায় সত্যনারায়ণ দাঁড়িয়ে। চোখ বন্ধ করে নাম করছি, কে যেন ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত মেরুদণ্ডে বার বার হাত বুলিয়ে দিল। পরে কোমরের কাছে বার বার হাত বুলিয়ে দিল। তার পরে নানা রকমের শব্দ; টুং টাং, পাতার উপরে চলার শব্দ প্রভৃতি ডান থেকে বাঁয়ে তীব্র আলোর হল্কা যেন মুখ চোখ পুড়িয়ে দিয়ে গেল। তারপরে অঝোর বৃষ্টি,—গায়ে মাথায় কপালে মেঝেতে। এতোক্ষণ বাইরের কীর্তন শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপরে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেলাম। [দাদা প্রথমে যেয়ে ২বার চোখ মেলতে বললেন। পরে ২ বার মাথায় ধাক্কা দেবার পরে গোপালদা চোখ খুললেন ১.১০য়ে। বেরিয়ে আসার পরে দাদা বলেন ঃ] লন্ডনে একটা বাড়ীতে পূজা হয়ে গেল। ওর দেহটা ৫০০০ মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। যে বাড়ীতে এ থাকবে; June-July মাসে জানা যাবে। (বিকেলে বলেন ঃ) এটা মস্তকভেদন যোগ। অনেকে বলে, চুলে ধরে নিয়ে যেতে হয়; এ বলে, ইচ্ছামাত্রেই হয়। (অভিদার রাখা whiskey'র বোতল না দেখতে পাওয়া সম্বন্ধে বলেন ঃ) Spaceটা থাকে না; তাই দেখতে পায় না। এটা hypnotism নয়; তাতে জিনিষটা দেখবে। (৫.৩০টা নাগাদ এদিক্ ওদিক তাকিয়ে বললেন ঃ অভি মাদ্রাজ থেকে trunkcall করবে; এবারে উঠি। চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন ঃ গোপালের body টা এখানে থেকেও ওখানে চলে গিয়েছিল। এখানে জ্ঞান নাই।)

[সন্ধ্যায় মানার কাছে জানা গেল, দাদা তখন ভাবনগরে কামদারালয়ে। মাইজি সত্যনারায়ণ ভবনে ভোগ দিয়ে এসেছেন। আধঘন্টা পরে দাদা বললেন, ঠাকুর ভোগ নিয়েছেন। এই দেখো বলে জিভ দেখালেন। দেখা গেল, জিভে সব খাবার। পরে সবাই ভবনে গিয়ে দেখেন, সত্যনারায়ণের মর্মরমূর্তিতে মুখে ও বুকে খাবার লেগে আছে; সামনে মেঝেতেও খাবার পড়ে আছে। গীতাদি বললো : চন্দ্রদার বাড়ীতে দাদা একদিন উদ্দণ্ড নৃত্য করে যাচ্ছেন। 'গায়ে কিছু রাখতে পারছি না' বলে সব খুলে দিচ্ছেন। লুঙ্গিটা তেরছা হয়ে উড়ছে। দেশলাই চাইলেন। দেশলাই দিলে তা নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। নিজের বাড়ীতে একদিন উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে করতে রথীন মৈত্রকে ডেকে বলেন : দেখ, নানা গন্ধ দিয়ে আমাকে স্নান করাচ্ছে। প্রায়ই দাদাকে অনেকে সাজাতে আসেন চন্দন প্রভৃতি নিয়ে; আসেন বাতাস করতে। মাঝে মাঝে দাদা বলেন : আপনে আয়েন। একদিন আমি ভুল করে বলি : আমাকে ডাকছেন? দাদা তখন 'অ্যাঁ' করেন। দাদা বলেন : তোদের কী ভাগ্য। তোরা আমাকে touch করতে পারিস্; ওরা পারে না।]

দিল্লীর মিঃ গুপ্ত শুধান : দাদাজীর দাদাজী নাই? দাদা : হ্যাঁ, তাও আছে, সাকার। চোখ থাকলে দেখা যায়।]

১৩.৪.৭৮ (তদেব) [মিসেস্ সেন বিকেলে দাদালয়ে যায়। ফিরে এসে অতুলদার কাহিনীর বিবরণ দেয়। চমকপ্রদ ঘটনা; অবশ্য দাদার কাছে এটা কিছুই নয়। ঘটনাটা নিম্নরূপ :—অতুলদা মণ্ডেভিলায় ইলেকট্রিক বিল দিতে গেছেন। counter গুলোর সামনে বিরাট্ দীর্ঘ সব লাইন। একটা লাইনে প্রায় ১০০ জনের পিছনে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিনিট ১০ পরে লাইনের একটি ছেলে বললো : আপনি কতক্ষণ এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন? ঘন্টা খানেক তো লাগবেই। অতুলদা :—আমার তো দিতেই হবে। মিনিট ১০ পরে ছেলেটি দেখলো, অতুলদা ঘেমে গেছেন এবং একটু একটু কাঁপছেন। ছেলেটি তখন বললো : মেসোমশাই। আপনি bill আর টাকা আমায় দিয়ে দিন্; আপনি ভেতরে গিয়ে ফ্যানের নীচে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখুন; না হলে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। যা ভীড়! অতুলদা বিলটা বের করে ছেলেটিকে দিয়ে টাকা বের করতে যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে ছেলেটি বললো : এ কী। আপনি তো bill pay করেছেন! এই তো stamp রয়েছে। গত মাসের bill নয় তো। না, এটা তো current bill, আজকের date য়েই payment হয়েছে। মেসোমশাই! কী ব্যাপার। অতুলদা কাণে একটু কম শোনেন; কাঁচুমাঁচু মুখে বললেন : bill য়ের টাকা তো খুঁজে পাচ্ছি না। ছেলেটি বললো : আপনার bill তো pay করা হয়ে গেছে; তাই টাকাও পাচ্ছেন না। আপনি pay করে ভুলে গেছেন। Bill নিয়ে বাড়ী চলে যান্; মিছামিছি কষ্ট পেলেন। একটু অবিশ্বাসের স্তব্ধতা। তারপরেই নীরবে বিল নিয়ে সোজা বাড়ী এসে 'দাদা, দাদা' বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁকে শান্ত করতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানতে পারা গেল। এই প্রসঙ্গে একটি সদৃশ কাহিনী এখানেই বিবৃত করা যেতে পারে, যদিও তা ঘটেছে অনেক বছর পরে। কিন্তু, পরে বলার কোন অবকাশ থাকবে না। ঘটনাটা এই রকম :—১৯৯০য়ের ৩০শে সেপ্টেম্বর ননী সেন সস্ত্রীক আমেরিকা থেকে কল্‌কাতা যাবে মাস ৪য়ের জন্য। মিসেস্ সেনকে নানা ওষুধ খেতে হয়, যা Medicaid Card এর কল্যাণে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ২৯শে ফার্মেসী থেকে ওষুধ আনতে গেল ১ মাসের। কিন্তু তার পরে কী হবে? ঐ ওষুধ কলকাতায় পাওয়া যাবে না; substitute পেতে হলে ডাক্তার চাই, যার কাছে যাওয়া বার্ধক্যের জন্য দুর্ঘট হবে। কাজেই সেন ডাক্তার মেয়েকে দিয়ে prescription করিয়ে অন্য একটা ফার্মেসীতে গেল সেই ওষুধ আনতে। এটা কিন্তু ধরা পড়লে দণ্ডনীয় অপরাধ, মেয়ের পক্ষেও। তাই 'দাদা মেয়েকে রক্ষা করো' বলতে বলতে আরেকটা ফার্মেসীতে গেল, যেখানে ওষুধের order দিলেই বলে একঘন্টা পরে আসুন। সেন prescription ও মিসেস সেনের Medicaid card দিয়ে শুধালো, কতক্ষণ লাগবে? উত্তর : এক্ষুণি দিচ্ছি। সেনকে বিশেষ অপেক্ষা করতে হোল না। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে সে ওষুধগুলো পেলো এবং মিসেস সেনের medicaid card ফেরত পেলো। শিশিগুলোর গায়ের label পড়তে গিয়ে সেনের চক্ষু ছানাবড়া। সব জায়গায় patient য়ের নাম Mr. Nani Sen এবং তার Social Security number print করা হয়েছে। কিন্তু, address য়ের zip code য়ে এবং Phone no. য়ে একটু একটু ভুল রয়েছে। সেন স্তব্ধ হয়ে ভাবলো, এও সম্ভব! শান্তি সেনের জায়গায় ননী সেন এবং তার S.S.No. এলো কেমন করে? আবার সেনের Medicaid card য়ে তার নাম printed থাকে Nani L. Sen. সেখানে L. বাদ পড়লো কেমন করে? অপূর্ব দাদার করুণা। নাম ও নম্বর পাল্টিয়ে এবং দুটো ভুল করিয়ে দাদা সবাইকে বাঁচিয়ে দিলেন।

মেয়ের license no. য়ে ভুল ছিল কিনা, তা পরখ করে দেখা হয়নি। না, না, এই মুহূর্তে ওই printed information, যা দাদার ফটোর album য়ে রাখা আছে, পড়ে দেখা গেল, licence number টাই বাদ পড়ে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? Prescription য়ে licence number না থাকলে কি কোন ফার্মেসী ওষুধ দিতে পারে? 'হরি বোল' ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? Licence Number নেই, এটা এই মুহূর্তের আবিষ্কার। অতুলদার ক্ষেত্রে তাঁর সম্পূর্ণ অজান্তে পকেট থেকে বিল এবং পকেটস্থ ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় টাকার cash counter য়ের teller য়ের হাতে পৌছা এবং stamped and sealed bill য়ের তাঁর পকেটে প্রত্যাবর্তন। এটা কি শূন্যপথে অদৃশ্য বস্তু-সঞ্চরণের পাঁচালী না অদৃশ্য যুবকবেষী দাদার সম্মুগ্ধ অতুলদার পকেট থেকে এবং পকেটে হাতসাফাই, তা বলা দুরূহ। ননী সেনের ক্ষেত্রে বোধহয় সম্মোহনযোগের ফলে সব কিছু অন্যরূপ দেখা এবং কিছুটা না দেখা। একটায় অতুলদার সম্মুগ্ধতা, অন্যটায় ফার্মাসিস্টের সম্মুগ্ধ যন্ত্রচালিত আচরণ। বিশেষ লক্ষণীয়, ফার্মাসিস্টের মনের কোন সংস্কার এখানে ক্রিয়াশীল নয়। ননী সেন নামটা সে কোন রকমেই জানতে পারে না; আর একজন আমেরিকানের পক্ষে এই ভারতীয় নাম কল্পনা করাও অসম্ভব। S.S.No. য়ের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হোল।]

১৪.৪.৭৮ (তদেব) [সকালে General Raina আসেন। আসামের চীফ্ সেক্রেটারী কুমার সিং সস্ত্রীক সকন্যা উপস্থিত। চিত্রাভাণ, মধুদা, ডাঃ ভদ্র, মিসেস্ পল সিং, অঞ্জু ওয়ালিয়া প্রভৃতি আরো অনেকে আছেন। উপরে দু দল দাদার কাছে ছিলেন। তাঁরা চলে গেলে কুমার সিংদের ও ননীসেনের ডাক পড়লো। উপরে যাওয়া হোল।]

দাদা ঃ—২রা জুন বিদেশ যাত্রা; ১ দিন দিল্লীতে জগজীবন রামের বাড়ীতে থেকে ৫দিন লন্ডনে, ২দিন জার্মানীতে। পরে নিউ ইয়র্কে। সেখানে টিভিতে broadcast করা হবে। জুলাইতে ফিরবো।.....ফোয়ারা পছন্দ করি না। কুমার সিং ঃ—আপনার সম্বন্ধে আর কি বলবো। আমাদের বুদ্ধিও নাই, ভাষাও নাই। শুধু বাঁচিয়েই যাচ্ছেন, মুস্কিল আসান করে দিচ্ছেন। ট্রেনে যাচ্ছি; accident হতে যাচ্ছে; হঠাৎ 'দাদা, দাদা' বলায় ট্রেনটা থেমে গেল। সবাই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে হাত থেকে বাঁচলো। Plane য়ের reservation পাচ্ছি না; air-port য়ে গিয়েই পেয়ে গেলাম। অভিদার বাড়ী পূজা দেখতে যেতে বলেছিলেন; গেলাম। অভিদাতো নামও করেন না, পূজা তো দুরের কথা। পূজা যে কেউ করে না, আপনা থেকে হয়, তা সেখানে গিয়ে বুঝলাম। সারা বাড়ীতে আবীর ছড়িয়ে আছে, আর গন্ধের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। আবীর দিয়ে আপনা থেকে নানা চিত্র আঁকা হয়ে গেছে পটে, মেঝেতে। মেয়ের সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অভিদা একবার দাদার ঘরে যাচ্ছেন, আর বেরিয়ে এসে বলছেন ঃ মেয়ে পাশ করেছে; মেয়ের সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অভিদা একবার দাদার ঘরে যাচ্ছেন, আর বেরিয়ে এসে বলছেন ঃ মেয়ে পাশ করেছে; মেয়ের হাতে-পায়ে একটু ব্যথা হয়েছে ইত্যাদি। অভিদা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। দাদা ঃ—অভি সাক্ষাৎ শিব, শিবাতীত। ওর সঙ্গে এর যা সম্পর্ক, তা কি অন্য কারুর হতে পারে লক্ষ বছর জপ-তপস্যা করেও? অসম্ভব। (বই ছাপানো নিয়ে আলোচনা। বীরেনদার উপরে ক্রুদ্ধ। ননী সেনকে ইতিকর্তব্য নির্দেশ।) দাদা ঃ তুই আমেরিকা যাবি নাকি? ননী সেন ঃ August য়ের আগে তো যাওয়া মুস্কিল। দাদা ঃ—রবিবারের মধ্যে ২টো এবং মে মাসের মধ্যে আরো ৪টে article লিখে দিস্।..... গোপাল আর দিলীপকে বলে দিয়েছি, ১লা বৈশাখ কারো বাড়ীতে যাবো না। ওরা অসন্তুষ্ট হয়েছে; কী করবো? শরীর অসুস্থ হলে তো চলবে না। যে সে জায়গা নয়; সব top scientists.

১৬.৪.৭৮ (তদেব) [অতুলদা, ডঃ ললিত পণ্ডিত প্রভৃতি আছেন। বোম্বেতে মহামহোপাধ্যায় এক পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গ। দাদা বলেন ঃ—পৈতা কবে ছিল? বহু আগে ব্রহ্মসূত্র ছিল। সেটা ছাড়া কি থাকতে পারে? তং দ্বাদশ.....। দিলীপ ও তার মা ভোগ দিয়ে ঠাকুরঘরে তালা দিয়ে দাদার কাছে এসেছিলেন।] দাদা ঃ—এই দেখ্, পূজা হয়ে গেছে। (দাদার জিভের ডগায় খিচুরী।) যাও, শীগ্‌গির বাড়ী চলে যাও; এক মিনিটও দেরী কোরো না। তালা দিয়ে এসেছো; উনি অস্বস্তি বোধ করছেন। (১১.৩০টায় চোখ ঘুরিয়ে হঠাৎ বললেন ঃ) বলরামের বাড়ী পূজা হচ্ছে; বহু লোক এসেছে। ঘর গন্ধে ও ধোঁয়ায় ভরে গেছে। (দিলীপের বাড়ী থেকে ফোন এলো ঃ খিচুরীতে ২/৩ আঙ্গুলের ছাপ; ঘরে গন্ধ ও জল।) পূজা মানে ত্যাগ,—গীতা। এটা কি রকম, বুঝলি? এই যে ডঃ পণ্ডিত, এর স্ত্রী রোজ বোম্বেতে ১৭ মাইল দুর থেকে দাদাকে দুধ দিয়ে যেতো।.....

অতুলানন্দের শরীরটা খুব খারাপ ছিল; শরীর কাঁপছিল। খারাপ হতে পারতো। ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে চলে এলো।..... অনেক আগে ব্রহ্মসূত্র ছিল; সেটা তো নিয়েই আসে।..... এ কি পৈতা দিতে পারে? তাহলেই ব্রাহ্মণ স্বীকার করা হোল। ঠাকুর কোষ্ঠী করতেন, ওষুধ দিতেন। এসব কি ঠিক? লোকে বলার সুযোগ পাবে। ..... ১লা জুন দিল্লী জগজীবনের বাড়ী; ২রা লন্ডনে যেয়ে ৭ দিন। জার্মানীতে দিন তিনেক; তার পরে নিউ ইয়র্ক। দুদিন TV তে দেখানো হবে। ১ মাস আমেরিকাতে। (গোপালদাকে) দাদা ঃ এ (সেন) আমার শ্রাদ্ধ করবে, বাংলাদেশে এ আমার শ্রাদ্ধ করবে।

১৯.৪.৭৮ (তদেব) [London থেকে Dr. Hades Phone করেন। দাদা বললেন ঃ ২রা জুন সেখানে যাবেন; দিন ১০ থাকবেন। জার্মানী যেতেও পারেন, নাও পারেন। Dr. Goldberg কে জানাতে বললেন। Hades দাদাকে ৪ মাস থাকার কথা বললেন। দাদা বললেন ঃ No, that can't be. He is a family man. From creation he is a family man. Ask B. N. chakravarty to come over to London. আমাদের বললেন ঃ এ সৃষ্টির গোড়া থেকেই family man. একি সংসার ছেড়ে থাকতে পারে? সাধু-সন্ন্যাসীরা পারে। একটা cause থাকা চাইতো। (সন্ধ্যা ৭.৩০টায় আবার দাদালয়ে ননীসেন। গীতাদি বললেন ঃ বিকেলে সিঁড়ি দিয়ে নাবার সময়ে দাদা পড়ে যান। হাঁটু কোমর ও পায়ে লেগেছে। শান্তিদি টিপে দেয়। তখন মিসেস্ সেন বলে ঃ আমি দাদাকে তুলি। ২টো step বাদ দিয়ে নাবছিলেন। পরে গয়না (সেনের ভাইপোর ভাবী বধূর) দেখে নেবে যান। বৌদি বাউটি পরে দেখেন। মেয়েটার মহাসৌভাগ্য বলতে হবে। দাদা প্রায় ৯টায় ফেরেন।) দাদা ঃ—বীরেনকে আজ অনেক কথা শুনিয়ে দিলাম।.....অভিকে ফোন করি। বললো, ভি.জি.এন্. প্যাটেল, সুমতি মোরারজী ও ডঃ পাণ্ডা আগেই আমেরিকা যাচ্ছেন সব ব্যবস্থা করতে। লন্ডন থেকে king george এসেছে।.....। গীতাদি ঃ—মানস মৈত্রের বাড়ী পূজা শেষে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে যখন অসুস্থ ছেলের ঘরে দাদা যাচ্ছেন, তখন আমি তাঁর বিরাট্ মূর্তি দেখি অন্য রকম। পরে দাদা বলেন, ৫০০ বছর আগের মূর্তি (অর্থাৎ গৌরাঙ্গের)।

২৩.৪.৭৮ (তদেব) দীনেশদা ঃ—কবিরাজ-মশাইয়ের সঙ্গে দলবলসহ প্রথম সাক্ষাৎকারের কাহিনী অনেকবার সালংকারে বলা হয়েছে। কিন্তু, একটি ঘটনা বাদ পড়েছে। দাদার সঙ্গী তখন আমিও ছিলাম। যেদিন আমরা দুটি motor-car য়ে যাত্রা করি, তার আগের দিন আমার পিতৃশ্রাদ্ধ হয়। কাজেই আমার মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। কাশী থেকে আমরা যখন অল্প কিছু দূরে, তখন দাদা হঠাৎ বললেন ঃ কবিরাজ মশাই খেজুরের পাটালি খেতে ভালোবাসেন। কেউ তো তা আনার কথা বললি না। আমরা বললাম ঃ আমরা জানবো কেমন করে? জানান্ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ আমার টাঁদির উপরে ধপ্ করে দেড় দুই কিলোর একটা ভারী জিনিষ পড়ে পাশে গড়িয়ে পড়লো। দেখি, এক পূর্ণায়ত পাটালি। মাথা যে কেন ফাটলো না, তা জানি না। তবে ধকল যা আমার উপর দিয়েই গেল; সঙ্গীদের সানন্দ-কলরবে তা আরো বৃদ্ধি পেলো। (এ কথা সেকথার পরে দাদা দীনেশদাকে) ঃ—সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে চাইলে মাঝে মাঝে আসিস্। দীনেশদা ঃ—দরকার কি? দাদা ঃ—যদি অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকিস্?.....(ডঃ কে. এস. চৌধুরী সম্বন্ধে) দাদা ঃ—ও কিছু বুঝতে চায় না। ডঃ চৌধুরী ঃ—জ্ঞানযোগে যখন হবে না, তখন ভক্তিযোগই ভালো।

৩০.৪.৭৮ (তদেব) দাদা ঃ—Blitz দেখেছিস্? একেবারে front page য়ে?.....ব্রাহ্মণ মাথাটা, ক্ষত্রিয় মাথার নীচ থেকে পেছন দিক্ দিয়ে সামনে বাহু; শূদ্র হৃদয়ে; ওখানেই উনি থাকেন। আর বৈশ্য পা; ধারণ করে আছে।.....ব্রহ্মসূত্র একটা ভিতরে আছে দেহটাকে touch না করে। ওটা কি ধারণ করতে পারে? বাইরেও একটা আছে; সেটাও ধারণ করতে পারে না।..... চোখ বুজে সব কত কী দেখে। সব মনের বিকার।..... উদ্ধার guaranteed. এ যেখানে আছে, যে পথ দিয়ে গেছে, সেখানে সবাই উদ্ধার পাবে। পিতৃকুল মাতৃকুল পুত্রকুল সব। .....কীরে, মেয়েদের দূরে রাখার কথা শাস্ত্রে আছে নাকি? ননী সেন ঃ—নারীসঙ্গ করতে নিষেধ করেছে। দাদা ঃ—সে তো ভাগবতে আছে। তার অর্থ কি? এই যে সিগারেট খাচ্ছি, এটা কি শাস্ত্রে নিষেধ আছে? এ তো দেখছে, বাইরে তিনি, ভিতরে তিনি, মাথার উপরে তিনি, পায়ের তলে তিনি। খাচ্ছেনও তিনি। যা খাচ্ছেন তাও তিনি। (রুবিদিকে) তুই দিন দিন সুন্দর হচ্ছিস্, আর আমার মন খারাপ হচ্ছে। (রমাদিকে গালে চুমো দিলেন।)

৫.৫.৭৮ (পরিমল-নিলয়; সন্ধ্যা) [ননী সেন বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। উষাদি ভিতরের ঘরে দাদাকে

খবর দিলেন।] দাদা ঃ—শালাকে ডাক্; শালা কি সারাদিনে চা খায়নি? ননী সেন ঃ—উষাদিতো বলেন নি; পরিমলদা বলেছেন বলে খেলাম। আপনি কি স্যুট্ পরে য়ুরোপ-আমেরিকা যাবেন? তাহলে সেই স্যুট্ পরে আমি আমেরিকা যাবো। দাদা ঃ—না, লুঙ্গি পরে যাবো। (গুরুবাদ নিয়ে আলোচনা।) আমি কিছু করতে পারি না। এই জগতেইতো কত তপস্যা করছি। যা করবার, তিনি তো করছেনই; It is His duty..... ১০০ জন intellectual হলেই হোল। একটা ছোট বাড়ী করতেও ভয় করে। এভাবে তো সকলের সাথে দেখা করা যায় না। লোকে শুধু চরণজল, অসুখ, মেয়ের বিয়ে নিয়ে আসে।..... আমার কথা কে শুনবে? আমার ছেলেমেয়েই আমার কথা শোনে না।..... শেষে 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম' বলে দেহটা ফেলে দিয়ে চলে যাবো। .....ইন্দ্রিয়তত্ত্ববোধের বাইরে না গেলে দর্শন অর্থাৎ দেখা হয় কি?.....মহাপ্রভু নারীদের সঙ্গে খুব প্রেম করতেন। তিনি নিজে ওতো মেয়ে ছিলেন। এ প্রেমটা কিন্তু sexual, —ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবুডুবু। ঐ রসটাইতো রাধা। প্রকৃতির রস পাওয়া চাই তো!.....ওঁরা যখনি আসেন, তখনি ত্রিলোকে ধ্বনি হয়। .....প্রকৃতি রাজ্যে পুরুষের কোন খেলাই নাই; একটাও পুরুষ নাই.....সে তো আর কয়েকটা দিন আছে। .....। দেখাইয়া যাইতে হয়, আমিও কিন্তু free না।

৯.৫.৭৮ (তদেব) [দাদা ফোনে লণ্ডনের কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। একটু পরে 'indistinct' বলে ছেড়ে দিলেন। পরে বললেন, Hades, King George আর Mcleod কথা বলার চেষ্টা করছিল। আরেকটা ফোন এলো। একই হাল। 'Dadaji out of station' বলে দাদা ফোন ছেড়ে দিলেন।] দাদা ঃ—বড্ড irritated feel করছি। শরীরটা খারাপ লাগছে; মাথাও ঘুরাচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? (ননী সেন ও গোপালদা excessive strain য়ের কথা বললেন।) দাদা ঃ—দেখা-শুনা একেবারে কমিয়ে দেবো। গোপালদা ঃ—আগে অমিয় রায় চৌধুরী না এলে আড্ডা জমতো না। পংকজ, হেমন্ত.....বলতো ঃ অমিয়বাবু এলেন না, আড্ডা জমবে না। দাদা কি লোক ছাড়া থাকতে পারবেন?..... দাদা ঃ—একজনকে সঙ্গে যাবার কথা বলায় সে বললো ঃ দাদা! ক্ষমা করবেন। টাকা খরচ করে যেতে হলেই সব পেছপা, বরযাত্রী সাজিয়ে নিলে আপত্তি নাই। রমা কিন্তু এরকম না। তবে সে সাধু লোক।

১৪.৫.৭৮ (রমা মুখার্জির বাড়ী) [আজ অক্ষয় তৃতীয়া; রমার জন্মদিন। দাদা তাই কিছু সঙ্গী নিয়ে এখানে এসেছেন। ননী সেন পৌঁছালে দাদা জামাটা খুলে তাকে রাখতে দিলেন পাশের ঘরে। পরে বাঁকা চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ] মিনুর অবস্থা খুব খারাপ। পরশু সকালে ছাদে হাঁটছি, ভুবন এসে বললো ঃ জরুরী ফোন। ছুটে গিয়ে ধরলাম; মধু-র ফোন; নার্সিং হোমে নিতে চায়। আগের দিনও বার বার নিষেধ করেছি; অমল দীপু সব ওকে বুঝিয়েছে। বলেছি, ওটা muscular pain ; তাতে হার্টের উপর চাপ পড়ছে। তা সত্ত্বেও যখন বললো, তখন বললাম, নিতে পারো; তবে আমার কোন দায়িত্ব নেই। এখন আমার খোঁজ করছে; বৌদিকে ফোন করছে। এ সবের ভিতরে আর নাই। [কিন্তু, শেষ দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ ৭ই জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত, ছিলেন।] কার অসুখ করলো, কে thesis submit করলো, কার মেয়ের বিয়ে—এইসব করতে হবে? [কিন্তু, উনি না করে পারেন না। কথা শোনেনি বলে ক্ষুব্ধ।] এখানে সব শুয়ারের বাচ্চার দল। এখানে কারুর সঙ্গে আর দেখাশুনা নয়। ফিরে এসে মাসে এক দিন। (বৌদিকে ফোনে) আমি কোথায় আছি, কাউকে বোলো না। ননী সেন ঃ—মধুদা এইরকম করলো? গোপালদা একটা ফোন করে বলুন না মিনুদিকে বাসায় নিয়ে আসতে। গোপালদা ঃ—আমি কেন বলবো? দাদা ঃ—হ্যাঁ, এখন তাকে ambulance য়ে করে বাড়ী আনবে কেমন করে? দুদিন ধরে drip দিচ্ছে। মরে মরুক্; কে মরলো, কে বাঁচলো, এ দিয়ে আমার দরকার কি? (ননী সেন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। ফল হোল না। শেষে কিন্তু নিজেই ফোন করলেন নার্সিং হোমে গোপালদার নাম করে। পরে বললেন ঃ) অবস্থা খুব খারাপ। (একটু পরে) চলেই যাবে নাকি। একটু চাকাটা ঘুরিয়ে দি; একটু আনন্দ-ফুর্তি করুক; তার পরে যা হয় হবে। (গোপালদাকে) ফোন করে বল্, মিনুর বুকে হাত রেখে ৫ বার মহানাম করুক। ১ মিনিট পরে বলুক, কেমন আছে। (তখন ১টা ৫ মিনিট। গোপালদা মেয়ে ঝুমুরকে ফোন করে সব বললেন। ১ মিনিটের আগেই ঝুমুর ফোন করে বললো, চোখ মেলেছে; একটু ভালো। ১.২৫য়ে দাদা খেতে বসে ১.৩৭য়ে উঠলেন। তারপরে বিশ্রাম। বিকালে চা খেতে খেতে রমাকে বললেন ঃ) তুই কি এই চা আমার বাসা থেকে চুরি করে এনেছিস্? রমা ঃ—সবার সামনে 'চুরি, চুরি' বলছেন! আপনাকে চুরি করতে পারলে তো হোত। শাস্ত্রে বলে, ধর্মত ঃ যাঁর

সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তাঁর জিনিষ চুরি করলে দোষ হয় না। মা-বাবার পকেট থেকে টাকা নিলে চুরি হয় না। রমার বাবা :—লুঙ্গিও তো আপনার বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছে।.....দাদা :—আমেরিকায় একটা পূজা হবে। Washington, New York ও Ohio তে একসঙ্গে পূজা হবে। Canada ও যাবো। ৫০/১০০ জন লোকের বেশি ওখানে উনি চান না।.....আমি কি দেশ দেখতে যাচ্ছি? ত্রিভুবনে কি কোন জায়গা দেখা বাকী আছে?

(সন্ধ্যায়) বৌদি :—শান্তিদি। ননীদাকে বলবেন, ননীদা বড়ো বোকা। রাধা আর বিষ্ণুপ্রিয়া এতো কষ্ট পায়নি; আমি তাঁদের চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছি।.....মধুদা আপন ভেবে মিনুদির চিকিৎসার জন্য ৪০০০্ টাকা চেয়েছেন। দাদা যখন ওখানে ছিলেন, তখন যে কত লোক তাঁদের বাড়ী খেয়েছে। সে কথা তো কেউ বলছে না।

১৮.৫.৭৮ (তদেব) [নার্সিংহোমে মিনুদির অবস্থা খারাপ। তাই দাদা কাল তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁর pulse ১৪০, pressure ৮৫/৬০। Anterior infraction. দাদা সব ডাক্তারকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে কী যেন করলেন। তার পরে ডাক্তাররা দেখলেন, pulse normal, pressure ১১৬/৮০. দাদা complan খাওয়ালেন। ডাক্তারদের বললেন মুরগীর juice দিতে। আজ সকালে ঝুমুর ফোন করে বলে, মা খুব ভালো আছে; নিঃশ্বাসের কষ্ট নাই; উঠে বসে আছে।]

[দাদা উপরে ছিলেন মীরাদি ও শম্ভু ভড়দা, ডাঃ ভদ্র এবং মিসেস পল সিং সহ। ডাঃ ভদ্র মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেন। দাদা বললেন, ফিরে এসে এ নিয়ে আলোচনা করবেন। ভড়দারা নীচে নাবলে ননী সেনের ডাক পড়লো।] দাদা : অভি ফোন করে বললো, ফিজির একটা কাগজে দাদা সম্বন্ধে বেরিয়েছে healer নাম দিয়ে। প্রেমচাঁদ নামে একটি লোক এখানে এর সঙ্গে দেখা করে। সে খবর দিয়েছে। (মনজিৎ সিং চলে গেল।) ননী সেন :—টিকেট reservation সব হয়ে গেছে? দাদা :—আর টিকেট। ফোনে ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি করে শরীরটা খারাপ লাগছে। বলে, অভিদার income-tax নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে, প্রতি টিকেটে ১০০০্ টাকা করে বেশি নিয়েছে। সব সৎ লোক! এই অসাধু। এর তো income tax য়ের ঝামেলা সারাজীবনের মতো মিটে গেছে। শচীন ছিল অন্যরকম। সে দলের জন্য বিগড়েছে। এ সব কথা কাউকে বলবি না। ননীগোপালকে কিন্তু বলবি না। ওর বাড়ী যাতায়াত আছে।.....ওকে বলেছি, তুমি একা যাবে, আমাদের সঙ্গে move করবে না, ভাইয়ের বাড়ীতে থাকবে। (গোপালদা ও মানার ডাক পড়লো। তারা উপরে এলো।) দাদা :—মৃত্যুটা কি? মৃত্যু বলে কিছু আছে কি? লোকে বুঝতেই চায় না, মৃত্যু বলে কিছু নেই।.....জার্মানীতে দেড় দিন থাকবো। ওরা TV র ব্যবস্থা করবে। বেশি লোক দিয়ে কি হবে? ননী সেন :—গোপালদা মঞ্জুকে দেখানোর কথা বলতে চায়। পাত্র হুগলী মহসিনের Economics য়ের অধ্যাপক। ৫০০০্ টাকা পণ চায়। (পাত্রের ফটো দেখে) দাদা :—ভালো ছেলে। বাপের কর্ত্তব্য করে যাও; না হলে প্রারব্ধ খণ্ডন হবে না। কবে বিয়ে দিবি? গোপালদা :—ছেলের পছন্দ হলে ওরা এখুনি বিয়ে দিতে চায়। তুমি কবে ফিরবে? August য়ে? দাদা :—July তে। গোপালদা :—তাহলে August য়ে হোক্।..... (বিলেত-প্রবাসী মামাতো ভাই প্রসঙ্গে) ৬৪/৬৫ বছর বয়স তো হয়েছে।.....মধু নাকি বলছে, মিনু এখন চলে গেলেই হোত।.....সবাই বলে, রমাকে নিয়ে কেন যাবেন? বোঝে না, ওর sacrifice কতখানি। Half pay হোক্, without pay হোক্, ও যাবেই। বোম্বেতে আমি আছি শিবসাগরে, ও Malabar Hill য়ে আরেকটা বাড়ীতে। খাবার দিতে আসতে দেরী হওয়ায় বকাবকি করে কিছু খেলাম না। বিকালে কামদার বললো : রমাদির শরীর খারাপ; কিছু খায় নি।.....চুরি করো, বাটপাড়ি করো, একটু চরিত্র থাকা দরকার।

[অভিদার ননী সেনকে লেখা চিঠি পড়া হোল। তার একাংশ :—দাদা রবীন্দ্রনাথকে বলেন, মাইকেলের অবস্থা দেখে দানের সাগর বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'এতোক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।' লিখেছিলেন নিজের নাম লুকিয়ে। রবীন্দ্রনাথ দাদার গাল টিপে দিয়ে বলেন, 'তুমি অপূর্ব'।

২১.৫.৭৮ (তদেব) দাদা :—মিনু এখন ভালো আছে, মুরগীর সুপ খাচ্ছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। শীগ্‌গির বাসায় আসবে। ননী সেদিন রমার বাসায় চাকা ঘুরিয়ে দিল তো। (অপ্রতিভ ননী সেন তখন সেদিন রমার বাড়ীতে দাদার চাকা ঘুরানোর কথা সবিস্তারে বললো।).....আধা দিলে চলবে না; পুরো দিতে হবে। এও পারলো না।..... শংখচূড়ের স্ত্রী তুলসী। নররূপী নারায়ণ এলেন তার সতীত্ব..... ননী সেন :—নাশ করতে না হলে তো মুক্তি হবে না। দাদা :—কাহিনীটির তাৎপর্য তাই। জন্মে জন্মে তো কত শংখচূড় পাবে। কিন্তু, নারায়ণকে? (customs প্রসঙ্গে Officer কে) দাদা :—কি রে, ধরবি না তো? Officer : না, এখন relax করেছে।

দাদা ঃ—এতো বড়ো Vice-chancellar Dr. Sen যাচ্ছেন; কাজেই relaxation হয়েছে। (সর্বজ্ঞ দাদার এই নির্জলা পরিহাস ননী সেনের অহমিকায় হুল ফুটাল।).....গীতার আমি বিশ্বব্যাপী আমি। কল্যাণ (দে)ঃ—পঞ্চানন দা বলেছে, সরোজের খুব আর্থিক ক্ষতি হয়েছে; শচীনেরও। শচীনের চোখের আলোও নিভছে; হয়তো একেবারেই যাবে। আমি যখন খুশী তখন দাদার কাছে যাবো। (শেষ কথাটা শুনে দাদা মুচকি হাসলেন।).....দাদা ঃ—লোকের আজে-বাজে কথা শুনে অভিকে ফোন করে বলেছিলাম, তোর ইচ্ছা হলে ফূর্তি কর্। ও বললো ঃ ইচ্ছা করে না। অভি চির সুন্দর। 'অবতারবরিষ্ঠ' বললেই হোল। অভি হোল অবতারবরিষ্ঠ। কিন্তু, উনি নিষ্ক্রিয় রেখেছেন।

২৩.৫.৭৮ (তদেব) [বাটার দীনেশ চক্রবর্তী আছেন। তাঁর মেয়ের বাচ্চা হবে। দাদা অনেক দিন আগেই বলে দিয়েছেন, normal delivery হবে। ডাক্তাররা ৭/৮ দিন আগে থেকে বলেছিলেন, বাচ্চা নড়ছে না, going to be dead. দীনেশদা ছুটে এসে দাদাকে জানালে দাদা বকে তাড়িয়ে দেন। বলেন, কথা বিশ্বাস না হলে এখানে আর আসিস্ না। দিন দুই আগে বাচ্চা একটু নড়ছে দেখে উনি ডাক্তারদের বলায় তাঁরা আমল দিলেন না। শেষে সার্জেন এলো dead baby কে পেট কেটে বের করতে। দেখে, বাচ্চা নড়ছে। তারপরে normal delivery ই হোল। তাই আজ দীনেশদা এসেছেন দাদাকে সেই সুসংবাদ দিতে। দাদা গম্ভীর স্বরে বললেন, এখন দাদা খুব ভালো হয়ে গেল! নিষ্ঠা না থাকলে এখানে না আসাই ভালো।। ননী সেনের ডাক পড়লে সে উপরে গেল।] দাদা ঃ—তোর বৌদির টিকেটের জন্য পুরবীদের ডলার দেবো। বৌদিকে সব উস্কানি দিচ্ছে দাদার সঙ্গে যাবার জন্য। নিজেরা তো যেতে পারবে না। এইভাবে যদি রমার যাওয়া বন্ধ করতে পারে। রমার মতো sacrifice কে করতে পারে? আরে, আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি যে যাত্রার দল সাজিয়ে নিয়ে যাবো? যাচ্ছি তোপের মুখে। যদি টি.ভি.-তে একবার উঠে যায়, তাহলেই হয়ে গেল! মা—এই সব করছে। তাকে আমি টাকা দিয়ে নিয়ে যাবো? না, ফ্রীম্যান্‌কে লিখবো টাকা পাঠিয়ে দিতে? ও কি রান্না জানে? একজন বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া কে এর রান্না করবে? কেউ জানে কি এর রান্না করবে বলে রমা টাকা খরচ করে রান্নার training নিয়েছে? এই সব লোককে আস্তে আস্তে চলে যেতে হবে। ননী সেন ঃ—গীতাদিকে নিয়ে গেলে পারেন। দাদা (রেগে) ঃ—আমাকে ভালোমন্দ কি করতে হবে শিখাতে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। এতো অহমিকা কেন?..... (হেসে) আরে, আমি কি দেশ দেখতে যাচ্ছি? এর কি universe য়ের কোন জায়গা দেখা বাকী আছে?.....(ঠাট্টাচ্ছলে) ননীদাই মিনুদিকে বাঁচালো।..... দেখ্, অনেক সময়ে এ যেতে পারে না। এ কি নার্সিং হোমে, হসপিটালে যাবে? যাবার দরকার আছে? ইচ্ছা হলে যাবার দরকার হয় না; ইচ্ছা না হলে যেয়ে কি হবে?..... তোর জামাইকে তিন জনের জন্য sponsorship letter পাঠাতে লিখিস্। ফ্রীম্যানের এই চিঠিটার উত্তর দিস্।

২৭.৫.৭৮ (তদেব) [ননী সেন সকাল ১০টা নাগাদ দাদার বাড়ী ঢুকছে, এমন সময়ে ডাঃ সমীরণ মুখার্জির পুত্র গৌতম বললো ঃ কাল রাতে পৌনে ৯টায় মিনুদি মারা গেছেন। দাদা বার বার নার্সিং হোমে নিতে নিষেধ করেন। তারপরে দাদা একদিন নার্সিং হোমে গিয়ে বলেন, ৬ দিনের মধ্যে ওকে বাড়ী না নিলে ও মারা যাবে। তাতে ডাঃ দীপু ঘোষ বলে, You are not the last word on medicine. ফলে যা ঘটবার ঘটলো। দাদা কাল পরিমলদার বাড়ী থেকে হঠাৎ উঠে পড়েন এবং গম্ভীর মুখে বাড়ী ফেরেন। মধুদা ইতিমধ্যেই বৌদিকে ফোন করে সব বলেন। বৌদি দাদাকে বললে দাদা বলেন, জানি। আমার আরেকটা পাঁজরা গেল; প্রথমটা ছিল বিভূতি। পরে সমীরণদা বললেন, হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ী করে কাল রাত্রেই বাড়ী এনে রাত ২.৩০টায় শ্মশানে নিয়ে যায়; ৫.৩০ টায় সব শেষ। দাদা কিছু পরে ননী সেনকে ডাকলেন।] দাদা ঃ—মিনুদির কথা তো শুনেছিস্।..... TIFR য়ের Dr. P.V.S. Rao র এই লেখাটা explain করে আবার লিখে দে।.....ননী। যাই। কাল আস্‌বি তো?

২৮.৫.৭৮ (তদেব) [আজ রবিবার; বহু জনসমাগম। সন্তোষপুরের গোপাল মণ্ডল এলে দাদা বললেন ঃ কী গোঁসাই! অনেক দিন পরে এলে। গোপাল ননী সেনকে বললো ঃ পিসীর শোথ হয়েছে। সারা গা ফুলে গেছে; দেখে, লুঙ্গি পরা একজন অপূর্ব সুন্দর লোক এসে বললো ঃ বিশ্বাস থাকলে ভয় নাই; সব ভালো হয়ে যাবে। পিসী শুধালো, আপনি কে? উত্তর ঃ—দাদা।] দাদা ঃ—কপিল ছিল writer ; যোগে top ; ন্যায়েও কিছুটা। তখন গঙ্গাসাগর কোথায় ছিল? ওটা তো ৮০০ বছর আগের; আর কপিল তো ৩০০০ বছর আগের।

২৯.৫.৭৮ (তদেব) [উপরে হরিদা ও কালীদা বসে। ননী সেনের ডাক পড়লো।] দাদা ঃ—তোকে ডাক্‌লাম,

একটা কথা ওদের বলেছিলাম; এতো বোকা লোক! তুই কি বলিস্ জানার জন্য। জগাই-মাধাই কি রকম ছিল? তোদের ভাষায় কোন খারাপ কাজ বাকী ছিল কি? কিন্তু, তারাইতো সুদর্শন দেখলো। আর কেউ দেখেছিলো কি? সুদর্শনটা কি? মাথা কেটে দিল? সুদর্শনটা প্রেম.....ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ এসে তাঁর বইগুলো দিলেন। সঙ্গে ছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আমি বইগুলো হরেকৃষ্ণকে দিলাম। ডঃ নাথ বললেন ঃ এ কী, পড়ে দেখলেন না? বললাম, ধরলেই হয়ে যায় বুঝা। ডঃ নাথ কেঁদে বললেন ঃ মহাজ্ঞান না হলে বুঝা যায় না!..... দাদা ঃ—.....গুরু হবে কেমন করে? যদি স্বয়ং ও আসেন,—সবাইইতো স্বয়ং,—কিন্তু তাঁর পূর্ণ প্রকাশ যিনি, তিনিও কি নিজেকে গুরু বলতে পারেন? কে কাকে মন্ত্র দেবে? সবইতো এক।.....গঙ্গাতীর। এইরকম এইরকম (আঙ্গুল গণা) করা। নিমাই বললেন ঃ তোমাদের (জগাই-মাধাই) ভোগদণ্ড শেষ হয় নাই। (হরিদা-কালীদা চলে গেলেন।) নীচে আর কে কে আছে? (শুনে বললেন ঃ) কেন আসে? দেখে যে কথা বলি না। (গীতাদি ডাকায় সবাই উপরে এলেন,—গোপালদা, ডাঃ ভদ্র, জ্ঞানদার ভাইঝি অঞ্জু, মঞ্জুর মা প্রভৃতি।) দাদা (ননী সেনকে) ঃ তুই ফ্রীম্যানের চিঠি দেখেছিস্? ননী সেন ঃ হ্যাঁ, একটা তো উত্তর দিতে দিলেন। দাদা ঃ—না, না আরেকটা চিঠি; কামদারকে দিয়েছি। লিখেছে, ১০০০ লোক invite করবে। সমস্ত scientist, university র president, senators সবাই থাকবে। ননী সেন ঃ তা হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। দাদা ঃ না, বেশি কিছুর ভিতরে যাবো না। ননী সেন ঃ—একটা কিছু দেখলেই তো হয়ে যাবে। দাদা ঃ—হয়ে তো গেছেই। লন্ডন, জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা সবই হয়ে গেছে। ওঁর ইচ্ছায় যাচ্ছি।..... (জনৈক ব্যক্তি) ঃ—হাকিম চেয়েছিলেন আপনি শচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন। তাহলে ওর বিরুদ্ধে forgery charge আনা যেত। দাদা ঃ—ওরে বাব্বা! বলিস্ কী? আমার কোন অভিযোগ নাই। থাকতে পারে কি? এতো হয়েই ছিল! সব দোষই আমার। এতো 1971/72 তে অভিকে স্পষ্ট বলেছে, শচীন কেস্ করবে বা তাকে দিয়ে কেস্ করানো হবে। ভেবে দেখো, শচীনের মতো মহাভক্ত। কিন্তু, বাঁকা পথে যেতে হবে; না হলে সত্য প্রতিষ্ঠা হতে দেরি হবে। দেখলি তো, সারা বিশ্বে নাম ছড়িয়ে পড়লো। কাজেই শচীনের দোষ কোথায়? যাঁর কাজ, তিনি করেছেন; আমরা কেন কর্তা সাজতে যাই? অথবা, এসবই প্রকৃতির গুণতারতম্যের তরঙ্গমাত্র। তবে এ কখনো পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। শচীন ঐ পর্যন্তই। জাগতিক মর্যাদা তো রক্ষা করতে হবে! এ ব্যাপারে নিমাই পণ্ডিত ভয়ংকর কড়া ছিলেন।.....ননী সেন ঃ—আপনি তো দুমাসের জন্য চললেন। আমরা কী নিয়ে থাকবো? দাদা ঃ—আমি তো দুমাস থাকবো না। (নাপিত এলো নখ কাটতে। দাদা তাকে নিয়ে বাথরুমে গেলেন। নখকাটা হলে ফিরে এসে বসলেন। সে আরো অনেক পরের কথা যখন মানা বা গীতা nail-cutter দিয়ে দাদার নখ কেটে দিত।)..... দাদা ঃ—কাল পরিমলকে নিয়ে John's য়ে চুল কাটতে যাই। লোকটি—সাঁই সম্বন্ধে বললো ঃ—একজনকে বাঁচিয়ে দেবে বলে ৩০ লাখ টাকা নেয়; লোকটি কিন্তু মারা যায়। কিন্তু blitz য়ের ব্যাপার আশ্চর্য। মিঃ সরকার তো বিরাট্ লোক! তিনি আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা বলবেন কেন? এ বললো, যিনি করবার করেছেন; এ কিছু পারে না। পরিমল ওকে বললো ঃ—আপনি তো christian! সে বললো ঃ—না, John য়ের কাছ থেকে কিনেছি। আমি পাঞ্জাবী, ভগবতী সিং।..... গীতা। মিনুর বাড়ী বৌদিকে নিয়ে যাবি। কবে? গীতাদি ঃ—এই বুধবারের পরের বুধবার। সকালে যাবো। বৌদিকে যখন বলবেন, নিয়ে যাবো।

২৪.৭.৭৮ (তদেব) [৩০শে মে সকালে রমাকে নিয়ে দাদা প্লেনে দিল্লী যান। অভিদাও বোম্বে থেকে সেখানে যান। তিনজনে ১লা জুন লন্ডন রওনা হয়ে ২রা সেখানে পৌঁছান। সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায় বিদ্বজ্জন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। সংবাদপত্র এবং TV flodded, অভিদার ভাষায়। এদিকে রমার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে; সংক্ষেপে বললে, morgue য়ে পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু, দাদার ইচ্ছায় বেঁচে যায়। দাদার নির্দেশে হার্ভে ফ্রীম্যান লন্ডন এলে তাঁকে ও অভিদাকে নিয়ে দাদা জার্মানী যান ২ দিনের জন্য। Peter Meyer Dohm য়ের মহানাম-প্রাপ্তি সেখানকার সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। আর সারাক্ষণ অবিশ্রান্ত তুষারপাত ২ দিনের জন্য বন্ধ করে দেবার কাহিনী তো আছেই। সেখান থেকে আবার লন্ডনে ফিরে কিছুদিন। তারপরে ১৯শে জুন আমেরিকা যাত্রা। সেখানে ৩০শে জুন পর্যন্ত ফ্রীম্যানের La Center য়ে অবস্থান। তারপরে বিভিন্ন States য়ে যাতায়াত।

সর্বত্র গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাদা-সাক্ষাৎকার–church Minister থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়ক, Senator, Governor. বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য মহারথীরা পর্যন্ত। Industrialistরাও পিছিয়ে

ছিল না। সকলে মহানাম পান,—বৈজ্ঞানিকরাও। রাশিয়ায় Breznev য়ের শ্যালক বিরাট্ বৈজ্ঞানিক Dr. cobalenco নিজের tie তে মহানাম পান। আরো অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক মহানাম পান। আমেরিকার সাম্প্রতিক এবং প্রাক্তন এক প্রেসিডেন্টকে আশীর্বাদ-রত দাদার ফটো তোলা হয়। La Center থেকে ফ্রীম্যান্‌কে নিয়ে প্লেনে কোথায় যাবেন। কিন্তু, প্রচণ্ডতুষারপাত হচ্ছে। Pilot প্লেন ছাড়বে না। দাদা তার কাছে গিয়ে সামনের জানলার কাছে দুবার হাত নাড়লেন নিজের স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীতে। যাত্রা-পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। প্লেন ছাড়লো এবং নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌঁছালো। এক চার্চে বিরাট সমাবেশের সামনে দাদা বলেন ঃ "জেরুজালেম, ইরাক, ইরান সব India য় ছিল। India তখন খুব বড়ো ছিল। কাজেই যীশুর জন্ম India য়। ২০ বছর ৭ মাসে সে কাশ্মীরে আসে; কাশী ও মাদ্রাজে যায়। সে ক্রুশবিদ্ধ হয়নি। তাঁকে accept করেনি; তাই ক্রুশবিদ্ধ হওয়া।" সর্বত্র সত্যনারায়ণ পূজায় প্রকৃতির রূপান্তর দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি গোপনে বসিয়েও কিছু হদিশ্ করতে পারেনি। মহারথীদের অনেকেই অর্থ, হর্ম্যাদি বা মহার্ঘ হীরকাঙ্গুরীয়াদি দাদাকে দিতে চান। দাদা উত্তরে বলেন ঃ ওসব দিয়ে কি করবো? আমি তোমাকে চাই। The universe is my home. I am the richest man in the world. লন্ডনেও Dr. Goldberg ও Dr. Rolland য়ের মহানাম-প্রাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। য়ুরোপ—আমেরিকা ভ্রমণ-সংক্রান্ত Newspaper cuttings অভিদা দয়া করে আমাকে সব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, Diary তে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা তখন প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু, মনের তাড়নায় আমি সুদীর্ঘ ১৩ বছর আমেরিকায় প্রবাসী, আর cutting গুলো খামে বন্দী হয়ে কলকাতায় আলমারিতে সুপ্তিমগ্ন। কাজেই তা কাজে লাগানো গেল না। যাই হোক্, ১৬ই জুলাই দাদা Deleware য়ে পুরবী ভারতীয়ার বাড়ী যান। সেখানেও পূজা হয়। বোধহয় ১৮ই প্লেনে উঠে ১৯শে দাদা লন্ডন পৌঁছান এবং সেখান থেকে ২১শে দিল্লী পৌঁছে গতকাল রাত ৯.৩০টায় দাদা কলকাতা পৌঁছান।] দাদা (ননী সেনকে) ঃ তোর অপেক্ষায়ই ছিলাম। টালিবালি করলে আসার কোন দরকার নাই,—এটা সবাইকে বলে দিতে হবে। সামনের রবিবার তুই এ সম্বন্ধে সবাইকে বলবি। .....ওখানকার লোকেরা অন্য ধরণের। Integrity আছে; সত্যিকারের intellectual বলা চলে। একবার বুঝলো তো হয়ে গেল। এখানে হাজারবার দেখে বুঝেও কিছু হয় না।..... (রমার লন্ডনে প্রাণান্তিক দুর্ঘটনার কাহিনী বলতে বলতে) রমাকে dead বলে morgue য়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দাদার সমস্ত শরীর কালো হয়ে যায়। তখন ওর pulse পাওয়া যায়। মাথার খুলি, নাড়ীভুড়ি সব বেরিয়ে এসেছিল; একটা চোখও। মাথায়ই ৩২টা stitch দিতে হয়। stitch দেবার আগে বাইরে থেকে দাদা বললো ঃ anaesthesia দিও না। ডাক্তার কিছুতেই শুনবে না। তখন হঠাৎ এক প্রভাবশালী ডাক্তার—যিনি দাদার কাছে মহানাম পেয়েছেন,—সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ—উনি যা বলছেন, তাই করুন। উনি মহাযোগী,—India থেকে এসেছেন। তখন তাই করা হোল। বুকে এখনো কাচ ঢুকে রয়েছে। গলাবার ওষুধ নিয়ে এসেছে।

২৫.৭.৭৮ (পরিমলদার বাড়ী; সন্ধ্যা) দাদা ঃ—আমেরিকা থেকে ফ্রীম্যানের ফোন আসে। ওখানে এর জন্য কান্নাকাটি পড়ে গেছে। সব উৎসবে আসতে চায়। তাহলে Grand Hotel য়েও কুলোবে না। ওরা ১ লাখ টাকা পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করতে চায়। এ নিতে পারে না। কারণ, কাগজওয়ালারা একটা কিছু বের করে দিলেই হোল ঃ দাদাজী এবারে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এসেছে ইত্যাদি। বলেছি, তোমরা লন্ডন-আমেরিকায় উৎসবের ব্যবস্থা করো; সেখানে উনি যাবেন। (হরিদা বোম্বে থেকে ফোন করে বললেন, কাল কলকাতায় আসছেন। দাদা বললেন ঃ Breznev য়ের শ্যালক Nobel Laureate Scientist converted হোল। সে tie তে মহানাম পায়। Peice of paper তার হাতে দিতে চাইলে সে আপত্তি করে। বলে, অন্য কিছুতে মহানাম দেখতে চাই। এ বললো ঃ তাতো হয় না। তবে তোমার জন্য তাও হবে। কিরে। তাহলে রামের কাছেও পৃথক আছে। (হরিদার শ্যালিকা প্রতিমাকে ফোনে কোন কথার জবাবে) তাহলে কালীঘাটে বিয়ে করে নেবো। রেজিষ্ট্রী করতে তো পারি না। রেজিষ্ট্রী হয়েইতো এসেছে। ননী সেন ঃ কবে আমরা আমেরিকায় মেয়ের বাড়ী যাবো? দাদা ঃ—১১ই অক্টোবর যেয়ে ১২ই ৩.৩০ টায় পৌঁছাবে। (সকালে দাদা কালোমাণিককে দেখিয়ে গীতাদিকে বলেন ঃ এই আমার আসল ছেলের বৌ।)

২৬.৭.৭৮ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [দাদা Cobalenco র কথা বলছিলেন। সে পরে ফোন করে। দিল্লী থেকে I.G. of Police ফোন করেন।] দাদা ঃ—সুমতি বেন কাল আসছেন; হরিপদ আজ। পিতাজী এবং প্যাটেল

আসছেন পরশু।..... ডঃ পাণ্ডা আমেরিকায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিল। (ননীগোপালদা এলেন।) দাদা ঃ এতোদিন পরে মনে পড়লো। লাল্টুর খবর কি? রবিবার তোরা সবাই আসিস্।.....বাগ্‌চীরা সকালে আসে। এসে উপরে একে খবর পাঠায়। এ রবিবার আসতে বলে। ওরা রবিবারে ভিড়ের কথা বলে। তখন এ জানায়, তাহলে আসে না যেন। এখন রবিবার ছাড়া কারুর সঙ্গে দেখা করবো না, এমন কি ননীসেনের সঙ্গেও নয়। (বাটানগরের জগদীশ ঘোষালের স্ত্রী আসেন যখন দাদা উপরে উঠলেন।) দাদা ঃ—শরীরটা খারাপ। পূজার আগে একদিন তোদের বাড়ী যাবো। ওরা খুব ভালো; ওদের বাড়ীর পরিবেশটাও এর খুব ভালো লাগে। (কেউ কেউ গোপনে কিছুদিন ধরে আলোচনা করছিল যে জয়প্রকাশ নারায়ণ নাকি দাদার কাছে আসেননাইনি। তিনি বরং পছন্দ করেন—সাঁইকে। এটা নাকি তাঁর জবানীতে কোন ইংরেজী কাগজে বেরিয়েছে। কাগজটা দেখতে চাইলে কেউ দেখাতে পারেনি। অথচ জয়প্রকাশের দাদার উপরে লেখা প্রবন্ধ এর আগেই বোধহয় বইয়ে বেরিয়ে গেছে। দাদা এই মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নানা কথা বলে পরে বলেন ঃ) ননী। এ বিষয়ে তুই রবিবার পরিষ্কার করে বলে দিবি।

ননীগোপালদা ঃ—১৫ই আগষ্ট আমার বাড়ীতে চলো। দাদা ঃ—পরে দেখা যাবে। (বীরেন সিমলাইকে বই ছাপানোর ব্যাপারে দাদা ফোন করলেন।) দাদা ঃ—সে কী। কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে। ১৫ হাজার টাকার কাগজ। (ফোন রেখে) তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যকেই দে সমস্ত journal য়ের article একত্র করে।

৩০.৭.৭৮ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন ১০.১৫ টায় গিয়ে দেখে, হলঘর, পেছনের ঘর, লবী সব জন-সমাকীর্ণ। অতিকষ্টে এক জায়গায় বসে পড়লো। দাদা উপরে হরিদা ও প্রতিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিছু পরে নীচে নেবে হলঘরে এলেন। একটু হাসি-ঠাট্টার পরে দাদা মানাকে বললেন ঃ লন্ডন ও আমেরিকার Newspaper য়ে যে article গুলো বেরিয়েছে, সেগুলো পড়ে শোনা। মানা গোটা ৫ article পড়ে শুনালো। দাদার নির্দেশে ননী সেনকে প্রতিটি লেখকের পরিচয় দিতে হোল। পরে দাদার নির্দেশে আমেরিকার তিনটি ঘটনার বিবরণ দিতে হোল। প্রথম, Lilian Carter (President Carter য়ের মা) য়ের দীর্ঘ দিন ধরে পিঠে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। দাদাকে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। হঠাৎ দাদা ছুটে গিয়ে তাঁর পিঠে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন। যন্ত্রণা দুর হোল; Lillian অভিভূত। দ্বিতীয়, এক মহিলার ১০ বছরের paralysis. দাদা হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁকে সবার সামনে হাঁটালেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেলেন। তৃতীয় ঘটনাটি ফ্রীম্যানকে নিয়ে প্লেন-যাত্রার কাহিনী যা আগেই বলা হয়েছে। এরপরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা—বস্তুত কান্না—করার পরে 'জয়প্রকাশ দাদার কাছে কখনো আসেননি' এই মৎসরী জল্পনায় পরম ব্যথিত দাদা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তীব্র ভাষায় বাঙালী মনস্তত্ত্ব ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।] দাদা ঃ—হয়তো এর পরে বলবে, ননী সেন কখনো এখানে আসেনি। সব সেয়ানা পার্টি। আর আসার দরকারটাই বা কি? সত্যটা তো পেয়েই গেছে। যাদের conception নাই, তাদের এখানে এসে একে বিরক্ত করার দরকার নাই। সব কলির অনুচর। এর পরে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে দেবে। কিন্তু, এ স্বভাবে থাকবে; দুই একজন সঙ্গী হলেই হোল। কাণ্ডারীকে পাওয়া মহা-মহা-মহা ভাগ্যের কথা। ব্রজপ্রেমই যদি না হোল, তাহলে টালিবালি করে কি হবে? [১২.১৫টা নাগাদ উপরে যেতে যেতে কালো মাণিককে দেখিয়ে বললেন, "এটার সঙ্গে কথা বোলো না; কী কালো কুচ্ছিৎ"। উপরের ঘরে বসে বললেন ঃ "সব স্বপ্নের মতো হয়ে গেল; রমা যেমন স্বপ্ন দেখছিল।" রমা ওখানে ছিল। দাদা-বৌদির পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও রমা দাদার attached bathroom য়ে স্নান করতে গেল না। আগে কিন্তু সদর্পে যেতো। কিছু পরে দাদা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "ওর বাড়ীতে আমি আর যাবো না। তবে ও ভালো। (যতি।) হরি—র টাকা এখনো দিল না।" কিছু পরে কালোমাণিক এলে বললেন, "এটা আবার এসেছে কেন? কী কালো। দেখতে পারি না।" প্রায় ১টায় সস্ত্রীক ননী সেন উঠলো যাবার জন্য। দাদা ঃ—অসুবিধা হলে এখান থেকে খেয়ে যা।" 'না, দাদা' বলে সস্ত্রীক সেন বেরিয়ে এলো। বাড়ীতে রান্না হয়নি। অতএব, বালীগঞ্জে 'নিরালায়' যেতে হোল ধোসা খেতে। সেখানে তখন ধোয়া-পাখলা হচ্ছে। অতএব, রাসবিহারী এভিন্যুতে Ladies' own য়ের কাছের এক রেস্তোরাঁয় গমন। সেটা আবার কার মৃত্যুতে বন্ধ। অগত্যা চিড়া কিনে বাড়ী ফেরা এবং চিড়া-দুধ ভক্ষণ। কলার কথা মনে ছিল না; এবং পাটালির। তাহলে সর্বজ্ঞ দাদাকে টেক্কা মারা যেতো।]

৬.৮.৭৮. (তদেব) [পৌনে ১১টায় ননী সেন দাদালয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাকীর্ণ হলঘরে উপবিষ্ট দাদা

ডাকলেন। ননী সেন সামনে গিয়ে বসলো।] দাদা ঃ—মানাকে বললাম, ননীদা এসেছে, দেখ্; কিছুতেই দেখবে না। আমেরিকায়ও এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। অভিদা ও ফ্রীম্যান্‌কে বললাম ঃ একটা গাড়ীতে ৫জন আসছে; 1st, 2nd গাড়ী নয়; 3rd গাড়ী। তৃতীয়ইতো হবে, কি বলিস্? তাদের ওরা পথ করে নিয়ে এলো। বললাম, ওরা চা খেয়ে আসে নি; ওদের চা দাও। ওরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা এসেছি, উনি জানলেন কেমন করে? অভিদারা বললো, উনি সব জানেন।.....আচ্ছা, ডুব দিয়ে আবার উঠলে বলে 'অবগাহন'। কিন্তু, যে ডুব দিয়ে আর উঠে না, ডুবেই থাকে, আর উঠে না, তাকে কি বলে? (বারবার বলে যাচ্ছেন।) ননী সেন ঃ গোবিন্দ। দাদা ঃ—জীব কি এরকম পারে? কথায় বলে, "ধীরা স্থিরা গম্ভীরা রসে হাবুডুবু।" আর যে ডুবেও থাকে, আবার সব কিছু করে, তাঁকে কি বলে? সেন ঃ—সে আরো বড়ো। দাদা ঃ—যে সব কিছু করে, অথচ কিছুই করে না? সেন ঃ সেতো প্রাণারাম রাম।..... দাদা ঃ—Pacific Ocean য়ের উপর দিয়ে যখন প্লেন যাচ্ছে, তখন এক এক বার হঠাৎ ১ মাইল নীচে নেমে যাচ্ছে। (হেসে) আমি শুয়েছিলাম; পড়ে যাবো ভেবে উঠে বসলাম। সবাই জিজ্ঞেস করলো ঃ দাদাজী। এটা কেন হয়? এ বললো ঃ Pacific Ocean য়ের ব্যাস ৭০০০ মাইল, আর লম্বা তো জাপান পর্যন্ত।.....মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছুটা ইতিহাস আছে; এখন লোকে জানছে। তখন তো বিদেশে যাওয়া যেতো না। কিন্তু, যেখানে যেখানে যান, সবাইকে তো বশ করেন। তিনিও বলতেন, নাম করো।.....পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েই পাঠান। কিন্তু, লোকে কর্তৃত্ব না বুঝে গোলমাল করে।.....Ford New York য়ে একটা Palace দিতে চেয়েছিল। ওঁর ১ সপ্তাহের income India Government য়ের সারা বছরের। এ বললো ঃ ও নিয়ে কী করবো? সারা বিশ্বটাইতো এর। I am the richest and the happiest man in the world. আর কুবেরকে তো সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আসেন। .....উনি বললেন, 'যান্'; তাই গেলাম।..... একটা মেয়ে, নাম Ivalina ; সুন্দরী তোদের মতে এবং এর মতে ও; অর্থাৎ সুন্দরী যুবতি। মেয়েটা কিরকম? শাড়ী পরে, কালো চুল; এই মানার মতোই বয়স। মেয়েটা একদিন পা massage করছিল; বললো, এইটা চোখ, এইটা heart. কার মেয়ে, জানো তো? ওর বাবা ওকে বলে, উনি মানুষ না। তুমি যদি India যেতে চাও, যেতে পারো। ও বললো ঃ না, নিজে টাকা রোজগার করে যাবো। প্লেনে ওঠার সময়ে শাঁখ বাজায়, এর পায়ে kiss করে। পরে Harvey এসে বলে ঃ কাঁদছে। এ বললো, কাঁদতে দাও। পরে এ স্বগতভাবে বললো ঃ আগের জন্মে তুমি আমায় কাঁদিয়েছো; এবারে তোমাকে কাঁদাবো। ওর দুটো চিঠি এসেছে। নে, ধর্; উত্তর দিয়ে চিঠিদুটো রেখে দিস্। (কলকাতায় চিঠিদুটো এখনো ননী সেনের আলমারীতে আছে massage য়ের diagram সহ।).....প্লেনে একজন নামকরা সাধু ছিল। এ যতোই সাধুদের বিরুদ্ধে বলছে, সে কেবল 'ঠিক ঠিক' বলে যাচ্ছে। এখন তো প্রায় সব আশ্রম থেকেই এর কাছে আসছে।

১০.৮.৭৮ (তদেব) দাদা ঃ—যীশু জেরুজালেম থেকে ২১ বছরে কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ যায়; সেখান থেকে রোমে। তখনো Church ছিল।..... Christian ছিল। রাবণকে আদি Christian বলতে পারিস্। পৃথিবী তিন ভাগ ছিল।..... Ivalina র গুরু ছিল কেরলীয়ান। ওকে এ বলে ঃ অন্য বারে তুমি আমাকে জ্বালিয়েছো; এবারে আমি তোমাকে একটু জ্বালাই।.....রমার accident য়ের পরে Harvey দেখে, চারিদিক্ থেকে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাদাকে আক্রমণ করতে আসছে; দাদা হাসছেন। পরে লন্ডনে এসে একে ঘরের দরজার বাইরে দেখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বলে, একী, দাদাজী! পরে নিজেই বলে, ওঃ, Death-mask!..... (মানাকে) একটু টিপে ঠিপে দে। ননীদা তো দেখে আবার ঝামেলা করবে!..... (গোপালদাকে) এই শালা বলে যে আমার কাছে টিকি বাঁধা আছে।.....ধীরুভাই নায়েকের নামে একটা article দিতে হবে।.....এ দিকে রমার এই ব্যাপার, ওদিকে ঐ সব হচ্ছে। কে করছে? আমি যেন স্বপ্ন থেকে ফিরে এলাম।.....ঠাকুরও (রাম) মাঝে মাঝে এমন করতেন যে বলতাম, যাও, যজমানি করো গে।

ননী সেন ঃ—'দাদাজী' নাম কবে হোল? দাদা ঃ—১৯৬৬তে। উনি দেন। সেন ঃ—সবাইকে বলেন তো আপনি? দাদা ঃ—হ্যাঁ। (গোপালদার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। খাদ্য-তালিকা স্থির করে দিলেন।).....উনিই (ঠাকুর) তিনি; আবার এও তিনি। এই আমিটা কিছুই নয়; আবার এই আমিটাই সব।.....২ ফর্মা করে দিলে তো ৮ সপ্তাহ লাগবে! ননী সেন ঃ—না, ৫ ফর্মা তো হয়ে গেছে; আর ১০ ফর্মা। ২ ফর্মা সপ্তাহে করলে ৫ সপ্তাহ। ৩/৪ ফর্মা সপ্তাহে করতে বলতে হবে। দাদা ঃ—কী, আমাকে বলতে হবে? ননী সেন ঃ—আমার কথা কে শুনবে? (গোপালদাকে লক্ষ্য করে)-দেব, -উদ্দিন প্রভৃতির সুর মিলতো না। -উদ্দিনকে তো বলতো, কাঠিয়া বাবা।

২০.৮.৭৮ (তদেব) [আজ রবিবার, লোকে লোকারণ্য। ননী সেন বাহিরে বসলো। পরে ডাক পড়ায় ভিতরে।] দাদা ঃ—যাদের ভালো লাগে না, তাদের আসার দরকার নাই। যীশুর আগেও Church ছিল। সেখানে পুতুল-পূজা হোত।.......ইব্রাহিমওয়ালা পরে বাইবেল লেখে। (আমেরিকা-লন্ডনাদির কথা।) জার্মানীর চ্যান্সেলার মহাপণ্ডিত। গোপীনাথ কবিরাজের কাছে আসে; অনন্তকৃষ্ণের ছাত্র; ১৫ বছর ভারতে ছিল। অনন্তকৃষ্ণের ফটো দেখলাম। বললো, এটা আগে দেখালে আর তর্ক করতাম না। ভালোই হোল; না হলে না বুঝে submit করতো। ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। একেবারে উলঙ্গ হয়ে বললাম, দেখো। কী দেখলো, ওই জানে। তারপরেই লুটিয়ে পড়লো।

২৩.৮.৭৮ (তদেব) [চিন্তামণি মহাপাত্র ছিলেন। গোপালদা পরে আসেন।] দাদা ঃ—(জনৈককে কটাক্ষ করে) আমার ছেলে খুব ভালো। আরে, নিজে ভালো কিনা আগে সেইটা বোঝ্; তারপরে ছেলে। (ননী সেন চিন্তামণিদাকে গোপালবার কথা শুধালো।) দাদা ঃ—আরে, সে তো—যা বলবে, তাই করবে।—তো মহারাজ। কত কথা বললাম! কিছুই শুনছে না। উকিল নিয়ে কি সব করছে। জেল কী আর এমনি হয়েছে। ও নিশ্চয়ই মাতব্বরি, মস্তানি করেছে। university নাকি certificate দিয়েছে ঃ He is the best boy of the university! ননী সেন সম্ভবত খুব relish করছিল। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। শীঘ্রই অশনি-পাত হোল। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রেসের মানসীদির ফোন।) ননী সেন ঃ—দাদা। আমি 'uncommon' বসিয়ে দিয়েছি। দাদা (প্রচণ্ড ক্রোধে) ঃ—এক জায়গায় দিলেই হবে? মানাকে দেখাতে হবে। ননী সেন ঃ—তাহলে তো মানাই বসিয়ে দিলে পারে। দাদা ঃ—হ্যাঁ, মানা একজায়গায় বসিয়েছে; ননীগোপাল ও সমর্থন করেছে। ননী সেন ঃ—তাহলে তো মিটেই গেল। দাদা ঃ—না, তুই দেখ্। ননী সেন ঃ—মানা যেখানে ওটা বসিয়েছে, সেখানে ওটা একেবারে বেমানান। আমি যেখানে দিয়েছি, সেখানে তবু চলতে পারে; ওটাও তো বলেছি manuscript না দেখে! দাদা ঃ—না, ওটা মানা appeove করছে না। ননী সেন (মুক্ত ও বিগিংং উত্তপ্ত কণ্ঠে)—তাহলে তো manuscript দেখতে হবে। দাদা ঃ—মানসীকে পড়ে শোনাতে বল্। (মানসীদি কিছুটা পড়ে শোনালেন। ননী সেন তখন বলে দিল কোথায় 'uncommon' বসাতে হবে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।) (অনিমেষদা—মঞ্জুদি এলেন। দাদা ওদের সঙ্গে একান্তে কথা বলবেন। তাই সবাইকে নীচে যেতে বললেন। ওরা চলে গেলে আবার উপরে ডাকলেন। ননী সেন, চিন্তামণিদা ও গোপালদা উপরে গেলেন।) দাদা (আবার কটাক্ষ করে) আমার ছেলে খুব ভালো। আমেরিকার richest man (বোধ হয় Ford) বললো ঃ আমার ছেলে খুব ভালো। এ বললো ঃ তুমি ভালো কিনা আগে সেইটা বোঝ; তার পরে ছেলে। পরের দিন বললো ঃ এ রকম কথা আর কেউ বলতে পারে না। আপনি অসাধারণ। (ডঃ ললিত পণ্ডিতের চিঠি পড়ে শোনাতে হোল; তারপরে ঊষা রাজার Greeting Card য়ে লেখা চিঠি। তারপরে প্যারালিসিস্ রোগাক্রান্ত সেই আমেরিকার মহিলার ফটো দেখালেন। সাড়ে বারোটায় উঠতে বললেন।)

২৬.৯.৭৮ (পরিমল-নিলয়; সন্ধ্যা) [Hamburg থেকে আগত এক জর্মেন-দম্পতি, জার্মানী-প্রবাসী এক ভারতীয় এবং Statesman য়ের একজন Reporter দাদার কাছে উপবিষ্ট। জার্মান ভদ্রলোক Stern য়ের editor. তিনি দাদাকে অনেক প্রশ্ন করলেন ego, meditation, levitation, submission, love, Mahanama ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে। দাদা ওকে ঐসব নিয়ে নানা কথা বললেন। ননী সেনকেও কিছু বলতে হোল। উনি সব note করে নিলেন। পরে উনি বললেন ঃ I have put so many questions to Dadaji. But, now I want to sit at his feet. পরে দাদা ওর বুকের কাছে জামার তলায় হাত দিয়ে leather band য়ের একটি অপূর্ব সুন্দর wrist-watch বের করে ওকে দিলেন। ঘড়িটা diamond য়ের; জ্বলজ্বল করছে; লেখা আছে ঃ Nicco (বা Nippo) Swiss make. দাদা বললেন ঃ পৃথিবীর কোথাও এরকম ঘড়ি নাই। পরে দাদা লেখার উপর দিয়ে (touch না করে) আঙুল চালিয়ে ওটার বদলে Sri Sri Satyanarayan. Made in dreamland করলেন। তার পরে দাদা বললেন ঃ You will get Mahanama tomorrow.]

২৭.৯.৭৮ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [কাল রাত থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। তবু দাদার নির্দেশে দাদালয়ে গেল সকালে ননী সেন। একেবারে ভিজে গেল। দাদার শরীর খারাপ; দেয়ালের দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন। (ওটার

অন্য তাৎপর্য যা দাদানুরাগীরা জানেন।) গীতাদি পা টিপছেন। সামনের দিকে ফিরলেন। গীতাদি ঃ—ননীদা! একদম ভিজে গেছো। ননী সেন ঃ—ও কিছু না। দাদা ঃ—এই গীতা। ওর কথা শুনিস্ না। ওকে ধুতি গেঞ্জি পাঞ্জাবী দে। অগত্যা অঙ্গগন্ধে মাতাল করা দাদার ধুতি ইত্যাদি ননী সেনকে পরতে হোল। তার জীবন ধন্য হোল। দাদা ঃ—ভালোই দেখাচ্ছে। গীতাদি ঃ—সভাকবির মতো লাগছে। ননী সেন ঃ—হ্যাঁ, আমি ভাঁড়,—বৈঠকখানার। দাদা ঃ—মহাপণ্ডিত, শুয়ার। (বই সম্বন্ধে শুধালে দাদা সিমলাইকে ফোন করলেন। সে বললো) ঃ দিতে পারছি না; কাজ হয় নি বৃষ্টির জন্য।

দাদা ঃ—আমার এসব টালিবালি ভালো লাগছে না; যা খুসী করো। ফোনটা রেখে দিলেন। ননী সেন ঃ—মানা এসেছে? দাদা ঃ—বোস আর—সিমলাই এক, এপিঠ ওপিঠ।]

১.১০.৭৮ (তদেব) [আজ মহালয়া। ১১টা নাগাদ সস্ত্রীক দাদালয়ে। ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা 3rd ও 4th format য়ের file copy দিলেন। আরতিদি বসে আছেন দেখে ননী সেন বললো, ঢেঁকি স্বর্গে গেলে ও ধান ভানে। শীঘ্রই-এর ফল ফললো।] দাদা ঃ—Peter Meyer Dohm একে বলে ঃ আপনি এই অত্যন্ত উচ্চস্তরের কথা বলছেন, পরের মুহূর্তেই তামাসা করছেন। এটা কেমন করে হয়? এ বলে, ওটা আর এটা একই। [পৌনে বারোটায় দাদা উপরে গেলেন। তার পরেই একগাদা ঘরোয়া হাতে মানার প্রবেশ। কিছু পরেই সিমলাই এসে প্রীতি-সম্ভাষণ করলো ননী সেনকে। দাদা আগে সবার সামনে একবার বলেন ঃ অনেক নাকি ভুল হয়েছে? ননী সেন বললো ঃ ভুল হবারইতো কথা; Proof তো আর পাঠায়নি। যাই হোক, সবাই অনিমেষদার বাড়ী যাবেন মধ্যাহ্ন-ভোজনে। পরিমলদার গাড়ীতে দাদা উঠলেন; পাশে পরিমলদা ও সামনে অনিমেষদা। দাদা ননী সেনকে ডাকলেন। ননী সেন যখন অনিমেষদার পাশে প্রায় বসে পড়েছে, তখন সিমলাই দ্রুত এসে বললো ঃ গাদাগাদি করে যাবেন কেন? আমার গাড়ী খালি আছে; আসুন, আমি ঐ পথেই যাবো। ননী সেন নেবে সঙ্গে গেল এবং তাকে অনিমেষদার গাড়ীতে—যেখানে মানা ও আরতিদি বসে—তুলে দিল। ননী সেন বললো ঃ আপনি পৌঁছে দেবেন, বললেন? সিমলাই ঃ এটাইতো খালি আছে। গাড়ী কিছুটা গেলে মানা শুরু করলো ঃ আমি আর—দা সারাদিন ধরে proof correction করে ছাপিয়েছি। ১০০০টা ভুল ছিল। পণ্ডিতের manuscript য়েও অনেক ভুল ছিল; কামদারেরটায়ও।। এক উদ্ধত চক্রান্তের শিকার ননী সেন দৃপ্তকণ্ঠে বললো ঃ পণ্ডিতেরটায় ভুল থাকা সম্ভব নয়। কী জানি, এতো ভুল কোত্থেকে এলো। তবে আমাকে তো আর proof পাঠানো হয়নি। গত রবিবার 4th format য়ের proof পাঠানো হয়। সেটা galley proof যা প্রেসের লোকেরাই দেখে। আমি 2nd, 3rd ও 4th proof দেখতেই অভ্যস্ত। ওই galley proof দুপুর ১২.৩০টায় আমাকে দিয়ে আরতিদি তক্ষুণি দেখে দিতে বললো দাদার সামনে। অগত্যা ওটা দেখে দিতে হোল পৌনে ২টা পর্যন্ত বসে। প্রতি লাইনে এতো ভুল যে দুপাশে correction য়ের জায়গা ছিল না। আমি লিখেছিলাম, ৩/৪টা proof আরো পাঠাতে হবে। পাঠানো হয়নি। কেন? এই ফর্মায় অজস্র ভুল অবশ্যই থাকার কথা। সেটা আমার দোষ নয়। অবশ্য আমি তোমাদের মতো ভালো proof-reader নয়। কটাই বা বই লিখেছি? কিন্তু, আশ্চর্য! যে proof তোমরা সারাদিন ধরে দুজনে correct করলে, তা আমি সোয়া ঘন্টায় correct করবো ঠিকমতো, এটা ভাবলে কেমন করে? যাই হোক্, অনিমেষদার বাসায় পৌঁছাবার কিছু পরে মানা আবার আগের কথাগুলো বললো। ননী সেন ঃ আমি proof গুলো দেখতে চাই। মানা ঃ—Proof দেখে আর কি হবে? এখন বইটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। কিছু পরে আবার মানা এসে বললো ঃ Corrigendum দিতে হবে। 3rd ও 4th ফর্মায় অজস্র ভুল আছে।

ননী সেন ঃ—আমি যতটা জানি, 3rd ফর্মায় ভুল থাকলে ২/১টা আর 4th ফর্মা তো তোমরা দুজনে সারাদিন ধরে দেখেছো। তারপরেও ভুল। মানা—না, ওটা দিতে হবে। একটু পরে আবার এসে বললো ঃ ডঃ নায়েকের glossaryটা add করতে হবে। ননী সেন ঃ—কিছু কিছু নতুন শব্দেরও দিতে হবে। মানা ঃ—না, ওতেই চলবে। রমা ও পরিমলদা পরে এসে গভীর চক্রান্তের কথা বললেন। আমার ঘোষ-যাত্রা কি শেষ হোল? না বোস-যাত্রা।]

২.১০.৭৮ (তদেব) [ডাক পড়লে ননী সেন উপরে দাদার কাছে গেল। কিছু পরেই মানা এসে বললো,

কোবলেংকো বানান ভুল ছাপা হয়েছে। journal বের করে দেখালো শুদ্ধ বানানটা। ননী সেন নীরব। দাদা ঃ—বিকেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে যাবি? ননী সেন ঃ—যাবো। বিকেলে ৫টায় ননী সেন ব্যবসা-বাণিজ্যে গেল। ৮.৩০টা পর্যন্ত ২ ফর্মা proof দেখে দিল। মাঝে দাদা ফোন করলে ননী সেন বললো, কোবলেংকোতে ভুল নেই। বাসায় ফিরতে রাত ১০টা।]

৮.১০.৭৮ (তদেব) [আজ রবিবার, শারদীয়া মহাসপ্তমী। আগামী কাল থেকে বার্ষিক উৎসব শুরু। লোকে লোকারণ্য। ডঃ পণ্ডিত ও ডঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলে বাইরের দরজা থেকে একটু ভিতরে ননী সেন বসলো। দাদা এসে ডাকলেন না সারাক্ষণ। শোনা গেল, কাল ৫০ কপি বই দিয়েছে। মানা 'Messiah of the East.....' প্রবন্ধটা ঘরোয়া থেকে পড়ে শুনাতে শুরু করলো। দাদা ঃ—নামটার মানে না বললে অনেকেই তো বুঝবে না। মানা ঃ—ননীদা.....(কী যেন বললো। দাদা কী যেন বললেন। পাশে বসা ফিরোজ হাতের ইসারা করায় ননী সেন তার হাত নাবিয়ে দিল।).....

'সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সোমনাথ হলে। দাদা ৮টায় এসে কামদারজী ও হরিপদদার সঙ্গে কথা বলে এবং সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৯টা নাগাদ চলে গেলেন। এর পরের কাহিনী হোল, দাদা ননী সেনের উপরে সাংঘাতিক রেগে ৮মীর দিন নানা কথা বললেন। উদগত অশ্রু গোপন করে ননী সেন নিজের বক্তব্য সব বুঝিয়ে বললো; তাকে আর proof দেখানো হয়নি, তার জন্য ২ রিম কাগজ নষ্ট হবার কথা নির্জলা মিথ্যা ইত্যাদি বলে সে বইয়ের এবং লেখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলো। বললো, সে সবার পিছনে ১০০০ জনের একজন হয়ে থাকতে চায়। দাদা ঃ—আমি তো বলি নি; সত্যনারায়ণ করাচ্ছেন ইত্যাদি। ননী সেন দুর্জয় অভিমানে প্রস্তরীভূত। পরে অবশ্য ডঃ শ্রীনিবাসম্ সম্বন্ধে কিছু বলতে হোল এবং দাদার শান্তবী মুদ্রার ফোটোর ব্যাখ্যা ইংরেজীতে লিখে দিতে হোল।]

১২.১০.৭৮ (তদেব) [আজ ননী সেন সস্ত্রীক আমেরিকা যাবে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। সকাল ৯টায় দুজনে দাদালয়ে। দাদা কালোমাণিককে 'পুত্রবধূ' বলে জড়িয়ে ধরলেন। কামদারকে ফোন করে বললেন ঃ 1910 য়ের 8th January বিষ্যুৎবার 4.45 P.M. য়ে জন্ম। ৪/৫ বছর এদিক্ ওদিক্ হতে পারে। (মিথ্যা কথা। সবাই জানে, দাদার জন্ম। 13th January.) দাদা ননী সেনকে ও তার মেয়েকে একটা করে বই দিলেন। বিরাট্ এক ল্যাংচা (ভুবনেশ্বরের) খাওয়ালেন; চিঠি দিতে বললেন এবং ডিসেম্বরের মধ্যে ফিরে আসতে বললেন। না হলে ঝামেলা হবে, বললেন।]

['ঝামেলার কথাটা এখানে বলে রাখাই ভালো। যদিও এটা ননী সেনের রোজনামচা নয়; তবু সর্বজ্ঞ দাদার কথা অমান্য করলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তা পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে এটা বিবৃত হোল। JFK Airport য়ে পৌঁছে যখন customs clearance হচ্ছে, তখন লোকটি সেনকে duration of stay র কথা জিজ্ঞেস করে। সেন বলে, Four months. কিন্তু দাদার প্রেরণায় লোকটি লেখে, up to 25th December. এটা জানা যায় পরে যখন সেন canada ভ্রমণান্তে U.S.A. ফিরছে। ওখানকার checking outpost য়ের officer বলেন, 25th December is your departure date from U.S.A. শুনে চমক জাগে; দাদার কথা মনে পড়ে যায়। অসীম করুণাভরে তাঁর কথা মান্য করার সুযোগ তিনি করে দিলেন। কিন্তু, জীব কি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারে? যা ঘটবার, তাই ঘটলো। 23rd December পুলিস ফোন করে জানালো, 25th U.S.A. ছেড়ে না গেলে evict করবে। জামাই পরের দিন ছুটে গিয়ে date 31st January পর্যন্ত extend করে আনলো। কিন্তু, এদিকে অন্য বিপর্যয় হোল। কলকাতায় জামাইর বাবার massive heart attack হোল। 16th January তিনি মারা গেলেন। জামাই চলে গেল কলকাতা। আমাদের কে airport নিয়ে যাবে? অনেক চেষ্টার পরে মেয়ে-জামাইর এক বন্ধু ৩০শে জানুয়ারী এয়ার-পোর্টে পৌঁছে দিল। সেন সস্ত্রীক ১লা ফেব্রুয়ারী রাত ১১টায় দমদম পৌঁছায়। ডিসেম্বরেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনের কাছে চিঠি যায় ৬মাস extension হবার খবর জানিয়ে। অবিলম্বে join করতে বলা হয়। কিন্তু, সেন join করলো 5th February. যদি 2nd January Join করতো, তাহলে পুরো ৫ বছরের extension সে পেতে পারতো। পরিবর্তে পেলো দেড় বছরের extension. যার ফলে তাকে আমেরিকা-

প্রবাসী হতে হোল দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যদিও দাদা যতীনদা ও হরিদাকে অনেক আগেই বলেন, ননী আমেরিকা চলে যাবে। এই হোল দাদাজী-মহাভারত।]

২.২.৭৯ (তদেব) [সস্ত্রীক ননী সেনকে দেখে দাদা খুব খুশী। কিছুক্ষণ নানা কথা বলার পরে] দাদা—Harvey কে ১০০০ ডলার দাওনি বলে খুব রেগে গিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। পরে সেটা ছিঁড়ে ফেলি। আরেকটা চিঠিতে অনিল সরকারের মৃত্যুর খবর দিই।..... (হার্ভের কথা বলতে বলতে) অভির সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। x x x x লেকে morning walk করতে গিয়ে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যাই। (এটা শারীরিক দুর্বলতার জন্য নয়। কাউকে বাঁচাতে গিয়ে বা জাগতিক কোন পরিস্থিতি ঠেকাতে গিয়ে এই পতন।) সেই থেকে অসিত, সুরেশ আচার্য ও ফিরোজ রোজ সঙ্গে যায়। ফিরোজ রোজ সকাল ৪টায় এসে বাইরে বসে থাকে। অপূর্ব নিষ্ঠা! x x x x x (ফ্রীম্যানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে) অভির সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। x x x x তোকে তিনটে প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে ঃ—একটি ব্রিটেনের এক physics য়ের অধ্যাপকের জন্য, ১টি Dr. Louis য়ের জন্য, আরেকটি আমেরিকার একজন writer য়ের (Henry Miller) জন্য। আরো একটি লিখতে হবে; পরে বলবো।

১০.২.৭৯ (তদেব; বিকাল) [আজ ৫.৩০টায় শৈলেন চৌধুরী সহ ননী সেন সস্ত্রীক দাদালয়ে। পল সিংয়ের মেয়ের বিয়েতে বৌদিকে নিয়ে যেতে হবে। দাদা বেরিয়ে গেছেন। বারকয়েক দাদাকে ফোন করার বিফল প্রচেষ্টা। পরে দাদাই ফোন করে বললেন, Harvey কে সব টাকা দিয়ে দিয়েছি। ননী সেন ঃ— Dr. Louis 3 physics য়ের Professor য়ের জন্য লেখা প্রবন্ধ দুটো এবং ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছি। দাদা ঃ—বৌদির কাছে সব রেখে যা। বৌদিকে ডেকে দে। (বৌদির সঙ্গে কথা। দাদা বৌদিকে যেতে বললেন। ৩০/৪০ মিনিট পরে দাদা আবার ফোন করে বৌদির সঙ্গে কথা বললেন। পরে ননী সেনকে বললেন ঃ) Physics য়ের লোকটি পণ্ডিত তো! বৌদির কাছে দিয়েই যা। বৌদি যাবেন, খাবেন না। তোদের দেরী হবে। চৌধুরীও আছে নাকি? তাহলে গাড়ীতে ধরবে? ননী সেন ঃ—কোন রকমে ধরে যাবে। কাল কখন বোম্বে যাবেন? দাদা ঃ—সকাল ৮টায়। ননী সেন ঃ—তাহলে আর দেখা পাবো না? দাদা ঃ—তুই কি দেখা পাস্ না? সেন ঃ—পাই কি? দাদা ঃ—৭.৩০/৭.৪৫ য়ের মধ্যে গাড়ী পাঠাচ্ছি। আরেকটা লেখা, writer Dr. Rolland, ৭ দিনের মধ্যে যেন পাই অভির ঠিকানায়।

১২.৩.৭৯ (সুরেশ আচার্যের বাড়ী) [দাদা বোম্বে চলে যাবার পরে ৭ই মার্চ অভিদার চিঠি আসে দাদার ভ্রমণপঞ্জী বিষয়ে। লেখেন ঃ "দাদা পোরবন্দর। St. গেছেন কামদারজী, প্যাটেল, পণ্ডিত সমভিব্যাহারে।। St. 2nd 3rd. 3rd রাজকোট; তারপর 4th by car morning to Bhavnagar. আজ (4th) আমি ভাবনগর যাচ্ছি। দাদার সঙ্গে ফিরবো। 7th দুপুরে তারপর Delphin এ তাঁরই পারিজাত-আবাসে 14th পর্যন্ত থাকবেন—তারপরে আপনাদের। Blitz য়ে Dr. Dutta র article বেরুবে 7th. খুশবন্ত ও করঞ্জিয়া আবার আসেন্। খুশবন্ত আনন্দবাজার group য়ের New Delhi র chief editor —লিখবে। এবার মজা দেখুন।.....সত্যপ্রতিষ্ঠাই তাঁর আনন্দ।"

[অধ্যাপক সুরেশ আচার্য বোম্বে গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা ফিরেছেন। তাই দাদার খবর জানার জন্য আজ ননী সেন তাঁর বাড়ী গেল। প্রচুর জলযোগ দিয়ে আপ্যায়নের পর তিনি যা বললেন, তা অবিকল লিপিবদ্ধ করা হোল। আচার্য—বোম্বেতে বিড়লার বাড়ীতে পূজা হয়। সেখানে R. K. Poddar মহানাম পান। তাঁর ২০ বছরের মাথায় যন্ত্রণা সেরে যায়। ফ্রীম্যান্ ১৮ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকা চলে যান। ওখানে বিদেশী আর কেউ ছিল না। ভাবনগরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ—ভবনে পূজা হয়। পিতাজী shell burst করার শব্দ শোনেন। পরে ঘরের একদিকে বারুদের গন্ধ, অন্যদিকে পূজার স্বাভাবিক অপূর্ব সৌরভ পান। রাজকোটে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। আমাকে ঠেলে ফেলে লোক ঢুকে যায়। বলে, দেখ্না তো চাহিয়ে। একদিন দাদা বলেন ঃ দ্বারকা সমুদ্রের তলে। এ দ্বারকা সে দ্বারকা নয়। পোরবন্দর-টরও ছিল না। কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিল, যে জরাসন্ধের ভয়ে এখানে এসেছিল। সে কৃষ্ণও তাঁকে (উপরে দেখিয়ে) 'সখা' বলতো। বেদে একটা নদী পেরুবার কথা আছে,— বৈতরণী। বেদে আছে, কোরাণেও আছে। নদীটা কি? এইটা, এইটা (দেহটা দেখিয়ে)। বৈতরণী কি? আমি বললাম, সব

কিছু বিতরণ করা, সমর্পণ করা। দাদা ঃ—তাহলে তো বুঝেছিস্। তুই কেন এসেছিস্, তুই নিজেও জানিস না। (কলকাতার ব্যাপার-প্রসঙ্গে) অভি এতো চটছে কেন? অভি তো এরকম নয়। যাই, তারপরে সব ঝেড়ে ফেলবো। এরা আর ২/৩ বছরের বেশি নেই।—বোঝে; গোপাল বোঝে না, কিন্তু ভালোবাসে। যতীনের মুখ বন্ধ; অপমান করলেও কোন বোধ নেই; রসে ভরা। সুনীল কিছু বোঝে না; কিন্তু সব দিয়ে বসে আছে। আমি ঃ—যখন বুদ্ধি বিকৃত হবে, তখন পিতা যদি রক্ষা না করেন, তবে আর উপায় কি? দাদা ঃ—কথাটা মনে থাকবে তো।

একদিন Marine Drive য়ে বেড়াতে বেড়াতে ৩টি কুকুরকে ঝগড়া করতে দেখে নীচু হয়ে দাদা বলেন ঃ কেয়া হুয়া? কিস্‌কে লিয়ে? সঙ্গে সঙ্গে ২টো কুকুর একদিকে, আরেকটা অন্যদিকে চলে গেল। দাদা ঃ—দেখ্ ওরাও এর কথা বোঝে; কিন্তু, মানুষ বোঝে না। (পুজাটুজা) সব বন্ধ করে দেবো। তোরা যে 'ভক্ত' বলিস, সেটা এখানে নাই; বাংলাদেশেই আছে। উড়িষ্যায় কিছুটা।। Local papers য়ে (ইংরেজী, গুজরাটী প্রভৃতি) বহু লেখা বেরোয়। আরো বললো, সুনীলদাকে দাদা একদিন 'ভীমসেন' বলেন; আরেক দিন বলেন, 'শিবনাথ শাস্ত্রী'। ধন্য সুনীলদা যিনি নিষ্ঠুর দুর্দৈবরূপে ধৃতরাষ্ট্র-পিষ্ট হয়ে ও আত্মনিবেদনে অচলপ্রতিষ্ঠ। আচার্য ননী সেনের ঝুলি ভরে দিল অকৃপণ দাদাদাক্ষিণ্যে।]

১৩.৩.৭৯ (ননীগোপালদার বাড়ী) [আজ দোলপূর্ণিমা। এই বাড়ীতে আজ মহোৎসব হোল অনেক দাদানুরাগীকে নিয়ে। সুনীলদা অপূর্ব নামগান করেন। বিকালে বৌদির নির্দেশে ননী সেন সস্ত্রীক দাদালয়ে। সন্ধ্যায় সেখানে অনিমেষদা, গীতাদি ও গোপা এসে উপস্থিত। গোপা তার প্রয়াত ঠাকুরমা সম্বন্ধে দাদা-বিজড়িত অভিজ্ঞতার কথা বললো। সে বললো, নভেম্বরে ঠাম্মার অবস্থা এখন-তখন, ডাক্তাররা জবাব দিয়েছে। দাদাকে ফোন করায় দাদা এলেন। এসে অনেকক্ষণ এদিক্ সেদিক্ ঘুরে বললেন ঃ না, যাই; বসা গেল না। আমি বললাম ঃ বসুন্ না। দাদা ঃ কোথায় বসবো? বললাম ঃ এই চেয়ারে। দাদা ঃ কোথাও তো খালি নাই; সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আত্মীয়েরা। কোথায় বসবো? পরে অনেক পায়চারী করে বসলেন। কিছু পরে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তাররা কিন্তু হতাশ। ২ দিন পরে ডাক্তারদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও দাদা হরলিক্স খাওয়ালেন। তার ২/৩ দিন পরে complan খাওয়াতে শুরু করলেন ডাক্তারদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও। তারপরে ধীরে ধীরে রক্ত দিতে বলেন রাত ১১.৩০ টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত যা ডাক্তাররা অনেক আগে দিতে চায়। পরে ঠাম্মাকে হাঁটাতে বলেন বাইরেও। ভিতরটা পরিষ্কার করার জন্য sucction pump fit করতে ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছিলো,—যদি হার্ট ফেল করে! দাদা ফোন করে করতে বললেন। পরে ডাক্তাররা বললেন ঃ Miracle. কে যেন ভিতর থেকে সব টেনে নিল। একেবারে ভালো হয়ে গেল। পরে জানুয়ারীতে আবার খারাপ হয়। দাদা আমাকে সব সময়ে কাছে থাকতে বলেন এবং গা ছুঁয়ে মহানাম করতে বলেন। যেদিন মারা যান,—১০ই—তার আগের দিন থেকে শ্বাস উঠলো। অবস্থা খুব খারাপ। ফোনে দাদাকে contact করার চেষ্টা করছি, পারছি না। এদিকে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হোল। দাদা বলছিলেন, আমি সামনে থাকলে ঠাম্মা যাবে না। যদিও বাবা ও পিসী আগেই দাদার কাছে গেছেন, তবুও দিশাহারা হয়ে দাদার কাছে ছুটে গেলাম। দাদা বললেন ঃ তুমি এলে কেন? নিষ্ঠাচ্যুত হলে। এখন আর কিছু করার নাই। আগে আমি দাদাকে বলেছিলাম ঃ ঠাম্মাকে ৬মাস বাঁচিয়ে রাখুন যাতে দাদার বিয়ে দেখে যেতে পারে। দাদা বলেন, সেটা বোধ হয় হবে না। কিছুদিন পরে ঠাম্মা সকালে জাগছে না দেখে ঠেলে জাগানো হোল। রেগে গেলেন; সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। দুপুরের ঘুম আবার বিকালে ভাঙানো হোল। সকালের স্বপ্নের পর থেকে আবার স্বপ্ন দেখছে। কিছুদিন পরে দাদাকে অনুযোগ করি ঃ তাহলে ঠাম্মা দাদার বিয়ে দেখতে পারছে না! দাদা ঃ—দেখেনি? জিজ্ঞেস কর্। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঐ স্বপ্ন দাদার বিয়ে ঘটিত। ৪র্থীর দিন ঠাম্মা দাদার কাঁধ স্পর্শ করেন। কাজের দিন বাবা ঠাম্মার পা স্পর্শ করেন। দাদা পিসীকে বলেন ঃ—যদি আইভির মেয়ে হয়ে এসে থাকে? (ঠাম্মা মারা যান ১০ই জানুয়ারী; আইভির মেয়ে হয় ১১ই জানুয়ারী।)গীতাদি ঃ—লীনা সরকার দিল্লী থেকে ফোন করে দাদাকে বলে ঃ অনিল কুয়েতে মারা গেছে। দাদা ঃ—কতক্ষণ আগে? লীনা ঃ—৮/৯ ঘন্টা আগে। দাদা ঃ—তাহলে আর করার কিছু নাই। অনিলকে বলেছিলাম, যেখানে যাবে, একে ফোন করে যাবে। তোমাকে বলেছিলাম, তুমি সঙ্গে থাকলে ওর কিছু হবে না। তোমাদের নিষ্ঠা নাই। কী করার আছে?

১৮.৩.৭৯ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) [আজ রবিবার; সব ঘর, করিডোর, সিঁড়ির ঘর জনাকীর্ণ। ননী সেন ১১টায় এসে কোনরকমে পেছনের ছোট ঘরে বসলো। দাদা বিভিন্ন গুরুদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। দাদার নির্দেশে সামনে গিয়ে বসতে হোল। Stern পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখালেন। তাতে ন্যাড়া—সাঁই, বাবরিওয়ালা সচ্ছত্র মহারাজ—সাঁই, উলঙ্গ—শিষ্য,—যোগী, গলা কাটায় উদ্যত—সরকারের ছবি রয়েছে। পত্রিকাটির একেবারে শেষের দিকে editorকে আশীর্বাদরত দাদার ফটো ছাপা হয়েছে। বোম্বের কাহিনী সুরেশ আচার্য বললেন। বারীণদা বললেন, অতুলদা কিছু শুনতে পান না। ননী সেন অতুলদাকে সামনে বসতে বললো। অতুলদা ঃ—পরের দিন থেকে বসবো। বারীণদা ঃ—কথা শুনতে পান না; তবু শুধু দেখতে আসেন।] দাদা ঃ—তাহলে তো কারণও নাই, করণও নাই।.....নিজেকে সাজানোর চেয়ে তাঁকে সাজানো ভালো। সব যদি তিনি হন, আমিটা রইলো কোথায়? (গোপালদা শ্রীলংকায় যান Music য়ের পরীক্ষা নিতে State guest হয়ে। সেখানে উনি দাদার কথা যত্রতত্র প্রচার করেন। চরণজলও সঙ্গে ছিল। Prime minister য়ের party তে গেলে তিনি ওঁকে President য়ের কাছে নিয়ে যান। President বলেন ঃ স্ত্রীর খুব খারাপ অবস্থা। প্রস্রাব একেবারে বন্ধ; পেট ফুলে উঠেছে; অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার কিছু করতে পারছে না। তখন গোপালদা চরণ-জল দিলেন বার বার খেতেও পেটে মালিস্ করতে। তাই বার কয়েক করার পর স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে bathroom য়ে যেয়ে প্রচুর প্রস্রাব হোল এবং কতগুলো stone (২/৩টা) বেরিয়ে গেল। President অবাক্ হয়ে গোপালদাকে প্রশ্ন করলে তিনি দাদার কথা সবিস্তারে বললেন। President বললেন ঃ State guest করে আনলে উনি আসবেন না?) দাদা ঃ—যিনি করবার, তিনি করেছেন। এর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই।.....আমেরিকায় বলি, any saints in the world, 2 minutes. Intellectual দের সঙ্গে অবশ্য অন্যরকম। তাদের তো বুঝাতে হবে। জীবিতকালে কি কারুর সম্বন্ধে এরকম লিখেছে? আর লিখছে কারা? কালিফোর্ণিয়ায় ২ সপ্তাহ আগে টিভিতে দেখিয়েছে; এটা তো থাকবে। এই দেহটা নয়, বাণীটা।..... এই ননী! যত্যা কী বলছে? ননী সেন ঃ—যতীনদা বলছেন, আমরা না হলে ওঁর গতি নাই। আমরাইতো ওঁর প্রকাশ। এই দেহে না হলে ননীদার দেহে। উনিতো ঠুঁটো জগন্নাথ। (দাদা হাসলেন।) দাদা ঃ—মীরাদির কি কষ্ট হচ্ছে? রুবিদির শরীর কেমন? (জ্ঞানদাকে) কি রে, খবর সব ভালো তো! (জ্ঞানদা হাসলেন।) দাদা ঃ—সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। (একটু হেসে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে গোপালদাকে দেখে) শালা! তুমি প্রেসিডেন্টের বৌয়ের পেটে হাত বুলাতে গেলে কেন? ঠেলাটা বুঝবে এখন। ননী সেন ঃ—হনুমান লংকায় গেছে; এবারে রাম গেলেই হয়। দাদা ঃ—উনি কি যান নি ? লংকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান হয়তো next year য়ে যাবেন।..... এক দিক্ থেকে বলা যায়, রোমটাওতো ভারতবর্ষই ছিল। .....Stern য়ের editor খুস্‌মন্ত সিংয়ের কাছে এর কথা শোনে। পরে পরিমলের বাড়ী এর সঙ্গে দেখা করে। তোর সঙ্গেও তো কথা হয়। আগে ভারতের বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে। পরের দিন ওকে আসতে বলি। কিন্তু, সেদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি; রাস্তা সব ডুবে গেছে। ফোন করলো, আসবে কিনা। আসতে বললাম। ট্যাক্সি করে রওনা হোল; পথে দারুণ জলে পড়লো। কিন্তু, চট্ করে জল উবে গেল। একটা miracle হোল।

২৫.৩.৯০ (তদেব) [২২শে রেডিয়োতে জয়প্রকাশের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হোল। লোকসভায় শোকপ্রস্তাব নেওয়া হোল, সভা মুলতুবী করা হোল এবং পতাকা অর্ধনমিত হোল। দাদা কিন্তু সকালে চা খেতে খেতে উপরের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন সংবাদ-প্রচারের পূর্বে তা না শুনে ঃ জয়প্রকাশ মারা যাবেন না। দেখবি, রেডিয়োতে announce করবে। এটা পরে গীতাদির কাছে ননী সেন শোনে। ১ ঘন্টা পরে রেডিয়োতে announce করলো, জয়প্রকাশ বেঁচে আছেন। রেডিয়ো শুনেই ননী সেনের—এবং আরো অনেকের—মনে হোল, দাদা বাঁচিয়ে দিলেন। দাদা কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন কিনা তা ননী সেন জানে না। তবে দাদা সেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেট খারাপ এবং হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র হয়। কাজেই বাঁচাবার অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে। কারণ, দাদা বলেন, উনি যখন কারুর রোগ নেন, তখন এর কিছু হয় না। কিন্তু, এ যখন নিজের ইচ্ছায় কারুর রোগ নেয়, তখন সেটা ভোগ করতে হয়; এটাই নিয়ম। না হলে সেটা ফেলবে কোথায়? প্রকৃতিকে দেবে? ওসব সাধু-সন্ন্যাসীরা পারে। আরো বলেন, মৃত্যুর ঠিক সময়টা কোন রকমে পার করে দিতে পারলেই বেঁচে গেল। তাতে রোগটা ঠিক নিতে হয় না। তবে কিছুটা ভুগতে তো হবেই। কাজেই দাদা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এটা মনে করা খুব অসঙ্গত হবে না।

২৩শে সুরেশ আচার্য বললেন ঃ বোম্বেতে যোগ ও লাহিড়ী মশাই এবং শ্রী অরবিন্দের প্রসঙ্গ উঠে। দাদা বলেন, অরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনা। এক জনকে জোর করে আটকানো আর ভালোবেসে বন্দী করা কি এক?

আজ সকাল ১১টায় সচৌধুরী দাদালয়ে। Current য়ে দাদা সম্বন্ধে একটা লেখা বেরিয়েছে, যাতে দাদাকে প্রথমে প্রচলিত দুই ভগবানের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে পরে নানা ঘটনা ও দাদার বাণী দিয়ে প্রমাণ করেছে, দাদা সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের। মানার পড়া শেষ হলে আচার্য ও চৌধুরী একসঙ্গে বললেন, দাদাজী আরেকজন—সাঁই, এ মন্তব্য আমরা পছন্দ করি না। দাদা ঃ—ননী সেন কি বলে? ননী সেন ঃ—আরম্ভটা অপূর্ব হয়েছে; তবে ভক্তরা তো ব্যথা পায়। এই প্রসঙ্গে দাদা আমাদের পাণ্ডিত্য নিয়ে ঠাট্টা করলেন।] দাদা ঃ—গুরু কে? Absolute ত্যাগ। ভগবান্ কে? যাঁর ভাগ নাই..... ঠাকুরের কাছে বৃন্দাবনের অনেক বৈষ্ণব এলেন। বাড়ীতে পেঁয়াজের গন্ধ; ওদের আপত্তি। বাইরে থেকে এসেই ঠাকুর বললেন, বৈষ্ণব স্বভাবে থাকে; আচার-বিচার মানে না।.....। উলঙ্গ মানে কি? কাপড় খুলে থাকা, নেংটা হওয়া? তাতে কি তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁকে তো পেয়েই আছি।..... একজন একে বলে ঃ উনি বলেছেন, আপনি খুব সাধন-ভজন করেছেন। এ বলে ঃ—উনি বললে সত্য। উনি করেছেন, এ শুনেছে।.....উন্মত্ত পদ্মায় নৌকার মধ্যে ঠাকুর ভক্তদের জন্য ইলিশ মাছ রান্না করে রাখেন এবং খেতে বলেন। তারা বলে, মাছ তো খাই না। ঠাকুর ঃ—মাঝে মাঝে তো ইচ্ছা করে। খান না। পদ্মায় বিরাট ঢেউ উঠেছে; নৌকা মোচার খোলার মতো উঠছে নাবছে। সবাই ভয়ে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে স্থাণুর মতো। ঠাকুর ঃ—গঙ্গাদেবি। একটু শান্ত হোন। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা স্তব্ধ। (দীনেশদা কাণপুরের মহাতান্ত্রিক নিমকরালির কথা বললেন।) দীনেশদা ঃ—নিমকরালি এসে দাদাকে ঘরের বাইরে থেকে বাণ মারার চেষ্টা করলো। বাণ মারা দূরের কথা, সে সামনে-পিছনে নড়তে পারছিল না, যেন স্থাণু হয়ে গেছে। তখন দাদা ডাকলে সে দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কবিতায় দাদার পায়ের বর্ণনা দিতে লাগলো। যতীনদা ঃ—আমিইতো ভগবান্। যুক্ত হয়ে থাকলেই আমিটা তো রইলো না। দাদা (হেসে) ঃ—অঙ্গন্যাসুর-কাহিনী জানিস্ তো? শিবের কাছে বর-পেয়ে অনেকের মাথায় হাত দিয়ে তাদের ভস্ম করলো। শেষে শিবের মাথায় হাত দেবার চেষ্টা।.....দ্বাপরেই ঠিক করে আসে। তখনও 'সখা' বলেছিল। কী রে, 'সখা' মানে কি? ননী সেন ঃ—সমপ্রাণ। দাদা ঃ—প্রাণ এবং প্রাণারাম, যার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; তবে হবে শ্রীযুক্ত।

৩০.৩.৭৯ (তদেব) [২৮শে রাত থেকে দাদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুপুর রাত্রে ১০৩ ডিগ্রী জ্বর, পেটে তীব্র ব্যথা। ব্যথায় দাদা চীৎকার করেছেন, লুঙ্গি খুলে ফেলেছেন। ভুবন রাত্রে সমীরণদাকে ডেকে আনেন। তিনি বোধ হয় pain-killer দেন। ২৯শে ও ১০১ ডিগ্রী জ্বর ছিল। রমা এসে মুরগী কিনে রান্না করে দেয়। হরিদা বলেন, একজন মুমূর্ষু প্রিয়জনের অসুখ নিয়েছেন; কার তা বলতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধের জন্যই মনে হয়, অসুখটা জয়প্রকাশের।

আজ জ্বর নেই; কিন্তু, বেশ দুর্বল। ডাক পড়লে ননী সেন উপরে গেল। ডাঃ ভদ্রকে দাদা বললেন ঃ] একজন পাষণ্ড প্রোফেসর ! পায়জামা পরে এসেছে।.....Illustrated Weekly র sale তো ৪ লাখ ৬৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৯৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আরো পড়ে যাবে। খুশ্‌মন্ত এখন 'My Delhi' paper য়ে। April য়ে ওটায় বেরুতে পারে।.....আয়ুব সৈয়দকে অভি অনুযোগ করে ঃ একেবারে—সাঁইদের সামিল করলেন? সৈয়দ বললেন ঃ আবার পড়ুন; London থেকে Journalism শিখে এসেছি। দাদা ঃ—রাজপুত্রের মতো চেহারা। ওকে বলি ঃ আমাকে 'মুসলমান'-টান বলবে না। আমি মুসলমান, আমি ব্রাহ্মণ, আমি খ্রীষ্টান, আমি সব। সৈয়দ ঃ আপনি আমার হাতে খাবেন? এ বললো, কেন, তোমার হাত কি আমার হাত নয়? সে এক প্যাকেট সিগারেট দিল; এ এক বোতল Whiskey দিল।.....poor! সে তো কাউকে poor দেখে না। বড়লোক দিয়া কি করবে? যারা বুঝতে চায় না, তাদের সঙ্গে দেখা করে।..... Dr. Louis এসেছিল, আর.....। ননী সেন ঃ—আচার্য বললো, বিদেশী কেউ আসেনি। দাদা ঃ—ও তো অনেক পরে গেছে। ও ছিল ৬ দিন, এ ২১ দিন। Louis আগে আসে; তাজ হোটেলে ছিল। তারপরে আসে.....। কামদার তাকেও তাজে রাখে।.....Louis য়ের এই লেখাটা

পড়ে দেখ্ তো কেমন হয়েছে। ননী সেন (পড়ে) ঃ—ভালো হয়েছে; বুঝেছে। দাদা ঃ—5th volume বের করার পরে আর এরকম বই বেরুবে না। তারপরে individually বেরুবে। ননী সেন ঃ—তাহলে আপনার approve করা দরকার হবে। না হলে আমি একটা লিখে বের করলাম। সব উল্টোপাল্টা লিখে বললাম, এই দাদাজীর philosophy. দাদা ঃ—না, তাহলে কাগজে প্রতিবাদ করতে হবে। সবাইকে manuscript পাঠাতে হবে, পুরী ছাড়া; পুরী ও নায়েক ছাড়া। ননী সেন ঃ—চণ্ডীগড়ে O.P.Puri ? দাদা ঃ—হ্যাঁ। তোকে ৮টা লিখতে বলেছি। সেন ঃ— সে কি? কবে? দাদা ঃ—বলেছি। তুই অরবিন্দ আশ্রম নিয়া আছিস; তাই মনে নাই।.....সৈয়দ ঃ—আপনার কোন Institution নাই, কোন Secretary নাই, কোন committee নাই। আপনার সঙ্গে কার কথা?

১.৪.৭৯ (তদেব) [আজ রবিবার। ননী সেন ১০টায় হাজির। দাদা প্রায় ১১টায় নীচে নাবেন।] দাদা ঃ—বড়বাবু (President Carter) ফোন করেছিলেন সকাল ৪.৩০ টায়। বলা হোল, দাদাজী ঘুমাচ্ছেন। (আবার ১১.৩০ নাগাদ ফোন। দাদা উপরে গিয়ে ফোনে কথা বলে নীচে এসে বললেন ঃ) বড়বাবু। বললো, আমি 15th April যাচ্ছি। বললাম, না june য়ের শেষে বা julyর গোড়ায় এ যাবে। Washington য়ে তো যাবো না; ওখানে তো হয়ে গেছে। (যতীনদা ও দীনেশদাকে নিয়ে ঠাট্টা—লম্বু-বম্বু, বেঁটে জিতুরাম, দীনেশ তর্কালংকার, শির্দির শ্মশানের সাঁইবাবা ইত্যাদি।).....ননী। শান্তিকে ওনার মনোরঞ্জনের জন্য আসতে বলিস্। তোকে ৩টা বই correction করে দিতে হবে; আর ৮টা article লিখতে হবে।

৩.৪.৭৯ (পরিমল-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদার বাড়ীতে দাদাকে না পেয়ে পরিমলদার বাড়ী ননী সেন। ভিতরে পরিমলদা, ঊষাদি ও রমা। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হোল। তার পরে ভিতরে। দাদা খুব ব্যথাভরে ভুট্টোর কথা বলছিলেন। দাদা ঃ—সে তো এমনি murder করে নি; administration চালাতে গিয়ে ওটা করেছে। তার জন্য ফাঁসী হবে? মোরারজীটা একটা—। আজ ইন্দিরা থাকলে ভুট্টোকে বাঁচাতে রাশিয়াকে বলে কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে মুসলিম সৈন্য ঢুকিয়ে দিত। ইন্দিরাকেও জেল বা ফাঁসী দিতে চায়। সে তো হাজার দশেক লোক মেরেছে। কিন্তু, কান্তি সঞ্জয়ের চেয়েও বেশি দোষ করেছে। সব মুসলিম country তেই গোলমাল। রমা ঃ—ওসব দেশে যাবে। দাদা ঃ—ইরাণের শা-র মতো লোকের কী অবস্থা। দেশটাকে টাকা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। (একটু থেমে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে) ভুট্টোকে আগেই মেরে ফেলবে; পরে লোক দেখানো ফাঁসি দেবে। (বাপ্পা ও অনিমেষদার আগমন। নানা প্রসঙ্গ। পরে দাদা অনিমেষদার গাড়ীতে উঠে বললেন ঃ) তুইও তো যাবি; শান্তি তো ওখানে। আয়, ওঠ্। (পথে load-shedding প্রসঙ্গ) দাদা ঃ—যে কোন দেশ হলে গদী চলে যেতো। (বাসায় নেবে শান্তিকে) ওদিকে খুনোখুনি হয়ে যাচ্ছে, আর ও এখানে বসে। যা, তাড়াতাড়ি যা, না হলে গাড়ী চলে যাবে। যা, ননী । যা; জেনে রাখিস, চীন যদি আবার ভিয়েতনাম আক্রমণ করে, তাহলে অর্ধেক চীন ফাঁকা হয়ে যাবে। রাশিয়া আড়ালে থাকবে। ননী ! তাড়াতাড়ি যা। ভগবান্ ও প্রারব্ধ দূর করতে পারেন না। দেখ্, হরিপদর কী হয়। কথা তো শুনবে না। (সত্যিই আইভি ও অভিতে খুনোখুনি হচ্ছিল।)

৮.৪.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ— এ লংকাতো সে লংকা নয়। কেবল অশোক বনটাই ৫২ মাইল ছিল। মহাপ্রতাপশালী ছিল; ১ লাখ দেড়লাখ তার আত্মীয়স্বজনই ছিল। সে ছিল আসল আর্য। মহীরাবণ অর্থাৎ আমেরিকা কিন্তু অনার্য ছিল। হনুমান্ ইত্যাদি বানর ছিল না। ভারত অনেক বড়ো ছিল। ইরাক, ইরাণ, জেরুজালেম সব ভারত। কাজেই মহম্মদও ভারতের। South Africa,West Indies, Canada প্রভৃতিতে ভারতের লোকই বসবাস করে। Mexicoতেও তাই।.....ধন যার আছে, সেইতো ধনী। ওরা কি ধনী?.....পূজাটা দুই সখীর আস্বাদন। উনিও সখী হলেন। এখানে স্ত্রী-পুরুষ নাই।.....মৌনী বাবা! মৌনীটা কি রে? ননী সেনঃ—'হৃদয়েষু মৌনী।' হৃদয়ের রসে যখন মনটা আটকে যায়, তখন আপনা থেকে কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাই 'মৌন'। আর 'মুনি' থেকে 'মৌন' ধরলে 'স্থিতধী' হওয়া। কিন্তু, আমরা ইচ্ছা করে কথা না বলাকে 'মৌন' বলি। দাদা ঃ-কোন লাভ হয় কি ? মনটাকে, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দে; ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে যাবে। .....রাজকোটে মাঠ, ঘাট, রাস্তা সব লোকে লোকারণ্য। লোকের পর লোকের সঙ্গে কথা বলে ও মহানামের আয়োজন করে এ হাঁপিয়ে উঠেছে। এর তো সংখ্যার দরকার নাই। এর দরকার Intellectual আর সাধুবাবাদের। কামদারকে বললাম, আর ভালো লাগছে না। এবারে announce করে দাও, আর দেখা হবে না। কামদার

বললো ঃ দাদাজী! এ কেইসে বাত্ করতা হ্যায় আপ। দুর দুরসে এতনা লোক আয়া হ্যায়; একবার দেখনে তো দিজিয়ে। এ বললো ঃ ঠিক হ্যায়, হাম থোরাসে compromise করতা হ্যায়। বাহার যাকে দেখো, এক গাছতলামে এক আদমী রো রহা হ্যায়। উস্‌কো জলদি লে আও। কামদার ওকে নিয়ে এলে সে মহানাম পেয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়লো।.....মাদ্রাজ থেকে বার বার বলছে, দাদাজী! একবার আসুন্। আর ভালো লাগে না।.....এই লংকাটা কি তখন ছিল? ওটার লোকসংখ্যা কলকাতার মতো,—১ কোটি ২৬ (২৩?) লাখের মতো।

৯.৪.৭৯ (তদেব) [উপরে কালীদাও মধুদা দাদার কাছে বসে। মঞ্জু ভাণ দাদাকে বাতাস করছে। ডাক পড়লে ননী সেন উপরে গেল।] দাদা ঃ—চিঠিতে লিখেছে, আপনাকে খুব ভালোবাসি; আপনার জন্য সব করতে পারি। আরে, ভালোবাসা কি? ভালোলাগা? মানুষ কি ভালোবাসতে পারে? প্রেম? XXXXX ইন্দিরার মতো প্রধানমন্ত্রী ভারতে আর হয়নি। কিন্তু, বললো ঃ ওরা যা করবার, করুন। তখনি লালবাজারে বলেছি, ওর হয়ে গেল। আমার ১০ বছর জেল হবে? আমি তো জেলেই বাছি।.....(কালী গোপালদার কথা শুধালেন।) দাদা ঃ— তরুণী বৌকে ছেড়ে আসতে পারছে না; অথচ বৌ চায় একে। বড়ো ভালো; বোকা। ওর জন্যইতো এই অসুখটা। না হলে ওখানেই হয়ে যেতো। তোর নিজের নাই ঠিক, তোর President য়ের বৌয়ের পেটে হাত বুলাবার কি দরকার ছিল? আবার কার মাথায়ও যেন হাত বুলিয়েছে। এখানে এসে শরীর খারাপ হয়েছে।.....ননী সেন ঃ—নববর্ষে কি বাড়ীতে থাকবেন, না কোথাও যাবেন? দাদা ঃ—না, বাড়ীতেই থাকবো। এই শরীর নিয়া আর কোথাও যাবো না।.....মানুষ সাপের চেয়েও হিংস্র। সাপকে আঘাত না দিলে কিছু করে না। একদিন বেরিয়ে ফিরছি, দেখি, একটা কেউটে গেটের মাথায় ঝুলছে। বললাম ঃ—দয়া করে একটু সরুন না। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। একদিন ঠাকুর মাঠের আল ধরে যাচ্ছেন; হঠাৎ সাপের গায়ে পা পড়লো। সাপটা ফোঁস্ করে উঠলো। ঠাকুর বললেন ঃ ক্ষমা করুন। সাপটা চলে গেল।

১২.৪.৭৯ (তদেব) [নানা প্রসঙ্গ। ভুবনেশ্বরে চিন্তামণিদাকে ফোন। তাঁর মেয়ে ইন্দিরার বিয়ে। দাদা যাবেন। ফোনে বললেন ঃ] দাদা ঃ—তোমার আমাদের টিকেট করতে হবে না। খোকা করে দেবে। (চিন্তামণিদা ৫০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন গরম মসলার জন্য। দাদা তা ফেরৎ দিতে বলে গোপীদাকে বললেন ১৩শ টাকায় ২ রকম মসলা কিনে দিতে।) দাদা ঃ—এরকম একটা লোক হয় নাকি? একেবারে....হরি। অসুবিধায় পড়েছে। এদের উপকার করেছি, এটা বলাও.....। বলে হাত তুলে নমস্কার করলেন। (গোপালদার সঙ্গীতশাস্ত্রে নৈপুণ্যের প্রশংসা। আজ উনি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন।) গোপালদা ঃ—যাবার ইচ্ছা ছিল না। যাচ্ছি দুঃখে। (কথা শেষ করতে পারলেন না উদগত অশ্রুর জন্য। বক্তব্য ছিল, দাদা নববর্ষে তাঁর বাড়ী যাচ্ছেন না বলে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন।) (যতীনদা দাদাকে Acid phos. দিয়ে বললেন ঃ) এতেই ভালো হবেন এবং নব যৌবন ফিরে পাবেন।..... দাদা ঃ— বেটারা মরে যা; যম তোদের touch করতেও পারবে না। এ বলতে পারে; কারণ, এর তো কোন কর্তৃত্ব নাই!.....পর ভাবলে কি চুমো দেওয়া যায়?.....এলাম প্রেম করতে। আমিটা থাকলে কি প্রেম করতে পারে?.....(ননী সেনকে) তুই বড়ো বোকা; ঐ গোপালটাও।.....চরণ সিংয়ের আবার Industryর সঙ্গে বিরোধ। এদের চলে যেতে হবে। (গান্ধী সম্বন্ধে) গেরুয়া পরে politics ! নেহেরু লোকটা ভালো ছিল। কিন্তু, বুদ্ধি ছিল না। Democracy পছন্দ করতো। Harrow তে পড়েছে; লর্ডের ছেলে; meanness ছিল না। বুদ্ধি তাঁর মেয়ের। দুটি লোক ছিল,—সুভাষ আর প্যাটেল। বিঠলভাইও ভালো ছিল। পাক্ষীওয়ালা তো চলে আসছে (আমেরিকা থেকে)! আর ঘোরাঘুরি ভালো লাগছে না। এখন জনা ৪।৫ নিয়ে থাকবো। ননী সেনঃ—এখনো তো অষ্ট্রেলিয়া বাকী ! দাদা ঃ—অষ্ট্রেলিয়ায় (নতুন) লোক নেই। গোপালদা ঃ—জাপান? দাদা ঃ—কী হবে? ননী সেনঃ—আফ্রিকা? দাদা ঃ— South Africa তো হয়েই গেছে। এই record গুলো তো থাকবে। একজন বাকী আছে আমেরিকায় Hollywood য়ে। বৃদ্ধ এক writer (Henry Miller).

[বিকালে দাদা বেরুচ্ছেন; আইভি শুধালো, বাবা! কোথায় যাচ্ছো? দাদা উত্তরে কি যেন বললেন। সেখানে উপস্থিত মিসেস্ সেন আইভিকে শুধালো ঃ দাদা কী বললেন? আইভি ঃ—গ্যারাজ দেখতে যাচ্ছি। মিসেস্ সেন বললো ঃ আমি তো শুনলাম, ননীর জন্য মধুর বাড়ী দেখতে যাচ্ছি। শুনে উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলো। অথচ

ঘটনা হিসেবে দুটোই সত্য। কারণ, দাদা দুটোই দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, দাদা যে বাক্যটি প্রয়োগ করেন, তার ব্যাকৃত রূপ অর্থাৎ দুজনের শ্রুত ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে শেষের দুটি শব্দে সাম্য থাকলেও বাকী শব্দে—প্রথমটায় একটি, দ্বিতীয়ে ৪টি,—অলংঘ্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এটা কি করে সম্ভব? যদিও দাদা বলেন, ভাষা তো মনের ব্যাপার, তাহলেও দুটি মন একই ভাষাকে দুই বিভিন্ন রূপে গ্রহণ করলো, এটা আশ্চর্য নয় কি? দাদার কারবারই এই রকম। বুঝতে গেলেই গাড্ডায় পড়তে হবে।]

১৫.৪.৭৯ (তদেব) [আজ বাংলা নববর্ষ। ধীরে ধীরে লোক-সমাগম হচ্ছে। সস্ত্রীক ননী সেন সকাল ৮টায় উপস্থিত। কিছু পরে ডাক পড়লো।] গীতাদি (সেনকে অনুচ্চস্বরে) কেউ বিপদে পড়লে দাদার অঙ্গ গন্ধ পায়; আর ১ সেকেণ্ডের জন্য স্মরণ করলেও অঙ্গগন্ধ পায়।.....(পাল্কীওয়ালা প্রসঙ্গ) দাদা ঃ—পরশু ফোন করে বলে, P.M. কে ফোন করে বললাম, ambassadorship ছেড়ে দিচ্ছি। তখন অনেকেই বললেন, কেন, দাদাজী বলেছেন? আমি বলি, তাঁর কাছে তো আমি একবার মাত্র গেছি। তিনি আমাকে hypnotise করেছিলেন। এটা না বললে আপনারও বিপদ্ হোত, আমারও বিপদ্ হোত। কাজেই current য়ে একটা লেখা দিয়েছি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে, আপনি কি এতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন? এ বলে, না না, ঠিকই করেছো। ও বললো, ২।৩ বার সস্ত্রীক আমাকে আশীর্বাদ করার ফোটো বেরিয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে? Washington য়েরটা আবার বেরুবে না তো? এ বললো; না, সেটা এর কাছে আছে। আবার বের করলে একটা statement দিতে হবে। এতে বিপদ্ হতে পারে।, ওতো Ambassador, গভমেণ্টের চাকরী করে। Independent হলে কথা ছিল। (ননী সেনকে) কিরে ঠিক করে নি? এতে মনে হয় যেন ওকে exploit করছি, blackmail করছি। কি, তাই না? ননী সেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই। দাদা ঃ—এরকম ভবিষ্যতে না করাই ভালো। অভিকেও নিষেধ করে দিয়েছি। (অভিদার ফোন এলো।) দাদাঃ- ননী সেন এখানে বসে আছে। তাকে বলেছি, সে বুঝেছে ব্যাপারটা। অভি ২২শে আসছে। স্নেহাংশু বললো ঃ—এটা Legal standpoint থেকে খুব ভালো হয়েছে। ভিতরের ব্যাপার কি বাইরে প্রকাশ করা উচিত? আমাদের গভমেণ্ট কিছু না করলেও central govment তো করতে পারে? (পিতাজী, মাইজী ও দয়ালালের আগমন। সবার নীচে হলঘরে গমন। কিছু পরে দাদা ওঁদের নিয়ে নীচে নাবলেন। সেখানে পিতাজী তাঁর পূজার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন ঃ explosion য়ের শব্দ ও gun-powder য়ের গন্ধ।) দাদা ঃ—ননী, এটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর্। ননী সেন ঃ—মহাসবিতারূপ শব্দব্রহ্মে explosion এবং তাকে পেরিয়ে যাওয়া। .....(মানাকে) একী, তোর ঘুম ভাঙলো কখন? ১৮ ঘণ্টাটাও তো পুরো হয়নি!

১৬.৪.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ—Franceয়ের Ambassador Mr. Dhar গতকাল এবং আজও আসেন। তাকে বলি, পাল্কীওয়ালা একবার মাত্র আসে। সে বলে, জগজীবন রাম তো আসছেন। এ বলে, তাঁর সঙ্গেও এর বিশেষ সম্পর্ক নাই।.....জগজীবন আসছে। ননী সেন ঃ—তাহলে আমি যাই? দাদা ঃ—না, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। (তার পরে ভিতরের ঘরে উঁকি মেরে storeয়ের কাছে গিয়ে মঞ্জু ভাণকে বললেন ঃ) Lecturer আসে নি? (গৌরীদি ওখানে দাদার জন্য রস করছিলেন। দুজনকে লক্ষ্য করেই দাদা বললেন ঃ) Duped ! কাল থেকে আর আসিস্ না। ননী! বল্ না। ননী সেনঃ—ভণ্ডের কাছে সাধু-সজ্জনের না আসাই ভালো। (তারপরে সবাইকে নিয়ে পিছনের ঘরে খাটে বসলেন। বললেন ঃ) উনি (গৌরীদি) প্রেসিডেন্ট, Lecturer (মানা) সেক্রেটারী আর মঞ্জু Reporter. কী রে? ননী সেন ঃ মঞ্জুর এতো ছোট Post ভালো লাগছে না। দাদা ঃ—কী রে, তাই নাকি? (মঞ্জু যথারীতি নীরব।).....পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসার সময় ১ হাজার তোলার ঠাকুরের সিংহাসন এ নিয়ে আসে। পরে তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে Shaw Wallace ও M.B. Sircar কে বিক্রী করে।.....বাবা ছিলেন নলিনী সরকারের Class-mate. এতো বড়ো দাঁড়ি ছিল। বাড়ীতে সাধু-মহাত্মা তো লেগেই ছিল। গীতা-পাঠ, নাম-গান প্রভৃতি ছিল। দুর্গাপূজায় বলি-বন্ধের প্রসঙ্গে বঙ্গঠাকুর বলেন ঃ তোমাদের তো শক্তিমন্ত্র। সেদিন ছিল ৪ঠা কার্ত্তিক। তখন বাবা বেঁচে নেই।.....এই মঞ্জু! Lecturer এসেছে তো। ডেকে দে। (মানা এসে পা টিপতে লাগলো।) দাদা ঃ—কী রে, কি lecture দিলি?....ননী! বাড়ী প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ননী সেন ঃ পুজোর আগে পাওয়া যাবে? দাদা ঃ—যেতে পারে। হলঘরটা এর ৪ গুণ হবে। তিনটা জিনিষ করতে হবে ঃ একটা স্কুল, একটা লাইব্রেরী যাতে শুধু ঠাকুরের বই আর আমাদের বই থাকবে। আর একটা dispensary. রবিবার ও সন্ধ্যায় হলঘরটা ছেড়ে দিতে হবে।

২২.৪.৭৯ (তদেব) [ডঃ সুদর্শনম্ উপস্থিত।] ডঃ সুদর্শনম্ ঃ— মহাপ্রভু Vanish করলেন কেমন করে? এটা কি আইন্‌স্টাইনের মতানুযায়ী আলোক-গতি-সম্পন্ন হয়ে মিলিয়ে যাওয়া? দাদা ঃ— না, একটা fire আছে যা তোমরা দেখতে পারবে না; এমন কি, ছাইটাও না। তিনি হয়তো vanish করে অন্য জায়গায় গেলেন। এইমাত্র মাদ্রাজে সোমেশ্বরের কাছে যাই। কটা বাজে? ফোন করে জেনে নিও। মহাপ্রভু কে, জানি না। নিমাই পণ্ডিত কিন্তু লর্ড কৃষ্ণের চেয়ে বড়ো। মীরাবাঈ সব সময়ে নিমাইকে কাছে দেখতে পেতেন। তাঁর যেতে হোত না। নিমাইয়ের ছিল ভাবদেহ। ডঃ সুদর্শনম্ঃ—উনি কি এখনো আছেন? দাদা ঃ—হ্যাঁ। ডঃ সুদর্শনম্ঃ—শাস্ত্রে আছে, নারদ বশিষ্ঠ প্রভৃতি চিরদিন আছেন। দাদা ঃ—না না, ওরা কিছুই না। নারদ শুধু নামটা maintain করেছেন। সেও গোপীদের কাছে কিছু না। (কৃষ্ণের পীড়া ও গোপীপদরজ ঃ কাহিনী। একদিকে কৃষ্ণ ও অন্যদিকে তুলসীপত্রে লেখা কৃষ্ণনামের ওজন নেবার কাহিনী। নারদ ও দ্বারকান্তঃপুর-কাহিনী।) তখন সবাই গোপগোপী ছিল। রাম নিমাইয়েরও উপরে, সবার উপরে। জনৈক ব্যক্তি ঃ—ঠাকুর বলেছেন, আদি নাথ থেকে সর্ব ধর্ম সমন্বয় হবে। আদিনাথ চট্টগ্রামের কাছে। (দাদা গম্ভীর।) ননী সেন ঃ—আদিনাথ মানে দাদা। তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে দাদাকে বড় বাবু' বলতেন। এতে ভবিষ্য 'দাদাজী' নামেরও ইঙ্গিত আছে। দাদা ঃ—শিব ও কিছু না; কেবল যখনtune য়ে থাকে, তখন ছাড়া। স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যে ঘুরলো, সে তো অত্যন্ত আসক্ত। আর বিষ্ণু এসে চক্র দিয়ে দেহটা টুকরো টুকরো করলো।.....খোল করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন! সেতো ভিতরে হচ্ছে। ওটাও একটা ego.....এটা তো off হয়ে যাবে। এটাকে নিয়ে নয়, তাঁকে নিয়ে লেখো।.....সূর্যের কি heat আছে? ওটার যখন earthয়ের সঙ্গে contact হোল, তখন heat, যতো উপরে উঠবে, ততো ঠাণ্ডা। (ডঃ আর্. এল্. দত্তকে দেখিয়ে) এখনকার এরা (stephen Hawking প্রভৃতি) আইন্‌ষ্টাইনের চেয়ে অনেক বড়ো। এদের কাছে আইনষ্টাইন এতোটুকু।

২৩.৪.৭৯ (তদেব) [মনোমোহন সিং ও এক মহিলা উপর থেকে নাবার পরে প্রায় ১১.৩০টায় ডাক পড়লো।] (load-shedding প্রসঙ্গ। বৌদির হাত থেকে পাখা নিয়ে ননী সেন দাদার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে বাতাস করতে লাগলো। এই সৌভাগ্য তার জীবনে দুর্লভ, যদিও অন্য অনেকের পক্ষে এটা অত্যন্ত সুলভ।] দাদা ঃ—এই রকমই কি চলবে? পাল্টাচ্ছে কৈ?.....সুরেশ আচার্য আজ বোধ হয় রেগে গেছে। ডঃ কপাট আর কাকে নিয়ে এসেছিল। বললাম ঃ—আজ নয়; আরেক দিন আসতে বোলো। ও বললো ঃ—busy লোক। বললাম ঃ আমি ওতো busy! Busy লোকের আসার দরকার নেই।.....কামদার বলেছে ঃ—এবার উৎসব হোক্ 'বোম্বেতে, ভাবনগরে। ১৫০ লোকের জন্য বগি reserve করবো। জনা ৬০/৭০ উড়িষ্যার, ৯০/১০০ জন হয়তো পশ্চিম বাংলা থেকে যাবে।.....ল্যান্সডাউন টেরেসে এর যখন বাড়ী ছিল, ভাড়া তো দিত না। একতলা দোতলা সব ঘরে—ওনার (বৌদির) ঘরে, মার ঘরে—ফ্যান্ ছিল; কেবল এর ঘরে ছিল না। এখানেও এর ঘরে পাখা ছিল না। অথচ অফিস air-conditioned ছিল সেই সময়ে। ঐ বাড়ীতে তিনটে গ্যারাজ ছিল। (আইভির মেয়ে নলিনী কাঁদছে। বৌদি আধো আধো স্বরে নানা কথা বলতে বলতে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন।) দাদা ঃ— উনি attached.....Peter meyer Dohm কি রকম লোক রে? আর দরকার আছে? আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। সকালে লেকে হাঁটতে গেছি এইভাবে (underwear পরে)। দুবার বড় লেক ঘুরলে ৬ মাইল হয়। ২ বার ঘুরে একটু বিশ্রাম করছি, এলো P.B. Mukherji, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অনিল মৈত্র, আরো অনেকে। ওরা বললো ঃ দাদা দেখা করতে চান না! এ বললো ঃ—হ্যাঁ, রবিবার ছাড়া দেখা করি না। তারা সব প্রণাম করে নানা কথা বললো। হঠাৎ দেখি, একজন গিলে করা পাঞ্জাবী গায়ে, হাতে একটা ছোট লাঠি rulerয়ের মতো; পাশে দুজন গেরুয়াধারী যুবক।.....ঐ লাঠিটার মধ্যে নিশ্চয়ই ছোরা আছে। আচ্ছা, ওরা এসব কী করে? এইসব খুনাখুনি? ওর কেস্ কিন্তু withdraw করেছে।.....ওখানেও (লেকে) যদি এরকম কথা বলতে হয়, তাহলে ওখানে যেয়ে লাভ কি? কাল থেকে ভাবছি গড়ের মাঠেই যাবো। কাছেই গ্যারাজ ভাড়া করেছি। Driver ওখানেই থাকবে; দরোয়ানও উপরে থাকবে। নিজেতো কিছুটা drive করতে পারি। নিজেই drive করে যাবো।.....(হেসে) আদিনাথ চট্টগ্রামের কাছে! ঠাকুরের কথা! বললেই বুঝবে। জিজ্ঞেস করলো ঃ ঠাকুর! কৈবল্যনাথ কৈবল্যধাম কি? ঠাকুর বললেন ঃ—কৈবল্যধামকে সমস্ত দেবদেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রদক্ষিণ করে রক্ষা করেন ইত্যাদি। আপনার গুরু কে? অনন্তদেব। উনি হিমালয়ের যজ্ঞে একটা সাপ পোড়াইয়া সেইভস্ম খাইয়া গৌর বর্ণ হইলেন।

একটা.....(বৃশ্চিক) এগিয়ে আসছে। ২।১ জন ওটা মারতে গেল। ঠাকুর বললেন ঃ—মারবেন না। উনি আমার গুরুদেব।.....মেনন কী যেন বড় Post পাবে? ননী সেন ঃ—পায় নি এখনো। দাদা ঃ—বীরেন মিত্র আছে? ননী সেন ঃ—প্রোফেসর। দাদা ঃ—আগে কে ছিল? ননী সেন ঃ— রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গলায় মোটেই সুর ছিল না। দাদা ঃ— এইজন্যইতো গান ছাড়লাম 1941য়ে। গোপেশ্বর, রমেশ, ভীষ্মদেব সবাইকে চিনতাম। জ্ঞান গোঁসাইর ভালো গলা ছিল। ননী সেন ঃ—শচীনদাস মতিলাল? দাদা ঃ—ওর বাড়ীতে আমি গেছি। টুইশনি করতাম, ওর বোনকে; না, পিসীকে। ভাওয়ালের রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়।

৬.৫.৭৯ (তদেব) [দাদা ২রা জুন ভুবনেশ্বর থেকে ফেরেন। শরীর খারাপ হয়। আজ রবিবার। রোজ সামনে বসা অনুচিত ভেবে ননী সেন পেছনে গিয়ে বসলো। তার পরেই দাদা এলেন।] দাদা ঃ— ননীদাকে এখানে বসতে বলছেন (অর্থাৎ গোপালদা)। ননী সেন ঃ—ওর কাছে বসবো না বলেই এখানে বসেছি। (ননী সেন সামনে গিয়ে গোপালদার কাছে বসলো)। নানা প্রসঙ্গ। গোপালদা ও শৈলেন চৌধুরীর ভুবনেশ্বর থেকে গাড়ী নিয়ে পুরী ও কোণারক বেড়ানোর কাহিনী। চৌধুরীর জ্বর ও গোপালদার চরণজল-মাহাত্ম্য বলার কাহিনী। নিজের বংশের কাহিনী। দ্বারিক রায় চৌধুরী প্রথম এম. এ। ভূপেশ রায় চৌধুরীর (জয়বন্ধু) কথা ইত্যাদি।) দাদাঃ—ছেলে বয়সে মা একদিন বাবাকে বলেন ঃ ওর বুকের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে; বাঁচবে তো। বাবা বুকে কাণ পেতে কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন ঃ আমাদের চিকিৎসার বাইরে। ওকে কিছু বোলো না। ১৭ বছর বয়সে বঙ্গঠাকুরকে বললাম ঃ—ঠাকুরকাকা! এই যে ঘণ্টা নাড়িয়ে ধুপ-দীপ জ্বালিয়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে রোজ শালগ্রাম শিলার ভোগ দেন, উনি কি খান? একদিনও কি খেয়েছেন? না হলে দেন কেন? পরে বললাম, ওসব কিছু না করে আজ নিবেদন করে দেখুন্ তো! একটা বেলপাতা সামনে ধরে বললাম, দেখুন্ তো! (মহানাম) দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বললাম, আমি বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিন। আমি বেরিয়ে চম্পট। এদিকে উনি আর দরজা খোলেন না! বাইরে সবাই ভাবছেন, উনি দরজাও খুলছেন না, ঢাকঢোল বাজাতেও বলছেন না; ও কিছু করলো নাকি? কিছু পরে ঠাকুর মশাই দরজা খুললেন; বিহ্বল। সব ভোগ থেকে কিছু কিছু খাওয়া। গুরুজনরা সব সময়ে ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদের কথা বলতেন। এ বলতো ঃ—ওরা কি? ওরা তো scholar, শিক্ষক। নারদ নাম করতো, কিন্তু ভয়ংকর অহংকার ছিল। ব্রহ্মার পুত্র! কোন্ ব্রহ্মা? ব্রহ্মের কি? আর ব্রহ্মার হলে তাঁর নিজের ও কি কিছু ছিল? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এরা কি? শিব মাঝে মাঝে শিবত্বে উঠতো। সে তো তোদেরও হতে পারে। ননী সেনঃ—নারদ প্রহ্লাদকে দীক্ষা দিয়েছিল। দাদা ঃ—সে কি দিয়েছিল? না, প্রহ্লাদ পেয়েছিল? লোকে কিছুতেই বোঝে না। কৃষ্ণ তাকে বেচারাম কসাইয়ের কাছে পাঠান। এসে বলে, অসুরকে দেখে এলাম। (অন্নপূর্ণার কাছে পাঠাবার কাহিনী এবং গোপীপদ-রজঃর কাহিনীর ইঙ্গিত করলেন।).....জয়দেব কি লিখেছেন? পদ্মাবতী পা টিপতো, ওসব ছেড়ে দে। স্নান করতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন, ধূপধুনার গন্ধে ঘর ভর্ত্তি; তখন ওটা ('দেহি পদপল্লব মুদারম্') লিখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।.....এ আর আসবে না। (মানাকে লক্ষ্য করে) হেমাঙ্গিনী দেবী। একজন তো গেরুয়া পরে.....(কথাটা শেষ করলেন না। বোধহয় গোপালদা লক্ষ্য।) (রুবিদিকে) প্রণাম করি?

৮.৫.৭৯ (তদেব) দাদা ঃ—লীনা সরকার এসেছিল। স্বামী মারা যাবার পরে ও বলে ঃ একবার দেখা যায় না? এ বলে ঃ তাতেই খুসী হবে? ঠিক আছে। তার ৪দিন পরে স্বপ্নে দেখলো, এর কাছেই আছে। অনেক কথা বললো ঃ তোমার অনেক duty আছে। তা শেষ করে তার পরে আমার কাছে। ডাক্তার পাওয়া যাবে না; ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দাও ইত্যাদি। আরেক দিন দেখলো, আমার কোমর টিপে দিচ্ছে। আমি বললাম ঃ সেদিন আমার মাজা ব্যথা করছিল; অভি টিপে দিচ্ছিল। এ কী স্বপ্ন? ও বললো ঃ না, স্বপ্নের মতো তো মনে হয় নি। বললাম, আছে তো ভূতটা আর উনি। আমরা ভূতটাকে ধরে আছি। ভূতটাকে ছেড়ে ওনাকে ধর্। ওকে নিয়ে থাকলে এই ছায়াটাও উনি হয়ে যায়। যাবে কোথায়?.....নারদ কী ছিল? সে কী প্রহ্লাদের মতো ছিল? ওটা কি হতে পারে? আমিটা শুরু হয় কেমন করে? (ননী সেনকে উঠতে বললেন এবং মানাকে ডেকে দিতে বললেন। সে জয়রামকে বললো মানাকে ডেকে দিতে, খুব অন্যায় করলো।)

২০.৫.৭৯ (তদেব) | আজ রবিবার। ননী সেন ভিতরে গিয়ে বসলো ১০.৩০ টায় অভিদার কথায় ঃ আপনাকেই খুঁজছেন। একটি আমেরিকান ও দুটি বহিরাগত অবাঙ্গালী আছেন। কিছু পরে দাদা ওদের নিয়ে

উপরে গেলেন; সঙ্গে অধ্যাপক ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জি ও ননী সেন। আমেরিকানটি ভারতীয় সাধুদের ৬টি principle (printed) দেখিয়ে বললেন ঃ দাদাজী কি এগুলো মানেন? দাদার কথায় অভিদা ঐগুলো ননী সেনকে দিলেন দেখতে। ননী সেন একটা একটা করে 'না' করছে, আর ও চটে যাচ্ছে। ননী সেন বললো ঃ এটা দাদা মানবেন, কিন্তু অন্য অর্থে, সাধুদের অর্থে; নয়। রেগে গিয়ে দাদার সঙ্গে Ego and Truth নিয়ে আলোচনা। পরে দাদাকে বললেন ঃ কাল সকাল ৮টায় Grand Hotel য়ে নিয়ে যাবো। TV channel 5য়ে আপনার সঙ্গে কথা record করবো। দাদা ননী সেনকেও যেতে বললেন।]

২১.৫.৭৯ (তদেব) [ননী সেন সকাল ৮টার একটু পরে দাদালয়ে। সাহেব আগেই এসেছেন। কিছু পরে সে নেবে আসছে দেখে ননী সেন তাঁকে 'good morning' বললো কালকের রাগ দুর করতে। সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সে বললো ঃ Wonderful experience ! I won't tell you now. দাদা নেবে সাহেব, অভিদা ও ননী সেনকে নিয়ে গাড়ীতে Grand Hotel য়ে যাত্রা করলেন, আর আইভিকে নিয়ে দুই অবাঙ্গালী ট্যাক্সিতে। পথে যেতে যেতে সাহেব তাঁর experienceয়ের কথা বললো ঃ কাগজে মহানাম পেয়েছি, দাঁড়িতে সর্বাঙ্গে মহানাম দেখেছে, আর উগ্র গন্ধ পেয়েছে। বললো, হার্ভের বইটা অপূর্ব হয়েছে। Grand য়ে পৌঁছে ৪ তলার একটি ঘরে যাওয়া হোল। সেখানে machine fit করাই ছিল। তার পাশে এক আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা। দাদা সোফায় বসলেন। পাশে দাঁড়িয়ে সাহেব প্রশ্ন করছেন, দাদা উত্তর দিচ্ছেন ঃ ভগবান্ কি, truth কি, Realised person য়ের feeling কি, গুরু কি এবং কে, ego কাটাবো কেমন করে ইত্যাদি। দাদা মাঝে মাঝে বোধ হয় উচ্চারণ না বুঝার অভিনয় করে অভিদাও ননী সেনকে শুধাচ্ছিলেন। কাজ প্রায় শেষ; এমন সময়ে load-shedding হোল। পরে সাহেব breakfast খেতে যাবার আগে বললো ঃ দাদা lounge য়ে আছেন। একটু পরে তাঁকে নিয়ে Ivy storesয়ে যাবো। আজকেরটা broadcast করা যাবে না। তোমরা interruht করেছো। কাল আবার তুলবো। ননী সেন এবং পরে আগত দিলীপ চ্যাটার্জি ও ভিভ্রা চলে গেল। রমা রয়ে গেল।]

২৬.৫.৭৯ (মিনুদিও ডঃ মধুসূদর দে-র বাড়ী) [২৩শে সকালে হঠাৎ দাদা একবস্ত্রে প্লেনে ভুবনেশ্বরে বলরামদার বাড়ী যান। বিকালে ফেরার কথা ছিল। ঝড়-বৃষ্টির জন্য হয় নি। পরের দিন সন্ধ্যায় ফেরেন। আজ মিনুদির প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী হোল। দাদা বৌদি ও গীতাদিকে নিয়ে আসেন। বহু জনের সমাবেশ হয়েছে। দাদা খুশবন্ত সিংয়ের একটা লেখা নিয়ে মিনুদির ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এক জায়গায় আছে 'Potential cocktail.' দাদা ননী সেনকে তাৎপর্য শুধালেন। সে ঠিক বলতে পারলো না।] দাদা ঃ—ভবিষ্যতে যারা মহামানব আসবেন, তাঁদেরও মিশ্রণ।.....ট্রুয়ার্ট (দাদার কথা Grand য়ে Channel 5 য়ে যে record করে) অন্য program Cancel করলো বলে থেকে গেল। Critic-novelist Michael Holroyd আইনষ্টাইনকে একটা বিন্দু বলে। এখন শুধু Henry Miller বাকী।

৩.৬.৭৯ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ— Heat টা সূর্যের নয়; পৃথিবীর সঙ্গে Contact হলেই heat হয়। .....চাঁদে গেলেই হোল! তাঁর বিধান কেউ লংঘন করতে পারে না। ওটা চাঁদ নয়। South Poleয়ে তো কতো অনাবিষ্কৃত Island আছে! এটাও তো (পৃথিবী) একটা island; তলায় জল আছে। একটা force ধরে রেখেছে। .....Electricity store করা যাবে না কেন? তোমরা কিছুই জানো না।.....এখনো ৮০ সাল আসেনি; এখনি আমরা অস্থির। ৮০ থেকে ৯০ সাল তো খুব ভালো সময়! তখন তোমরা কি করবে?.....উনি তো বন্দী হয়েই এসেছেন। নিজেকেই মুক্ত করতে চাচ্ছেন। সব ফাঁস করে দিলেন।.....আর দুজন বাকী আছে; সেইজন্য যাওয়া, যদি যাওয়া হয়। Peter বলেছে, সেখানে ৩৫ জন থাকবে। গতবারে জার্মানীতে বরফ-বৃষ্টি হচ্ছে; এ বললো, এটা বন্ধ করা যায় না? কিছু পরে Peter ও Goldbergকে জানালার কাছে যেয়ে দেখতে বললাম। বললো, বন্ধ হয়েছে।.....অভিকে বললাম, বলো, যতক্ষণ দাদা থাকবেন, ততক্ষণ এই রকমই থাকবে। দাদা যেই জার্মানী থেকে বেরিয়ে আসবেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হবে। (দাদা প্লেন উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তুষার-পাত শুরু হলো।).....বিশ্বামিত্র ছিল scientist. সে তপস্যা করেছিল, মানে থিসিস্ লিখেছিল। তাঁর কাছে যারা পাশ করতো, তারা ব্রাহ্মণ হোত। সে ছিল চামার। তখন ব্রাহ্মণ আর চামার ছিল।.....আর তো বেশি দিন নাই। কাজ তো শেষ। তবে condition ছিল, এ কিছু করবে না; তবে মুক্তি প্রাপ্তি উদ্ধারতো হবেই। কিন্তু, যদি হঠাৎ কাল

এসে উপস্থিত হয়, সুদর্শন প্রয়োগ করবে। এ রকম পূর্ণতো কখনো আসে নি। সত্যতেওনা, ত্রেতাতেও না, দ্বাপরেও না। কলিতে ৩ বার। (শ্রী অনিল ব্যানার্জির কাল heart attack হয় মেনকা সিনেমার কাছে। complete heart block. pace-maker বসাতে হবে। দাদা অনিলদা কেমন আছেন, শুধালেন এবং ডাঃ বিনায়ক রায়কে ফোন করতে বলেন।].....শিব। অনেকগুলো বিয়ে করেছিল। পার্বতী। খুব সুন্দরী ছিল। তার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ঘুরছে; নারায়ণ এসে চক্র দিয়ে দেহ টুকরো টুকরো করলো। তোরা আবার শিবের লিঙ্গ পূজা শুরু করলি। একে কি বলে?

৪.৬.৭৯ (তদেব) [দাদা ডাকায় ননী সেন উপরে গেল।] দাদা ঃ Pace-maker য়ের জন্য অনেককে ফোন করেছি। Political sufferer বলে apply করতে হবে; পেয়ে যাবে। (মধুদা ফোন করলেন।) দাদা ঃ—মধু ফোন করে বলছে ভালো করে দিতে। ওটা ভাগ্যের কথা। অনিলকে এই ১০০্ টাকা দিস্। ননী সেন ঃ— টাকা তো অনেক দরকার হবে। চাঁদা তুলবো? দাদা ঃ—হ্যাঁ, এর নাম না করে চাঁদা তুলতে পারো।.....scientist য়ের জন্য লেখাটা লিখে ফেল। আরো ৬টা লেখা পরে ready রাখবি বইয়ের জন্য। Bruce kell য়ের এই চিঠিটা নে; উত্তর দিয়ে দিস্। [ননী সেন অনিলদার বাড়ী গিয়ে বেলাদিকে দাদার ১০০্ টাকা দিল। ডাঃ রায় পৌনে দশে অনিলদাকে দেখতে আসেন। সেখান থেকে শ্রীজয়দেব দত্তের স্বয়ম্বরে যান। দাদা ফোনের মাধ্যমে সেখানে চরণজল করে দিলে জয়দেবদা তা বেলাদিকে দিয়ে আসেন। ডাঃ রায় Health Minister য়ের চিঠি নেন to Health Director যাতে pace-maker পাওয়া যায়। বিকালে শ্রীশৈলেন চৌধুরী দাদালয়ে গেলে দাদা অনিলদাকে অবিলম্বে Hospitalise করতে বলেন। বললেন, এইজন্য ননীকে দিয়ে ১০০্ টাকা পাঠিয়ে দিলাম। বেলাদি immediate hospitalisationয়ের Certificate আনলে ননী সেন দাদাকে পরিমলদার বাড়ীতে ফোন করলো। দাদা বললেন ঃ আজকেই ভর্তি করা ভালো। না হলে emergency হয় কেমন করে? আমার শরীরটা ভালো না; ছেড়ে দিচ্ছি। (একদিকে ননী সেনকে জুতো মারলেন, অন্য দিকে রোগের উগ্রতা আত্মসাৎ করে অনিলদাকে এ যাত্রা রক্ষা করলেন।)

৭.৬.৭৯ (শ্রী শৈলেন চৌধুরী-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [চৌধুরী ননী সেনের বাড়ী এসে জানান, কাল দাদা উত্তেজিতভাবে গোপালদাকে অনেক কথা বলেছেন চাঁদা তোলার ব্যাপারে। শুনে সেন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেল। গোপালদাকে ফোন করে সেন আগে সব কিছু জেনে নিল। পরে দাদাকে ফোন করলো। দাদা খুব উত্তেজিত। ১১ জন ফোন করে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে তিনি টাকা দিতে বলেছেন কিনা। একজন বলেছে, এই ৪০।৫০ হাজার টাকা খরচ করে য়ুরোপ ঘুরে এলাম। আবার টাকা দিতে হবে? দুই একজনের উপরে ভয়ানক উষ্মা হয়েছে; ননী সেনের উপরে তো বটেই। পালের গোদা। বিকেলে মিসেস্ সেন দাদালয়ে গিয়ে শোনে, একজন বলেছে ঃ শচীন রায় চোধুরী শৈলেন সেন সব সময়েই আছে।]

৮.৬.৭৯ (দাদা-নিলয়) [দাদা সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উপরে নিলেন। প্রথমে অন্য প্রসঙ্গ, পরে চাঁদা তোলার ব্যাপার।] দাদা ঃ—অনিমেষ, গোপাল, মধু ডাক্তার আসে মঙ্গলবার। মধু বলে ঃ ননীদা চাইলে দিয়ে দিতাম; পরে হয়তো আপনাকে বলতাম। একজন বলেছে, আমি কাউকে বলিনি; সব ননীদা। তোমাকে না জানিয়ে আমি টাকা দেবো না। একজন কালীপদকে বলে; হরিপদকেও বলতে বলেছে। তাকে খুব বকে দিয়েছি। ননী সেন তার বক্তব্য খুব স্পষ্ট ভাষায় বললো ঃ আমি গোপালদা, সুনীলদা, শৈলেনদা ও আচার্যকে বলেছি; পরে পরিমলদা, যতীনদা প্রভৃতি কয়েক জনকে বলতে বলেছি। আমি গোড়াতেই বলি, এর ভিতরে দাদা নেই। যারা complain করেছেন, তারা কি সব মেয়েমানুষ? আমাকে স্পষ্ট বলতে পারলো না ঃ আমি দিতে পারবো না বা দেবো না বা আমি এসব like করি না বা আপনাকে বিশ্বাস করি না। তারা আপনাকে complain করলো কেন? Straight forward হবে, আশা করেছিলাম। আমি নাকি শচীন রায় চৌধুরী শৈলেন সেন হয়ে যাচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি, আমি ওদের অন্য গুরুভাইদের বলতে বলেই ভুল করেছি। তাহলে একলা চলো রে। দাদা মাঝে মাঝে রেগে যাচ্ছিলেন, 'বোকা' ইত্যাদি বলছিলেন। শেষের কথায় ভয়ংকর রেগে গিয়ে গীতাদিকে বললেন, যা, কথা বলছি। পরে একজন সম্বন্ধে বললেন ঃ ও এসব কথা বলে কেন? প্রায় ১.৩০ টায় ননী সেন চলে গেল।]